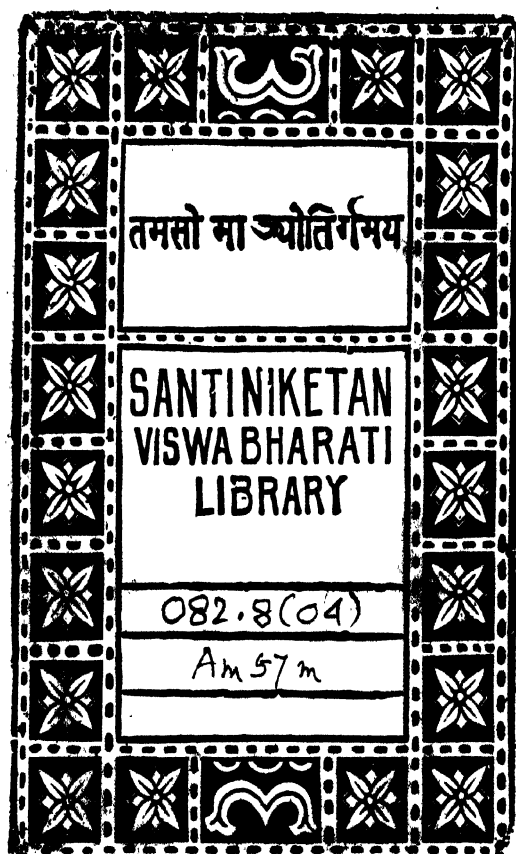


# মাধব সঙ্গীত

অমিতাভ চৌধুরী









माधवसङ्गीत



বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা

পরশুরাম রায়ের  
মাধবসঙ্গীত

সম্পাদনা

অমিতাভ চৌধুরী এম. এ.  
তত্পূর্ব অধ্যাপক, বিশ্বভারতী



বিশ্বভারতী

ভাষ্য, ১৩৭১

মূল্য—পনের টাকা

প্রকাশক :

রূপজিৎ রায়

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

মুদ্রক :

ঐশ্বর্যপালচন্দ্র রায়

নাতানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

## ঋণ স্বীকার

এই বই ছাপা হওয়ার সময় সর্বাগ্রে যে-তিনজনের নাম মনে পড়ছে, তাদের কাছে আমার ঋণ সবচেয়ে বেশী, সেই তিনজনই আজ পরলোকে। প্রথমেই উল্লেখ করি বিশ্বভারতীর পরলোকগত উপাচার্য ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচির নাম। তিনিই মাধব-সঙ্গীতের একটি পুঁথি সংগ্রহ করে সম্পাদনার ভার আমাকে দেন এবং নানাসময়ে নানাভাবে উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে সাহায্য করেন। তাছাড়া বিশ্বভারতীর বাংলা পুঁথিশালার ভারও তিনিই আমাকে কয়েক বছরের জন্তে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিণীত। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই।

আর প্রণাম জানাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, আমার অন্ততম শিক্ষাগুরু ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তকে। এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি আত্মোপাস্ত পড়ে সংযোজন ও বর্জনের অনেক নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন। দুঃখ এই, তাঁর এবং ডক্টর বাগচির হাতে মুদ্রিত মাধবসঙ্গীত তুলে দিতে পারলাম না।

ছাপার অক্ষরে এই বই দেখলে সবচেয়ে বেশী খুশী যে-হত, সে—আমার প্রিয়তম বন্ধু শুভময় ঘোষও আজ আমাদের মধ্যে নেই। পুঁথিনকল আর ভূমিকারচনার সময় সারাক্ষণ সে আমাকে উৎসাহ দিত। শুভময়কে মুদ্রিত মাধবসঙ্গীত দেখাতে পারলাম না, এই আপশোস আমার কোনদিন যাবে না।

এই তিনজন ছাড়া আরও অনেকের কাছে আমি ঋণী। যেমন শ্রীস্বধীরঞ্জন দাস—বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য। ডক্টর বাগচির তত্ত্বাবধানে ১৯৫৪ সনে আমি এই পুঁথি নিয়ে কাজ শুরু করি। তখন পুরী থেকে পাওয়া একটি পুঁথিই ছিল অবলম্বন। ১৯৫৬ সনের জানুয়ারী মাসে, যত্নার মাত্র কয়েকদিন আগে ডক্টর বাগচি এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতন ছাপাখানায় দেন। তারপর নানা পরিবর্তন। ছাপা বন্ধ রইল। আমিও শান্তিনিকেতন ছেড়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিলাম। অধ্যাপনা থেকে এলাম সাংবাদিকতায়।

ইতিমধ্যে পাওয়া গেল আর একখানা পুঁথি। সে-সময় ছাপা বন্ধ হয়ে ভালই হয়েছিল। ১৯৬০ সনে শান্তিনিকেতন গিয়ে ছ'টো পুঁথি মিলিয়ে আবার কাজ শুরু করি। এবং এই ব্যাপারে তখন আমাকে সাহায্য করেছিলেন শ্রীস্বধীরঞ্জন দাস। তিনি আমাকে আবার ডেকে না নিয়ে গেলে কাজটা আর পুরো হতে পারত না। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

তাছাড়া আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন আমার কয়েকজন অধ্যাপক, বন্ধু ও শুভাহ্বায়ী। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রবোধচন্দ্র সেন, ডঃ চিত্তাহরণ চক্রবর্তী, ডঃ স্বকুমার সেন, ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য, শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস, শ্রীস্বধর্ম ভট্টাচার্য

সপ্ততীর্থ, ড: নগেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, ড: সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য, ড: পঞ্চানন মণ্ডল, শ্রীঅশোকবিজয় রাহা, শ্রীনিতাইবিনোদ গোস্বামী, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, শ্রীস্বধর্ম মুখোপাধ্যায়, শ্রীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ড: কুঞ্জবিহারী দাস, শ্রীশান্তিপ্ৰিয় রায়, শ্রীরঞ্জন রায়, ড: সুনীল রায়, শ্রীবিশ্বজিৎ রায়, শ্রীঅভীজ্ঞানাথ ঠাকুর, শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীনরেন্দ্রনাথ গিরি, শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীমলকুমার চক্রবর্তী, শ্রীবরুণ সেনগুপ্ত, শ্রীগৌরীশ্বর ভট্টাচার্য, শ্রীব্রজবিহারী দাস, শ্রীসুনীতিকুমার পাঠক, ড: তারাপদ মুখোপাধ্যায় এবং—শেষোক্ত হলেও অন্যান্য—স্বনন্দা চৌধুরী। এঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং বলা বাহুল্য, নামের এই তালিকা ঋণের পরিমাণাত্মক নয়।

আনন্দবাজার পত্রিকা ভবন

কলকাতা-১

১৩৭১ সন

অমিতাভ চৌধুরী

# ভূমিকা

## পুঁথি-পরিচিতি

এই গ্রন্থসম্পাদনের কাজে দু'টি পুঁথি ব্যবহার করেছি। দু'টিই বিশ্বভারতী বাঙলা পুঁথিশালার সংগ্রহ। তার মধ্যে ২১৪ সংখ্যক পুঁথি ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচি ওড়িয়ার পেয়েছিলেন ১৯৫২ সনে। মালিক ছিলেন কটকনিবাসী স্বর্গীয় রাধাকান্ত দত্ত। পরে মালিক হন পুরীর প্রবাসী বাঙালী গোলকপ্রসাদ রায়। কয়েক পুরুষ তাঁরা ওড়িয়ার অধিবাসী। এই অখণ্ডিত পুঁথির আকার ১৩"×৫" ইঞ্চি। নাম 'মাধবসঙ্গীত'। রচয়িতা পরশুরাম রায়। একই হাতের হুন্দর হাঁদের পরিষ্কার হস্তাক্ষর। তুলোট কাগজে দু' পৃষ্ঠায় লেখা। পত্রসংখ্যা ২৫। প্রতিপৃষ্ঠায় মোটামুটি দশটি ছত্র। লিপিকরের নাম নেই। কালজ্ঞাপক কোন পুঁথিকা শ্লোকও নেই। শুধু শেষ পৃষ্ঠার দক্ষিণ কোণে লেখা আছে—“শকাব্দা ১৬৮১ সাল সন ১১৬৬ সাল”। অর্থাৎ ১৭৫২ খ্রষ্টাব্দ। লিপিকাল নিশ্চয়ই তাই।

দ্বিতীয় পুঁথিটির সন্ধান প্রথম দেন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন। বাংলা ১৩৩৩ সনের মাঘমাসের 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় “বিপ্র পরশুরাম” নামক এক প্রবন্ধে তিনি 'মাধবসঙ্গীত' পুঁথির উল্লেখ করেন। তিনি জানান, বীরভূম জেলার বাতিকার গ্রাম নিবাসী শ্রীশশধর ঘোষের বাড়িতে ঐ নামের এক পুঁথি আছে। ঐ পুঁথির লিপিকাল বাংলা ১১৯৩ সন।

১৯৫৪ সনের ১৭ই নবেম্বর আমি সেই গ্রামে গিয়ে ঘোষমশায়ের বাড়িতে পুঁথিটির খোঁজ করি। কিন্তু সন্ধান পাইনি। আমার সঙ্গে সাহিত্যরত্নও ছিলেন। তবে ঐ পুঁথিটিই কয়েক বছর পর পাওয়া গেল। বাতিকার গ্রামেরই মেয়ে শ্রীমতী নীলিমা বিশ্বাস ১৯৫৮ সনে বিশ্বভারতী পুঁথিশালায় কয়েকটি বাঙলা পুঁথি উপহার দেন। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে একখানা মাধবসঙ্গীত। পাঠ করে দেখা যায়, এইটিই সাহিত্যরত্ন কর্তৃক বর্ণিত সেই নিরুদ্দিষ্ট পুঁথি।

বিশ্বভারতী পুঁথিশালার এই দ্বিতীয় পুঁথিটির সংখ্যা ১৫০০। আকার ১২"×৪½"। পত্রসংখ্যা ১৩৭। দুই হাতের লেখা। পরিষ্কার, তবে প্রথমে বর্ণিত পুঁথিটির মত হাঁদ হুন্দর নয়। তুলোট কাগজের প্রতি পৃষ্ঠায় মোটামুটি নয় ছত্র রয়েছে। লিপিকাল ১১৯৩ সন। লিপিকর দু'জন। রাধারমণ ঘোষ ও রাধাকৃষ্ণ সিংহ। এই পুঁথিও অখণ্ডিত। তবে প্রথম পুঁথির শুরুতে যে মক্কাচরণ শ্লোক আছে, তার প্রথমংশ নেই। এবং শেষ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—

“ইতি শ্রীমাধবসঙ্গীত গ্রন্থ সম্পূর্ণ। লিখিতঃ শ্রীরাধারমণ ঘোষ তথা শ্রীরাধাকৃষ্ণ সিংহ শাকিম বাতিকার ॥ সন ১১৯৩ সাল তারিখ ১৬ তাত্র মক্কাবার

গুণা বধী। শকাব্দা ১৭০৮।৪।১৫।৮ সমাপ্ত...গ্রন্থ...আদর্শ ত্রীমৎ গোপীচরণ  
দাস বৈরাগীঠাকুর মোকাম ৬পাএরের আখড়া। লিখিতং বহু যত্নে  
যশোরয়তি পুস্তক। শূকরী তন্ত্র মাতা পিতা চ ভব গর্ভত ॥ ত্রীশ্রী ॥ ত্রীশ্রী ৬ ॥  
একশত সপ্তত্রিংশৎ পত্রে মাধবসঙ্গীত গ্রন্থ সমাপ্ত।”

এই দু’টি পুঁথি ছাড়া পরশুরামের অন্ত কোন পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়নি।  
বীরভূমের ইলামবাজার থানার অন্তর্গত পায়ের গ্রামে দ্বিতীয় পুঁথিটির আদর্শেরও  
খোঁজ করি, পাইনি।

মাধবসঙ্গীত ইতিপূর্বে অমুদ্রিত মূল্যবান পুঁথি। আলোচনার সুবিধার জন্তে  
তারপর থেকে পুরী থেকে সংগৃহীত প্রথম পুঁথিকে ক-পুঁথি এবং বাতিকার থেকে  
সংগৃহীত দ্বিতীয় পুঁথিকে খ-পুঁথিরূপে বর্ণনা করব।

এই গ্রন্থসম্পাদনায় মাত্র দু’টি পুঁথি ব্যবহার করায় আদর্শ পুঁথি হিসাবে বিশেষ  
কোন একটিকে গ্রহণ করিনি। দু’টির পাঠের মধ্যে বিশেষ পার্থক্যও নেই। তবে  
প্রাচীনতার জন্তে ক-পুঁথিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পাঠকালে যেক্ষেত্রে ক-পুঁথির  
তুলনায় খ-পুঁথির পাঠ বেশী উপযুক্ত মনে হয়েছে, সেক্ষেত্রে অবশ্য খ-পুঁথির পাঠই  
ব্যবহার করা হয়েছে এবং পাদটীকায় ক-পুঁথির পাঠান্তর দেওয়া হয়েছে। তেমনি  
ক-পুঁথির পাঠ ব্যবহারকালে পাঠান্তর আছে খ-পুঁথির। ক-পুঁথি অপেক্ষা খ-পুঁথিতে  
কিছু অতিরিক্ত পাঠ পাওয়া গেছে। সেই অতিরিক্ত পাঠ ব্যবহার করে পাদটীকায়  
উল্লেখ করা হয়েছে অতিরিক্ত পাঠ কতখানি। ক-পুঁথিতেও সামান্য অতিরিক্ত পাঠ  
আছে। লিপিকর-প্রমাদবশতঃ দুই পুঁথিতেই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে একটি দু’টি পঙক্তি  
হঠাৎ বাদ পড়ে গেছে। একটিতে বাদ পড়লে অত্রটিতে পাঠ পাওয়া গিয়েছে। যে  
যে পঙক্তি কোনটিতেই আদৌ পাওয়া যায়নি, তা কষ্টকল্পনায় পূর্ণ করিনি, ফাঁকাই  
রেখেছি।

### বানানপ্রসঙ্গ

দুই পুঁথিতেই লিপিকর-প্রমাদ আছে। তবে বানানের যথেষ্টচারিতা অন্ত  
অনেক পুঁথির তুলনায় অত্যধিক নয়। শ-স-ষ, জ-ষ, হ্রস্ব-ই-দীর্ঘ-ঈ এবং হ্রস্ব  
উ-দীর্ঘ-ঊর বিকৃতিই বেশী। তুলনায় খ-পুঁথিতেই লিপিকর-প্রমাদ বেশী। যেগুলি  
স্পষ্টত লিপিকর-প্রমাদ, সেগুলিকে মুদ্রণের সময়ও বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন দেখি  
না। তাই সম্পাদনায় “শুশিতলকে” “হুশীতল”, “আমীকে” “আমি”, “জোষনাকে”  
‘বোজন’ করেছি।

তাছাড়া দেখা গেছে একটি পুঁথিতে “ব” স্থলে “জ” বা “শ” স্থলে “স” ব্যবহার  
করলেও অন্ত পুঁথিতে ঐ জায়গায় সঠিক বানান “ব” এবং এবং “শ” রাখা আছে।



হ্রস্ব দীর্ঘের বেলায়ও মোটামুটি তাই। এই পুঁথিসম্পাদনাতে সেই কারণেই জ-ব, শ-স-ষ এবং হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের বানান যথাসম্ভব শুদ্ধভাবেই দেওয়া হয়েছে। বৈশিষ্ট্যমূলক অস্ত্রাজ্ঞ বানান অবশ্য যথাযথ রাখার চেষ্টাই করেছে।

পুঁথি দু'টির বানানে মোটামুটি দ্রষ্টব্য বিষয় এই :—

১. ই-কার এবং ঈ-কারভেদ সব সময় রাখা হয়নি।  
যথা—আমী, তুমী, তুরিয়, আচরী, হাসী, হিন ইত্যাদি।
২. উ-কার এবং উকারের ক্ষেত্রেও তাই।  
যথা—প্রভু, শুভ্র, পূর্ণ ইত্যাদি।
৩. ব্যঞ্জনবর্ণে অন্ত্যস্থ-ষ স্থলে বর্গীয়-জ-এর আধিক্য।  
যথা—জুগল, জুবতি, জিবনি, জখন, জেন ইত্যাদি।
৪. তালব্য-শ, দন্ত্য-স এবং মুর্ধ্যন্ত-ষ-এর ব্যবহারে বিশৃংখলা।  
যথা—ভসিতল, শঙ্কত, পঞ্চাষ, প্রসংসা ইত্যাদি।
৫. আ, ই স্থলে সাহুনাসিক এও প্রয়োগ।  
যথা—খাইঞা, নাঞি, বড়াঞি, কানাঞি ইত্যাদি।
৬. য় স্থলে এ স্বরের ব্যবহার। কোথাও কোথাও আ, উ, ই স্বরের ব্যবহারও আছে।  
যথা—করএ, প্রলএর, বেআন, গাঁথিআছে, বিধাইনি, প্রদাইনি, আউধ, মউর, অবঅব ইত্যাদি।
৭. ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণে অতিরিক্ত সাহুনাসিকতার প্রবণতা।  
যথা—শাঁপ, রাখো ইত্যাদি।
৮. ণ এবং ন-এর বিশৃংখলা।  
যথা—জিবণ, অবন ইত্যাদি।
৯. দ্বি-স্বর বর্তমান রেখে হৈছে হৈলা, হৈঞা, হৈতে ইত্যাদি বানানের প্রয়োগ।
১০. কোথাও কোথাও ঔ-কারের দ্বিখণ্ডিত প্রয়োগও আছে।  
যথা—কউতুক, জউতুক ইত্যাদি।
১১. বিকৃত তৎসম বানান যথেষ্ট।  
যথা—নিবিস্তি, কুংসা, সতিঅ্য, মিথ্যা ইত্যাদি।
১২. চন্দ্রবিন্দু স্থলে 'ন্দ' ব্যবহার প্রচুর।  
যথা—চান্দ, ফান্দ ইত্যাদি। ধ-পুঁথিতেই এই প্রয়োগ বেশী।

পুঁথি দু'টিতে বাংলা পাঠের মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে। পুঁথির বাংলা অংশই আলোচনার বিষয় হওয়াতে এবং সংস্কৃত শ্লোকের অব্যবহিত পরে বা আগে কবি নিজের কবিতার আকারে তার ভাবার্থ দেওয়ার পৃথকভাবে সংস্কৃত

শ্লোকের কোন বাংলা অম্বাদ বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। সংস্কৃত শ্লোকে লিপিকর-  
প্রমাদ অসংখ্য। ভ্রমাত্মক হওয়া সত্ত্বেও বহু স্থলে এইসব পদ মূল পুঁথির মতই  
বখাষখ রাখা হয়েছে।

দু'টি পুঁথিতেই কোন পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়বিভাগ নেই। কয়েকটি গীতের গ্রন্থনায়  
কাহিনীর প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে অগ্রগতি। পাঠের সুবিধার জন্তে সম্পাদনাকালে  
পুঁথিকে চৌদ্দটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

অনেক চেষ্টা করেও দু' একটি ক্ষেত্রে বাংলা শব্দের বা পুরো বাক্যের শুদ্ধপাঠ  
উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সেক্ষেত্রে ভ্রমাত্মক পদই রাখা হয়েছে। যেমন—নিসসি  
উসসি ধনি বেগী করে কোল (২২৬ পৃষ্ঠা), যে পুন অধীন লোক সেহো তারে  
তাজে (২০২ পৃষ্ঠা)। এমন দৃষ্টান্ত আরও কয়েকটি আছে।

### গ্রন্থনাম

গ্রন্থের নাম মাধবসঙ্গীত<sup>১</sup>। ক-পুঁথির শুরুতে লেখা আছে “শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায়  
নমঃ। অথ মাধবসঙ্গীত গ্রন্থ লিখ্যতে।” খ-পুঁথির শেষে লেখা আছে,—“একশত  
সপ্তত্রিংশৎ পত্রে মাধবসঙ্গীত গ্রন্থ সমাপ্ত।” ভণিতায়ও মাধবসঙ্গীত নামের উল্লেখ  
আছে।

১. পরশুরামের বহু গুরুপদে ধ্যান।  
মাধবসঙ্গীত গীত আনন্দিতে গান ॥  
( পৃষ্ঠা ২২ ও ৫৭ পৃষ্ঠা )
২. গুরুকৃপা নবলেশ আবেশবিহিত।  
রচিল পরশুরাম মাধবসঙ্গীত ॥  
( পৃষ্ঠা ৬৬ )
৩. গুরু পদোচিত মাধবসঙ্গীত  
রচিল পরশুরাম ॥  
( পৃষ্ঠা ৬৭ )

চ' একটি পদের ভণিতায় উল্লেখ আছে “সঙ্গীতমাধব”। যেমন—

শ্রীগুরুদেবের পদ কৃপা অহুভবে।  
রচিল পরশুরাম সঙ্গীতমাধবে ॥

( পৃষ্ঠা ১২ )

১ প্রাচীন পুঁথি হওয়াতে ‘সংগীত’ শব্দের বানান আগাগোড়া পুরোনো মতে ‘সঙ্গীত’ রাখা হয়েছে।

এক্ষেত্রে “অহুভবের” সঙ্গে মিলের খাতিরেই মাধবসঙ্গীতকে সঙ্গীতমাধব করা হয়েছে।

‘মাধবসঙ্গীত’ নামে আর কোন বাংলা বই আছে বলে জানি না। তবে ‘সঙ্গীত-মাধব’ নামে আরও কয়েকখানি সংস্কৃত বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভক্তিরসায়করে উল্লেখ আছে যে, ‘কবি গোবিন্দদাস সংস্কৃত ভাষায় ‘সঙ্গীতমাধব’ নামে একখানি নাটক রচনা করেন। পুঁথিটি পাওয়া যায়নি।

পরশুরাম রায় রচিত ‘মাধবসঙ্গীত’ মাধব সম্পর্কিত সংগীত, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী। শ্রীকৃষ্ণ অর্থে ‘মাধব’ শব্দের ব্যবহার এই গ্রন্থে প্রচুর। মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ অর্থে ‘মাধব’ শব্দের ব্যবহার কম। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেব ‘মাধব’ শব্দের বহুল প্রচলন করেন।<sup>১</sup> মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ‘মাধব’ শব্দের ব্যবহার নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মাত্র দুবার ‘মাধব’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বৈষ্ণবসাহিত্যে জয়দেব ও বিদ্যাপতির প্রভাবে ‘মাধব’ শব্দের বহুল প্রচলন হয়।

তাছাড়া ‘মাধব’ শব্দের অস্ত্র অর্থ মধুর। ‘হু’ একটি ভণিতায় পাঠান্তরে ‘মাধব’ শব্দের পরিবর্তে ‘মধুর’ শব্দের ব্যবহার আছে। (দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ২৭২)। এই বই রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক হওয়াতে মধুর সংগীতও বটে। এবং সে হিসাবে মাধবসঙ্গীত নাম আরও সার্থক।

### ভণিতা

গ্রন্থে বিভিন্নস্থানে যে সকল ভণিতা আছে, নিম্নে তার কয়েকটি দ্বেওয়া গেল। ভণিতায় বারবার কবির গুরুভক্তি প্রকাশ পেয়েছে। উভয় পুঁথিতেই বিপ্র, দ্বিজ বা অস্ত্র কোন শব্দ নামের আগে নেই। ক-পুঁথিতে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরশুরাম নাম স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। খ-পুঁথিতে অনেক জায়গায় লেখা আছে ‘পরশুরাম’ বা ‘পরশুরাম।’ দু’টিই বিকৃত বানান বলে ধরা যেতে পারে।

১. পরশুরামের এই পরম বাসনা।

মাধবসঙ্গীত মহাপ্রভুর বন্দনা ॥

(পৃষ্ঠা ৬)

২. কঙ্কচরণে মণিমঞ্জীর ঝংকৃত ঝলমল নখমণি উজ্জরকিরণে  
পদতলে অমল সরোরুহ শীতল পরশুরাম রহ শরণে ॥

(পৃষ্ঠা ৭)

১ রাধামাধবযোজ্যন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ। (গীতগোবিন্দ)

২ দ্রঃ বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পৃষ্ঠা ১২, ১৩৪।

৩. হৃদয় নিহিত মান বনি বনমালাং ।  
পরশুরাম মন লোচন জালাং ॥  
( পৃষ্ঠা ৮ )
৪. শ্রীগুরুদেবের পদ কৃপা অহুভবে ।  
রচিল পরশুরাম সঙ্গীতমাধবে ॥  
( পৃষ্ঠা ১২ )
৫. আপনি কলম ধরি লিখন করেন হরি  
পরশুরামের মাত্র নাম ॥  
( পৃষ্ঠা ১৫ )
৬. পরশুরামের রহ গুরুপদে ধ্যান ।  
মাধবসঙ্গীত গীত আনন্দিতে গান ॥  
( পৃষ্ঠা ২২, ৫৭, ১৭০ )
৭. রচিল পরশুরাম করি পরিহার ।  
শুনিলে জানিএ কৃষ্ণ প্রিয় পরিবার ॥  
( পৃষ্ঠা ৩৯ )
৮. পরশুরামের মনে আন' নাহি তোমা বিনে  
তুমি আমার হবে কত দিনে ॥  
( পৃষ্ঠা ৪০ )
৯. শ্রীগুরু শ্রীপাদপদ্ম কৃপার বিহিত ।  
রচিল পরশুরাম মাধবসঙ্গীত ॥  
( পৃষ্ঠা ৪৬ )
১০. কহ শ্রীমুখের বাণী কহিলে কারণ জানি  
কাতর পরশুরাম ভাষে ॥  
( পৃষ্ঠা ৮২ )
১১. শুনিলো পরশুরাম আশাবদ্ধ মনে ।  
পাইব ভক্তির লেশ মহাপ্রভুর গুণে ॥  
( পৃষ্ঠা ৮৭ )
১২. পরশুরামের রহ গুরুপদআশ ।  
দেহ পদছায়া প্রভু মনোহরদাস ॥  
( পৃষ্ঠা ৯৫ )

১৩. পরশুরামের শুনি জ্ঞান পাইল মনে ।  
না জানি রসিক রায় কত বন্ধ জানে ॥  
( পৃষ্ঠা ১০১ )

১৪. মরাল গমন নথ কমলচরণ ।  
তুঁহি সে পরশুরাম লউছি শরণ ॥  
( পৃষ্ঠা ১০২ )

১৫. পরশুরামের যত এই অহুতবে ।  
মাধব সাধব নিত্য সঙ্গীতমাধবে ॥  
( পৃষ্ঠা ১০৪ )

১৬. পরশুরামের রহ গুরুপদে ধ্যান ।  
শ্রবণে লভিএ রাধাকৃষ্ণের কল্যাণ ॥  
( পৃষ্ঠা ১১৪ )

১৭. শুনিঞা আনন্দ কৃষ্ণ দিলেন মেলানি ।  
পরশুরাম বলে ধন্য ধন্য ঠাকুরাণী ॥  
( পৃষ্ঠা ১২২ )

১৮. কেত্রি অবতংস মহারাজবংশ  
কুমার শিখরশ্রাম ।  
যার দেশে বসি সঙ্গীতবিলাসী  
রচিল পরশুরাম ॥  
( পৃষ্ঠা ১৫১ )

১৯. পরশুরামের রহ গুরুপদে নতি ।  
শুনিলে লভএ যেন রাধাকৃষ্ণ রতি ॥  
( পৃষ্ঠা ১৮০ )

২০. শ্রীগুরুদেব পদরজ রূপালেশে ।  
রচিল পরশুরাম সঙ্গীত বিশেষে ॥  
( পৃষ্ঠা ২৫৫ )

২১. সহজে পরশুরাম সহচরী ভাবে ।  
বসন ভূষণ লঞা সঙ্কেসজে যাবে ॥  
( পৃষ্ঠা ২৬৮ )

২২. গুরুপদ সরসীজ শরণ বিহিত ।  
রচিল পরশুরাম মাধবসঙ্গীত ॥

( পৃষ্ঠা ২৭০ )

২৩. পরশুরামের মন ধরনে না যায় ।  
লোটাঞা পড়িল যেন ললিতার পায় ॥

( পৃষ্ঠা ২৮৮ )

২৪. পরশুরাম পছঁ করহি মনোরথ ।  
করকিশলয়গণ দংশী ॥

( পৃষ্ঠা ২৯৫ )

২৫. পরশুরামের রহ গুরুপদে আশা ।  
এহোকালে পরকালে বৈষ্ণব ভরসা ॥

( পৃষ্ঠা ৩১১ )

## কবি পরিচিতি

### বিভিন্ন পরশুরাম

মাধবসঙ্গীত রচয়িতা পরশুরামের জীবনী পুরো কোথাও পাওয়া যায় নি। কবির আত্মপরিচয় এবং পুঁথির অস্তিত্ব সূত্র থেকে কিছুটা উদ্ধার করা হয়েছে। এই কবির জীবনী ও গ্রন্থরচনাকাল নির্ধারণের পূর্বে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পরশুরাম নামধারী বিভিন্ন কবি সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা জর্নৈক পরশুরামের কয়েকটি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্তের সম্পাদনায় ‘পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল’ নামে একটি বই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাপাও হয়েছে। ইনি বিপ্র পরশুরাম বা দ্বিজ পরশুরাম নামে পরিচিত। তাছাড়া গুরুদক্ষিণা, হুদামা-চরিত্র, ক্রুব-চরিত্র, রঘুনাথ-চরিত্র ইত্যাদি পালা রচয়িতা অত্র একজন পরশুরামের উল্লেখ পাওয়া যায়।<sup>১</sup> হুদামা-চরিত্র, ক্রুব-চরিত্র ইত্যাদি রচয়িতা পরশুরামকে শ্রীতমোনাশ দাশগুপ্ত দ্বিজ পরশুরাম নামে

১ জঃ শ্রীমুকুতার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০১৪। ১০৫ এবং শ্রীতমোনাশ দাশগুপ্তের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪০৬।

উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর লেখা ‘প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে’ কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা কোন পরশুরামের উল্লেখ করেননি। কিন্তু শ্রীহরকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে উভয়কে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন।

উপরোক্ত ক্ষুদ্রকাব্যগুলি যে কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যেরই এক একটি পালা, তা অস্বাভাবিক করার যথেষ্ট কারণ আছে। বিশ্বভারতী পুঁথিশালায় পরশুরাম ভণিতায় সূদামা-চরিত্র, ঋষ-চরিত্র, রঘুনাথ-চরিত্র, জয়লীলা ইত্যাদি বহু ক্ষুদ্র পুঁথি আছে। তাছাড়া বিপ্র পরশুরাম ভণিতায় একখানি খণ্ডিত কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যও আছে। এই পুঁথিতে পৃথক পৃথক কয়েকটি পালা আছে। যথা ব্রহ্মশাপ, ঋষ চরিত্র, অজামিল উপাখ্যান, প্রহ্লাদ চরিত্র, রাম চরিত্র, গজেন্দ্রমোক্ষণ, সূদামা চরিত্র, জয়কথা এবং জয়বাড়া। তারপরেই পুঁথিটি খণ্ডিত। এই পুঁথিশালায় রঘুনাথ-চরিত্র নামে পরশুরাম ভণিতায় যে পুঁথি আছে, তা ওই কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের রাম চরিত্র পালার অস্বরূপ। জয়কথা নামে যে পৃথক পুঁথি আছে, তাও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের জয়কথা পালার অস্বরূপ। জয়কথা পুঁথির ভণিতায় কবি লিখছেন—

এমন কৃষ্ণের কথা শুন অস্বরূপাম।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গায় দ্বিজ পরশুরাম ॥

তাই অস্বাভাবিক করা কঠিন নয় যে, ঐ সকল ক্ষুদ্র পালার রচয়িতা পরশুরাম ও কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা পরশুরাম একই ব্যক্তি। শ্রীমলিনীনাথ দাশগুপ্ত ‘পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল’ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, “পরশুরামের কাব্যের ‘কৃষ্ণমঙ্গলের’ ঋষ, অজামিল, প্রহ্লাদ, গজেন্দ্র, প্রভৃতি এক একটি উপাখ্যানের কতগুলি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁথিই পশ্চিম, পূর্ব ও উত্তর বাঙালার স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।”

এখন মাদবসঙ্গীত রচয়িতা পরশুরাম ও কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা পরশুরাম একই ব্যক্তি কিনা বিচার্য। শ্রীহরকুমার মুখোপাধ্যায় উভয়কে অভিন্ন মনে করেছেন।<sup>১</sup> কিন্তু স্বর্গীয় নলিনীকান্ত ভট্টশালী, শ্রীহরকুমার সেন ও শ্রীমলিনীনাথ দাশগুপ্ত উভয়কে অভিন্ন বলে মনে করেন না।<sup>২</sup> আবার স্বর্গীয় খগেন্দ্রনাথ মিত্র দ্বিজ পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের আলোচনাকালে<sup>৩</sup> কবিকে মনোহরদাসের শিষ্য বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণমঙ্গলের কোন পুঁথিতেই কবির গুরু হিসাবে মনোহরদাসের নাম নেই। আসলে

১ জঃ ‘বিপ্র পরশুরাম’ প্রবন্ধ—বঙ্গবাণী, মাঘ, ১৩৩৩ এবং সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩৩৪ সাল, প্রথম সংখ্যা।

২ জঃ বঙ্গবাণী পত্রিকা—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ সাল, পৃষ্ঠা ৪৪২-৪৪৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সং) প্রথম খণ্ড, পৃ ৪৩০। বিচিত্রা পত্রিকা—অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ সাল পৃষ্ঠা ৬৮৭-৬৯০ এবং “পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলের” ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৭০।

৩ জঃ মাদবসঙ্গীত-কৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ভূমিকা।

মাধবসঙ্গীত রচয়িতা পরশুরামের গুরু নাম মনোহরদাস। সম্ভবত তিনি উভয় পরশুরামকে অভিন্ন কল্পনা করে গোলমাল করে ফেলেছেন।

উভয় কবি যে পৃথক ব্যক্তি, সে বিষয়ে সংশয় নেই। মাধবসঙ্গীতের ভণিতায় কোথাও নামের সঙ্গে দ্বিজ বা বিপ্র শব্দ যুক্ত হয়নি। কৃষ্ণমঙ্গলের সর্বত্র ‘বিপ্র’ বা ‘দ্বিজ’ পরশুরামের ভণিতা। শ্রীনলিনীনাথ দ্বাশগুপ্ত সম্পাদিত পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থের ভণিতায় আছে—

১. বিপ্র পরসরামে গায়                      না ভজিয়া রাধা পায়  
কেমনে তরিবা ভবনদি ॥  
( কৃষ্ণমঙ্গল পৃষ্ঠা ৩ )

২. অভয়ের গীতে আসি করো অবধান।  
গোবিন্দ ভাবিয়া বিপ্র পরসরামে গান ॥  
( কৃষ্ণমঙ্গল পৃষ্ঠা ৬ )

৩. এমতি কৃষ্ণের কথা অতি অহুপাম।  
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ পরসরামে গান ॥  
( কৃষ্ণমঙ্গল পৃষ্ঠা ৬১ )

৪. দ্বিজ পরসরামে বোলে হুনো ভক্ত-তাই।  
ভাবি গোবিন্দপদ অনাআসে পাই ॥ ইত্যাদি  
( কৃষ্ণমঙ্গল পৃষ্ঠা ৭৫ )

মাধবসঙ্গীত গ্রন্থে পরশুরামের বিভিন্ন ভণিতার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। উভয় ভণিতা বিচার করলেই উভয় কবির পার্থক্য ধরা পড়ে।

তাছাড়া কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা পরশুরামের উপাধি ছিল চক্রবর্তী এবং মাধবসঙ্গীত রচয়িতা পরশুরামের উপাধি রায়। পিতা এবং পিতামহের পরিচয়দানকালেও তিনি তা’ ব্যবহার করেছেন। অত্র কোন কৌলিক পদবী তাঁদের ছিল কিনা জানা যায় না। তবে চক্রবর্তী উপাধি কখনই ব্যবহৃত হয়নি। উভয় কবিই ব্রাহ্মণ। মাধবসঙ্গীতে কবির গুরু মনোহরদাসের উল্লেখ আছে, কৃষ্ণমঙ্গলে নেই। মাধবসঙ্গীতে বর্ণিত কবির আত্মপরিচয় কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে অহুপস্থিত। রচনাভঙ্গীও পৃথক। তাছাড়া কৃষ্ণমঙ্গল এবং মাধবসঙ্গীত উভয় গ্রন্থই কৃষ্ণলীলাবিষয়ক হলেও উভয়ের মধ্যে বিষয়বস্তু, বিস্তার ও বর্ণনাভঙ্গীর পার্থক্য প্রচুর।

কৃষ্ণমঙ্গলে রাধা চন্দ্রাবলীর নামাস্তর। মাধবসঙ্গীতে রাধা ও চন্দ্রাবলী পৃথক্ চরিত্র। মাধবসঙ্গীতের কবি নানা বই থেকে সংস্কৃত বচন উদ্ধার করে সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছেন, একটি



স্বরচিত ওড়িয়া পদও জুড়ে দিয়েছেন। কৃষ্ণমঙ্গলে এই ধরণের পারদর্শিতার পরিচয় নেই।

### কবির আত্মপরিচয়

চক্রবর্তী ও রায়—এই উভয় পরম্পরার মধ্যে কে অগ্রবর্তী সঠিক জানা যায় না। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন ‘বঙ্গসাহিত্য পরিচয়’ গ্রন্থে পরম্পরায় চক্রবর্তীকে সপ্তদশ শতাব্দীর লোক বলে উল্লেখ করেছেন। মাধবসঙ্গীতে কবির আত্মপরিচয় নিম্নরূপ।

চম্পকনগরী গ্রাম তাহাতে নিবাস ধাম

মিরাস পুরুষ ছয় সাত ॥

লোকনাথ হরি রায় তৎসুত স্ববুদ্ধি রায় (১)

তার পুত্র শ্রীমধুসূদন।

বিজকুলে জনমিঞা তাঁহার নন্দন হঞা

বিরচিল কৃষ্ণের কীর্তন ॥

পাঞা গুরু উপদেশ কৃষ্ণসেবা সবিশেষ

অনন্ত মহিমা গুণগ্রাম।

আপনি কলম ধরি লিখন করেন হরি

পরম্পরার মাত্র নাম ॥

(পৃষ্ঠা ১৫)

এই আত্মপরিচয়ে কবি, কবির পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহ—এই পাঁচ পুরুষের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা যে চম্পকনগরী গ্রামে ছ’সাত পুরুষ থেকে বসবাস করে আসছেন, তারও উল্লেখ আছে।

গ্রন্থের অস্তিত্ব একটি নির্দেশ আছে।

ক্ষেত্রি অবতংস মহারাজবংশ

কুমার শিখরজাম।

যার দেশে বসি সঙ্গীতবিলাসী

রচিল পরম্পরাম ॥

(পৃষ্ঠা ১৫১)

কবির নিবাস চম্পকনগরী এবং কাব্যের রচনাস্থল শিখরজামের রাজত্বস্থল। উভয়ই কি এক স্থান? খ-পুঁথিতে আর একটি মূল্যবান নির্দেশ আছে।

সংসারে ধনি ধনি ক্ষেত্রিয় শিরোমণি,

শিখরজাম অধিপতি।

নৃপতি আশ্রমে                      ষাদশকল্প গ্রামে  
 রচিল সঙ্গীত পুঁথি ॥  
 ধন্ত সে ঠাকুরাল                      বাঢ়ুক বছকাল  
 ধনি সে পাত্র পরধান<sup>১</sup> ।  
 ধন্ত সে সব প্রজা                      বৈষ্ণব পদপূজা  
 করেন হরিগুণগান ॥

( পৃষ্ঠা ৩০২ )

ক-পুঁথিতে প্রথম চার পঙক্তি নেই। সম্ভবত কবির অনবধানতাবশতঃ বাদ পড়েছে। এই অংশে স্পষ্টাক্ষরে বলা হয়েছে “ক্ষেত্রিয় শিরোমণি” শিখরশ্রামের রাজত্বস্থল চম্পকনগরী নয়, ষাদশকল্প<sup>২</sup> গ্রাম। অর্থাৎ চম্পকনগরীতে কবির নিবাস হলেও ক্ষেত্রিবংশজাত কোন এক কুমার শিখরশ্রামের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি মাধবসঙ্গীত রচনা করেন।

এই শিখরশ্রাম কে? এবং এ কোন্ চম্পকনগরী? বিস্তারিত অনুসন্ধান করেও শিখরশ্রাম বা শ্রামশিখর নামে কোন রাজার সন্ধান পাইনি। অহুমান হয়, তিনি ছোটখাটো কোন জমিদার শ্রেণীর রাজা ছিলেন। সে সময় ক্ষুদ্র জমিদারদের পৃষ্ঠপোষিত কবিগণ নিজ আশ্রয়দাতাকে রাজা মহারাজা ইত্যাদি বিশেষণে প্রায়ই ভূষিত করেছেন। এই শ্রেণীর “রাজা মহারাজার” সন্ধান পাওয়া কঠিন।

শিখরশ্রামের রাজত্বস্থল ষাদশকল্প গ্রামের সন্ধানও পাওয়া যায়নি। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উপরোক্ত ‘বিপ্র পরশুরাম’ প্রবন্ধে “ষাদশকল্প”কে ‘ষাদশকলা’ পাঠ দিয়ে গ্রামটি বীরভূম জেলার বর্তমান দাসকল গ্রাম হতে পারে বলে অহুমান করেছেন। কিন্তু এই অহুমান কষ্টকল্পনা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

আবার কবির পিতৃভূমি বা আদিনিবাস চম্পকনগরী সম্পর্কে শ্রীশুকুমার সেন অহুমান করেছেন, এই চম্পকনগরী সম্ভবত বর্ধমান জেলার বর্তমান চাঁপাই নগর।<sup>৩</sup> এক মাত্র নামের সাদৃশ্য ছাড়া এই অহুমানেরও আর কোন হেতু নেই। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি থানাতে চম্পাইনগর নামে একটি ছোট গ্রাম আছে।<sup>৪</sup> বরং আমাদের অহুমান, এই চম্পাইনগরই কবি পরশুরামের আদিনিবাস চম্পকনগরী। কেন, তা’ বলছি।

এই গ্রামে ‘পদ উৎকল’ নাম দিয়ে একটি ওড়িয়া ভাষায় লেখা পদ আছে।

১ মূলগ্রন্থে মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ ‘পরিশান’ হয়ে গেছে।

২ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ‘বিপ্র পরশুরাম’ নামক পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধে ‘ষাদশকলা’ পাঠ দিয়েছেন।

কিন্তু বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে বিচার করে দেখা গেছে শুদ্ধ পাঠ হবে ‘ষাদশকল্প’। বড় জোর ‘ষাদশ কল্প’।

৩ জঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ( ২য় সং ) ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৩০ ।

৪ জঃ West Bengal Census Report (1951) Midnapur, Page 327.

ওড়িয়াতে একটি পুঁথি পাওয়া এবং ক-খ উভয় পুঁথিতে ওড়িয়া ভাষার পদ থাকায় এই অহুমান দূত করে। ওড়িয়া পদটির ভণিতায় পরশুরামের ভণিতা আছে।

মরালগমন নথ কমলচরণ।

উঁহি সে পরশুরাম লউছি শরণ।

(পৃষ্ঠা ১০২)

পদটি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করার কোন কারণ নেই। পদের ভাষা ও বর্ণনাত্মকীয় সঙ্গে অত্যন্ত বাংলা পদের সাদৃশ্য রয়েছে। বিশেষ করে ওড়িয়া পদে ব্যবহৃত ‘স্বপন-স্বরূপ’ প্রয়োগটি অত্যন্ত বহুবার পাওয়া গেছে। তাছাড়া বীরভূম জেলার বাতিকায় গ্রামে পাওয়া খ-পুঁথিতেও ওড়িয়া পদটি বর্তমান। প্রক্ষিপ্ত হলে খ-পুঁথিতে থাকার কথা নয়।

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি থানায় পরশুরামের বাড়ী অহুমান করলে তাঁর পক্ষে ওড়িয়া ভাষার চর্চা করা স্বাভাবিক। ওড়িয়ার সংশ্লিষ্ট এই থানায় বরাবর ওড়িয়া ভাষার প্রচলন আছে। স্থানীয় লোকেরা বাংলা এবং ওড়িয়া উভয় ভাষাতেই সাধারণতঃ পারদর্শী। পরশুরামের নিবাস যদি কাঁথি মহকুমার চম্পাইনগর গ্রামটি ধরা যায়, তাহলেই বঙ্গভাষী হয়েও ওড়িয়া ভাষায় পদরচনার যৌক্তিকতা থাকে এবং পদটির বাংলাগন্ধী ওড়িয়া ভাষা উভয় অহুমানকে দূতর করে। এবং শিখর-শ্রামের রাজত্বস্থল ও কবির গ্রন্থরচনাস্থল ষাদশকল্প গ্রামও সম্ভবত মেদিনীপুরেই কিংবা সংশ্লিষ্ট ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে ছিল।

মাধবসঙ্গীতের ভাষায়ও এমন অনেক শব্দ বা প্রয়োগরীতি পাওয়া যায়, যা সমসাময়িক বলে অহুমিত অত্র কোন বাংলা গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত জেলাগুলিতে বহুদিন যাবৎ প্রাচীন অপ্ৰচলিত শব্দের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এখনও আছে। মাধবসঙ্গীতের ভাষার মত ৎস স্থলে ছ, ড স্থলে ঢ, হ্র স্থলে ভ, ষ স্থলে ং, লুম-লাম স্থলে লু ইত্যাদির ব্যবহার মেদিনীপুরে, বিশেষত কাঁথি অঞ্চলে এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

কবি পরশুরাম একজন ভক্তবৈষ্ণব ছিলেন। কবির সংস্কৃতজ্ঞান ছিল অগাধ। বক্তব্য বিষয়ের পরিষ্কৃটে তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। সে সকল শাস্ত্রগ্রন্থে পাণ্ডিত্য না থাকলে দুর্লভ তত্ত্বের এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা অসম্ভব।

মূলরাস পঞ্চধ্যায়

ভক্তিশাস্ত্র অভিপ্রায়

পঞ্চরাত্রি বিবিধ সংহিতা।

ভক্তিশুক্তি নানা গ্রন্থ

কৌমার গৌতমীভাষ্য

বিষ্ণু রুদ্র পুরাণের কথা।

নাটক নাটিকা ভেদ গোপালভাপনি বেদ  
 বৃহৎকুল দীপিকা বিহিত ।  
 নিত্যপ্রিয়া সখাসখী নামগ্রাম যুথ লেখি  
 এই হেতু মাধবসঙ্গীত ॥

( পৃষ্ঠা ১৩ )

তবু তাঁর পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই । বৈষ্ণবজনোচিত বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন,  
 ছন্দবন্দ অলঙ্কার গণ্ড পদ্ম চমৎকার  
 না থাকিলে কবিত্বের দোষ ।

( পৃষ্ঠা ১৪ )

গ্রন্থরচনার কারণ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—

বৈষ্ণব গোসাঞি মুখে শুনিয়া চিত্তের হৃথে  
 রচনা করিতে করি সাধ ।  
 পুরাণ পণ্ডিত নহি পঞ্চালি প্রবন্ধে কহি  
 না লবে আমার অপরাধ ॥

( পৃষ্ঠা ১২ )

পরশুরাম রায় নিজেকে মনোহরদাসের শিষ্য বলে উল্লেখ করেছেন । গুরুর প্রতি  
 তাঁর আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা অপরিণীম ।

পরশুরামের রহ গুরুপদআশ ।  
 দেহ পদছায়া প্রভু মনোহরদাস ॥

( পৃষ্ঠা ২৫ )

অগ্রান্ত ভগিতায় গুরুর নাম বারবার না থাকলেও বারবার গুরুর কৃপালাভের বাসনা  
 তিনি করেছেন । আর একটি জায়গায়ও মনোহরদাসের নাম আছে ।

তুমি সে করুণাসিদ্ধ অনাথজনের বন্ধু  
 মোরা সম্মুখে চরণকিরী ।  
 খণ্ডিঞা সকল মায়্যা মনোহরদাসে দয়া  
 কর কৃষ্ণ না কর চাতুরী ॥  
 অহঙ্ক কিশোরদাস তার পূর অভিলাষ  
 কৃপাকর বৃন্দাবনদাসে ।

মাধবদাসের মনে বিলসহ অহঙ্কণে  
 প্রিয়া বত পরিণত বেশে ॥

( পৃষ্ঠা ২৪১ )

এই উদ্ধৃতিটির দু'রকম অর্থ করা যেতে পারে। হয় কবি পরশুরাম গুরু এবং গুরু-ভ্রাতার জন্তে কৃষ্ণের দয়া কামনা করছেন, নয় পদটি মনোহরদাসেরই রচনা এবং শিশু পরশুরাম গুরুর প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাবশতঃ নিজকাব্যে পদটি জুড়ে দিয়েছেন। কিংবা এমনও হতে পারে যে, কবিরই অন্ত নাম মনোহরদাস। কিন্তু তা' সম্ভব বলে মনে হয় না। কবি জ্ঞানদাসের পাটের প্রথম মোহান্ত কিশোরদাস মনোহর দাসের অল্প বলে জানা যায়।' উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে "অল্প কিশোর দাসের" উল্লেখ আছে। তাছাড়া ২৫ পৃষ্ঠার ভণিতার প্রথম পঙ্কতিতে 'পরশুরাম' নামটি এবং ওই পদেরই দ্বিতীয় পঙ্কতিতে "প্রভু মনোহরদাস" কথাটা দেওয়া আছে। পরশুরাম ও মনোহরদাস এক ব্যক্তির নাম হলে এই ভণিতাটির কোন অর্থ হয় না। সম্ভবত কবি পরশুরাম নিজেই গুরু এবং গুরুভ্রাতাদের জন্তে কৃষ্ণকৃপা প্রার্থনা করেছেন।

### কবিগুরু মনোহরদাস

এখন বিচার করা প্রয়োজন, পরশুরামের গুরু কোন্ মনোহরদাস। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রধান চারজন মনোহরদাসের নাম পাওয়া যায়। ১. 'অম্বরাগবল্লী' রচয়িতা মনোহরদাস, ২. 'দিনমণি চন্দ্রোদয়' রচয়িতা মনোহর দাস, ৩. 'গীতপুষ্পাঞ্জলি' সংকলয়িতা মনোহর দাস এবং ৪. 'পদসমুদ্র' সংকলয়িতা বাবা আউল মনোহরদাস।

অম্বরাগবল্লী রচনা সমাপ্তির তারিখ ১৬২৭ খৃষ্টাব্দ।<sup>১</sup> মাধবসঙ্কীত যে তার পূর্বে রচিত হয়েছিল, তা' পরবর্তী আলোচনায় প্রকাশ পাবে। সুতরাং ইনি কবি-গুরু নন।

'দিনমণি চন্দ্রোদয়' রচয়িতা মনোহরদাসের একমাত্র ভ্রাতার নাম নিত্যানন্দ।<sup>২</sup> অথচ পরশুরাম রায়ের গুরু মনোহরদাসের ভ্রাতার নাম কিশোরদাস। 'গীত-পুষ্পাঞ্জলি' সংকলয়িতা মনোহরদাসের কোন পরিচয় জানা যায় নি। তবে তাঁকে পরশুরামের গুরুপদে অভিষিক্ত করার অল্পকূলে কোন যুক্তিও নেই। মনোহরদাস ভণিতায় আশ্রয়কল্পলতিকা, ভক্তিরসোজ্জ্বল চূড়ামণি, মনোহরকারিকা, রূপাঙ্গন লতিকা ইত্যাদি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। এদের কারণে সন্দেহ কবি পরশুরামের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।

তবে বাবা আউল মনোহর দাসকে পরশুরামের গুরু মনের করার কয়েকটি

১. ডঃ বঙ্গবাণী পত্রিকার 'বিশ্ব পরশুরাম' প্রবন্ধ (১৩৩৩, মাঘ)

২. ডঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সং.) ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৪১৫

৩. ডঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সং.) ১ম খণ্ড

হেতু আছে। কথিত আছে, তিনি ‘পদসমুদ্র’ নামে এক বিরাট গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। এই গ্রন্থের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। হুগলি জেলার বদনগঞ্জে উদ্ধারণ দত্তের বংশধর হারাদন দত্তের কাছে নাকি ঐ সংকলনগ্রন্থটি ছিল। মনোহরদাস সংকলিত ঐ গ্রন্থের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও বাবা আউল মনোহরদাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ নেই। ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম বিলাস, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থে এই মনোহরদাসের উল্লেখ আছে। তিনি খেতরির মহোৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। মনোহরদাস ও জ্ঞানদাস অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন এবং উভয়েই নিত্যানন্দ-পন্থী জাহ্নবা দেবীর শিষ্য ছিলেন, বলে জানা যায়। নরোত্তমবিলাসে জাহ্নবা দেবীর গৃহে ভোজনের বর্ণনায় আছে—

শ্রীজাহ্নবা দেবীর ভবন অঙ্গনে ।

নামমাত্র কহি যে বসিলা ভোজনে ॥

কৃষ্ণদাস সরখেল মাধব আচার্য ।

রঘুপতি উপাধ্যায়, কৃষ্ণভক্তবর্গ ॥

শ্রীমীনকেতন, রামদাস, মহীধর ।

মুরারী চৈতন্য জ্ঞানদাস মনোহর ॥

নরোত্তম বিলাসে খেতরির মহোৎসবের বর্ণনায়ও মনোহরের নাম আছে ।

রঘুপতি বৈষ্ণব উপাধ্যায় মনোহর ।

জ্ঞানদাস মুকুন্দাদি গুণের সাগর ॥

চৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে মনোহরের নাম আছে—

পীতাম্বর আচার্য শ্রীদাস দামোদর ।

শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর ॥

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, প্রত্যেক গ্রন্থেই জ্ঞানদাস ও মনোহরের নাম পাশাপাশি বলা হয়েছে ।

মনোহরদাস সম্পর্কে বহু কাহিনী প্রচলিত। জানা যায়, তিনি নিজেও কবি ছিলেন। বদনগঞ্জে তার সমাধি আছে। মনোহরদাসের ভ্রাতা কিশোরদাস, আগেই বলেছি, জ্ঞানদাসের পাটের প্রথম মোহান্ত এবং কাঁদড়ায় কিশোরদাসের বংশাবলী আছে।<sup>১</sup> মনোহরদাসের অল্পজ হিসাবে কিশোরদাসের উল্লেখ মাধবসঙ্গীতে আছে। পরশুরামের রচনায় জ্ঞানদাসের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।<sup>২</sup> মনোহর

১ ঙ্গ: বিপ্র পরশুরাম প্রবন্ধ—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং গোড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য—হরিন্দাস দাস

২ এই সম্পর্কে আরও আলোচনা ‘কাব্য পরিচিতি’ অংশে আছে ।

দাসের শিষ্যবহেতু গুরুবন্ধু জ্ঞানদাসের সাহচর্যলাভ এবং সেই কারণে রচনায় প্রভাবিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।

### কাব্য রচনাকাল

মনোহরদাসের সঙ্গে জ্ঞানদাসের বন্ধুত্ব স্বীকার করে নিলে এবং মনোহরদাসকে পরশুরামের গুরু বলে মেনে নিলে অহুমান করা যেতে পারে যে, পরশুরাম রায় জ্ঞানদাসের এক পুত্র পরবর্তী। বন্ধু হিসাবে জ্ঞানদাস ও মনোহরদাসকে মোটামুটি সমবয়স্ক ধরা যেতে পারে। আবার শিষ্য হিসাবে পরশুরাম মনোহরদাসের (তথা জ্ঞানদাসের) সমসাময়িক এবং সম্ভবত বয়সে ছোট। জ্ঞানদাস ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের কবি। হুতরাং মোটামুটি ষোড়শ শতাব্দীর পঞ্চম বা ষষ্ঠ দশকে পরশুরামের জন্ম হয়েছিল বলে ধরা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবির জন্ম হলে ঐ শতাব্দীর শেষপাদ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মাধবসঙ্গীত রচিত হয়েছিল বলেও অহুমান করা যেতে পারে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সরস কাব্যগ্রন্থটি সম্ভবত তাঁর পরিণত বয়সের চিন্তার ফল।

তবে মাধবসঙ্গীত কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের পূর্বে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। ক-পুঁথির মঙ্গলাচরণ শ্লোকে কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত একটি শ্লোক আছে।<sup>১</sup> এ লিপিকরের সংযোজন বলে মনে করলেও গ্রন্থমধ্যে “রাধাকৃষ্ণ প্রণয়-বিকৃতি” শ্লোকটির উদ্ধৃতিপ্রসঙ্গে ‘চৈতন্য-চরিতামৃত’ের উল্লেখ আছে। অথচ চৈতন্য-চরিতামৃতে শ্লোকটির প্রসঙ্গে বলা আছে এ শ্রীশ্বরূপগোবিন্দীর কড়চার শ্লোক। মাধবসঙ্গীত চৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ববর্তী হলে এক্ষেত্রে শ্রীশ্বরূপগোবিন্দীর নাম থাকত। তাছাড়া বৈষ্ণবতত্ত্ব আলোচনায়ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রভাব রয়েছে।

তবে স্বকীয়াতে—রাধাকৃষ্ণের বিবাহবিধানে—গ্রন্থের সমাপ্তিতে বিপরীত সন্দেহও দেখা দেয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন পরকীয়াবাদের প্রধান প্রচারক। তাঁর গ্রন্থরচনার পরেই বাংলাদেশে পরকীয়াবাদ প্রসার লাভ করে। কৃষ্ণদাসের পরবর্তী হয়ে এবং তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পরশুরামের স্বকীয়াতে গ্রন্থ শেষ করা কিছুটা আশ্চর্যজনক মনে হয়। কবি বহু বৈষ্ণব গোবিন্দীর নামোল্লেখ করে ঋণস্বীকার করেছেন। কৃষ্ণদাসের নাম কোথাও নেই। বরং রূপ-সনাতনের নাম পৃথকভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। রূপগোবিন্দীও স্বকীয়াতে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন।

কিন্তু একথাও স্মরণীয় যে, কবি পরশুরাম রায় স্বকীয়াতে গ্রন্থ সমাপ্তি করলে

১ “বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিভ্যানন্দো” ইত্যাদি।

কী হবে, পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্যই তিনি বারবার ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনার প্রতীকধ্বনি। কলম, কলুপ, ফারগ ইত্যাদি কয়েকটি অর্বাচীন শব্দের ব্যবহার এবং চৌষটি মোহাস্তের উল্লেখ থাকতে কবিকে প্রাচীনতর লোক বলে মনে হয় না।

চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন চৈতন্যচরিতামৃত ১৬১২ বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে রচিত।<sup>১</sup> অন্তপক্ষ মনে করেন গ্রন্থটি ষোড়শ শতাব্দীর সাতের আটের কোঠায় লেখা।<sup>২</sup> উভয় মতের যে কোন একটি মেনে নিলেও মাধবসঙ্গীত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত হয়েছে অস্বাভাবিক নয়।

শ্রীশুকুমার সেন মাধবসঙ্গীতের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বলে অস্বাভাবিক করেছেন। ১১৯৩ সনে লিপিকৃত খ-পুঁথির অবলম্বনে তিনি উল্লেখ করেছেন ঐ লিপিকালই রচনাকাল।<sup>৩</sup> এই অস্বাভাবিকের কোন হেতু নেই। ঐ লিপিকাল যে রচনাকাল নয়, তার অন্ততম প্রমাণ ক-পুঁথির লিপিকাল। ক-পুঁথির লিপিকাল ১১৬৬ সন। অর্থাৎ খ-পুঁথির সাতাশ বছর আগেকার। কেউ কেউ মনে করেন, ক-পুঁথিই সম্ভবত কবির স্বহস্তলিখিত গ্রন্থ।<sup>৪</sup> এই অস্বাভাবিকেরও কোন কারণ দেখানো হয়নি। তাছাড়া খ-পুঁথির আদর্শ হিসাবে বীরভূম জেলার পায়ের গ্রামের এক আখড়ার পুঁথির উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ আখড়ার পুঁথিটি ক-পুঁথির লিপিকাল অপেক্ষা প্রাচীন হওয়া অসম্ভব নয়। সেই পুঁথিও কবির স্বহস্তলিখিত কিনা জানা যায় নি।

মোটকথা, পরশুরাম রায়ের জীবনী সম্পর্কে অস্বাভাবিক তথ্য নিয়ন্ত্রণ। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য বা শেষভাগে মেদিনীপুর জেলার কাঁধি মহকুমার চম্পাইনগর নামক গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে সন্নিকটস্থ দ্বাদশকন্ঠ গ্রামের ক্ষত্রিয় ভূস্বামী জনৈক শিখরজ্ঞামের পৃষ্ঠপোষকতায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে এই মাধবসঙ্গীত রচনা করেন। তাঁর পিতার নাম মধুসূদন রায় এবং গুরুর নাম মনোহরদাস। তাঁর লেখা অল্প কোন বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। বাংলা ছাড়া সংস্কৃত এবং ওড়িয়া ভাষায়ও তাঁর দখল ছিল। তিনি মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের একজন শক্তিমান বৈষ্ণব কবি।

১ জঃ শ্রীহরময় মুখোপাধ্যায়—‘প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম’।

২ জঃ শ্রীশুকুমার সেন—‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’ (২য় সং) ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৩

৩ জঃ ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’, (২য় সং) ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০০।

৪ জঃ শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত—‘পুঁথি পরিচয়’, ২য় খণ্ড, ভূমিকা।



## কাব্য পরিচিতি

কৃষ্ণমঙ্গল শ্রেণীর কাব্য

মাধবসঙ্গীত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক আখ্যানকাব্য। ঝাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাই কাহিনীর মূল উপজীব্য। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তনই যদি প্রচলিত কৃষ্ণমঙ্গলের একমাত্র স্বরূপ হয়, তাহলে মাধবসঙ্গীতকেও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রচলিত কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলির সঙ্গে তাছাড়া মাধবসঙ্গীতের বহু পার্থক্য।

কৃষ্ণলীলাবিষয়ক আখ্যানকাব্যের স্তর দুটি। একটিতে দেখা যায় যদুবংশীয় বীর দেবকীপুত্র বাসুদেব কৃষ্ণের মথুরা ও দ্বারকালীলা এবং অত্রটিতে গোপালকৃষ্ণের গোবুল ও বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত লীলা—গোপীবিনাস।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই কৃষ্ণলীলার ইঙ্গিত সাহিত্য পুরাণ ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের ব্রজলীলার আভাস আছে রামায়ণে। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ৬২ সর্গ ৩২ শ্লোকে<sup>১</sup> গোবর্ধনধারণ উপাখ্যানের আভাস আছে।

খৃষ্টীয় শতাব্দীর শুরু থেকে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাবিষয়ক কাহিনীর নানা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে গোপালকৃষ্ণের কাহিনী যে অজ্ঞাত ছিল না তার প্রমাণ মেঘদূতের ‘গোপবেশস্ত বিষ্ণোঃ’—এই উপমায়ে। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার কোন বর্ণনা নেই, তবে ব্রজলীলার ইঙ্গিত আছে।<sup>২</sup> কৃষ্ণলীলাবিষয়ক আখ্যানকাব্যের বহুল প্রচলন ছিল গুপ্তসম্রাটদের রাজত্বকালে। হালের গাথা সপ্ত-শতীতেও কৃষ্ণলীলার পদ আছে। স্বল্পগুণের ভিটারিস্তম্ভ লিপিতে আছে—

পিতরি দিবহুপেতে বিপ্লুতাং বংশলক্ষ্মীং ।

ভূজবল বিজিতারিধিঃ প্রতিষ্ঠাপ্য ভূয়ঃ ॥

জিতামিতি পরিতোষান্ মাতরং সাক্ষনেত্রাং ।

হতরিপুত্রিব কৃষ্ণো দেবকীমডুপেতঃ ॥

কৃষ্ণলীলা কাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনা সর্বপ্রথম দেখা যায়, হরিবংশে এবং বিষ্ণু-পুরাণে। শ্রীমদ্ভাগবতে কাহিনীটি পরিপুষ্ট হয়েছে। বৈষ্ণবধর্মের উপর শ্রীমদ্ভাগবতের

১ পরিগ্রহঃ পিরিঃ দোর্ভ্যাং বপু বিষ্ণোর্বিভূষয়ন ।

২ আকৃষ্টমাণে বসনে দ্রোণভা চিহ্নিতো হরিঃ ।

গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় ।

কৌরবঃ পরিতুতাং রাম কিং ন জানাসি কেশব

হে নাথ, রমানাথ ব্রজনাথার্জিনাশন

কৌরবার্ণবময়া মায়ুজরত জনাধিন ।

প্রভাব অপরিসীম। ত্রিচৈতন্তদেব-প্রবর্তিত গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ভাগবত প্রামাণিক গ্রন্থ বলে স্বীকৃত। এই ভাগবতকে চৈতন্তদেব অসীম শ্রদ্ধা করতেন। চৈতন্তপরবর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যেও ভাগবতের প্রভাব সর্বাধিক।

অন্তান্ত প্রাচীন পুরাণের মধ্যে বায়ুপুরাণ ও অগ্নিপু্রাণে সংক্ষেপে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করা হয়েছে। পদ্মপুরাণে রাধাকৃষ্ণের বিলাস ব্রজলীলারূপে বর্ণনা না করে নিতালীলারূপে বর্ণিত হয়েছে। পদ্মপুরাণে রাধার নাম আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে রাধার নাম নেই; শুধু একজন “প্রধানা গোপী”র উল্লেখ আছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, ভাগবতের “অনয়ারাধিতো” ইত্যাদি শ্লোকটিতে রাধার নামের আভাস পাওয়া যায়।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বর্ণিত ব্রজলীলার কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। এই পুরাণে রাধার নাম তো আছেই, উপরন্তু বঙ্গদেশে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণলীলা কাহিনী ও বৈষ্ণব সাধনার আংশিক পরিচয়ও পাওয়া যায়। তত্ত্ব হিসাবে রাধাতত্ত্ব বিকাশ লাভ করে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে। গোড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যে এই পুরাণের প্রভাব ভাগবতের পরেই। ব্রহ্ম-বৈবর্তে রাধাকৃষ্ণের বিবাহঅমুষ্ঠান অল্পতম বৈশিষ্ট্য। পরশুরামের মাধবসঙ্গীতেও এইরূপ বিবাহঅমুষ্ঠান আছে।

খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাহিনী সমগ্র ভারতে কবিদের কাব্যের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। একাদশ শতাব্দীতে ক্ষেমেত্র কৃষ্ণায়ণ গীত লিখেছিলেন। পূর্বভারতে কৃষ্ণায়ণ কাব্যের প্রথম নিদর্শন জয়দেবের গীত-গোবিন্দে। “কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়” নামক সংকলনগ্রন্থে এবং অন্তান্ত কবিদের কয়েকটি উদ্ধৃতিশ্লোকেও কৃষ্ণের ব্রজলীলার উল্লেখ পাওয়া যায়। অপভ্রংশে রচিত কৃষ্ণায়ণ সাহিত্যের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায় প্রাকৃতপৈঙ্গলে।<sup>১</sup>

জয়দেবের গীতগোবিন্দ পরবর্তী বাঙলা বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রধান প্রেরণা। বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ গীতগোবিন্দের প্রত্যক্ষ ফল। গীতগোবিন্দের পর চৈতন্ত পূর্ববর্তী বাঙলা সাহিত্যে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়। এই দু’টি গ্রন্থের পর অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের আখ্যানভাগ অবলম্বন করে অসংখ্য গ্রন্থ লেখা হয়েছে। প্রাচীন কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাহিনী চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক থেকে বহু শাখা প্রশাখায় প্রবাহিত হয়ে বিস্তার লাভ করে।

১ অরেয়ে বাহহি কাহ্ নাব ছোড়ি

উগমগ কুগতি ন দেহি।

ভই ইখি ন ইহি সন্তার দেই জো

চাহহি সো লেহি।

কৃষ্ণচরিত কাব্যগুলির' অধিকাংশই হয় ভাগবতের ভাবানুবাদ, নয় ভাগবতের কাহিনী অবলম্বনে লেখা। অবশ্য ভাগবতবহির্ভূত লৌকিক দানলীলা, নৌকালীলার কাহিনীও কৃষ্ণচরিত রচয়িতাদের প্রিয় বিষয়বস্তু হিসাবে সম্মানে স্থান পেয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের অনেক চটকদার কাহিনীও বাদ পড়েনি।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পর বাংলাভাষায় উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য হচ্ছে (১) রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী, (২) মাধব আচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, (৩) কবিশেখরের গোপালবিজয়, (৪) কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণমঙ্গল (৫) দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল (৬) পরশুরাম চক্রবর্তীর কৃষ্ণমঙ্গল (৭) ভবানন্দের হরিবংশ ইত্যাদি। প্রধান কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলির মূলস্বর প্রায় একই। ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলার কাহিনী বর্ণনা। কোথাও দানখণ্ড নৌকাখণ্ড আছে, কোথাও আবার ভবিষ্যপুরাণ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হরিবংশ থেকে কাহিনী গ্রহণ এবং কোথাও কোথাও রাসলীলার বিস্তারিত বর্ণনা।

### গ্রন্থের বিষয়বস্তু

পরশুরাম রায়ের মাধবসঙ্গীতে ভাগবতের রাস পঞ্চাধ্যায় অংশ কবির প্রধান অবলম্বন। তার সঙ্গে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রমত সখ্য রস, বাৎসল্যরস, বৈধীভক্তি, রাগানুগাভক্তি, পরকীয়া তত্ত্ব, চৈতন্যলীলার সঙ্গে কৃষ্ণলীলার ঐক্য ইত্যাদি তাত্ত্বিক অংশও আছে। মাধবসঙ্গীতের কাঠামো ভাগবতের আদর্শে। শুকদেব ও পরীক্ষিতের কথোপকথনের সূত্র ধরে কাহিনীর বিস্তার। কবি স্মৃতেই বলেছেন—

অবধানে শুন ভাই ভাগবত কথা।

যে কথা শুনিলে তুষ্ট সকল দেবতা ॥

(পৃষ্ঠা ১৬)

আর এক জায়গায় কবি ভাগবতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন—

ভাগবত কল্পতরু অমূল্য শাস্ত্রলতা।

(পৃষ্ঠা ২২৪)

ভাগবতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও এবং ভাগবতের দশম ও প্রথম স্কন্ধের অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়েও তিনি অজ্ঞাত অনেক বইয়ের সাহায্য নিয়েছেন। ভগ্নাঙ্কে ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি

১ এই প্রসঙ্গে শ্রীধরেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের' ভূমিকা, শ্রীমদ্রসমোহন বসু কৃত 'বাঙলা সাহিত্য' (অনুবাদ) এবং শ্রীমুকুমার সেনের 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে কৃষ্ণচরিত কাব্যগুলির তালিকা দ্রষ্টব্য।

ও উজ্জলনীলমণি প্রধান।’ অনেক ক্ষেত্রে একই সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি দু’তিন জায়গায় দেওয়া হয়েছে এবং আকরগ্রন্থের উল্লেখও গরমিল আছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দুই পুঁথিতে দু’রকম আকরগ্রন্থের উল্লেখও বিভ্রান্তিকর। যেমন ৪৮ পৃষ্ঠার একটি শ্লোকে এক পুঁথিতে উল্লেখ আছে ‘ভক্তি রসোদয়’, অন্য পুঁথিতে ‘ভক্তি সুখোদয়।’ তাছাড়া ‘প্রেমৈব গোপসামান্য’ শ্লোকটির প্রসঙ্গে মাধবসঙ্গীতে উজ্জলনীলমণির নাম রয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত চৈতন্তচরিতামৃত আকরগ্রন্থের নাম ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি। এবং ভক্তিরসামৃতসিদ্ধিতে লেখা এই শ্লোক তত্র থেকে নেওয়া।

✓ অস্ত্যন্ত কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের মত মাধবসঙ্গীত বর্ণনামূলক হলেও তার ভেতর পদাবলীর সংখ্যা কম নয়। তাছাড়া তদ্ব্যংশ গ্রন্থে বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে। অনেক সময় মনে হয় বুঝিবা কবি এই তত্ত্বালোচনার জগ্গেই একটি কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন। মাধবসঙ্গীতে কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতাদের প্রিয় দানখণ্ড নৌকাখণ্ডের বর্ণনা নেই, ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ নেই, বৃন্দাবনবিলাস ব্যতীত ভাগবতের কোন কাহিনী নেই, এমনকি বাৎসল্যলীলার বর্ণনায়ও কবি ভাগবতের অতি পরিচিত কাহিনীগুলি বাদ দিয়েছেন। পূতনা বধ, যমলার্জুন উদ্ধার, গোবর্দ্ধনধারণ ইত্যাদি উপাখ্যানও নেই। বর্ণনাতন্ত্রী, বিষয়বস্তু ও কাহিনীর-উপস্থাপনে মাধবসঙ্গীতের স্বাভাব্য আছে। তবে এইটুকু বলা যায়, যেহেতু কৃষ্ণের লীলাকীর্তনই মাধবসঙ্গীতের মূল উপজীব্য, সে হিসাবে এটিও কৃষ্ণমঙ্গল শ্রেণীর কাব্য।

মাধবসঙ্গীতে বর্ণনা-অংশ ছাড়াও পদাবলীর সংখ্যা, আগেই বলেছি, প্রচুর। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে মাধবসঙ্গীতের কিছুটা মিল দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত মাধবসঙ্গীতেও তিনটি প্রধান চরিত্র—শ্রীকৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই। দু’টিতেই বড়াই কৃষ্ণের দূতী হিসাবে কাজ করছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত নাটকোচিত কথোপকথনের ভঙ্গী এই বইয়েও আছে। উভয়ের কাব্যাংশের মাধুর্য উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণমঙ্গলের ধারা ও পদাবলীর ধারা মাধবসঙ্গীতে যেমন আছে, তেমনি আছে বৈষ্ণব রসবিপ্লবক নিবন্ধসাহিত্যের ধারা। কৃষ্ণের জীবনের পটভূমিকায় কবি বিভিন্ন দৃষ্টি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন এবং তদ্ব্যংশ আখ্যানভাগের সাবলীল গতিক কখনও ব্যাহত করেনি।

একাত্তর নিবন্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত চৈতন্তচরিতামৃত ছাড়া প্রধান (১) কবিরাজভট্টের রসকদম্ব, (২) নন্দকিশোর দাসের রসকলিকা (৩) নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস (৪) গোপীজনবল্লভ দাসের রসিকমঙ্গল (৫) মনোহরদাসের অনুরাগবল্লী ইত্যাদি। মাধবসঙ্গীত এই ধারার বিশিষ্ট সংযোজন। এবং পদাবলী-

সাহিত্যের কাব্যমাধুর্য, কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু এবং চৈতন্তচরিতামৃতের মত একজন মহাপুরুষের জীবনীর' পটভূমিকায় বৈষ্ণব তত্ত্ববিচার—এই তিন ধারার মিলনে মাধবসঙ্গীত বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি।

### গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার

গ্রন্থের সূরভেই আছে সপার্বদ চৈতন্ত মহাপ্রভুর গুণগান ও বন্দনা—

যত অবতার প্রভু কৈল যুগে যুগে ।  
কলিয়ুগে গৌরপ্রভু অখিলের ভাগ্যে ॥  
ধন্য কলিকাল চারি যুগের ভিতরে ।  
গৌরাক্ষ করুণানিধি বাহাতে বিহরে ॥

( পৃষ্ঠা ৪ )

মাধবসঙ্গীতের অন্ততম বৈশিষ্ট্য কৃষ্ণলীলার সঙ্গে চৈতন্তলীলার ঐক্যপ্রদর্শন। ষাণ্ময়যুগের শ্রীকৃষ্ণই যে গৌরাক্ষরূপে নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা কবি উল্লেখ করেছেন—

রাধিকার প্রাণবন্ধু যে নন্দনন্দন ।  
কলিকালে সেই পুন পতিতপাবন ॥  
গোকুলের ভাবে পুন নদীয়া নগরে ।  
ষমুনার অভিপ্রায় সুরধনিতীরে ॥  
অভিন্ন যশোদা নাম শচীঠাকুরাণী ।  
তার গর্ভে ভগবান জন্মিবা আপুনি ॥

( পৃষ্ঠা ২৭৭ )

কবি চৈতন্তদেব ছাড়া অন্ত্যান্ত বৈষ্ণব মহাজনদেরও বন্দনা করেছেন—

জয় জয় আনন্দ উদয় নিত্যানন্দ ।  
জয় জয় অধৈতচন্দ্র গৌরভক্তবৃন্দ ॥<sup>১</sup>  
জয় জয় দামোদর জয় শ্রীনিবাস ।  
স্বরূপগোসাঞি জয় জয় হরিদাস ॥<sup>২</sup>  
জগৎ পবিত্র জয় রূপ সনাতন ।  
জয় জয় নরহরি শ্রীমদ্বন্দন ॥

১ চৈতন্তচরিতামৃতের ক্ষেত্রে চৈতন্তের জীবনী এবং মাধবসঙ্গীতের ক্ষেত্রে কৃষ্ণের জীবনী।

২ তুঃ জয় জয় শ্রীচৈতন্ত জয় নিত্যানন্দ ।

জগদৈকচন্দ্র গৌরভক্তবৃন্দ । ( চৈতন্ত চরিতামৃত )

জয় জয় অচ্যুতানন্দ মাধব মুকুন্দ ।  
 জয় বাহুদেব জয় রায় রামানন্দ ॥  
 জয় জয় গদাধর গৌরান্ধবিলাসী ।  
 শুক্লাক্ষর আদি যত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ॥  
 গৌরপ্রিয়বর্গ যত শুদ্ধ শাস্ত দাস্ত ।  
 ষোড়শ গোপাল আর চৌষষ্টি মহাস্ত ॥

( পৃষ্ঠা ৫ )

তারপরেই রাধাকৃষ্ণের রূপবর্ণনা ও মাহাত্ম্যকথন এবং অবশেষে পরীক্ষিত-  
 শুকদেবের কথোপকথনের মাধ্যমে মূলকাহিনীর সূত্রপাত । বাৎসল্যলীলা, সখ্যলীলা ও  
 স্বরূপনির্ণয়ের পর আছে হেমন্ত-রাসোৎসবের বর্ণনা । কালিন্দীপুলিনে মদন ও রতির  
 সঙ্গে কৃষ্ণের দেখা । তাঁরা দু'জন কৃষ্ণের মনে রাধার প্রতি আসক্তি জন্মান । কৃষ্ণ  
 রাধাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে এবিষয়ে মদনের সাহায্য প্রার্থনা করেন । মদন বলেন ব্রহ্মার  
 কথা । কৃষ্ণের দূত হয়ে মদন আর রতি গেলেন ব্রহ্মাসম্মিধানে । তিনি বলে দিলেন  
 বড়াই বুড়ির কথা । মদন তখন গেলেন পৌর্ণমাসী বড়াইর কাছে । বড়াই কৃষ্ণের  
 কাছে এসে দূতিয়ালী করতে সম্মত হন । এদিকে মদন “অকালে বসন্ত” নিয়ে  
 এলেন গোবুলনগরে । বড়াইয়ের মারফৎ কৃষ্ণরূপের বর্ণনা শুনে রাধা ও গোপীগণ  
 কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী হয়ে যান । চিত্রদর্শনের পর তিনি অভিসারের জন্তে প্রস্তুত হন ।  
 এ সংবাদ চর মারফৎ পেয়ে চন্দ্রাবলী রাধাকে নিবৃত্ত করতে আসেন । বিফল হয়ে  
 তিনি নিজেই পরে অভিসারযাত্রা করেন । কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকে দেখে রাধা বলে সছোঁধন  
 করায় চন্দ্রাবলী অপমানিত বোধ করেন । অবশেষে রাধা সদলবলে কুঞ্জে উপস্থিত  
 হন । চন্দ্রাবলীও তার সঙ্গে যোগ দেন । অধিবাঁসাধি অহুষ্ঠানের পর সর্বশেষে রাধা-  
 কৃষ্ণের বিবাহ অহুষ্ঠিত হয় ।

এই মত লীলা করে গোপীগণ লঞা ।  
 ব্রহ্মরাত্রি গোড়াইলা আনন্দ করিঞা ॥  
 পরশুরামের রহ গুরুপদে আশা ।  
 এহোকালে পরকালে বৈষ্ণব ভরসা ॥

( পৃষ্ঠা ৩১১ )

নিজ বক্তব্য দৃঢ় করার জন্তে কবি বিভিন্ন আকরগ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন ।  
 কয়েকটি থেকে উদ্ধৃতি, আগেই বলেছি, একাধিক বায় ব্যবহৃত হয়েছে । আকর-  
 গ্রন্থাবলীর তালিকা নিম্নরূপ :—

১. ভাগবত    ২. ভক্তিরসামৃতসিন্ধু    ৩. উজ্জলনীলমণি    ৪. বিদগ্ধমাধব
৫. ললিতমাধব    ৬. তন্ত্র    ৭. পদ্মাবলী    ৮. ব্রহ্মসংহিতা    ৯. ভক্তিললিতা

১০. রসাস্বধাকর ১১. বৃহন্নারদীয়পুরাণ ১২. ভক্তিরসোদয় ১৩. সম্মোহনভঙ্গ  
১৪. পদ্মপুরাণ ১৫. দীপিকা ১৬. বৃহন্নারদীয়পুরাণ ১৭. ভবিষ্যপুরাণ ১৮. বিশ্বমঙ্গল  
১৯. মধুরামাহাঙ্গ ২০. ব্রহ্মপুরাণ ২১. মধ্বাচার্যস্তোত্র ২২. শ্রীরাধিকাকুলভঙ্গ  
২৩. কার্পণ্যপঞ্জিকা ২৪. ব্রহ্মপুরাণ ২৫. ললিতাষ্টক ২৬. সংগীতদামোদর ২৭. গীতা  
২৮. মনঃশিক্ষা ২৯. হরিশক্তিকল্পলতিকা ৩০. ক্রমদীপিকা ৩১. দানকেলিকৌমুদী  
৩২. মুকুন্দাষ্টক ৩৩. সনৎকুমারসংহিতা ৩৪. ভবিষ্যরহস্য ৩৫. গুণপ্রকাশ ৩৬.  
গোপীগীতা ৩৭. প্রত্যাহা ৩৮. ভাবার্থদীপিকা ৩৯. প্রেমামৃতস্তোত্র ৪০. কর্ণামৃত  
৪১. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ৪২. হাশ্যার্ণব ৪৩. গোপীমাহাঙ্গ ৪৪. বেদান্তসূত্র ৪৫. শ্রীকৃষ্ণ  
৪৬. শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৪৭. দুর্গমঙ্গলমণিটাকায়্য চূর্ণক ৪৮. স্বরগন্তবক এবং ৪৯.  
ভক্তিরসার্ণব।

অনেক জায়গায় ঐ সকল গ্রন্থের শ্লোকাদির ভাবানুবাদ রয়েছে। এবং বিশেষ  
বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ গ্রন্থের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ভাগবত, ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি,  
উজ্জলনীলমণি ও বিদগ্ধ মাধবের উদ্ধৃতিই বেশী। ভাগবতের মধ্যে আবার সর্বাধিক  
উদ্ধৃত দশম স্কন্ধ।

### রসসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য

কবি বাৎসল্যলীলার বর্ণনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শিশু কৃষ্ণ ও মাতা  
যশোদার মধুর সম্পর্কের ছবি স্থললিত পদে এবং স্বল্প রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন—

কনককটোরি ভরি দুগ্ধ দেই মায় ।  
মুখ দিঞা থাকে তাহা কিছু নাহি খায় ॥  
যশোমতী বলে কথা শুনরে বাছনি ।  
দুগ্ধ খাও এই ক্ষণে বাড়িবেক বেণী ॥  
বলরামের দীর্ঘ বেণী দেখ পিঠে দোলে ।  
দুগ্ধ নাঞি খাও তেঞি কেশ কর্ণমূলে ॥  
সাবোঞ্চ ধবলীর দুগ্ধ চিতা দিঞা খায় ।  
খাত্যে খাত্যে বেণী বাড়ে চরণে লোটায় ॥  
মাএর এ সব কথা প্রলাপ শুনিঞা ।  
দুগ্ধ খান কৃষ্ণ কেশে বায় হাথ দিঞা ॥  
তা দেখি মাএর অঙ্গ ধরণে না বায় ।  
আনন্দসাগরে ভাসে থল নাহি পায় ॥  
দুগ্ধ খাঞা মাএর কাছে চতুর কানোঞি ।  
জোখা দিঞা দেখে কেশ কিছু বাড়ে নাঞি ॥

কেশে ধরি কান্দে কৃষ্ণ গড়াগড়ি বুলে ।  
 ব্যস্ত হঞা বশোমতী পুত্র নিল কোলে ॥  
 ক্রন্দন শুনিঞা তথা আইলা রোহিণী ।  
 কৃষ্ণ কোলে করি শিরে দিল নিজ বেণী ॥  
 বশোদা বলেন এই দেখে যত্ন রায় ।  
 বাঢ়িল তোমার বেণী ধরণী লোটার ॥

( পৃষ্ঠা ২৬ )

সখ্যরসের বর্ণনায় কবি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকেই প্রধান অবলম্বন করেছেন। চতুর্বিধ সখ্যরসের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা মাধবসঙ্গীতে পাওয়া যায়। প্রেমভক্তিবিপ্লবেণ ও প্রেমভক্তিনাভের নির্দেশ অংশে কবি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জলনীলমণিকেই প্রধান অবলম্বন করেছেন। কবি জীবিত গোপীর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে সর্বশেষে রাধিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন—

তার মধ্যে শ্রীরাধিকা অতি প্রিয়তমা ।

কৃষ্ণসম রূপ গুণ সমান মহিমা ॥

( পৃষ্ঠা ৫৬ )

এই রাধিকার সঙ্গে আমাদের পূর্ণ পরিচয় রাসোৎসব অংশে। পূর্বের অংশগুলিকে ভূমিকা হিসাবে লওয়া যায়। কাহিনীর তিন প্রধান চরিত্র রাধা কৃষ্ণ ও বড়াই বুড়ির উপস্থিতি এই অংশেই। এই রাসোৎসবের কাহিনী গোপীলীলার আদর্শে ভাগবতের দশম স্কন্ধ থেকে নেওয়া। কবি ভাগবতের মত হৈমন্তী রাসের বর্ণনা দিয়েছেন, জয়দেব বা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকারের মত বসন্তীরাসের বর্ণনা দেননি।

### রাধাচরিত্র

মধ্যযুগের বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষ্ণুপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিগণ কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী রাধার অপূর্ব চিত্র এঁকেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। বিরহাতুর রাধার অন্তরের আকুলতা এই কবিও সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। এদিক থেকে পরশুরাম রায়ও সেই যুগ্মমেয় শক্তিমান কবিদের একজন। কাহিনীর গোড়ার দিকেই শ্রীরাধিকার ভুবনমোহন রূপের অলংকৃত বর্ণনা—

কর কিশলয় তুজ বঙ্গরী বলয়িত করি অরি কমনীয় মধ্যা ।

কটিতট নিকট কলম্বনি কিঙ্করী গতি জিতি নর্তক পদ্মা ॥

গৌরনিতম বিভবতর তুঙ্গিত গঞ্জিত হংস বিহবে ।

শুবকিত তরল ছন্দ নীবিবন্ধন দোলই অঙ্গতরঙ্গে ॥



কঙ্ক চরণে মণিমঞ্জীর ঝংকৃত বলমল নখমণি উজোর কিরণে ।

পদতলে অমল সরোরুহ শীতল পরশুরাম রহ শরণে ॥

( পৃষ্ঠা ৭ )

এবারে কৃষ্ণের নিজের মুখেই রাধার রূপবর্ণনা শোনা যাক । কালীয়দমনের দিন তিনি কালিন্দীগুলিনে কদম্বতলায় রাধাকে দেখেছেন—

নবীন যৌবনী সঙ্গে সখীর সমাঝ ।

উদয় করিল যেন কত দ্বিজরাজ ॥

নিষ্কলকে হয় যদি শরণ স্বধাকর ।

কাঞ্চন দর্পণ যদি হয় মুহূর্তর ॥

পরাগ বহিত যদি হয় পদ্মফুল ।

তত্ব নাহি হয় তার বয়ানের তুল ॥

ঈষন্তদ্ভিমা যদি হয় ইন্দীবরে ।

চঞ্চল খঞ্জন যদি বিরাম না করে ॥

জলস্থলে বহে যদি অমিঞা লহরী ।

তত্ব সে নয়ান শোভা তুলনা না করি ॥

( পৃষ্ঠা ৭৫ )

যতনে আনিঞা বিধি ছানিঞা বিজুলি ।

অমিঞার ছাকে যদি গঢ়য়ে পুতুলি ।

কামের কষানে যদি করএ রসান ।

তত্ব সে না হয় তার নিছনি সমান ॥

( পৃষ্ঠা ৭৫ )

রাধা-বিরহাতুর কৃষ্ণের দূতী হিসাবে বড়াই রাধার কাছে কৃষ্ণের রূপবর্ণনা করে চিত্ররেখাকে কৃষ্ণপট আঁকতে দিলেন । চিত্ররেখা পট এঁকে আনলেন । রাধা সেই পট আঁকড়ে ধরলেন । হঠাৎ রাধার মনে হল বুঝিবা কৃষ্ণ তার বসনাঞ্চল ধরে টানছেন । তাই তিনি “ছাড়ো ছাড়ো” বলে চীৎকার দিয়ে উঠলেন । বিশাখা তখন বলেন, সখি, হঠাৎ তোমার এত লজ্জাই বা কেন, আর কাকেই বা বলছ ‘ছাড় ছাড়’ ? ললিতা বলেন, ‘সখি, তুমি তোমার কুলের আচার ছাড়বে নাকি ?’ তখন—

রাধিকা বলেন কিছু না বলিছ আর ।

রাখিতে নারিবে কেহ কুলের আচার ॥

মনে করি এক কৰ্ম অস্ত্র হএ কাজ ।

প্রাণ পরবশ হৈলে কোথা রহে লাজ ॥

( পৃষ্ঠা ১৭৮ )

এমন সময় বৃন্দাবন থেকে ভেসে এল মুরলীর ধ্বনি । গোপবালাদের অবস্থা নিদাক্ষণ ।

কোকিল পঞ্চম গায় মুকলি শুনিঞা ।

পথিক প্রেয়সীজন পড়ে মুকুছিঞা ॥

( পৃষ্ঠা ১৭৮ )

আর রাধা ? তিনি তখন মোহন মুরলীর সুরে উদ্গাদপ্রায় ।

লাজ নামে নৌকা ছিল কুলজলবান ।

আরোহণ কর্যা তাহে পালাইল মান ॥

শীলের আছিল গড় চৌদিকে বেঢ়িয়া ।

প্রেমের তরঙ্গে তাহা পেলিল ভাঙ্গিয়া ॥

ধর্মকর্ম জোড়া ভেলা এতকাল ছিল ।

তুকুল ছাড়িঞা মধ্য পাথারে উরিল ॥

অহঙ্কার নামে এক ছিল মাতা হাধি ।

জলের কল্লোলে সেহ ভাস্তা গেল কতি ॥

অনুকুল ছিল যেন সজ্জের গোপিকা ।

আশেপাশে ভাসে যেন পুঞ্জ পিপীলিকা ॥

প্রেমের তরঙ্গে রাই মগ্ন হঞা ভাসে ।

কালকলঙ্কের কুটি মিশাইল বাসে ॥

তলু নিরমিল যেন দশবান সোনা ।

পরিপূর্ণ হৈল তায় পিরিতের ফেনা ॥

তরঙ্গে তরঙ্গে তায় নাকমুখ ভুঁক ।

সংসারে দেখিল স্বাত্র কৃষ্ণকল্পতরু ॥

তার কাছে ভাসি গেলা বৃষভাহুহুতা ।

বেঢ়িঞা রহিল যেন কনকের লতা ॥

( পৃষ্ঠা ১৮০ )

রাধার আত্মনিবেদনের এমন সুন্দর বর্ণনা দুর্লভ । রাধার সঙ্গে চন্দ্রাবলীর কথোপকথনও কাব্যগুণ এবং নাটকীয়তায় সমৃদ্ধ । রাধা কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী হয়েছেন, এই সংবাদ শুনে চন্দ্রাবলী রাধাকে নিবৃত্ত করার জন্তে বললেন—ওগো রাধা, তুমি

কিশোরী বালিকা, নির্গন্ধ কুঙ্কের কাছে তুমি যেও না। তোমার এই গোপন  
অভিসার জানাজানি হলে তোমারি সর্বনাশ। লোকনিন্দা ভয়ানক—

বরঞ্চ শেলের ঘাত সহ্যে পোড়া গায়।  
লোকের কৈতব কথা সহ্যে না যায় ॥

( পৃষ্ঠা ২০২ )

তাই রাধা, তুমি পুরুষের ছলাকলায় আত্মবিস্মৃত হয়েও না। কারণ—

নির্দয় পুরুষ জাতি ভ্রমরের মন।  
কলিকার কালে ঘন ফিরে বনে বন ॥  
ফুটল কুসুমের বসি করে মধুপান।  
ফিরিঞা না চায় করে অপর সন্ধান ॥

( পৃষ্ঠা ২০২ )

এবং শোন রাধা, তোমাকে সাবধান করে দিই—

সভীসাথে না যাইবে কালিন্দী সিনানে।  
না হেরিবে নবঘন কালিয়া বরণে ॥  
জলদবসন রাই পরিহর দূরে।  
নীলমণি দরপণ না করিহ করে ॥  
নয়ানে অঞ্জন নিতে না করিহ সাধ।  
হৃদএ কস্তুরীমাখা বড়ই প্রমাদ ॥

( পৃষ্ঠা ২০৩ )

চন্দ্রাবলীর সাবধানবাণীতে সখীরা স্তব্ধ। কিন্তু রাধা বললেন, আমি মনঃস্থির করে  
ফেলেছি—

গৃহে গুরুজন বলু কুবচন  
যশে লাগু এই কালি।  
সাজিঞা কাছিঞা লইল ইচ্ছিঞা  
কাল কলঙ্কের ডালি ॥  
নন্দানন্দন সে চুয়াচন্দন  
অঙ্কের ভূষণ করি।  
তহু অলুহুল ইন্দীবর ফুল  
গলাএ গাঁথিঞা পরি ॥

( পৃষ্ঠা ২০৭ )

রাধাচরিত্রশ্রীত মাধুৰ্য্য আর একটি জায়গায় দেখা যায়। মুরলীর স্বর শুনে রাধা বড়াইকে বললেন—আমি রাজনন্দিনী। আমার পিতৃকুল পতিকুল দুই কুলই আছে। আমি কী করে ছ'কুলে কালি দেই। এতদিন সতী বলে আমার সুনাম ছিল, কিন্তু বংশীধ্বনি আজ আমার এ কী করল? আমার মন যে ঘরে থাকতে চাইছে না, বৃন্দাবনে যেতে চায়। ছ'কুল রক্ষা করাই কঠিন, এখন আমি তিনকুল রক্ষা করি কী করে?

এক দোষে কষ্ট পায় দ্বিতীয়ে সংশয়।  
ত্রিদোষ হইলে প্রাণ রহিবার নয় ॥  
কফ পিত্ত বাত যদি সমবল ধরে।  
লক্ষ চিকিৎসক তার কি করিতে পারে ॥

( পৃষ্ঠা ১৮৫ )

তাই মনে হচ্ছে আমি আর বাঁচব না। আমার মৃত্যুর পর—

সংকার করিহ কেলিকদম্বের মূলে।  
তর্পণ করিহ মোর কালিন্দীর জলে ॥

( পৃষ্ঠা ১৮৫ )

শেষপর্যন্ত বড়াইয়ের আশ্বাসে রাধা অভিসারে যেতে রাজী হলেন। সখীরা প্রসাধনের জন্তে এগিয়ে এলেন। রাধা জলদ রঙের শাড়ি পরলেন, স্বর্ণহার ফেলে মুক্তোর মালা গলায় দিলেন—

বিমল মৌক্তিক মালা দিলা রাই গলে।  
অঙ্গকান্তি পাঞা সেই স্বর্ণমুষ্টি ধরে ॥

( পৃষ্ঠা ২৬৬ )

এমন সময় কাত্যায়নী এসে হাজির। তিনি বলেন, একি রাধা, তোমার পায়ের নৃগুর কেন? নৃগুরের শব্দে এই গোপন অভিসার প্রকাশ হয়ে পড়বে যে! আর এই শাড়ি ছেড়ে অন্য শাড়ি পর। রাধিকা জবাব দিলেন, আমার মিত্যে ভয় দেখাচ্ছ। যে কৃষ্ণপদে দেহমন সমর্পণ করে বসে আছে, সে লোকনিন্দায় ভয় পায় না। সাহস করে বুকের মধ্যে কৃষ্ণনাম লিখেছি, এখন কেউ কুলকলঙ্কিনী বললেও আমি ভয় করি না।

পরিল কালিঞা কঠে কুলবধু হঞা।  
সে শ্রাম কেমনে পাব লাজকে ডরাঞা ॥

( পৃষ্ঠা ২৬৯ )

তারপর রাধা অভিসারে চললেন। তাঁর বেশভূষা ও চলন মনোহারী।

শ্রীঅঙ্গসৌরভে লজ্জা পাইল কস্তুরী।  
কেশবেশ দেখি পুন লুকাই চামরী ॥  
নীরব হইলা হংসী মঞ্জীরের নাদে।  
করিণী গমনশিক্ষা করে প্রতি পদে ॥  
দৃষ্টি হেরি অধোমুখী হইলা হরিণী।  
রঞ্জিণী রাধার রূপ ভুবনমোহিনী ॥ (পৃষ্ঠা ২৮২)

সখীপরিবৃত্তা রাধা নিকুঞ্জকাননে প্রবেশ করলেন। কল্পতরু বৃক্ষমূলে রাধাকৃষ্ণের চার চকুর মিলন হল। কৃষ্ণের গলায় বনমালা, চুড়ায় ময়ূরগুচ্ছ, ঠোটে বাঁশি আর “কনকবসন যেন থির সৌদামিনী।”—(পৃষ্ঠা ২৯১)। দূর থেকে দেখে গোপীস্বা মূর্ছা গেলেন। আর রাধার তো কথাই নেই—

কৃষ্ণরূপ দেখি রাধা চিত্ত সচঞ্চল।  
নয়নে উছলে প্রেমজোয়ারের জল ॥  
রসের আবেশে রাই অবশ শরীরে।  
প্রতি অঙ্গ মুকুলিত পুলক অঙ্কুরে ॥ (পৃষ্ঠা ২৯৬)

রাধা এবং কৃষ্ণ দুজনেই তারপর দুজনের দিকে তাকালেন।

রাধা কারু ছই তহু হইল যোজনা।  
কৃষ্ণউরে প্রতিবিম্ব দেখিল আপনা ॥

(পৃষ্ঠা ২৯৯)

নিজের প্রতিবিম্ব দেখে রাধা লজ্জায় দূরে সরে যান। সখীরা বলেন—লজ্জার কী কারণ?

সর্বথা পশিলে ভূমি শ্রামের অন্তরে।  
আপনারে আপনি ভূমি দেখিলে কৃষ্ণউরে ॥

(পৃষ্ঠা ৩০০)

রাধার লজ্জা দেখে কৃষ্ণ চাতুরীছলে তাঁর চুড়ার ছায়া রাধার পায়ে ফেললেন। রাধা দূরে পালান। রাধাও চাতুরীতে কম যান না। হঠাৎ কণ্ঠের হার ছিঁড়ে ফেললেন। এবং

ভূমিতে পড়িল সেই মুকুতার দ্বার।  
চুড়াবার ছলে করে কাহুরে প্রণাম ॥

(পৃষ্ঠা ৩০১)

সর্বশেষে উভয়ের মিলন এবং বিবাহঅহুষ্ঠান। কাহিনীতেও যবনিকা।

কৃষ্ণচরিত্র

মাধবসঙ্গীতে অঙ্কিত কৃষ্ণচরিত্র অশ্রান্ত সমসাময়িক বাঙালী কবিদের অনুরূপ। বৈষ্ণবসাহিত্যে কৃষ্ণের দুইরূপ—মাধুর্যরূপ ও ঐশ্বর্যরূপ। মাধবসঙ্গীতে কৃষ্ণের মাধুর্যরূপই প্রধান। প্রসঙ্গক্রমে ঐশ্বর্যরূপের পরিচয় এসেছে। ঐশ্বর্যরূপ অপেক্ষা মাধুর্যরূপের প্রতি কৃষ্ণের পক্ষপাত লক্ষণীয়—

কালীয়দমন কৈল খেলিতে খেলিতে ।  
সে কাহ্নু জিনিল রাই অপাক ইজিতে ॥

( পৃষ্ঠা ১০৩ )

\*

যে রতি পাইল গোপনিতস্থিনী গণে ।  
লক্ষ্মী সরস্বতী শিব বিরিক্ষি না জানে ॥

( পৃষ্ঠা ৪৬ )

কৃষ্ণের রূপবর্ণনা গতানুগতিক হলেও সুন্দর ।

ত্রৈলোক্য সৌভাগ্য সেই সুধাময় অঙ্গ ।  
ইজিতে মুচ্ছনা পায় কভেক অনঙ্গ ॥  
দলিত অঙ্কন যেন ইন্দ্র নীলমণি ।  
ইন্দীবর দল মুহু স্নিগ্ধ কাদস্থিনী ॥

( পৃষ্ঠা ২ )

কবি কৃষ্ণের মাহাত্ম্যাকীর্তন করেছেন কখনও ত্রদ্বার মুখে, কখনও বড়াই বুড়ির মুখে। তাঁর মূল কথা

সংসারে ত্রিকৃষ্ণ সত্য আর সব মিছা ।  
না বুঝিঞা না করিহ অস্ত্র পথে ইচ্ছা ॥  
রাধাকৃষ্ণ চারিবর্ণ চারি বেদে সার ।  
কারণের কল্পতরু মাধুর্য আপার ॥

( পৃষ্ঠা ২৬ )

কৃষ্ণের প্রেমব্যাকুলতা রাধার শ্রায় নিপুণ হাতে বর্ণিত। কৃষ্ণ নিজেই বলছেন রাধা ছাড়া তাঁর জীবনমৌল্য বিফল।

যবে সে হইব মোর রাধা আরাধন ।  
সফল কাননকুঞ্জ সফল জীবন ॥  
এই হেতু গোলক গোকুলে পরকাশ ।  
ইহা লাগি হৈল মোর বৃন্দাবনে বাস ॥

যুগে যুগে হৈল মোর বত অবতার ।  
রাধিকা বিহিনে মোর সকল অসার ॥

( পৃষ্ঠা ৭৭ )

\*

যমুনার কূলে কালি গেলু কোন ক্ষণে ।  
সে ধনি আসিঞাছিল কালিন্দীসিনানে ॥  
স্নান করি সখীসঙ্গে পথে যায় চলি ।  
পদ্মগন্ধে ধায় কত ভ্রমরমণ্ডলী ॥  
বেই ভূমি হৈতে সেই পদ তুলি যায় ।  
কমল বলিঞা কত অলি বৈসে তায় ॥  
নবনীলবাসে ভঙ্ক কান্তি ঝলমলি ।

মৃগমদে মাধা যেন কনয়াপুতলি ॥ ( পৃষ্ঠা ১০৩ )

গোপীপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব কৃষ্ণ বাবাবার উল্লেখ করেছেন । তার মধ্যে রাধিকা যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাও তিনি বর্ণনা করেছেন । এবং এই রাধার সঙ্গে মিলনের জন্যেই তিনি অধৈর্য হয়ে উঠেছেন ।

### বড়াইবুড়ি

মাধবসঙ্গীতের তৃতীয় প্রধান চরিত্র বড়াই বুড়ি । তার অন্য নাম পৌর্ণমাসী ।

নাম মোর পৌর্ণমাসী      ইবে কৃষ্ণ চতুর্দশী

নাম শশী নিশি গত পারা ॥

বসিলে উঠিতে নারি      উঠিএ ধরণী ধরি

কথাটি কহিতে উঠে কাশ ।

চলিতে মস্তক লড়ে      হাথ পা খসিঞা পড়ে

নাসিকাতে না সঘরে হাস ॥

ভঙ্কণের নাহি স্মৃথ      দশন বিহনে মুখ

বিশদ হইল সব কেশ ।

সবে অবশেষ প্রাণ      না জানি কখন যান

চত্বর আমার দূর দেশ ॥<sup>১</sup>

( পৃষ্ঠা ১৩৪ )

১ ভূ: বড়, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—

বেত চার সয় কেশে ।

কপাল ভাঙিল দুই পাশে ।

মাধবসঙ্গীতে বর্ণিত বড়াই চরিত্র জ্যোতির্দীপ্ত ঠাকুর-কৃত বর্ণনাক্ষর গ্রন্থের  
কুট্টিনী চরিত্রের অত্মরূপ। তিনি কৃষ্ণের দ্বীতীমাত্র নন, তাঁর কথাবার্তার মনোভিত্তিক  
পরিচয় পাওয়া যায়।

বড়াইর উক্তি জ্ঞান যায়, তিনি ভগবতী দুর্গা। রাধাকৃষ্ণ মিলনের অন্তে  
ছদ্মবেশে মর্ত্যলোকে আছেন।

ছাড়িল শিবের সঙ্গ কৈলাসশিখরে।

ইহা লাগি এতকাল গোকুলনগরে ॥

( পৃষ্ঠা ১২৫ )

বড়াই আর এক জায়গায় বলছেন,—

উপাধি বড়াই মোর, নাম পৌর্ণমাসী।

( পৃষ্ঠা ২২ )

এই পৌর্ণমাসীর তাৎপর্য সম্পর্কে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ব্যাখ্যা<sup>১</sup> প্রাণিধান-  
যোগ্য। তিনি বলেছেন,

“আত্মমায়ী বা যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়াই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সকল  
প্রেমলীলা সাধন করেন। এই যোগমায়ী গোড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে পৌর্ণমাসীর  
রূপ ধারণ করিয়াছে। এই পৌর্ণমাসী প্রেম সংঘটনে পরমাভিজ্ঞা বর্ষায়সী  
রমণীরূপে অংকিত হইয়াছেন। রূপগোষ্ঠামীর বিদগ্ধমাধব ললিতমাধব  
নাটকে এই ভগবতী পৌর্ণমাসী সাবিত্রীসদৃশা, কচিশালিনী, সাক্ষীপনি মূর্তির

মাথাপুট নাশা দন্তহীনে।

উন্নত গণ্ড কপোল ধীনে।

বিকট দন্ত কপট বাণী।

গুঠ আখর উঠক জিনি।

কাঠি সম বাহু দুগলে।

নাভিমূলে দুই কুচ লুলে।

কুটিল তামন ঘন কাশে।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।

তুঃ দুঃখী শ্রামদাসের গোবিন্দমঙ্গল—

এক পদ চলে বুড়ি চারি পদ বৈসে।

হাঁটু ধরি উঠে বুড়ি ঘন ঘন কাশে।

অষ্ট অঙ্গে বাঁকা বুড়ি পরে পীতাম্বর।

নড়ি ধরি দাণ্ডাইল কাম্বর গোচর।



জননী, দেবর্ষি নারদের শিষ্য, বন্ধুহলে কাষায় বসুধারিণী এবং মন্তকে কাশ পুষ্পের দ্বার্য চুত্রকেশধারিণীরূপে বর্ণিতা হইয়াছেন। নানা কৌশলে বহু অঘটন ঘটাইয়া রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটন করানোই তাঁহার কাজ। কিন্তু মিলনলীলাতে তাঁহার আর কোন স্থান বা অধিকার নাই। বোগমায়ার এই পৌর্ণমাসী নাম হইবার সার্থকতা কি? বোলকলা পূর্ণিমার উদয় হইলে তাহার পরে হইল সপ্তদশীকলার সহিত স্বরূপলীলা। ইহাই কি পৌর্ণমাসীর তাৎপর্য? শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলার ভিতরে বৈশাখী পূর্ণিমা স্থলন পূর্ণিমা, রাস পূর্ণিমা, দোল পূর্ণিমা প্রভৃতি পূর্ণিমার আবির্ভাবও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা বাইতে পারে। পৌর্ণমাসী বা পূর্ণিমাই বোলকলার পূর্তির দ্বারা যেন সপ্তদশী কলার অমৃতময়ী লীলার জন্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দেয়।”

মাধবসঙ্গীতে বড়াই চরিত্রের ভূমিকা ঐ মন্তব্যের অনুরূপ। এ বিষয়ে কবি ললিত-মাধব ও বিদগ্ধমাধব গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটানোই তাঁর কাজ। কন্দর্পের মারফৎ কৃষ্ণ বড়াইয়ের সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি সানন্দে বলেন—

আজি সে হইল মোর সফল জীবন।

গোকুলনিবাসী আমি ইহার কারণ ॥ ( ২৭ )

বৃন্দাবনে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বড়াই বুড়ির দ্বার্য বর্ণনাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

আনন্দে চলিলা দেবী মনে বড় স্বরা।

গ্রামের বাহির হৈলা বিদ্যুতের পারা ॥

খসিল বসন চলে পরিতে পরিতে।

আশাল্য কবরী যায় বান্ধিতে বান্ধিতে ॥

মহামন্ত্র অপে কৃষ্ণ যেই কুঞ্জে বসি।

সেই ঠাণ্ডি অবিলম্বে গেলা পৌর্ণমাসী ॥ ( পৃষ্ঠা ২৮ )

বড়াই সুরসিকা। রাধার পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলের পরিচয় দিয়া কৃষ্ণকে পরীক্ষা করার জন্তে বলেন, রাধা সম্পর্কে তার নাতিনী, কিন্তু কৃষ্ণের তাতে কী প্রয়োজন? কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিজেরও একা থাকা ঠিক নয়; কারণ—

একে নারী একেশ্বরী আর তাহে বন।

ইহাতে যুবক সঙ্গে রহে কোন জন ॥

( পৃষ্ঠা ১০০ )

কৃষ্ণের ব্যাকুলতায় বড়াই অবশেষে রাজী হন এবং কৃষ্ণের দৃতী হিসাবে রাধার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চার করেন। নানা ঘটনার পর রাধাকৃষ্ণের মিলনের আয়োজন করে তিনি বিদায় লন।

শুন রাধা চন্দ্রাবলী শুন হে কানাক্রিঃ ।  
 এখানে আমার আর অধিকার নাক্রিঃ ॥  
 যত দেখে লাজ কাজ সব আমা লাগি ।  
 দৈবেই এসব সঙ্গে আমি নহি ভাগী ॥  
 যৌবনের গন্ধ নাক্রিঃ যাই গুড়ি গুড়ি ।  
 পৌর্ণমাসী নাম গেল লোকে বলে বুঢ়ি ॥  
 কপালে ত্রিবলী মাল পাণ্ডু হৈল কেশ ।  
 দশনবিহীন মুখ কি করিব বেশ ॥  
 সময়ে সকল হয় দুঃখ নাহি তায় ।  
 যুবতী জনার কথা সহনে না যায় ॥  
 পথে যাতে দেখা হয় যুবতীর সনে ।  
 বুঢ়ি বলি সম্ভাষিঞা বিচ্ছেদ কুন্তবাণে ॥  
 দেখিঞা শুনিয়া মোর হেন লয় মন ।  
 ফিরাইয়া দিতে পারি নহলি যৌবন ॥  
 তবে কি কানাক্রিঃ আর চাহে করে ভিতে ।  
 তাহে তো সভার দুঃখ নারিব দেখিতে ॥  
 ভাল হৈল দুইজনে হৈল ইষ্টলাভ ।  
 নিতিনিতি বৃদ্ধি হকু প্রাণবদ্ধ ভাব ॥

( পৃষ্ঠা ৩০৩ )

### চন্দ্রাবলী

অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে মদন, ব্রজা, রতি, কাত্যায়নী, ললিতা, বিশাখা, যশোদা, পদ্মাবতী, চন্দ্রাবলী, বিশারদা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । তাঁদের মধ্যে চন্দ্রাবলী বিশিষ্টা ।

কয়েকটি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী । তাছাড়া চন্দ্রাবলীকে বরাবর রাধার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবেই দেখা যায় । মাধবসঙ্গীতেও তাই । বড়াই এক জায়গায় “শুন রাধা চন্দ্রাবলী” বলে একসঙ্গে সম্বোধন করলেও মনে হয়, তিনি দু’জনকে দেখেই ঐ উক্তি করেছেন । যুগেশ্বরী চন্দ্রাবলী অগ্ৰাঙ্ক গোপী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা । এবং চন্দ্রাবলী যে রাধার সমকক্ষা তার উল্লেখ পাই বড়াই বুড়ীর উক্তিতে—

চন্দ্রাবলী নামে তায় এক যুগেশ্বরী ।

রাধার সমান প্রায় পরমাত্মরী ॥

( পৃষ্ঠা ১২১ )

চন্দ্রাবলী নিজের পরিচয়দান প্রসঙ্গে বলছেন, “সৌভমা আমার নাম, খ্যাতি চন্দ্রাবলী।”—(পৃষ্ঠা ২৪৬)। সৌভমার হলে ‘সোমাতা’ শব্দও পুঁথির অনেক জায়গায় আছে।

আচার্য ষোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি জ্যোতিষতত্ত্বরূপে রাধাকৃষ্ণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, “চন্দ্রই চন্দ্রাবলী এবং সূর্যবিশ্বরূপ কৃষ্ণের মিলন ব্যাপারে রাধা নক্ষত্রের প্রতিনিধি।” চন্দ্রের সঙ্গে ‘সোমাতা’ বা ‘সৌভমা’ নামের সম্পর্কও উল্লেখযোগ্য। এবং এই প্রসঙ্গে মাধবসঙ্গীতেরই দু’টি পঙ্ক্তি মূল্যবান। চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মাবতী রাধা অপেক্ষা চন্দ্রাবলীকে শ্রেষ্ঠা প্রমাণ করার জন্যে বলছেন—

তাহাতে তোমার রূপ মাধুর্যের সীমা।

কি করিব তারাবলী, উপরে চন্দ্রিমা ॥

(পৃষ্ঠা ১২৮)

এখানে তারাবলী অর্থে রাধা বিশাখা চিত্রিণী প্রভৃতি সখীদের বুঝাচ্ছে এবং চন্দ্রিমা চন্দ্রাবলী স্বয়ং।

চন্দ্রাবলীর সৌন্দর্যও অপরূপ। রাধার যিনি সমকক্ষা, তাঁর পক্ষে ভুবনমোহিনী সৌন্দর্যের অধিকারিণী হওয়াই স্বাভাবিক।

সখী পাঁচশতী সঙ্গে চন্দ্রাবলী সাজে।

রতনমঞ্জীর পায় রুমুরুম্ব বাজে ॥

তড়িত লতিকা যেন পথে চলি যায়।

অবিলম্বে উত্তরিলা হৃন্দরী সভায় ॥

(পৃষ্ঠা ১২৮)

চন্দ্রাবলীকে রাধা অপেক্ষা বয়স্কা স্থিরমতি ও গম্ভীররূপে দেখা যায়। তিনি নিজসৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সচেতন। মাধবসঙ্গীতের চন্দ্রাবলী ততটুকুটীলা নন। রাধার সঙ্গে তাঁর আলাপ অনেকটা বান্ধবীর মতই। তিনি সখী পদ্মাবতী মারফৎ রাধার অভিসারের সংবাদ পেয়ে ছুটে এসে রাধাকে কৃষ্ণের কাছে যেতে বাবণ করেন। কারণ কৃষ্ণ “নবীন লম্পট বড় ধৈর্য্যগন্ধ নাঞি।”—(পৃষ্ঠা ২০২)। সেই কৃষ্ণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে লোকনিন্দার কবলে পড়তে হবে। রাধাকে তো বটেই, চন্দ্রাবলীকেও। কারণ “রাধা চন্দ্রাবলীসমা বলে সর্বলোকে।”—(পৃষ্ঠা ২০০)। চন্দ্রাবলী রাধাকে আত্মসংযমী হওয়ার উপদেশ দেন। অথচ আশ্রয়ের বিষয়, তিনি নিজেই সর্বাত্মে কৃষ্ণে প্রবেশ করেন। কৃষ্ণের সঙ্গে বাক্যালাপে তাঁর দান্তিক রূপটাই ফুটে ওঠে। রাধার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এ জায়গাতেই। রাধার প্রেমে আত্মহুখেচ্ছার চিহ্নমাত্র নেই; কিন্তু চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণপ্রীতিয় ভিতর আত্মহুখেচ্ছা প্রবল।

চন্দ্রাবলী যখন কুঞ্জে এলেন, কৃষ্ণ তাঁকে ভুলক্রমে রাধা বলে ডাকাতে তিনি রেগে আশ্রয় নেন। বলেন, তিনি সোমাতা, রাধা তো সামান্ত নন্দজের নাম। চন্দ্রাবলীর এই দম্ভোক্তিতে সখী পদ্মাবতী বলেন, এত অহংকার ভাল নয়; কারণ—“কৃষ্ণভক্তনের ঐরী নিজ অহংকার।”—(পৃষ্ঠা ২৫৩)।

পদ্মাবতী রাধার প্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলে চন্দ্রাবলী নম্রা হয়ে কুহুমবনে প্রবেশ করেন। তারপর চন্দ্রাবলীকে আর রাধার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হিসাবে দেখা যায় না। দেখা যায় অভিসারিকা শ্রীরাধার বামপাশে। রাধার কৃষ্ণপ্রেমগাঢ়তার কাছে চন্দ্রাবলী হার মানেন।

অবশেষে রাধা চন্দ্রাবলীকে পাশে নিয়ে রাসমণ্ডপে উপস্থিত হন এবং কৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করেন। কৃষ্ণপ্রেমে অহংকার অন্তরায়—এই তত্ত্ব বুঝাবার জন্তে চন্দ্রাবলী চরিত্রের সৃষ্টি।

অন্তান্ত গোপীর মধ্যে বিশারদা চরিত্র উল্লেখযোগ্য। অভিসার-বাতায় রাধা দিয়ে স্বামী নিঃশঙ্ক আতীর বিশারদাকে ঘরের ভিতর আটকে রাখেন।—“কঠিন কুলুপ তার দিল দ্বারদেশে।”—(পৃষ্ঠা ২১৬)। কিন্তু কৃষ্ণগতপ্রাণ বিশারদা জানান—“শরীর ছাড়িয়া মোর আগে গেছে প্রাণে।”—(পৃষ্ঠা ২১৬)। এবং বন্দী বিশারদা ভৌতিক রূপ ছেড়ে দিব্যদেহ ধরলেন।

শুণময় দেহ ছিল                      দহিঞা নিগুণ হৈল  
উপনীত হৈলা কৃষ্ণ আগে ॥

(পৃষ্ঠা ২২০)

গোপীগণের কৃষ্ণভক্তির গভীরতা দেখানোর জন্তেই বিশারদা চরিত্রের সৃষ্টি।

### ধরঙ্গী

মাধবসঙ্গীতের আকর্ষণীয় চরিত্র ধরঙ্গী। বাংলা সাহিত্যের অন্ত কোথাও পৃথিবীকে এত সুন্দরভাবে বর্ণনাযোগ্যস্থানে উপস্থাপন করা হয়েছে বলে জানি না। এই ধরঙ্গীর মুখ দিয়েই কবি গ্রন্থরচনার অন্ততম উদ্দেশ্য—কৃষ্ণ ও চৈতন্তের ঐক্যপ্রদর্শন—বর্ণনা করেছেন। ধরঙ্গীর আকস্মিক উপস্থিতি যেমন নাটকীয়, তেমনি কবিত্বময়।

রাধা অভিসারে চলেছেন। কুহুমচ্ছিন্ন পথে তাঁর চরণচিহ্ন ভূমিতে পড়ছে না—

কমলচরণ যেন ভূবি না পরশে।

ধরঙ্গী কাতর পদপরশের আশে ॥

বিরহ বিয়োগ ক্ষিতি নারিল সহিতে।

সখীর সাক্ষাতে দেবী আইলা আচম্বিতে ॥ (পৃষ্ঠা ২৭১)

নব দূর্বাদলের মত শ্রাবল শরীর ধরণীর। তিনি এসেই পৃথিবীর জন্মকথা, মহাপ্রলয়ের ইতিহাস, ব্রহ্মার জন্ম, বরাহরূপী বিষ্ণুর উপাখ্যান বিবৃত করেন। বিষ্ণু ব্রহ্মাকে আদেশ দিলেন সৃষ্টি করতে। ব্রহ্মা বললেন, পৃথিবী হুঃখে পাতালে প্রবেশ করেছেন। বিষ্ণু পৃথিবীকে কোলে তুলে নিলে পৃথিবী বললেন, হে বিষ্ণু, তুমি আমাকে গ্রহণ করো না, কারণ অস্থরের অত্যাচার আর সহিতে পারি না। পৃথিবীর বিলাপ শুনে বিষ্ণু জানালেন, পৃথিবীর হুঃখের কারণ নেই। ধর্মসংস্থাপনে তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। দ্বাপরযুগে কালিন্দীপুলিনে সাজোপাজ নিয়ে তিনি বিহার করবেন এবং তিনিই কলিযুগে আবার শ্রীগৌরাক্রুপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হবেন।

ধরণী অভিসারিকাদের বললেন, এই আশ্বাস দিয়েই বিষ্ণু আমাকে জলের উপর স্থাপন করেছেন এবং তখন থেকেই শ্রীরাধিকার চরণস্পর্শের আশায় আমি আছি।  
কিন্তু—

ভূবি না পরশে যদি রাধার চরণ।

এতকাল ক্লেশ পাই কিসের কারণ ॥

( পৃষ্ঠা ২৭৮ )

উত্তরে বিশাখা বললেন, আমরা হরি, ব্রহ্মা কাউকেই জানি না, জানি নন্দেব নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে।

ত্রিভঙ্গ স্তম্ভের শ্রাম ভুবনস্তম্ভর।

শ্রীনন্দনন্দন বন্ধু সেই প্রাণেশ্বর ॥

( পৃষ্ঠা ২৭৮ )

রাধাসহ সখীরা কুঞ্জেপথে চলে গেলেন। ধরণী বিমর্ষচিত্তে, কল্পনায়নে তাঁদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এমন সময় দৈববাণী শোনা গেল—‘পৃথিবী, তুমি কাতর হয়ো না, গোপীদের বিন্ধুতি স্বাভাবিক।’—দৈববাণীর আশ্বাসে ধরণীর মনে ভরসা এল।

### কাব্যসৌন্দর্য

উপরের কয়েকটি চরিত্রের বর্ণনার মধ্যেই কবির কবিত্বশক্তির পরিচয় মেলে। উপমা অলংকারাদির প্রয়োগেও তিনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

একটি জায়গার বর্ণনা উদ্ভটত্বে উল্লেখযোগ্য। মুরলীম্বনি শোনার পর গোপীগণের গৃহকর্মে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়—

শিশু কোলে করি কেহো দুগ্ধ লঞা হাথে।

তৈলজমে দুগ্ধ দেই বালকের মাথে ॥

হরিপ্রা সংযোগে তৈল শিশুমুখে দিঞা ।  
 শয্যা বিহু স্বারদেশে রাখে শুয়াইঞা ॥  
 কেহো বা শুনিল বংশী রক্তনের কালে ।  
 অগ্নি নিভাইল তার নয়নের জলে ॥

( পৃষ্ঠা ২১১ )

প্রসাধনের সময়ও গোপীদের সব ওলটপালট হয়ে গেল—

অলঙ্কার ভ্রমে পদে কজ্জল মাখিঞা ।  
 অধিক আনন্দ পায় পয়োধরে দিঞা ॥  
 চরণে পরিল কেহো হিয়ার কাঁচুলি ।  
 কর্ণের ভূষণ করে পাঁয় পাঁচুলি ॥  
 মুখর মঞ্জীর কেহো লঞা দুই করে ।  
 পুন পুন নেহারএ উলট মুকুরে ॥  
 না দেখিঞা শ্লাঘ্য বাসে বদন ধুনায় ।  
 প্রবাল মুক্তার মালা বান্ধে দুই পায় ॥  
 নীবিবন্ধ লঞা কেহো বক্ষস্থলে বান্ধে ।  
 নীল শাড়ি দেখি কেহো কৃষ্ণ বলি কান্দে ॥

( পৃষ্ঠা ২১২ )

এ ধরনের উলটপূরণের কাহিনী ভাগবতের দশম স্কন্ধে আছে । সংলাপ সরস করার চেষ্টাও কবির হাতে সফল হয়েছে । বড়াই রাধাপ্রেমে পাগল কৃষ্ণকে এক জায়গায় বলছেন—

তাবত ধীর জনে করএ বিনয় ।  
 নৌকায় হইলে পার কার পরিচয় ॥  
 তাবত ঘটকে মাগ্ন থাকে দুই ঘরে ।  
 পতি পত্নী যুক্ত হৈলে কেবা মাগ্ন করে ॥

( পৃষ্ঠা ১১৩ )

কবি উপমা অলংকারাদির প্রয়োগে চিরাচরিত রীতিই অবলম্বন করেছেন । তবে কয়েকটি উপমা ও প্রয়োগ মৌলিক । এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ । যেমন—

১. তপ্তভূমি পাঞা মীন যেন নহে স্থির । ( পৃষ্ঠা ২১৭ )
২. পরচিত্ত বান্ধা যেন অগ্ন্যেয় হাথি । ( পৃষ্ঠা ১১৪ )
৩. আশাত্য বান্ধব তার যেন শালবন ।  
 রাধিকা বেড়িঞা তারা থাকে অহুঙ্কণ ॥ ( পৃষ্ঠা ১১১ )
৪. তড়িতলতিক যেন পথে চলি যায় । ( পৃষ্ঠা ১১৮ )

৫. ভাদরে আদম বেদ কেতকীর ফুলে । (পৃষ্ঠা ২৪৮)
৬. সর্বাঙ্গ সঘরে সদা জলদবসনে ।  
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন ঢাকে নবঘনে ॥ (পৃষ্ঠা ১১৭)
৭. চামর সমীর পাশে বসন দোলায় ।  
চপলা চমকে যার অজের ছটায় ॥ (পৃষ্ঠা ১১৭)
৮. ফেলিলে গায়ের মলি স্বর্ণবর্ণ ধরে । (পৃষ্ঠা ১০৭)
৯. দেখিলে আকুল প্রাণ না দেখিলে কান্দে । (পৃষ্ঠা ৩১০)
১০. করপদতল রাতা কমল বলিঞা ।  
অভিন্ন সৌরভে অলি রহে আগুলিঞা ॥ (পৃষ্ঠা ১০৭)

“অপাঙ্গ ইঙ্গিত” শব্দের ব্যবহার কবির অত্যন্ত প্রিয়। বহুস্থানে এই প্রয়োগ আছে। তাছাড়া কয়েকটি বিশেষ প্রতীকের প্রতি কবির পক্ষপাত লক্ষ্য করা যায়। যেমন সূর্য এবং বিদ্যুৎ। ভীষণত্ব বা মহিমা বুঝাতে সূর্য এবং ঔজ্জ্বল্য বা সৌন্দর্য বুঝাতে বিদ্যুতের উপমা প্রয়োগ করা হয়েছে। পুরুষের ক্ষেত্র সূর্য এবং নারীর ক্ষেত্রে বিদ্যুতের উপমা ব্যবহার বিশেষ লক্ষণীয়।

### সূর্য

১. মধ্যাহ্নের সূর্য যেন দীপ্ত কলেবর । (পৃষ্ঠা ১৮)
২. জ্যৈষ্ঠমাসের সূর্য যেন বুধভানু রাজা । (পৃষ্ঠা ১০৬)
৩. দুই চক্ষু দেখি দুই সূর্যের আকার ॥  
দস্তের ছটায় দূরে গেল অন্ধকার ॥ (পৃষ্ঠা ২৭৩)
৪. মহাভাব প্রেমে করি ঈষৎ অস্তর ।  
সহস্র কিরণ যুত যেন দিবাকর ॥ (পৃষ্ঠা ১২৫)
৫. বুধভানু পিতা যেন মধ্যাহ্ন-দ্যুমণি । (পৃষ্ঠা ১৮২)

### বিদ্যুৎ

১. সহজে ভোমার তহু তড়িত সমান । (পৃষ্ঠা ২৬৮)
২. তরুণ ভবালে বেড়া বিজুরির লতা । (পৃষ্ঠা ১৬৭)
৩. জলদে জড়িত যেন দামিনীর আভা । (পৃষ্ঠা ১১)
৪. বরুণ কিরণ যেন দামিনীর ছটা । (পৃষ্ঠা ২৮১)
৫. তড়িত লতিকা যেন পথে চলি যায় । (পৃষ্ঠা ১২৮)

৬. হেনকালে আইলা তথা যত নিভষিনী ।

অশ্বয় ছাড়িঞা যেন উড়ল দামিনী । (পৃষ্ঠা ১৭১)

রাধার রূপ বর্ণনায় কবি “রূপের বাতাসে” বা “অন্ধের বাতাসে” পাষণ মিলিয়ে যাওয়ার ব্যবহার বহুবার করেছেন। কোন কোন সময় আবার ‘পাষণ মিলে যাওয়া’ এবং “রূপের বাতাস” পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১. ঈশং নয়নভঙ্গী মুহম্মদ হাসে ।

পাষণ মিলাঞা যায় রূপের বাতাসে । (পৃষ্ঠা ১০০)

২. পরশের আশে রূপের বাতাসে

পাষণ মিলাঞা যায় । (পৃষ্ঠা ২০৫)

৩. চপলা চমকে তার অন্ধের বাতাসে । (পৃষ্ঠা ১০৭)

৪. ক্ষয় যুগ পাখী পুলকায় শাখি

পাষণ মিলাঞা যায় । (পৃষ্ঠা ১৪৭)

৫. যে রূপের কথা শুনি মিলায় পাষণ । (পৃষ্ঠা ১৬৪)

৬. মুগী পাখী বুরি যায় পাষণ মিলায় তায়

অবলা লাগএ কোন কাজে । (পৃষ্ঠা ২৪১)

৭. ভুবন ভুলিল শ্রামরূপের বাতাসে । (পৃষ্ঠা ৩১০)

৮. না চলে রবির রথ মিলায় পাষণ । (পৃষ্ঠা ১২৭)

সমসাময়িক বহু বৈষ্ণব কবির রচনায়ও এই প্রকার ব্যঙ্গনার প্রয়োগ আছে।  
বলরামদাস লিখেছেন—

পাষণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে ।

বলরামদাসে কয় অবশ পরশে ॥

জ্ঞানদাসের পদাবলীতেও আছে—

আবেশে অবশ গা চলে বা না চলে ।

পাষণ মিলিয়া যায় ও মধুর বোলে ॥

### জ্ঞানদাসের প্রভাব

কবির জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরশুরামের গুরু মনোহরদাস ছিলেন জ্ঞানদাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই মনোহর-শিষ্য পরশুরামের উপর



স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞানদাসের প্রভাব পড়েছে। পরশুরাম সম্ভবত জ্ঞানদাসের নিকট সান্নিধ্যে এসেছিলেন। নীচে জ্ঞানদাসের প্রভাবের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

১. জ্ঞানদাস

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।  
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥

পরশুরাম

মনহারা হৈল রূপ যৌবনের মনে।

( পৃষ্ঠা ২২৬ )

২. জ্ঞানদাস.

রবাব ধমক বীনা হুমেলি করিঞা।  
বৃন্দাবনে প্রবেশিল জয় জয় দিঞা ॥

পরশুরাম

উপক্ৰ খঞ্জরী বীণা হুমেলি করিঞা।  
প্রবেশিলা বৃন্দাবনে জয় জয় দিঞা ॥

( পৃষ্ঠা ২৪৫ )

৩. জ্ঞানদাস

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥

পরশুরাম

প্রতি অঙ্গ সঙ্গ লাগি প্রতি অঙ্গ কান্দে ॥

( পৃষ্ঠা ১০৩ )

গোবিন্দদাসের অতিপরিচিত একটি পদেরও প্রতিধ্বনি আছে মাধবসঙ্গীতে।

গোবিন্দদাস

হৃন্দরী রাধে আওয়ে বনি।  
ব্রজরমণীগণ মুকুটমণি ॥

পরশুরাম

ধনি ধনি রাধে আজুবনি।  
লাখ লখিমি নবলীলা লোভন  
ব্রজরমণীগণ মুকুটমণি ॥

( পৃষ্ঠা ২৭১ )

তাছাড়া “চলল রমনী ধনি নব অভিসার। গতি অতি যম্বর আয়তি বিধার ॥”  
(পৃষ্ঠা ২৭১)—এই পদটির সঙ্গেও গোবিন্দদাসের একটি পরিচিত পদের মিল আছে।

ছন্দ

অস্ত্রান্ত কবিন্দের মধ্যে জয়দেব ও বিজ্ঞাপতির প্রভাব কিছুটা আছে। বিশেষ করে ছন্দে। কবি কয়েকটি ব্রজবুলি পদ লিখেছেন। তাতে বিজ্ঞাপতির প্রভাব রয়েছে।

হেরব যব স্তম্ভর বর নাহ  
ধৈর্যজ ধরবি যতনে মন মাহ ॥  
সহা না ছোড়বি সখীগণসঙ্গ।  
অলস বাধ জহু মোড়বি অঙ্গ ॥

( পৃষ্ঠা ২৭০ )

শ্রীরাধার বর্ণনামূলক একটি পদে (জয় জয় মাধব দয়িত অভিরামা—পৃষ্ঠা ৬) গীত-গোবিন্দের ছন্দের প্রভাব আছে। তাছাড়া প্রায় সব কবিতাই হয় পয়ার, নয় ত্রিপদী। বিভিন্ন ত্রিপদীতে আবার মাত্রার তারতম্য আছে। চৌদ্দমাত্রার জটিল কলামাত্রিক পয়ারের সংখ্যাই বেশী। মিল গতানুগতিক। ছন্দপতন কদাচিৎ দেখা যায়। এক জায়গায় সম্ভবত কবির অজ্ঞাতে জটিল কলামাত্রিক পয়ার দলমাত্রিক অর্থাৎ ছড়ার ছন্দের রূপ নিয়েছে।

কাহু আছেন কুঞ্জবনে, রাধা আছেন ঘরে।  
তার মধ্যে বুড়ি কেন আস্তাধাঞা মরে ॥

( পৃষ্ঠা ১১৩ )

অল্পপ্রাসের বাড়াবাড়ি কোথাও নেই। দু'একটি অল্পপ্রাসের ব্যবহার শ্রুতি-মধুর। যেমন

চিকুর চাঁচর চিবুক চুষিত  
চারু চন্দনের চান্দে।  
নাগরী নিকর নয়ন চকোর  
বুড়ল বিষম ফান্দে ॥

( পৃষ্ঠা ২০৬ )

রাগরাগিনী ও গীত

কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে গ্রন্থকার অঙ্গ হিসাবে রাগরাগিনীসম্বলিত কয়েকটি ভাল পদ আছে। কোন পদ দু'তিন পঙ্ক্তির, কোনটি বড়। পদগুলির সঙ্গে মোট পঁচিশটি রাগরাগিনীর নাম আছে। ধানশী এবং ভাটিয়ালি বা ভাঠ্যাঝি রাগের ব্যবহার বেশী। নিম্নে রাগরাগিনীর তালিকা দেওয়া গেল—

১. সুহই ২. ধানশী ৩. গৌরীগন্ধার ৪. কামোদ ৫. শ্রী ৬. কল্যাণ  
 ৭. ভাটিয়ারি ৮. সুই ভাটিয়ারি ৯. করুণা ১০. বিহাগড়া ১১. সৌরঠা  
 ১২. গুর্জরী ১৩. বরাড়ী ১৪. তোড়ি ১৫. জয়দময়ন্তী ১৬. পূরবী ১৭. কাফি  
 সহেলা ১৮. পাহাড়িয়া ১৯. মায়ুর ২০. কাফি ভাটিয়ারি ২১. জয়জয়ন্তী  
 ২২. ধানশী শ্রীগুর্জরী ২৩. মালশী ২৪. মঙ্গলগুর্জরী এবং ২৫. মূলতান।

পরশুরাম রায় রচিত গীতগুলি প্রতিমধুর। কৃষ্ণের রূপবর্ণনামূলক একটি পদে  
 কবি সংস্কৃত ও বাংলার মিশ্রণ করে নূতনত্ব এনেছেন।

তাছাড়া বিহাগড়া রাগে পরশুরাম একটি গুড়িয়া পদও রচনা করেছেন। পদটি  
 নিম্নরূপ—

কিএ সুধা কিএ বিষদেহা কিএ রসকূপ।

কহিবা বেলকু দিসে সপন সরূপ ॥

নালো বৃথভাহুতনি।

দিস ইএ দশা এবে এমন্ত ন জানি ॥

তহু অহরূপ তাকু ন দিশে উপামা।

কাঁহি ন রহিলা আজ সুন্দরী গারিমা ॥

কঞ্চুলি জলদবাস কিরণ চপলা।

সেরূপ সে নাশবেশ হৃদরে পশিলা ॥

মুখসুখ সিন্ধু ইন্দু বিন্দু বিন্দু ঘাম।

অসিত অদ্ভুত জ্যোতি রাধা আধা নাম ॥

বহুল দীঘল কেস রসকলা ফণি।

গরলে ভরিলে তাক বন্ধিম চাহানি ॥

বৃথভাহু তনি ধনি মন মোহিলা।

ধৈরজ ধৈয়ান সব লাজ কাজ গলা ॥

মরাল গমন নখ কমল চরণ।

তাইসে পরশুরাম লউছি শরণ ॥

( পৃষ্ঠা ১০১ )

কবিতাটির রসগ্রহণে কোন অসুবিধা হয় না বলে বাংলা অহুবাদ আর দেওয়া  
 হয়নি।

১. জয়জয় গোবুল রাজকুমার।

রাধামুরলী অসিত মণিহারঃ ॥

তনুখন ললিত রূপাঙ্গন নীলং।

মুদ্রতর মধুরমদারতি গীলং। ইত্যাদি

( পৃষ্ঠা ৮ )

সব দিক থেকে বিচার করলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পরশুরাম রায়ের আসন কবি হিসাবে উঠে। কী সংস্কৃত, কী বাংলা, কী ব্রজবুলি—সবদিকে আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়ে এই আসন তিনি স্থায়ী করে রেখেছেন। একথা সত্য যে, পূর্বসূরীদের প্রভাব নানাতাবে তাঁর রচনায় পড়েছে; কিন্তু এই উক্তি মধ্যযুগের আরও বহু শক্তিমান বৈষ্ণব কবিদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। পরশুরাম রায়ের কৃতিত্ব অল্প আরও অনেক দিক থেকে মৌলিক। মধ্যযুগের বাংলা কবিদের দোষ অতিক্রম এবং কাহিনীর অকারণ বিস্তার। পরশুরাম রায় এই দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তদুপরি ভাষার সরলতা, কাহিনী-বিশ্লেষণ ও কাব্যমাধুর্যে তিনি বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছেন। এষাবৎ অজ্ঞাত ও অখ্যাত এই কবি নিঃসন্দেহে গৌরবময় বৈষ্ণবযুগের এক বিশিষ্ট সম্পদ। বড়ু চণ্ডীদাসের নাটকীয়তা, জ্ঞানদাসের কাব্য-সৌন্দর্য এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের পাণ্ডিত্যের ত্রিবেণীসংগম ঘটেছে পরশুরাম রায়ের এই রচনাতে। এই সম্মিলন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একক এবং অনন্য।

## তত্ত্বপরিচিতি

### রাধাকৃষ্ণ সম্পর্ক

মাধবসঙ্গীতে রাধাতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। কবি বিভিন্ন বৈষ্ণব-শাস্ত্র, নিবন্ধ ও পুরাণ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সার সংকলন করেছেন।

বৈষ্ণবের কাছে ভগবান হরি বা কৃষ্ণ নামে পরিচিত। এই হরি বা কৃষ্ণ সকল মঙ্গলের আধার। এই দৃশ্যজগৎ কৃষ্ণেরই বিকাশ। মানবাত্মা তাঁর অংশ। ভগবানকে বলা হয় সচ্চিদানন্দ। তাঁর তিন শক্তি—সৎ, চিৎ ও আনন্দ। এই আনন্দের অপর নাম হলাদিনী। হলাদিনী শক্তি কৃষ্ণকে আনন্দ দেয়। এই হলাদিনীর মূল প্রেম এবং শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমের ব্যক্ত ভাব।

মাধবসঙ্গীতের প্রথমভাগে কৃষ্ণের যে বর্ণনা আছে, তাতে তাঁর প্রাথমিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

যশোদাজননী যার পিতা নন্দরাজ।

কিশোর বএস নিত্য ব্রজ সুবরাজ ॥

বংশিকা আউধ কিস্ত গোবর্দ্ধনধারী ।  
 রাধিকা প্রেমসী কৃন্দাবনের বিহারী ॥  
 ত্রীদামাদি সখা নিত্য গোষ্ঠ ক্রিয়াসলী ।  
 হুবল অর্জুন নর্য কেলিকলারঙ্গী ॥  
 জ্যোষ্ঠ ভাই বলরাম সৌরভ বোভার ।  
 সর্কোপরি শিখিপুচ্ছ প্রিয় অলঙ্কার ॥  
 হৃন্দর মন্দির প্রিয় নন্দীশ্বর গ্রাম ।  
 অভিন্ন গোলোক কৃন্দা অটবী আরাম ॥  
 গোকুল গোণ্ডালা জ্ঞাতি প্রিয় পরিবার ।  
 অনন্তভঞ্জে ভক্ত সকল সংসার ॥  
 এসব কৃষ্ণের প্রিয় নিত্য যুগেযুগে ।  
 অনন্ত লীলা করে যত ভক্ত অহুয়োগে ॥  
 কিশোরী গোপিকা সব কিশোর ত্রীহারি ।  
 প্রেমস্বথ ভূঞ্জে নিজ নিজ হিয়া ভরি ॥  
 যে রতি পাইল গোপ নিতম্বিনী গণে ।  
 লক্ষ্মী সরস্বতী শিব বিরিকি না জানে ॥

( পৃষ্ঠা ৪৬ )

হিন্দুধর্মে সাধনার তিন প্রধান ধারা—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ ।  
 কৃষ্ণপদে আত্মসমর্পণ করতে হলে জ্ঞান ও কর্ম বিসর্জন দিয়ে ভক্তিযোগের আশ্রয়  
 নিতে হয় । জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের পার্থক্য মাধবসঙ্কীতে ব্যক্ত হয়েছে ।

জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে দুই মত হয় ।  
 সম্বন্ধ বুঝিতে সেহো ভিন্ন বস্তু নয় ॥  
 যার যত অহুতব হয় জ্ঞানযোগে ।  
 পক্ষ উড়ে মেঘ যেন পৃষ্ঠে নাহি লাগে ॥  
 ভক্তিযোগে রত যত রসিক স্তবীর ।  
 কৃষ্ণরূপ লীলা যেন সমুদ্র-গভীর ॥

( পৃষ্ঠা ২২৫ )

জ্ঞান কর্ম মিশ্রা হৈলে হয় অহুতমা ।  
 কেবল কর্মের মিশ্রা সে হয় মধ্যমা ॥

জ্ঞান কর্ণে ত্যক্ত হৈলে হয় নিরুপাধি ।

সেই সে উত্তমা ভক্তি নাম তার বৈধী ॥<sup>১</sup>

( পৃষ্ঠা ৫১ )

এই ভক্তিই বিষ্ণুর বলকারিণী। এই ভক্তিসাধনের কয়েকটি ক্রম আছে। ভক্তিরসায়তনসিদ্ধি পূর্ববিভাগ প্রেমভক্তিলহরীর একাদশ শ্লোকে<sup>২</sup> এই ক্রমপর্ধায় সম্পর্কে নির্দেশ আছে। চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলার ত্রিবিংশতি পরিচ্ছেদে ঐ শ্লোকের প্রতিধ্বনি আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভক্তিসাধনের ক্রম করেছেন নিম্নরূপ : শ্রদ্ধা > সাধুসঙ্গ > ভজনক্রিয়া > অনর্থনিবৃত্তি > ভক্তিনিষ্ঠা > রুচি > আসক্তি > প্রীত্যাকুর > প্রেম। মাধবসঙ্গীতে ঐ ক্রমপর্ধায় নিম্নরূপ :—শ্রদ্ধা > সাধুসঙ্গ > ভজন > অমহীনতা > নিষ্ঠা > রুচি > আসক্তি > ভাব > রাগ > অমুরাগ > মহাভাব > প্রেম।

এই প্রকার প্রেমভক্তি সাধনের লক্ষণশ্রঙ্গ কবি বলছেন—

শ্রবণ কীর্ত্তন আর প্রতুর স্মরণ ।

পাদারবিন্দের সেবা অর্চন বন্দন ॥

দাস্ত সখ্যতা আর আত্মনিবেদন ।

সাধনের দ্বারে হয় এসব লক্ষণ ॥

( পৃষ্ঠা ৫০ )

ভক্তিরসের মধ্যে শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটি প্রধান। শাস্তরসের গুণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একনিষ্ঠতা। এই রসে কৃষ্ণের সঙ্গে কোন ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। তাই শাস্তরসে মমতা নেই। দাস্তরসে মমত্ববোধ আছে। কিন্তু সম্বন্ধহেতু সঙ্কোচ ও দূরত্বের আভাস দেখা যায়। এই রসে সেবার সাহায্যে কৃষ্ণের স্বধসম্পাদনই একমাত্র উদ্দেশ্য। সখ্যরসে মমতা ঘনীভূত হয়। এই রসে দূরত্ব বা সঙ্কোচ থাকে না। ভক্তবৃন্দ কৃষ্ণের সঙ্গে বয়স্তের মত ব্যবহার করেন।

অভেব সখার ভাগ্য তুল্য দিতে নাকি ।

প্রাণের অধিক দার পরাণ কানাকি ॥

( পৃষ্ঠা ৩১ )

বাৎসল্যরসে কৃষ্ণ সম্পূর্ণ আপন হয়ে যান। এতে শাস্ত, দাস্ত ও সখ্যের গুণ-গুলি তো থাকেই, কৃষ্ণের প্রতি মমতার আধিক্যও প্রকাশ পায়। মধুরসে রসের চরম গাঢ়তা দেখা যায়। এই রসে ভক্ত ও কৃষ্ণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং মমতার চরম বিকাশ দেখা যায়। এই মধুর বা শৃঙ্গাররসই সর্বাঙ্গের মাদুর্যপূর্ণ।

১ ভূঃ চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্য-রামানন্দ-সংলাপ ।

২ ‘আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ’—ইত্যাদি

এই মধুররসের ভক্ত দুই শ্রেণীর : (১) স্বাক্য মনোবিগণ ও লক্ষী এবং (২) বৃন্দাবনের গোপবালাগণ। এই গোপিকারাই মধুর রসের ভক্ত হিসাবে প্রধান স্থান অধিকার করেছেন।

প্রকৃতির পর যার বেদে গায় বশ।  
মাধুর্য্যাদি শুণে সেই প্রেমসীর বশ ॥  
এমন প্রেমসী গোপী নিত্যঅম্বরগী।  
যে স্থখবৈভবে স্থখে লক্ষী নহে ভাগী ॥

( পৃষ্ঠা ২২৮ )

বৃন্দাবনের ব্রজবালাদের সৌভাগ্যবর্ণনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণ নিজেই বলছেন—

এইভাবে ব্রজপুরে গোপ নিত্যনি।  
কৃষ্ণসম মহারস প্রেমধনে ধনি ॥  
তেজিঞা দুকূল গুরু রসের বৈভবে।  
কৃষ্ণকণ্ঠে লয় তার রাস মহোৎসবে ॥  
অভিনব নিত্যলীলা কুঞ্জের ভিতর।  
শঙ্কর বিরঞ্চি আদি গুংস অগোচর ॥  
একা কৃষ্ণ লক্ষ লক্ষ গোপীগণ লঞা।  
গোলোকের অধিপতি প্রেমে বশ হঞা ॥  
ব্রজবাসি উপাদান করি যোগবলে।  
সভার অভীষ্ট পূর্ণ কৈল এককালে ॥  
যত গোপী তত কৃষ্ণ হঞা গোপীনাথ।  
কাননে অশেষ রস করে গোপীনাথ ॥

( পৃষ্ঠা ৫৩ )

মধুর রসের আবার দু'ভাগ। স্বকীয়া এবং পরকীয়া। পরকীয়াতে রসের বিকাশ সর্বাধিক।

পরকীয়া পরপ্রেমা নিত্য চমৎকার।  
নাগরেশ্ব শিরোমণি কর অঙ্গীকার ॥

( পৃষ্ঠা ৭২ )

\*

রসে রসে এক বস্তু গোপ মুখ্য ভেদ।  
স্বকীয়াতে নাহি জন্মে প্রীত পরিচ্ছেদ ॥

মূল গ্রন্থে মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ 'যত' হয়ে গেছে।

ମନେ ଜାଣେ ଆସି ଡାର ସେହୋ ମୋର ପତି ।

ଅଧିକାରଭେଦ ଶ୍ରୀତର୍ପଣା ମନ୍ଦ ପତି ॥

ପରକୀୟା ମହାରସ କ୍ଷେପେ କ୍ଷେପେ ଆନ ।

ପ୍ରେମାୟ ଅର୍ପିଣୀ ଥାକେ ଜାତି ଧନ ପ୍ରାଣ ॥

( ପୃଷ୍ଠା ୮୨ )

ପରକୀୟା ପ୍ରେମେ ଧର୍ମ, କୁଳ, ଗୁରୁଜନ ଇତ୍ୟାଦିର ବାଧା ଥାକେ ବଳେ ଆବେଗେର ପ୍ରାବଳ୍ୟ  
ଓ ଉନ୍ମାଦନା ବେଳି ଦେଖା যায় ।

ସକୀୟା ମନ୍ଦକ୍ଷେ ନାହିଁ ବିଚ୍ଛେଦେର ଭୟ ।

ଅହରାଗ ପ୍ରେମ ତାହେ ନା ହୟ ଉଦୟ ॥ ( ପୃଷ୍ଠା ୮୫ )

ବ୍ରହ୍ମେର ଗୋପବାଲାଗଣ ପରକୀୟା ଭାବେର ଏକମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । କୃଷ୍ଣେର ପ୍ରୀତି ଗୋପୀଗଣେର  
ପ୍ରେମ କୀର୍କ୍ଷ୍ମ ଥିଲ, ମାଧବସଜ୍ଜିତେ ତା' ଅନ୍ତରଭାବେ ଛୁଟିଯେ ତୋଳା ହସ୍ତେ ।

ପ୍ରେମେର ଅଭାବ ଗୁନ କହି ସମାଧିଣୀ ।

ସୋନାୟ ମୋହାଗା ସେନ ରହେ ମିଶାହିଣୀ ॥

ରାଗେର ଅନିଳ ଅହରାଗେର ଆଶୁନେ ।

ମୋହାଗେ ମିଳିଣୀ ସାୟ ଅବର୍ଣ୍ଣେର ମନେ ॥

( ପୃଷ୍ଠା ୧୨୬ )

\*

ସେହି ରାଧା ସେହି କୃଷ୍ଣ ଏକ ଆତ୍ମା ଲେଖି ।

ପ୍ରାଣସ୍ତ ବିକାର ଭେଦେ ଭିନ୍ନ ଦେହ ଦେଖି ॥<sup>୧</sup>

ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ୱ ସବ ଭେଦ ଅନେକ ବିସ୍ତାର ।

ଆଧେୟ ରାଧିକା କୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ଆଧାର ॥

ଅପାର ରମେର ସିନ୍ଧୁ ରାଧିକାର ପ୍ରେମ ।

ଅଳଙ୍କାର ଭେଦ ସେନ ଏକ ବସ୍ତୁ ହେମ ॥

୧ ଭୂ: ଚୈତନ୍ତଚରିତାମୃତେର—

କ. ରାଧିକା ହୟେନ କୃଷ୍ଣେର ପ୍ରାଣସ୍ତ ବିକାର ।

ସ୍ୱରୂପଶକ୍ତି ହ୍ଲାଦିନୀ ନାମ ତାହାର ।

ଖ. ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏକ ଆତ୍ମା ହୁଏ ଦେହ ଧରି ।

ଅଚ୍ଛୋକ୍ତେ ବିଲସେ ରସ ଆସ୍ବାଦନ କରି ।

ଗ. ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଐହେ ସଦା ଏକହି ସ୍ୱରୂପ ।

ଲୀଳାରସ ଆସ୍ବାଦିତେ ଧରେ ହୁଏ ରୂପ ।



একই যুক্তিকা যেন নানারূপ ঘট ।  
পূর্ণ প্রেম বিলাসিতে রাধার প্রকট ॥

( পৃষ্ঠা ৮৪ )

\*

প্রকৃতি পুরুষ যেই আধেয় আধার ।  
প্রণয় বিকার ভেদ এ দুই আকার ॥  
প্রেমার কারণে দৌহে দুই দেহ ধরে ।  
দৌহা বিহু দুইজনে রহিতে না পারে ॥

( পৃষ্ঠা ৮৮ )

ভগবানের প্রেমরূপ, ফ্লাদিনী শক্তির পূর্ণতম আধার রাধিকা । আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণ রাধাকে দিয়ে রসাস্বাদন করেন । রাধাকৃষ্ণ স্বরূপত এক । প্রণয়বিকারহেতু আত্মরমণেচ্ছায় দ্বিধাবিভক্ত । তাই গোপীর প্রেম নির্মল । তাতে কামের লেশমাত্র নেই । এই প্রেম সর্বত্যাগী, আত্মস্থখেচ্ছাহীন ।

নিজ স্থখে স্থখী হৈলে তারে বলি কাম ।  
সেই রসে কৃষ্ণস্থ প্রেম তার নাম ॥<sup>১</sup>  
নিজ অঙ্গ ভূষা করে কৃষ্ণস্থ লাগি ।  
প্রেমের সঙ্গম করে সদা অতুরাগী ॥

( পৃষ্ঠা ২২৭ )

গোপীদের মধ্যে রাধার স্থান সর্বোচ্চে । রাধার সঙ্গে অত্র কারও তুলনা হয় না ।  
যুগে যুগে হৈল মোর যত অবতার ।  
রাধিকা বিহিনে মোর সকল অসার ॥

( পৃষ্ঠা ৭৭ )

এই রাধার কৃষ্ণপ্রেম তুলনারহিত । রাধার প্রতি কৃষ্ণের মমতা তাকে চরম লৌভাগ্য দিয়েছে, তাই তিনি কৃষ্ণময় ।

নিত্যকৃষ্ণপ্রিয়া স্তম্ভকাস্ত্রস্বরূপিণী ।  
চিদানন্দরূপে এই নিত্যআফ্লাদিনী ॥

( পৃষ্ঠা ১৮৭ )

১ ভূ:

আত্মেক্সির ঐতি ইচ্ছা তারে বলি কাম ।

কৃষ্ণেক্সির ঐতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥ ( চৈতন্যচরিতামৃত )

এহেন রাধার সৌভাগ্য সত্যভামা আকাজ্ঞা করেন, তার সৌন্দর্য লক্ষী ও পার্বতীর অভিলষিত। শুধু রাধা নয়, কৃষ্ণকে সম্বোধন করে গোপীগণও তাঁদের হৃদয়ের শেষ কথা নিবেদন করেছেন—

তুমি প্রিয় প্রাণপতি                      তুমি আত্মা তুমি গতি  
তব পদ পিরিতি ভরসা।

( পৃষ্ঠা ২৪০ )

\*

ত্রিভঙ্গ হৃন্দর শ্রীম ভুবনহৃন্দর।  
শ্রীনন্দনন্দন বন্ধু সেই প্রাণেশ্বর ॥<sup>১</sup>

( পৃষ্ঠা ২৭৮ )

কৃষ্ণের কাছে আত্মনিবেদনের এই হল শেষ কথা।

### পরকীয়া-স্বকীয়া

পরকীয়ার মাহাত্ম্য ঘোষণা করা সত্ত্বেও মাধবসঙ্গীত গ্রন্থের সমাপ্তি স্বকীয়ায়—রাধাকৃষ্ণের বিবাহবিধানে। রূপগোস্বামী ও জীবগোস্বামী স্বকীয়া ও পরকীয়া সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। সনাতন গোস্বামী ভাগবতের ‘বৃহৎবৈষ্ণবতোষিণী টীকায়’ রাধাকৃষ্ণের প্রকট লীলায় স্বকীয়াত্ব এবং অপ্রকট লীলায় পরকীয়াত্ব স্বীকার করেছেন। রূপগোস্বামী ‘বিদম্বমাধব’ ও ‘ললিতমাধবে’ রাধা ও কৃষ্ণের বিবাহ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রাধা ও অভিমুখ্য গোপের বিবাহসম্পর্ক বিষয়ে বলেছেন, এই বিবাহ সত্যবিবাহ নয়, যোগমায়ার প্রভাবে এই বিবাহ সত্য বলে মনে হচ্ছে। আসলে রাধা ও অন্ত্যন্ত গোপীগণ কৃষ্ণের নিত্যপ্রেমসী।<sup>২</sup> জীবগোস্বামীও ‘গোপালচন্দ্র’ নামক কাব্যে উভয়ের বিবাহ দিয়েছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকারও রাধাকৃষ্ণের বিলাস বর্ণনার পূর্বেই ব্রহ্মার পৌরোহিত্যে মন্ত্রপাঠ, সপ্তপ্রদক্ষিণ ইত্যাদি করিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার বিবাহ দিয়েছেন। জীবগোস্বামীর মতে রাধা ও গোপীগণ ব্যবহারিক জীবনে তাঁদের পতির সঙ্গে সধব্ব রেখেছিলেন ; কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনকালে কৃষ্ণকে প্রাণপ্রিয় জানা সত্ত্বেও যোগমায়াবলে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের স্বার্থ সম্পর্কের জ্ঞান থাকত না। তাই স্বকীয়াতে থেকেও পরকীয়া ভাবের উদয় হত। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ

১ তু: “নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ”—মালাধর বহুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

২ তদ্বৎসনার্থমেব স্বয়ং যোগমায়য়া মিথৈব প্রত্যাহ্নিতঃ তদ্বিধানামুদাহাদিকম। নিত্যপ্রেমন্ত এব খলু তাঃ কৃষ্ণন্ত। ( বিদম্বমাধব. ১ম অঙ্ক )

হওয়ার আগে গোপীগণের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যসংসর্গ ছিল। বিষ্ণুর পত্নীরা গোপীরূপে এবং বিষ্ণু স্বয়ং কৃষ্ণরূপে জয়গ্রহণ করেন।

অনেকে মনে করেন, পরকীয়া ভাব একটি বিশেষ তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে চৈতন্য মহাপ্রভুর পরে। সম্ভবতঃ বৃন্দাবনের গোপস্বামীগণেরও পরবর্তীকালে।<sup>১</sup> কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজে পরকীয়ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন।<sup>২</sup> জীবগোস্বামীর শিষ্য শ্রীনিবাস এবং শ্রীমানন্দ উভয়েই পরবর্তীকালে পরকীয়াবাদের প্রচারে সচেষ্ট হন। শ্রীনিবাসের শিষ্য রাধামোহন ঠাকুরও পরকীয়াবাদ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। অগ্রান্ত প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশেই পরকীয়াবাদের প্রাধান্য দেখা যায়।

এই প্রসঙ্গে ১১৩৮ সনে রাধামোহন ঠাকুরকে লেখা এক পত্রে<sup>৩</sup> জানা যায় যে, কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য নামে জনৈক পণ্ডিত মহারাজা জয়সিংহের অত্মরোধে বৃন্দাবন থেকে বাংলাদেশে স্বকীয়াবাদ প্রচারে আসেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলাদেশে পরকীয়াবাদের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হওয়ায় তিনি পরাভূত হয়ে পরকীয়াবাদের বিজয়সূচক এক জয়পত্র লিখে দিয়ে যান। উক্ত বিমানবিহারী মজুমদার অবশ্য এই জয়পত্রটি জাল বলে মনে করেন।<sup>৪</sup>

রূপগোস্বামী ও জীবগোস্বামী—এই দুই বৈষ্ণব দিকপাল নিজ নিজ গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের বিবাহ দিয়েছেন। মাধবসঙ্কীতে পরশুরাম ঐ একই অহুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে বৈষ্ণব-ধর্মবিরুদ্ধ কিছু করেননি। বরং এই অহুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলা সাহিত্যে মৌলিকত্বের দাবী করতে পারেন। রাধার সঙ্গে অভিমন্যু গোপের বিবাহ যে প্রাতিভাসিক সত্য, তাও একটি ঘটনাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে। রাধা-অভিমন্যুর বিবাহের পর দেবর্ষি নারদ রাধার শশুরালয়ে এসে উপস্থিত হলেন। বরকত্তা নারদকে প্রণাম করলেন। কিন্তু নারদ উলটে রাধাকে হঠাৎ প্রণাম করায় রাধার শশুর প্রিয়মহ্য ‘হায় হায়’ করে উঠলেন। তখন নারদ বললেন, রাধা সামান্য নারী নন,

যে আদি পুরুষশক্তি নিত্যআত্মাদিনী।

ইবে সেই বৃষভাশ্ব রাজার নন্দিনী ॥ (পৃষ্ঠা ১০৯)

\*

ইহার সংসর্গ যদি করে তোমার পো।

সেইদিনে অবশ্য পাইবে পুত্র<sup>৫</sup> মো ॥

১ ক্রঃ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ‘শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ’ (পৃষ্ঠা ২২৫)

২ পরকীয়া রসে অতি রসের উল্লাস।

ব্রজ বিনা ইহার অন্তর নাহি বাস ॥ (চৈঃ চঃ)

৩ ক্রঃ ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ‘চিঠিপত্রে সমাজচিত্র’ ২য় খণ্ড (পৃঃ ১১২-১১৩)

৪ ক্রঃ চৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃষ্ঠা ৫৩৬।

৫ মূল গ্রন্থে মৃত্যাকরপ্রমাদবশতঃ ‘পুত্র’ হয়ে গেছে।

কল্পা ধন্ডা দিল যদি বুঝভাহু রাজা ।  
ইষ্টদেব হেন করা ঘরে রাখি পূজা ॥

( পৃষ্ঠা ১১০ )

তখন থেকেই রাধার সঙ্গে অভিমতের দাম্পত্যসম্পর্ক নেই। কবি অভিমতকে বলেছেন রাধার “মায়াপতি।” কবি দেখিয়েছেন, রাধা অভিমতের দাম্পত্যসম্বন্ধ মূলত মিথ্যা, কৃষ্ণের সঙ্গেই আসল সম্বন্ধ। তাই গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে বিবাহবিধান অর্থোক্তিক হয়নি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নিম্বার্কচার্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব মতেও রাধাকৃষ্ণকে বিবাহিত পতি-পত্নীরূপে পূজা করা হয়। নিম্বার্কদর্শনের প্রভাব গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উপর নানাভাবে পড়েছিল।

মোটকথা, বাংলাদেশে চৈতন্যচরিতামৃতের ব্যাপক প্রচারের পর বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরকীয়াবাদের প্রাধান্য লাভ করে; কিন্তু তৎসঙ্গেও কিছু কিছু স্বকীয়াবাদী থেকে যান। পরশুরাম রায় সম্ভবত সেই সম্প্রদায়েরই একজন মুখপাত্র।

### কৃষ্ণদাস ও পরশুরাম

মাধবসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য কবিত্বের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের সংমিশ্রণে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত পরশুরাম রায়ও জটিল বৈষ্ণবতত্ত্বকে সরল ছন্দে বন্ধনে আবদ্ধ করে কাব্যমর্যাদা দিতে পেরেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃতে রাধার ভাবকান্তি সম্বলিত চৈতন্যের প্রতিমূর্তি<sup>১</sup> আঁকতে চাইলেও বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের মত কৃষ্ণলীলার সঙ্গে চৈতন্যলীলার ঐক্যও দেখিয়েছেন।

নন্দহৃত বলি ধারে ভাগবতে গাই ।

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঁঞি ॥

( চৈঃচঃ আদিলীলা, ২য় অধ্যায় )

মাধবসঙ্গীতেও বারবার উল্লেখ করা হয়েছে স্বাপর যুগের ত্রিকৃষ্ণচৈতন্যই মহাপ্রভুরূপে নববীপে জন্মগ্রহণ করেছেন।

রাধিকার প্রাণবন্ধু যে নন্দনন্দন ।

কলিকালে সেই পুন পতিতপাবন ॥

গোকুলের ভাবে পুন নদীয়া নগরে ।

যমুনার অভিপ্রায় হরধুনী তীরে ॥

১ রাধিকার ভাবমূর্তি প্রভুর অন্তর ( চৈঃচঃ )

অভিন্ন বশোদা নাম শচী ঠাকুরাণী ।

ঠাঁর গৰ্ভে ভগবান জন্মিবা আপুনি ॥

( পৃষ্ঠা ২৭৭ )

কৃষ্ণদাস ও পরশুরাম উভয়েই প্রয়োজনমত বৈষ্ণবশাস্ত্র, ভাগবত ইত্যাদি থেকে সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উভয়েই কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে পদ সন্নিবেশ করেছেন। তবে মাধবসঙ্গীতে পদের সংখ্যা অধিক এবং রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। চৈতন্যচরিতামৃতে শুধু লেখা আছে, “যথা রাগঃ”।

চৈতন্যচরিতামৃত মূলত চৈতন্যের জীবনী, প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণের উল্লেখ করা হয়েছে। মাধবসঙ্গীত মূলত কৃষ্ণের জীবনী, প্রসঙ্গক্রমে চৈতন্যের উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ মুখ্যত পণ্ডিত, গৌণত কবি এবং পরশুরাম রায় মুখ্যত কবি, গৌণত পণ্ডিত। তবে একথাও সন্দেহ সন্দেহ স্বীকার করতে হবে যে, মাধবসঙ্গীতের উপর নানাভাবে চৈতন্যচরিতামৃতে প্রভাব পড়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাছে কবির ঋণের কথা ‘কবিপরিচিতি’ প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরশুরাম রায় একই বিষয়ের ব্যাখ্যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ অপেক্ষা প্রাঞ্জল। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

আত্মেক্সিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম ।

কৃষ্ণেক্সিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥

পরশুরাম রায়

নিজ স্থখে স্থখী হৈলে তারে বলি কাম ।

সেই রসে কৃষ্ণস্থখ ধরে প্রেম নাম ॥

( পৃষ্ঠা ২২৭ )

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি ।

অত্মোন্মে বিলসে রস আত্মাদন করি ॥

পরশুরাম রায়

যেই রাধা সেই কৃষ্ণ এক আত্মা লেখি ।

প্রণয়বিকারভেদে ভিন্ন দেহ দেখি ॥

( পৃষ্ঠা ৮৪ )

মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের রচনা 'তৃণাদপি স্ননীচেন' শ্লোকটির ভাবানুবাদে উভয়ের পার্থক্যও উল্লেখযোগ্য।

### মূল শ্লোক

তৃণাদপি স্ননীচেন তরোরিব সহিস্থা ।  
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি ॥

### কৃষ্ণদাস কবিরাজ

উত্তম হঞা আপনাকে মান তৃণাধম ।  
তুই প্রকার সহিসুতা করে বৃক্ষসম ॥  
বৃক্ষ ঘেন কাটিলেহ কিছু না বোলয় ।  
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয় ॥  
যেই যে মাগয়ে তার দেয় আপন ধন ।  
ঘর্ষরুষ্টি সহে আনের করয়ে পোষণ ॥  
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান ।  
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥  
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয় ।  
শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয় ॥

### পরশুরাম রায়

পরিণাম কৃষ্ণপ্রীতি যদি মনে জান ।  
তুণ হৈতে লঘু করি আপনাকে মান ॥  
সহমানে নিজ তনু সাম্য কর ধরা ।  
পর উপগারে হবে তরলের পারা।  
অমানিনী হবে সখী সখ্যস্থখ লঞা ।  
মানদাতা হবে পুন কৃষ্ণ সজ্জাতিঞা ॥  
এতক সহিতে যদি করহ স্বীকার ।  
তবে সে কৃষ্ণের প্রেমপাত্রের অধিকার ॥

( পৃষ্ঠা ২৫৩ )

পরশুরামের অনুবাদ আক্ষরিক না হলেও মূলানুগ এবং প্রাঞ্জল।

## ভাষাপরিচিতি

মাধবসঙ্গীতের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে বলে অনুমান করা হয়েছে। এই গ্রন্থসম্পাদনে ব্যবহৃত ক-পুঁথির লিপিকাল ১১৬৬ বঙ্গাব্দ এবং খ-পুঁথির লিপিকাল ১১৯৩ বঙ্গাব্দ। ঐ সময়ের অষ্টাঙ্গ বাঙলা পুঁথির তুলনায় মাধব-সঙ্গীতের এই দুই পুঁথিতে ভাষার প্রাচীনত্ব অনেকটা আছে।

মাধবসঙ্গীতে তৎসম শব্দেরই আধিক্য দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য ছটি ফারসী শব্দ আছে। পানি ও ফারগ। ব্রজবুলি পদ ছাড়াও বর্ণনামূলক আখ্যানভাগে তুয়া, ঐসি ইত্যাদি কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ রয়েছে। স্ব-শ্রুতি, ব-শ্রুতি ভাষায় সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যথা—গোওলা, খাণ্ডা ইত্যাদি। স্বরাধাত হেতু অ-কারের প্রলম্বীকরণ যত্রতত্র দেখা যায়। যথ—অহুপাম, চাহানি, গারিমা, আলাস, আপার ইত্যাদি। বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির উদাহরণও প্রচুর। যথা—পরধান, পরমাদ, পরতেকে, পরসঙ্গ, পরপিতামহি, পরণাম, পরথম, ভরম, অনরথ ইত্যাদি। উচ্চারণে ংস-কে ছ করার প্রবণতা বিশেষ লক্ষণীয়। যথা—উচ্ছব, উচ্ছাহ, কুচ্ছাবাদ, চিকিচ্ছা, কুচ্ছিত ইত্যাদি।

তা ছাড়া ‘হ্র’ স্থলে উচ্চারণের স্বাভাবিকতা অনুযায়ী ভূ বর্ণবিক্রাস দেখা যায়। যথা—জিভা, বিভল ইত্যাদি। উচ্চারণে ‘ম’ স্থলে ‘ব’-এর প্রয়োগ কোথাও কোথাও আছে। যথা—ভূবি, টলবল, তবাল ইত্যাদি। দন্ত্য-ন স্থলে ‘ল’ অক্ষরের প্রয়োগ আছে, তবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই আঙে। যথা—লড়ে, লাবিছিলাম, লাবিলা, লহলি, লেহ ইত্যাদি। ড-স্থলে মহাপ্রাণ ট উচ্চারণের প্রবণতা আছে। তবে ক-পুঁথিতেই বেশী। যথা—বুড়ি, গড়, পড়ায়, চড়িয়া ইত্যাদি। গ-স্থলে ক উচ্চারণের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত আছে। যথা—হুকিত। ক-স্থলে গ উচ্চারণের দৃষ্টান্তও আছে। যথা—উপগার। ম-স্থলে ং প্রয়োগও আছে। যথা—সংপ্রতি, সংবন্ধে ইত্যাদি। আবার ংঘ-স্থলে ঙ-এর ব্যবহারও আছে। যথা—সঙ্জোগ, সঙ্গম ইত্যাদি।

‘আমি’ শব্দের পরিবর্তে মৌ, মু, মুঞি শব্দের ব্যবহার আছে। শব্দের মধ্যে স্বতঃমহাপ্রাণীকরণের প্রবণতা প্রবল। যথা—যতনেহ, আমরাহ, রাখিলেহ, আনিলেহ, সগনেহ ইত্যাদি। বহু শব্দে অপিনিহিতি আছে, অভিশ্রুতি হয়নি। যথা—বস্ত্রেন, জাত্যে, মজ্জাত্যে, পাত্যাইতে, লুকাত্যে, খাত্যে, কয়্য, ভুলাত্যে, হল্যে, শুয়্যা, আশ্রা, বাট্যা ইত্যাদি। ত-স্থলে মহাপ্রাণ থ উচ্চারণ কিছু কিছু আছে। যথা—হাথি, হাথ, পুথলি, তাথে ইত্যাদি।

স্বরণ শব্দের সঙ্গে অতিরিক্ত ও প্রয়োগ আছে। যথা—স্বঙরণ, স্বঙরে, স্বঙরিঞা ইত্যাদি। কখনও কখনও প-এর সঙ্গে ব-ফলা যোগের অভাব লক্ষ্য করা যায়। যথা—পাচির, পয়াণ ইত্যাদি। অশৌচ ও অতিথি শব্দের স্থলে

অস্বচ ও অতিথ ব্যবহৃত হয়েছে। এই ব্যবহার পূর্ববঙ্গের অনেক জেলায় এখনও আছে।

অ, ইঅ প্রভৃতির সঙ্গে ল সংযোগে যে অতীতকালের ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তা মূলত বিশেষণ বলে প্রাচীন বাঙলায় বহুস্থলে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মাধব-সঙ্গীতেও এইরূপ প্রয়োগ আছে। যথা—ফুটল কুসুম, উড়ল দামিনী, খসিল বসন, ভিজিল বসন ইত্যাদি।

গমনার্থ ধাতুর যোগে ‘রে’ বিভক্তির প্রয়োগ আছে। যথা—কাননেরে, কুঞ্জেরে, জলেরে ইত্যাদি। “করিল কুঞ্জেরে যাত্রা জয় জয় দিয়া।”—“জলেরে বাইতে একা” ইত্যাদি।

মধ্যমপুরুষে সি, ইসি প্রভৃতি বিভক্তির ব্যবহারও আছে। যথা—জাসি, জাতো চাসি ইত্যাদি।

উত্তমপুরুষে ক্রিয়াপদে ও প্রত্যয় দেখা যায়। যথা—আছিলাঙ, আইলাঙ, সাধিতাঙ, হৈলাঙ ইত্যাদি। উত্তমপুরুষের ক্রিয়াপদে লুম বা লাম স্থলে লুঁ প্রত্যয়ের ব্যবহারও যথেষ্ট—আছিলুঁ, বিকাইলুঁ, গেলুঁ ইত্যাদি।

নামধাতু প্রয়োগেও বৈশিষ্ট্য আছে। অনেকসময় অব্যয়কে এবং বিশেষ্য বা বিশেষণকে ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহৃত করা হয়েছে। যথা—আলিঙ্গয়ে, শ্রবয়ে, আকর্ষিতে, পরখিতে, নির্দাহিতে, নিন্দয়ে, লাভায়, নমস্করি, দঢ়াইল ইত্যাদি।

খাউকও হউক-এর পরিবর্তে খাকুও হকু শব্দের ব্যবহার, অপযশ স্থলে অবষশ, সমাজ স্থলে সমাক, সতত স্থলে সদত, ডুবিল অর্থে বুঢ়ল, ‘কেনে’ শব্দের বহুল ব্যবহার, ঝিয়ারি, বহুরি, কুলুপ, কলম, আঝালা, কাহু, সামায়’ (আপন কাতায় যেন না সামায় পানি) ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবং ভাষার বিচারেও মাধবসঙ্গীত বাংলা সাহিত্যের গবেষকদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ।

১ অঃ প্রবেশ অর্থে সামায় শব্দের ব্যবহার আছে চর্চাপদে। “দুহিল দুধু কি বাটে সামায়।” শ্রীহট্টে একই অর্থে শব্দটি এখনও প্রচলিত। শুধু শ্রীহট্টে নয়, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলেও।



মাধবসঙ্গীত



## মঙ্গলাচরণ

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ।

অথ মাধবসঙ্গীতগ্রন্থ লিখ্যতে ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দো সহোদিতো ।  
গৌড়দয়ে পুষ্পবস্ত্রো চিত্রো শর্নো তমোমুদো ॥<sup>১</sup>  
আজ্ঞামূলস্থিতভূজো কনকাবদন্তো  
সংকীৰ্ত্তনৈক পিতরো কমলায়তাক্ষো ।  
বিশ্বম্ভরো দ্বিজবরো যুগধর্ম্মপালো  
বন্দে জগৎপ্রিয়করো করুণাবতারো ॥<sup>২</sup>  
সর্ব্বে শঙ্কর নারদাদয় ইহা জাতো স্বয়ং শ্রীরপিঃ ।  
প্রাপ্তা দেব হলায়ুধোহপি মিলিতা জাতশ্চ তে বৃক্ষয়ঃ ।  
ভূয়োহপি ব্রজবাসিনো প্রকটিতা গোপালগোপ্যাদয়ঃ ।  
পূর্ণপ্রেমরসেশ্বরেশ্চ রতি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি ॥  
দুষ্কর্ম্মকোটিনিরতস্তু দুঃস্বপ্ন-ঘোর-  
দুঃস্বাসনা-নিগড় শৃঙ্খল তস্তু গাঢ়ং ।  
ক্লিষ্টশ্রমতেঃ কুমতি কোটি কদর্থিতস্তু  
গৌরংবিহ্যাম্ নমকো ভবতেহ বন্ধু ॥

## রাগ সুহই

কনকদ্রব চম্পক রোচনায়াস দামিনী বল্লিষিধ কাস্তিধরং দ্যুতগিণি ।  
বিবিধোত্তম গৌরুপমান-ঘটাত্যাতি নিন্দিত সুন্দর গৌরতনুং ।  
অশরীর পরাধীনপরং কচিরং ভজ গৌর শরীরমুদারতরং । এ ॥  
সরোদন্তব শাস্ত শশাঙ্কমুখং হরিনাম পীযুষ পরিস্ফুরিতাং ।  
সুকুণ্ঠিত কেশ বিশেষলসঃ তুলসী নবমঞ্জরীমালযুতং ॥  
শত পত্রক পত্রলয়ং নয়নম অবলোকন তাপিত পাপহরং ।  
করুণাকর কীৰ্ত্তন কীৰ্ত্তিময়ং কলিকাল ভুজঙ্গম দর্পহরং ॥

১ কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্যচরিতামৃতের মঙ্গলাচরণ শ্লোকের অনুরূপ ।

২ বৃন্দাবনদাস কৃত চৈতন্যভাগবতের মঙ্গলাচরণ শ্লোকের অনুরূপ ।

তদিভাখ্যাধায়ন শ্রবণনতি পল্লিতামৃতমিদং ।

ধয়ল্লিত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিন স্বং ভজ মনঃ ॥

মনঃশিক্ষাদৈকাদশক বরমেতন্মধুরয়া

গায়তু্যৈচ্চঃ সমাধিগত সর্বভাবেশ্রিয় ।

সযুথঃ শ্রীকৃপামুগ ইহ ভবন গোকুলবনে

জনো রাধাকৃষ্ণগুণ ভজন রত্নং লভতে ॥

ইতি শ্রীরাঘুনাথ দাস গোস্বামিনাং বিরচিতং মনঃশিক্ষাদৈকাদশক  
বরং সম্পূর্ণং ॥<sup>১</sup>

### নম ললিতায়ৈ

লাশোল্লাসদুজ্জগশত্রু পতত্রি পত্র

পট্টাংশুকামরুণ কঞ্চুলি কাঞ্চিতাক্ষীং ।

গোরোচনা রুচিবিগর্হন গোরিমানাং

দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥

রাধা সুধাং কিরণমণ্ডল কাস্তি-দস্তি-

বক্ত্রশ্রিয়ং চকিত চারু চামর নেত্রাং ।

রাধা প্রসাধন বিধান কলা প্রসিদ্ধাং

দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥

বাৎসল্যবৃন্দ বসন্ত পশুপাল রাজ্ঞা

সখ্যানুশিক্ষণ কলাসু গুরুং সখীনাং ।

রাধাব্রজেশসুত জীবিত নির্বিশেষাং

দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥

রাধামুকুন্দপদ সম্ভব ঘর্ষ বিন্দু

নির্ম্মললেপ করণীকৃত দেহলক্ষ্মী ।

উত্থাক সৌহৃদি বিশেষরসাং প্রগণ্ডাং

দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥

১ ‘নয়নম অবলোকন.....ভুজঙ্গদর্পহরং’—এই অংশটুকু ছাড়া প্রথমে থেকে  
এতখানি পাঠ খ-পুঁথিতে নেই ।

ধূর্তে ব্রজেন্দ্রতনয়ে তনুসূত্ৰ রাম্য  
 মা দক্ষিণা ভব কলঙ্কিনী লাম্ববায় ।  
 রাধে গিরং শূনিহিতামিতং শিক্ষয়ন্তীং  
 দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥  
 যাক্ষামপি ব্রজকূলে বৃষভামুজয়া  
 শ্রেষ্ঠাস্ম পক্ষ পদবিং মনুস্মখ্যমানাং ।  
 সত্যস্তুদিষ্ট অটলেন কৃতার্থয়ন্তী  
 দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥  
 রাধামতি ব্রজপতে কৃতমাশ্রয়েন  
 কণ্ঠং মনাগো পিবিলোক্য বিলোহিতাক্ষীং  
 রাগুক্তিভিস্তমচিরেণ বিলজ্জয়ন্তীং  
 দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥  
 রাধাব্রজেন্দ্রসুতসঙ্গম কুণ্ডচর্যাং  
 রম্যাং বিনিশ্চিত রতিমখিলোসংবেদ্য ।  
 তাং গোকুল প্রিয় সখীনি মুখ্যাং  
 দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥  
 নন্দনমুলিন ললিতাংনি পত্নানি যঃ পঠতি নিশ্চলদৃষ্টিরষ্টো  
 প্রত্যাবিকর্ষাভিজন নিজ বৃন্দ মধ্যোতংক্য উদাপতি কুলোজ্জল  
 কীর্তিবদ্ধ ॥

## প্রথম অধ্যায়

প্রেমের স্বভাব ভাব ভব না জানিঞা ।  
জপ<sup>১</sup> যোগ চর্যা করে নামগুণ গাঞা ॥  
নারদ প্রসাদ<sup>২</sup> শুক বিরিঞ্চি বাসব ।  
সনকাদি করে নিতি যার অনুভব ॥  
হেন প্রেমধন প্রভু সাকরুণ হঞা ।  
হুরন্তু দুর্গতে দিল যাচিঞা যাচিঞা ॥  
যে কর্ণ বিবরে<sup>৩</sup> কৃষ্ণকথা নাহি যায় ।  
প্রেমার লালসে হেন সেহ নাচে<sup>৪</sup> গায় ॥  
রাধাকৃষ্ণ পরিচর্যা প্রতি গেহে গেহে<sup>৫</sup> ।  
ভাবের সঞ্চার আজ্জি প্রতি দেহে দেহে ॥  
যত অবতার প্রভু কৈল যুগে যুগে ।  
কলিযুগে গৌরপ্রভু<sup>৬</sup> অখিলের ভাগ্যে ॥  
ধন্য কলিকাল চারি যুগের ভিতরে ।  
গৌরাক্ষ করুণানিধি যাহাতে বিহরে ॥  
অপার গুণের কথা সুধার সমুদ্রে ।  
কহিতে না পারে কত প্রজ্ঞাপতি রুদ্রে ॥  
আনন্দে সঁতার দিতে<sup>৭</sup> গৌরাক্ষের গুণে ।  
ভুবনমোহন গোরাক্ষরূপ পড়ে মনে ॥  
দামিনি ছ্য-মণি জিনি নব গোরচনা ।  
চম্পক কুমুম কাস্তি জিনি কাঁচা সোনা ॥  
অবদাত তনু পুন ঢলঢল করে ।  
এক অঙ্গ রূপ শত নয়নে না ধরে ॥  
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি ও মুখ মণ্ডলে ।  
তহি কত শত ধারা রঞাছে উপরে ॥

স্নমেক সিঞ্চিত যেন সুরধনী ধারে ।  
 সতত বাহিয়া পড়ে নাভি সরোবরে ॥<sup>১</sup>  
 বিপুল পুলক ভূজ গভীর আরম্ভ ।  
 মুকুলিত হৈল কিবা কলিকা কদম্ব ॥  
 ভ্রমর ভুলিল কত মঞ্জুরির মালে ।  
 নিজ গুণগানে পুন কন্যুকণ্ঠ দোলে ॥  
 বন্ধিম নয়ন অঙ্গে কত কাস্তি ধরে ।  
 অরুণ উদয় যেন স্নমেক শিখরে ॥  
 চরণসরোজে শোভে নখ নিশামণি ।  
 রুমুর রুমুর<sup>২</sup> মণিমঞ্জীরের ধ্বনি ॥  
 নটেন্দ্র উপাধি যার নাগরী নিকরে ।  
 সে পদ মাধুরী গতি কে বর্ণিতে পারে ॥  
 নাচিতে নাচিতে গোরা<sup>৩</sup> যেই দিগে চায় ।  
 সে সকল লোকে সুখসাগরে ভাসায় ॥  
 শ্বেদ অশ্রু বৈবর্ণতা পুলক বেপথু ।  
 মুচ্ছা স্বরভঙ্গ সেই সাদ্বিকের সেতু ॥  
 অমুক্ণ এই অষ্ট ভাবের বিকার ।  
 তাহাতে আশ্বাদে যত পুরুষ বিহার ॥  
 প্রতিক্রমে হয় যত প্রেমার আনন্দ ।  
 সকল সম্পূর্ণ করে প্রভু নিত্যানন্দ ॥  
 কভু গোরা নামরূপ কভু হয় নামী ।  
 নাম গ্রাম ভাণ্ডারের তিহৌ হএ<sup>৪</sup> স্বামী ॥  
 হইল অনন্ত নাম নিস্তার কারণে ।  
 সম্বরণ স্থল তাহে সহস্র বদনে ॥  
 জয় জয় আনন্দ উদয় নিত্যানন্দ ।  
 জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র গৌরভক্তবৃন্দ ॥  
 জয় জয় দামোদর জয় জীনিবাস ।  
 স্বরূপ গোসাঞি জয় জয় হরিদাস ॥

জগৎ পবিত্র জয় রূপ সনাতন ।  
 জয় জয় নরহরি শ্রীরঘুনন্দন ॥  
 জয় জয় অচ্যুতানন্দ মাধব মুকুন্দ ।  
 জয় বাসুদেব জয় রায় রামানন্দ ॥  
 জয় জয় গদাধর গৌরান্ধবিলাসী ।  
 গুণান্বিত আদি যত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ॥  
 গৌরপ্রিয়বর্গ যত শুদ্ধ শাস্ত দাস্ত ।  
 দ্বাদশ গোপাল আর চৌবট্টি মহাস্ত ॥  
 একে একে বন্দনা করিতে সাধ মনে ।  
 ভএ কর কাঁপে ক্রমভঙ্গের কারণে ॥  
 সর্ব পরাংপর শ্রীবৈষ্ণব গোসাঞি ।  
 যার সম ত্রিভুবনে অস্ত্র কেহো নাঞি ॥  
 কেবা তার অগ্রগণ্য কেবা তাহে উন্নত<sup>১</sup> ।  
 এই ভএ ক্রমে ক্রমে না লিখিল ছন্দ ॥  
 বন্দনার অভিলাসে করি অনুভব ।  
 বিলাসিতে কৈল প্রভু মহামহোৎসব ॥  
 যত গৌরভক্তবর্গ আসি সেই কালে ।  
 একত্র হইলা সভে সে রসমণ্ডলে<sup>২</sup> ॥  
 মণ্ডলে কুণ্ডলাকারে ভ্রমিঞা ভ্রমিঞা ।  
 পুনঃপুন প্রণমিঞা অবনী লোটাঞা ॥  
 পুন মুখ নিরখিয়া জোড় করি হাথ ।  
 পুন প্রতি<sup>৩</sup> পদতলে করি প্রণিপাত ॥  
 পরশুরামের এই পরম বাসনা ।  
 মাধবসঙ্গীত মহাপ্রভুর বন্দনা ॥

### রাগ ধানশ্রী<sup>৪</sup>

জয় জয় মাধবদয়িত অভিরামা ।  
 অবিদিত বেদ বিবুধ বিধি বিধিত রাধা রসবতী নামা ॥ ক্র ॥



বৃষভানু দধি অবধি অচিস্তন চিস্তামনি ধনি রূপা ।  
 নন্দ নগর নব নন্দিনী বন্দিনী বৃন্দাবন বন ভূপা' ॥  
 পৰম পুরুষ পৰমেশ্বৰী প্ৰেয়সী প্ৰণয়ণি প্ৰেমক পাত্ৰী ।  
 নিগমাগম সার পৰ মহিমা মহি ভগবত ভাবক ধাত্ৰী ॥  
 মুনিগণ<sup>২</sup> রঞ্জন কাৰণগুণময়ি ভুবন পূৰ্ণিত নবলীলা ।  
 শত শত ভকতাভিমতি কতি পূৰ্ণিনি সন্তত কান্ত সুশীলা ॥  
 বেশ বিশেষ শেষ সদৃশানন শিব শুক বৰ্ণন পাৰা ।  
 সিদ্ধু স্ত্যাস্ত শত্ৰুঘরনিজিত তনু জনি° লাভণি সারা ॥  
 ঢল ঢল° সকল কলেবর আবর ছাতি জিতি বিদ্যাৎবল্লী ।  
 চাঁচর চিকুর প্ৰচয় রুচি রঞ্জন° ছন্দন মালতী মল্লী ॥  
 বরবিধু অবধি উচিত উপমাচয়° নিৰ্জিত সজ্জিত বয়না ।  
 বিকশিত শতক সরোরুহ লোচন বসিত অসম শরনয়না' ॥  
 হেম মুকুৰ তনু গণ্ড স্তম্ভল ঝলমল কুণ্ডল যুগলে ।  
 নাসা ললিত সমুন্নত শেখর সূক্ষ্মিত মৌক্তিক বিমলে ॥  
 কমনীয় কঙ্ককণ্ঠ কিএ কন্দর নিরথিতে রতিপতিবা ।  
 ত্ৰিভুবনে উপমিত নাহি নাহি বিধি নাসা কত বিত কতিবা ॥  
 বিদলিত° মল্লি মাল মণি মৌক্তিক অলিকুল কলহিত হারা ।  
 কুচ যুগ শঙ্কু শিরোপরি সোহন মেরু সুরেশ্বৰী ধারা ॥  
 বসন রসন ঘন অঞ্জনগঞ্জন চন্দনচৰ্চিত অঙ্গী ।  
 জহ্নুঘন পদ্মন ইন্দুকিরণ পুন পূৰণ করণ রণরঙ্গী ॥  
 কর কিশলয় ভূজ বল্লরী বলয়িত করি অরি কমনীয় মধ্যা ।  
 কটিতট নিকট কলম্বনি কিঙ্কিণী গতি জিতি নৰ্ত্তক° পতা ॥  
 গৌর নিতম্ব বিতম্বতর'° তুজিত গঞ্জিত হংস বিহঙ্গে ।  
 স্তবকিত তরল ছন্দ নীবিবন্ধন দোলই অঙ্গতরঙ্গে ॥  
 কঞ্জ চরণে মণিমঞ্জীর ঝংকৃত ঝলমল নখমণি কিরণে'° ১ ।  
 পদতল অমল সরোরুহ শীতল পরশুরাম রহু শরণে ॥

১ ভূমা      ২ গুণিগণ      ৩ উনু      ৪ টলটল      ৫ বন্ধন      ৬ উপাচয়

৭ চয়না      ৮ বিগলিত      ৯ নৰ্ত্তন      ১০ বিতম্ব তব      ১১ নখমণি

উজয় কিরণে

## রাগ গৌরীগান্ধার

জয় জয় গোকুল রাজকুমারং ।  
 রাধামুরসি অসিত মনিহারং ॥ ৫৬ ॥  
 তম্বুঘন ললিত রূপাঞ্জন নীলং ।  
 যুত্বতর মধুরমুদারতি শীলং ॥  
 বহুবিশ কুসুমিত কুঞ্চিত কেশং ।  
 রুচির শিখণ্ডক মণ্ডিত বেশং ॥  
 অধরার্ণিত প্রিয় মোহন বংশং ।  
 মণ্ডিত গণ্ড বিলোলাবতংশং ॥  
 হৃদয় নিহিত মান বনি বনমালাং ।  
 পরশুরাম মন লোচন জালাং ॥

বেদান্ত দর্শনে যারে পরমব্রহ্ম বলে ।  
 সর্বেশ্বর বলি যারে বলে পাতঞ্জলে ॥  
 মীমাংসা সাধনে যারে বলে জ্যোতিষ্ময়  
 জীবের জীবন যারে বৈশেষিক<sup>১</sup> হয় ॥  
 ত্রায়শেষে একশেষ করি যারে জানে ।  
 সূতন্ত্রের সত্য যারে সাংখ্যযোগে মানে ॥  
 ত্রিগুণাত্মা অধীশ্বর বলে বেদবাদী ।  
 ব্রহ্মা আদি বলে নিরঞ্জন নিরুপাধি ॥  
 প্রাপঞ্চিকে বলে মায়া যুত কলেবর ।  
 দিব্যজ্ঞানি বলে যারে প্রকৃতির<sup>২</sup> পর ॥  
 মুমুক্শ লোকের চারু চতুর্ভুজ সেহ ।  
 তত্ত্ববাদী কহে কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ ॥

ঋতি স্মৃতি বেদবিজ্ঞা অবতার বলি ।  
 কৃষ্ণ বিষ্ণু কেহো নহে কল্পিত সকলি ॥  
 অভিন্ন মৃত্তিকা যেন নানা রূপ ঘটি ।  
 নানা রঙ্গে দেখি যেন এক বস্তু পটি ॥  
 একা সুবর্ণের যেন নানা অলঙ্কার ।  
 তেমত কৃষ্ণের অংশ কলা অবতার ॥  
 সগুণ নিগুণ ভেদে ব্রহ্ম নিরূপণ ।  
 সে সব লেখিতে মোর নাহি প্রয়োজন ॥  
 শ্রীগুরু গোস্বামী যেই দিল উপদেশ ।  
 বিচারের পরাংপর সেই সে বিশেষ ॥  
 নৃদেহ আশ্রয় যেই গোকুল মণ্ডলে ।  
 বন্দনা করিএ সেই কৃষ্ণ পদতলে ॥  
 জননী যশোদা যার পিতা নন্দরাজ ।  
 গোপের সমাঝে যেই ব্রজ যুবরাজ ॥  
 শ্রীদামাদি সখা যার নন্দীশ্বরবাসী ।  
 বংশিকা আয়ুধ যার রাধিকা<sup>১</sup> প্রেয়সী ॥  
 গোপিকা নয়নানন্দ গোবর্দ্ধনধারী ।  
 বলরাম জ্যেষ্ঠ যার বিপিনবিহারী ॥  
 অশেষ বিলাস যার যমুনার তটে ।  
 সে প্রভু বন্দিব আমি হৃদয় সম্পূটে ॥  
 নিত্য কৈশোর প্রভু নিত্য বৃন্দাবন ।  
 বংশী বনমালা শিখিপুচ্ছ বিভূষণ ॥  
 সচির সংসার<sup>২</sup> সংগ্রহ কলা নিধি ।  
 কোমার পৌগণ্ড লীলা ভক্ত ইচ্ছা বিধি ॥  
 ত্রৈলোক্য সৌভাগ্য<sup>৩</sup> সেই সুধাময় অঙ্গ ।  
 ইঙ্গিতে মুচ্ছনা পায় কতেক অনঙ্গ ॥  
 দলিত অঞ্জন যেন ইন্দ্র নীলমণি ।  
 ইন্দীবর দল মুহু স্নিগ্ধ কাদম্বিনী ॥

কর্পূর কস্তুরী অণুর কুঙ্কুম চন্দনে ।  
 তমাল শ্যামল অঙ্গ সোহে বিলোকনে ॥  
 কুসুমিত কর চারু শিখণ্ড শেখর ।  
 মধুলোভে উড়ে কত মত্ত মধুকর ॥  
 নবরঙ্গ চূড়াএ চল্লিকা শোভনে ।  
 পুরন্দর ধনু যেন উদয়<sup>১</sup> গগনে ॥  
 তিলক উপরে শোভে চপল অলকা ।  
 কিএ মৃগিদৃশীগণ মন মরীচিকা ॥  
 আনল অনন্ত ইন্দু ছাতি দর্পহারী ।  
 মন্দহাসে মৃদুভাবে শ্রবএ মাধুরী ॥  
 কন্দর্প কোদণ্ড নব দণ্ডী ভাঙুলতা ।  
 ঙ্গক্ষণ রক্ষণ ইন্দু যোগ্য বৈচিত্রিতা ॥  
 আকর্ষণ সঙ্কান সর্ব শায়ক ইঙ্গিতে ।  
 বিষ্ণুএ রমনী হৃদি প্রাণের সহিতে ॥  
 নিন্দএ সিন্দূর রঙ্গ সুন্দর অধরে ।  
 মনোহর মিষ্ট মণি মুরলী বিবরে ॥  
 ইঙ্গিতে সঙ্গীত ঘট আবাহন<sup>২</sup> বিনা ।  
 সপ্তস্বর ভিন্নগ্রাম বিংশতি<sup>৩</sup> মূর্ছনা ॥  
 জিনিঞা সুধার ধারা সুললিত বাণী<sup>৪</sup> ।  
 মোহন করএ সুর নর নাগ মুনি ॥  
 যমুনা জীবন হেন ধারা ছোৎকারি ।  
 কিএ রসবতী রতি সময়ের ভেরি ॥  
 স্বর্ণসূত্র যুত মুক্তা নাসিকা উপরে ।  
 দাবাগ্নি<sup>৫</sup> প্রেথিত তারা কিএ রূপা করে ॥  
 ত্রৈলোক্য মোহন ঐবী ঙ্গবৎ ভঙ্গিমা ।  
 বংশপুচ্ছ অংসমান অবতংশ সীমা ॥  
 কঙ্কর<sup>৬</sup> যুত কত মহামণিহারে ।  
 প্রসর মৌক্তিক মালা বিলোলিত উরে ॥

পরিসর হৃদয় রুচির ঘন জাল ।  
 কিএ মণি কিরণ উজ্জল উরমাল' ॥  
 তার মধ্যে ভানুমন্ত কিরণ কৌন্তভে ।  
 আজানুলস্থিত পুন বনমালা শোভে ॥<sup>১</sup>  
 অলিকুল অঙ্গনা আকুল পরিমলে ।  
 কিএ কলাবতি রতি বিরহ মণ্ডলে ॥  
 আরেক<sup>২</sup> উদরে নাভি গভীর সুন্দর ।  
 কিএ গোপী আঁখি-মীন স্নিগ্ধ সরোবর ॥  
 কটিতটে পুরট বসন বরশোভা ।  
 জলদে জড়িত যেন দামিনীর আভা ॥  
 সুকুঞ্চিত অঞ্চল চঞ্চল রাঙ্গা পায় ।  
 কিএ নব জাগর পতকা প্রতিভায় ॥  
 কঞ্জচরণে মণি মঞ্জীর বাজনি ।  
 কিএ কুলবতি ব্রতভঙ্গ জয়ধ্বনি ॥  
 নখমণি কিরণ মুকুর বরশোভা ।  
 কুন্দকাস্তি<sup>৩</sup> নিলি কিএ শশধর প্রভা ॥  
 পদতল অমল কমল কিশলয়ে ।  
 ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশাদি সৌভাগ্য রেখাময়ে ॥  
 যে পদে ভাবক ভব আশাবদ্ধ অজ ।  
 দেবেন্দ্রমুকুটমণি মৌলি যার রজ ॥  
 যে পদ ধেয়ান ধরি মহেশ্বর সূতে ।  
 স্মরণে অশেষ বিদ্ব নাশে ত্রিজগতে ॥  
 যে পদ প্রস্কালোদক স্বর্গে মন্দাকিনী ।  
 সুর<sup>৪</sup> শিব অভিষেকে নাম সুরধনী ॥  
 হরশিরে<sup>৫</sup> শোভে সেই বিশদ মালিকা ।  
 মর্ত্যভাগে ভাগীরথী পুণ্যের পতাকা ॥

রসাতল ভুবন পাবন ভোগবতি ।  
 ত্রৈলোক্য তারিণী কৃষ্ণভক্তি রূপবতী ॥  
 কমলা করেন যেই চরণের আশা ।  
 যে পদ তুলসী ভেল বৈভব বিলাসা ॥  
 কামিনী কোমল কুচ কুঙ্কুম চন্দনে ।  
 অর্চিত হৈয়াছে' যেই অরুণ চরণে ॥  
 সনকাদি সানন্দে স্রঙরে যেই পায় ।  
 গোকুলে গোপের বেশে গোধন চরায় ॥  
 ধন্য ধন্য ব্রজভূমি ভুবন ভিতরে ।  
 অখিল ভুবনপতি যাহাতে বিহরে ॥  
 ষথাস্থানে যোগসিদ্ধ সনন্দাদি' ভাবি ।  
 নিজ গুরুদেব আদি অধিষ্ঠাত্রী দেবী ॥  
 মণ্ডলে কুণ্ডলাকারে ভ্রমিঞা ভ্রমিঞা ।  
 প্রণতি করিএ শত অবনী লোটাঞা ॥  
 শ্রীগুরুদেবের পদ কৃপা অনুভবে ।  
 রচিল পরশুরাম সঙ্গীতমাধবে ॥

## কামোদ রাগ

শুন শুন বন্ধু ভাই  
রাধাকৃষ্ণ গুণ গাই  
শ্রবণে অনন্ত পুণ্য ধাম ।  
বন্দিঞা বৈষ্ণব পদে  
সঙ্গীত সুখের সাধে  
মাধবসঙ্গীত যার নাম ॥  
গোকুলে গোপাল খেলা  
রূপ রস রাসলীলা  
যেহত জন্মিল পূর্বভাগে ।  
যত সখা সখীগণে  
নিত্য প্রকৃতির সনে  
কৃষ্ণকান্তা হৈল অমুরাগে ॥  
বৈষ্ণব গোসাঞি মুখে  
শুনিঞা চিত্তের সুখে  
রচনা করিতে করি সাধ ।

পুরাণ পণ্ডিত নহি                      পঞ্চালি<sup>১</sup> প্রবন্ধে কহি  
 না লবে আমার অপরাধ ॥  
 মহা মহা কবি যত                      জানিঞা ত্রীভাগবত  
 সূক্ষ্ম মোক্ষ ভক্তি অনুসারে ।  
 ভাগ্যবান লোক গায়                      পাপ তাপ দৈন্ত্র যায়  
 গ্রন্থ করি রাখিল সংসারে ॥  
 আমি তাহে অল্পজ্ঞান                      অল্পধন অল্পপ্রাণ  
 গুণহীন সহিত সংসারী ।  
 সতত চঞ্চল মন                      সঙ্গ ছাড়া সাধুজন  
 ভূরি কৰ্মে নহি অধিকারী ॥  
 শুনি বৃন্দাবন গুণ                      রসের লালসে মন  
 অবিরত জিহ্বার আরতি ।  
 অপটু লোকের ঠাঞি                      অবগের সুখ নাঞি  
 তেঞি করি পত্র দশ পুঁথি ॥  
 মূল রাস পঞ্চাধ্যায়                      ভক্তিশাস্ত্র অভিপ্রায়  
 পঞ্চরাত্রি বিবিধ সংহিতা ।  
 ভক্তিমুক্তি<sup>২</sup> নানা গ্রন্থ                      কৌমার গৌতমীতন্ত্র  
 বিষ্ণু রুদ্র পুরাণের কথা ॥  
 নাটক নাটিকা ভেদ                      গোপালতাপনী বেদ  
 বৃহৎকুল দীপিকা বিহিত ।  
 নিত্যপ্রিয়া সখাসখী                      নাম গ্রাম যুথ লেখি  
 এই হেতু মাধবসঙ্গীত ॥  
 রাধাকৃষ্ণ গুণগ্রাম                      প্রিয়া পরিকর নাম  
 উত্তম মধ্যম ভক্তি ভেদ ।  
 সাধন সজ্ঞান শিক্ষা                      অবগ লভিএ দীক্ষা  
 সূচু ভক্তি বিধান নিষেধ ॥  
 বুদ্ধিঞা প্রাকৃত ভাষ                      না করিহ অবিখাস  
 সন্দেহ না কর্য<sup>৩</sup> কিছু মনে ।





গান্ধর্ব্বা সখীর সঙ্গে                      হাশ্বলান্স লীলারঙ্গে  
 আসক্তি করাএ কৃষ্ণসনে ॥  
 যেন সুরেশ্বরী ধারা                      তিনলোকের পাপ হরা  
 ততোধিক হন কৃষ্ণকথা ।  
 তীর্থসেবা তীর্থজলে                      বেদবিধি পুণ্যকালে  
 কৃষ্ণকথা শুনে যথাতথা ॥  
 জানিঞা না মানে মন                      বৈষ্ণব প্রভুর ধন  
 ভক্তপদে হঞা প্রণিপাত ।  
 চম্পকনগরী গ্রাম                      তাহাতে নিবাস ধাম  
 মিরাস পুরুষ ছয় সাত ॥  
 লোকনাথ হরি রায়                      তৎসুত সুবুদ্ধি রায়  
 তাঁর পুত্র শ্রীমধুসূদন ।  
 দ্বিজকূলে জনমিঞা<sup>১</sup>                      তাঁহার নন্দন হঞা  
 বিরচিল কৃষ্ণের কীর্তন ॥  
 পাঞা গুরু উপদেশ                      কৃষ্ণসেবা সবিশেষ  
 অনন্ত মহিমা গুণগ্রাম ।  
 আপনি কলম ধরি                      লিখন করেন হরি  
 পরশুরামের মাত্র নাম ॥

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### সুহৃৎ' রাগ

ভজ রে মুগধ লোক<sup>২</sup> গোবিন্দচরণে ।

কৃষ্ণ হেন পরম কারণ বিসরি রহিল কেনে ॥ ৫

অবধানে শুন ভাই ভাগবত<sup>৩</sup> কথা ।

যে কথা শুনিলে তুষ্ট সকল দেবতা ॥

দণ্ড প্রহর দিবা মাস সতৎসর ।

কৃষ্ণকথা শ্রবণে সভেই<sup>৪</sup> দেন বর ॥

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ইএ<sup>৫</sup> অনিশ্রয়ে<sup>৬</sup> ।

কৃষ্ণপদদ্বন্দ্ব ভক্তি সাধন উপায়ে<sup>৭</sup> ॥

নবধা ভক্ত্যঙ্গ আগে শ্রবণ প্রধান ।

শ্রবণের দ্বারে অশ্রু ভক্তি উপাদান ॥

এই হেতু পরীক্ষিত ব্রহ্মশাঁপ ছলে ।

আশ্রয় করিয়া রাজা মধ্যগঙ্গা জলে ॥

যত যত মহামুনি করি আবাহন ।

শান্তমু স্নানন্দ আর সনক সনাতন ॥

পুলহ পুলস্ত্য ধোম্য<sup>৮</sup> কর্ণ<sup>৯</sup> মহামুনি ।

নারদ আইলা রাজার ব্রহ্মশাঁপ শুনি ॥

শুদ্ধ শুভ্র<sup>১০</sup> কলেবর সদানন্দ মনে ।

কৃষ্ণলীলা গান করে বল্লকীর তানে ॥

কৌশিক অঙ্গিরা শঙ্খ লিখিত হুঙ্কন<sup>১১</sup> ।

জামদগ্ন্য আইলা তথা সঙ্গে শিষ্যগণ<sup>১২</sup> ॥

- |            |                         |           |          |         |
|------------|-------------------------|-----------|----------|---------|
| ১ সুই      | ২ খ-পুঁথিতে এই শব্দ নেই | ৩ ভীভাগবত | ৪ সভাই   | ৫ হয়ে  |
| ৬ অনিশ্রয় | ৭ উপায়                 | ৮ আর      | ৯ ধোম্বস | ১০ সঙ্গ |
| ১১ হুঙ্কনে | ১২ গণে                  |           |          |         |

চ্যবন ভার্গব গর্গ মুনি অত্রিবর ।  
 ব্যাসদেব আইলা তার পিতা পরাশর ॥  
 বাচস্পতি পুণ্ডরীক শৌভবি গালব ।  
 পুণ্যলোক পরীক্ষিতের মহামহোৎসব ॥  
 ধর্ম সংস্থাপন রাজা ভক্ত মহাজন ।  
 কৃপা করি সর্বমুনি করিলা গমন ॥  
 প্রাচীর মন্দির<sup>১</sup> যবে কৈল সারি সারি ।  
 সুরপুরীর শোভা যেন মুনির আয়ারি<sup>২</sup> ॥  
 পরিসর দিব্যমঞ্চ মধ্যগজাজলে ।  
 চন্দ্রাতপ উড়ে তার গগন মণ্ডলে ॥  
 ঘৃতমধু শর্করাদি নানা উপহারে<sup>৩</sup> ।  
 বিচিত্র রতন<sup>৪</sup> নানা দিব্য অলঙ্কারে<sup>৫</sup> ॥  
 ধূপ দীপ পুষ্পমালা কুঙ্কুম চন্দন ।  
 মঞ্চের উপরে রাশি রাশি আয়োজন ॥  
 শত শত জন জলযানের উপরে ।  
 নৌকা আরোহণে লোক গতায়াত করে ॥  
 জলের নিকটে আইলা জানি মুনিগণ ।  
 অধিকারী ভেদে নমস্করি আলিঙ্গন ॥  
 একত্রে করেন রাজা বহু প্রশ্নিপাত ।  
 নিজ দশা নিবেদিল জোড় করি হাথ ॥  
 সক্রমে বলে রাজা নিবেদিব কি ।  
 শুনাবে<sup>৬</sup> কৃষ্ণের কথা যতক্ষণ জী ॥  
 শুনিঞা করুণা যত মুনির অন্তরে ।  
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরি বলে উচ্চস্বরে ॥  
 আছিল অনেক দূরে শুক মহাশয় ।  
 হরিশ্রবণি শুনি হৈলা আনন্দ বিস্ময় ॥

মধ্যাহ্নের সূর্য্য যেন দীপ্ত<sup>১</sup> কলেবর<sup>২</sup> ।  
 পূর্ব্বমুখে \*যান ধনি শুনি মুনিবর ॥  
 কটিনূত্র যজ্ঞনূত্র হ্রদি যোগ পাটা ।  
 উর্দ্ধ হৈছে তার শিরে তাম্রবর্ণ জটা<sup>৩</sup> ॥  
 পুলকে পুরল তম্বু নয়নাশ্রু নীরে ।  
 অবিলম্বে মহাশয় আইলা গঙ্গাতীরে ॥  
 অভ্যুত্থান কৈল যত মুনির মণ্ডলী ।  
 কেহো স্তুতি ভক্তি মুদ্রা কেহো পূর্জাঞ্জলি ॥  
 কেহো কেহো বলে আজি যাত্রা শুভক্ষণ ।  
 চক্ষু শ্লাঘ্য হৈল শুকদেব দরশন ॥  
 ব্যাস পরাশর আদি সবে কৈল পূজা ।  
 কৃতকৃতার্থ হৈলা পরীক্ষিত রাজা ॥  
 দণ্ডবত প্রণাম করিয়া শত শত ।  
 বরাসনে<sup>৪</sup> বসাইঞা নিবেদিল যত ॥  
 আমায় বিপ্রে<sup>৫</sup>র শীপ না যায় খণ্ডন ।  
 সপ্তাহ ভিতরে গোসাঞি আমার মরণ ॥  
 কালদণ্ড পাশ<sup>৬</sup> ভয় জন্মিল অন্তরে ।  
 উদ্ধার করহ প্রভু কাতর কিঙ্করে ॥  
 এমত সমএ পাইল তুয়া দরশন ।  
 শ্লাঘ্য হৈল<sup>৭</sup> ব্রহ্মশীপ বরের কারণ ॥  
 অনেক জন্মের<sup>৮</sup> পুণ্য হৈল উদয় ।  
 কৃপা করি দরশন দিলে মহাশয় ॥  
 সাধুপদ সঞ্চারণ<sup>৯</sup> পতিত তারিতে ।  
 বিশেষে আশ্রমী লোকের তীর্থপদ হৈতে ॥  
 যেই স্থানে অধিষ্ঠান তোমার চরণ ।  
 সকল তীর্থের তথা হয় আগমন ॥

১ দিব্য  
তাম্রবর্ণ জটা

২ কলেবরে

৩ যান সেই ধনি শুনিবারে

৪ হইয়াছে তার

৫ বীরাসনে

৬ পাশ

৭ লিখি

৮ পুণ্যের

৯ সঞ্চয়না

॥ তথাহি তদ্রে ॥

মুহূর্ত্ত্বা মুহূর্ত্তাৰ্দ্ধং যত্র তিষ্ঠন্তি বৈষ্ণবাঃ ।  
স্বয়ং ব্রজতি তীর্থানি তস্তীর্থং তন্তপোবনম্ ॥

বৈষ্ণবের পদরেণু পায় চিন্তামণি ।  
অসাধনে বিষ্ণুভক্তি জন্মায় আপুনি<sup>১</sup> ॥  
পাপ প্রতিকারে হন পাবক ছরন্ত ।  
কল্মষ কানন দহে আমূল পর্য্যন্ত ॥  
অসার সংসার সিদ্ধ তব<sup>২</sup> সার সেতু ।  
ভক্ত পদধূলি যেই<sup>৩</sup> গুণময় হেতু ॥

॥ তথাহি ভক্তিললিতায়াঃ<sup>৪</sup> ॥

হরিভক্তিবিশেষে তু হেতবঃ কল্মষান্মূল ধূমকেতবঃ ।  
সংসারসিদ্ধু সবেষতরো বিজয়ন্তে মহদাজিষ্ণুরেণবঃ ॥

সহজে বৈষ্ণব প্রভু গোবিন্দের গায় ॥  
মুখচন্দ্রে কৃষ্ণভক্তি কথামুখা<sup>৫</sup> পায় ॥  
যেমত জলদজীবে আবাহন বিনে ।  
সংসার সেচন করে আপনার গুণে ॥  
তার যেন পাত্রাপাত্র ভেদবুদ্ধি নাঞি ।  
ততোধিক কৃপাময় বৈষ্ণব গোসাঞি ॥  
অনুগ্রহে আমারে কেনে হইলা সদয় ।  
বিষয়ী মদান্ধ আমি ক্ষুদ্র<sup>৬</sup> পাপাশয় ॥  
তথাপি তোমার হেন প্রবল করুণা ।  
পতিত বলিঞা মোরে না করিলে ঘৃণা ॥  
যতেক উপায় দেখি সংসার তরিতে ।  
সে সকল সিদ্ধ হয় সাধিতে সাধিতে ॥

জলময়ী তীর্থ যত আছে মহীতলে ।  
 সেবনে পবিত্র তারা করে বহুকালে ॥  
 মৃত্তিকাদি ধাতু যত দেবের প্রতিমা ।  
 সেবায় সুসিদ্ধ করে এ বড় মহিমা ॥  
 সাধন সেবন বিনা বৈষ্ণব গোসাঞি ।  
 দর্শনে পবিত্র করেন কাল ব্যাজনাঞি ॥

॥ যথা ত্রীভাগবত ॥

মহুস্থানি চ তীর্থানি ন দেবামৃত শীলানয়া ।  
 তি পুনস্তব কালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥

অতএব কহিতে নারি নিজ ভাগ্যোদয়ে ।  
 কল্লতরু গুরু পাইল এমত সময়ে ॥  
 ত্রিভুবনের পাপহরা জাহ্নবীর জল ।  
 সংসারের তাপহর্তা চন্দ্র সুশীতল ॥  
 কল্লতরু দৈন্ত্য হরে সেবা সার্থক্রেমে ।  
 পাপ তাপ দৈন্ত্য যায় সাধু সমাগমে ॥

॥ তথাহি তত্রৈব ॥

গঙ্গাপাপং শশিতাপং দৈন্ত্যং কল্লতরোর্বরে ।  
 পাপং তাপং তথা দৈন্ত্য সন্তো সাধুসমাগমে ॥

পতিতপাবনী গঙ্গা মঞ্চ মধ্যজলে ।  
 পতন হইলে প্রাণ তনুত্যাগ কালে' ॥  
 এক চিন্তে কৃষ্ণপদে ধরিব ধ্যান ।  
 প্রাণের পয়ান কালে যদি থাকে জ্ঞান ॥  
 কৃপা করি আইল যত বৈষ্ণব গোসাঞি ।  
 পাপতাপ দূর গেল মৃত্যুভয় নাঞি ॥

দংশুক তক্ষক নাগ তারে নাহি ডর ।  
 ব্রহ্মশাপ মোক্ষ<sup>১</sup> মোর<sup>২</sup> প্রায় হৈল বর ॥  
 এমন সময় প্রভু অমুকুল হঞা ।  
 কৃতার্থ করহ মোরে কৃষ্ণকথা কঞা ॥

॥ যথা তত্রৈব ॥

তবোপযুক্ত প্রতিযন্তি বিপ্রা গঙ্গা চ দেবীধৃত চিন্তামি সে ।  
 দ্বিজোপশ্রেষ্ঠ কুহকস্ত মুকো বা দশতালং গায়তা বিষ্ণুগাথা ॥

রাজার<sup>৩</sup> আদর<sup>৪</sup> দেখি শুক মহাশয় ।  
 সাধুবাদ করি মনে করিঞা<sup>৫</sup> বিস্ময় ॥  
 একে সে তরুণ তাহে বিষয়ী নৃপতি ।  
 তথাপি নিতান্ত এত কৃষ্ণকথায় রতি ॥  
 বজ্রসম ব্রহ্মশাপ শ্রাঘ্য করি বাসে ।  
 নিতান্ত শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ বিলাসে ॥  
 শুকদেব বলেন বাপু<sup>৬</sup> আইস করি কোলে ।  
 সর্বথা হইলে মুক্ত মায়ামোহ জালে ॥  
 মৃত্যু বলি মিথ্যাবাদ ব্রহ্মশাপ প্রথা ।  
 বিস্তার করিলে তুমি ভাগবত কথা ॥  
 বৈষ্ণবে বিলাস<sup>৭</sup> যার শ্রবণ লালসে ।  
 ভুক্তি মুক্তি স্বর্গভোগ তৃণতুল্য বাসে ॥

॥ তত্রৈব ॥

তুলয়ামল বে নাপি ন সর্গং ন পুনর্ভবং ।  
 ভগবতসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিস ॥

অতএব কহি রাজা সেই সব সত্য ।  
 বৈষ্ণবের সঙ্গমুখ কথনে অকথ্য ॥  
 ভক্তমুখে কৃষ্ণকথার সুখ হয়ে' যদি ।  
 পূর্ণধারা বহে যেন অমৃতের নদী ॥  
 বিগত বিষয়তৃষ্ণা শুনে গাঢ় কর্ণে ।  
 সর্বেন্দ্রিয় সুধাসিক্ত হয় প্রতি বর্ণে ॥  
 ক্ষুধাতৃষ্ণা ভয় শোক মোহ যায় দূরে ।  
 অগ্নি উপসর্গ তারে স্পর্শ নাহি করে ॥

॥ তত্রৈব ॥

তস্মান্নহনুখরিতং মধুভিচ্চরিত্রপীযুষশেষ পরিতঃ সবিতঃ শ্রবন্তি ।  
 তায়ো পিবন্তি বিতসো নৃপ গাঢ় কর্ণে তানু স্পৃহন্ত সনদ্বয়থ শোক মহান ॥

সংসার জিনিলে রাজা আপনার গুণে ।  
 অপর লোকের ভাগ্য হৈল তোমা সনে ॥  
 যেন পাপহরা গঙ্গা ত্রিপথ গামিনী ।  
 ভোগবতি বলে আর স্বর্গে মন্দাকিনী ॥  
 তিন লোক পবিত্রবলে<sup>১</sup> হৈলা তিন ধারা ।  
 ততোধিক কৃষ্ণকথা হন তীর্থবরা ॥  
 বক্তা প্রশ্নকারী আর যত শ্রোতাগণে ।  
 পবিত্র করএ একা কৃষ্ণকথা গানে ॥

॥ যথা দশম স্কন্ধে ॥

বাসুদেবকথাপ্রশ্ন পুরুষাং স্ত্রীণ পুনাতি হি ।  
 বক্তারং প্রশ্নকং শ্রোতৃ ন তৎপদে সলিলং যথা ॥

রাজা বলে<sup>২</sup> পবিত্রের চিন্তা নাহি মনে ।  
 পবিত্র হৈলাও আমি তোমা দরশনে ॥



কোমার পৌগণ্ডলীলা শুনি ভক্তরাজা ।  
 প্রণিপাতে করে গুন শুকদেবের পূজা ॥  
 গোকুলে যতেক লীলা কহিবে গোসাঞি ।  
 যশোদার সম' ভাগ্য তিন লোকে নাঞি ॥  
 পরাংপর ব্রহ্ম যেই সভার নিদান ।  
 জননী বলিঞা যারে কৈল স্তনপান ॥

॥ তথাহি ॥

নন্দঃ কিমকরোদব্রহ্মণ শ্রেয় এব মহোদয়ং ।  
 যশোদা বা মহাভাগ পপৌ যস্তাস্তনং হরিঃ ॥

সেই যশোমতী দেবী আনন্দ হিল্লোলে ।  
 নিরীক্ষণ করি রূপ কৃষ্ণ করি কোলে ॥  
 ব্রহ্মপুরে ঘরে ঘরে গোপ গোপী পশু ।  
 কিবা অবশিষ্ট তার কৃষ্ণ যার শিশু ॥  
 গোকুল নগরে আর শিশু লক্ষ লক্ষ ।  
 কি তার ভাগ্যের কথা কৃষ্ণ যার সখ্য ॥  
 হাস ভাষ অঙ্গ সঙ্গ শয়ন ভোজনে ॥  
 \*সদত বিহরে যেবা পরংব্রহ্মসনে ॥  
 এ বড় মঙ্গল কথা শ্রুতি রসায়নে ।  
 বিস্তার করিঞা কহ কৃপার কারণে ॥  
 শুকদেব বলেন কৃষ্ণ পরাংপর হঞা ।  
 নিজ মুখে অকুণ্ঠিত প্রিয়বর্গ লঞা ॥  
 অগণ্য কোমার লীলা নন্দের মন্দিরে ।  
 বিধিমার্গে বিনা ভাব না কহিল উরে ॥  
 রসভক্তি কথা যদি শুনিতে না জানে ।  
 পরম নিগূঢ় কথা কহিব কেমনে ॥

ইহা বুঝি ব্যাসদেব না লিখিল শ্লোক ।  
 না জানি কেমন বুদ্ধি করে কোন লোক ॥  
 এখনে জানিল তুমি পাত্র নৃপমণি ।  
 কহিব বিস্তার রূপে যেবা কিছু জানি ॥  
 রসভক্তি নাম এই প্রথম পিরিতি ।  
 সাক্ষোপাঙ্গে বলি আর নন্দ যশোমতি ॥  
 পূর্ব উপাসনা নিষ্ঠে দৃষ্টে ইষ্টলাভ ।  
 বিশেষে বিষকময় যশোদার ভাব ॥  
 কৃষ্ণ পুত্র আমি মাতা এই অধিকারে ।  
 অধীন করিঞা ভক্তি করএ প্রভুরে ॥  
 যে প্রভু অখিল লোকের কামকল্পতরু ।  
 তাহাকে অধীন করে আপনাকে গুরু ॥  
 পূর্ণ স্নেহ প্রতিক্ষণ করুণ হৃদয়ে<sup>১</sup> ।  
 সভারে ব্যগ্রতা করে অমঙ্গল ভয়ে<sup>২</sup> ॥  
 পরিণত<sup>৩</sup> গোপ গোপী যত আবাস<sup>৪</sup> ঘরে ।  
 তা সভার পদধূলি দেয় কৃষ্ণশিরে ॥<sup>৫</sup>  
 আশিস করহ বলি শিরে দেই হাত ।  
<sup>৬</sup>কানাড়ি কুশলে থাকু তব প্রসাদাৎ ॥  
 দেখিঞা মধুর মূর্তি কুলোকের ডরে ।  
 লোকপাল উচ্চারিঞা শিখা বান্ধে শিরে ॥  
 গোময় মুখের আপে তরল করিঞা ।  
 কপালে তিলক দেই পদধূলি দিঞা ॥  
 সর্ব দেব শিরোমণি হেন কৃষ্ণ পাঞা ।  
 কি রূপে করএ ভক্তি দাসদাসী হঞা ॥  
 অতএব রসের কথা বুঝনে না যায় ।  
 যদি উপজয়ে সেহ বৈষ্ণব কৃপায় ॥

অবৈদিক অর্যোতুক অলৌকিক ভাবে ।  
সর্বোত্তমা অধিকার স্নেহ করি লভে ॥

॥ তথাহি ॥

নেমং বিরিক্ষোন ভবোন শ্রীকৃষ্ণসংশ্রয়া ।  
প্রসাদ নে ভিরে গোপী যন্তং পাপ বিমুক্তিদাং ॥

আত্মক বাসব শিব আদি পরতন্ত্র ।  
দিবি' ভূবি রসাতলে ঈশ্বর স্বতন্ত্র ॥  
এমত<sup>২</sup> কৃষ্ণকে যশো অধীন<sup>৩</sup> করিঞা ।  
যেই মনে সেই<sup>৪</sup> করে স্বতন্তরা হঞা ॥  
যতেক অবিধি ভক্তি করে পুত্রভাবে ।  
অবিধি হবিধি হএ ভাবের স্বভাবে ॥  
যার নাম লব হেন অভিলাস মাত্রে ।  
অশেষ ছুরিত রাশি না থাকএ গাত্রে ॥

॥ যথা পদ্মাবল্যাং ॥

বেপন্তে ছুরিতানি মোহমহিমা সম্মোহমালম্বতি  
সাতঙ্কং নখরঞ্জনীং কলয়তে শ্রীচিত্রগুপ্তকৃতি ।  
সানন্দং মধুপর্কং সংভূতবিধৌ বেধকরোতুতমং  
বক্তুং নাম তব স্মরাতি লসিতৈক্ৰমৌ কিমন্তং পরং ॥

যাহার কিঙ্করে তবে<sup>৫</sup> মহাভয় পায় ।  
যশোদা করএ কত সামান্য উপায় ॥  
মহাযোগীগণ যারে ধেয়ায় ধেয়ানে ।  
অনন্ত মহিমাগান সহস্র বদনে ॥  
বিরিঞ্চি শঙ্করার্চিত যে পদপঙ্কজ ।  
দেবেন্দ্র মুকুটমণি যোগী যার রজ ॥

সে প্রভু এ সকল ভাবে ভেল বশ ।  
 ততোধিক দেখ আর ভাবের সাহস ॥  
 সে' পাদ<sup>২</sup> মাধুরী গতি দর্শনের ছলে ।  
 ছুখানি পাছুকা আন যশোমতী বলে ॥  
 তা শুনি আনন্দময় ঈষৎ হাসিঞা ।  
 অখিল ভুবনপতি আজ্ঞাকারী হঞা ॥  
 ভক্তের রসতা প্রভু জানাবার তরে ।  
 গোপের পাছুকা করে হৃদয় উপরে ॥  
 যশোমতী বলে লঞা আস্ত মোর বাপ ।  
 গমন দেখিঞা ঘুচুক নয়নের<sup>৩</sup> তাপ ॥  
 সমুখে রাখিঞা রূপ করে নিরীক্ষণ ।  
 মনের আনন্দে মুখে করএ চুম্বন ॥  
 যে অঙ্গ মোহন রূপ নয়নে না ধরে ।  
 সেইখানে যশোমতী থুথুকার করে ॥  
 প্রাণের অধিকাধিক নয়নের তারা ।  
 কৃষ্ণ কোলে দোলে ভোলে বলে যেন হারা ॥  
 কনককটোরি ভরি হৃদ্ধ দেই মায় ।  
 মুখ দিঞা থাকে তাহা<sup>৪</sup> কিছু নাহি খায় ॥  
 যশোমতী বলে কথা শুনরে বাছনি<sup>৫</sup> ।  
 হৃদ্ধ খাও<sup>৬</sup> এই ক্ষণে' বাড়িবেক বেণী ॥  
 বলরামের দীর্ঘ বেণী দেখ পিঠে দোলে ।  
 হৃদ্ধ নাঞি খাও<sup>৭</sup> তেঞি কেশ কর্ণমূলে ॥  
 সাবোক্ষ ধবলীর<sup>৮</sup> হৃদ্ধ চিতা'<sup>৯</sup> দিঞা খায় ।  
 খাত্যে খাত্যে বেণী বাড়ে চরণে লোটার ॥  
 মাএর এসব কথা প্রলাপ শুনিঞা ।  
 হৃদ্ধ খান'<sup>১০</sup> কৃষ্ণ কেশে বাম হাথ দিঞা ॥

তা দেখি মাএর অঙ্গ<sup>১</sup> ধরণে না যায় ।  
 আনন্দসাগরে ভাসে থল<sup>২</sup> নাহি পায় ॥  
 হৃদ্ব খাঞা মাএর কাছে চতুর কানাঞি ।  
 জোখা দিঞা দেখে কেশ কিছু বাড়ে নাঞি ॥  
 কেশে ধরি কান্দে<sup>৩</sup> কৃষ্ণ গড়াগড়ি বুলে ।  
 ব্যস্ত হঞা<sup>৪</sup> যশোমতী পুত্র নিল<sup>৫</sup> কোলে ॥  
 ক্রন্দন শুনিয়া তথা আইলা রোহিণী ।  
 কৃষ্ণ কোলে করি শিরে দিল নিজ বেণী ॥  
 যশোদা বলেন এই দেখ যছ রায় ।  
 বাঢ়িল তোমার বেণী ধরণী লোটায় ॥  
 এই মত কৃষ্ণ লঞা নানা রঙ্গ করে ।  
 সে সব সুখের সীমা কে বলিতে পারে ॥  
 বিক্রয় হইলা যেন যশোদার গুণে ।  
 বাঢ়িল প্রলোভোপায় ঈশ্বরের মনে ॥  
 ব্রহ্মার মোহন ছলে শিশু বৎস হঞা ।  
 লইল বাৎসল্যমুখ গোকুল ভরিঞা ॥  
 মাতৃপক্ষ লক্ষ লক্ষ গোকুল গোপিনী ।  
 সভার তনয় হঞা দেব শিরোমণি ॥  
 যার যেন রূপ গুণ যেমত বয়েস ।  
 যার যেন নাক মুখ যার যেন কেশ ॥  
 দীর্ঘ খর্ব্ব স্থূল সূক্ষ্ম যার যেন গা ।  
 কটি ধটি জাহ্নু জজ্বা যেন হাথ পা ॥  
 শিঙ্গা বেত্র বেণু যার ছন্দবন্দ দড়ি ।  
 কার কাল কার পীত কার রাঙা ধড়ি<sup>৬</sup> ॥<sup>৩</sup>  
 যেমত স্বভাব যার যেমত ভূষণ ।  
 সভার<sup>৭</sup> স্বরূপ হঞা নন্দের নন্দন ॥

॥ তথাহি দশম স্কন্ধে ॥

যাবদ্বৎস পরৎস কাল্লকরুণয়াবতক বাজ্ব্যা দিকং  
 যাবদ্ব্যপ্তি বিশাল বেগুদল সি যাবদ্বিভূষাস্বরং ।  
 যাবহীনগুণাভিধা হ্রতিবয়ো যাবদ্বি হারাদিকং  
 সর্বং বিষ্ণুময়ং গিরোজ্জে বেদজ্জঃ সর্বস্বরূপ ভোঃ ॥

এইরূপে যত বৎস হরি নিল বিধি ।  
 আপনে সকল রূপ হৈলা গুণনিধি ॥  
 ছোটবড় উচনীচ<sup>১</sup> যার যেন রঙ্গ ।  
 ধবল পিয়ল শ্যাম কারু চিত্র অঙ্গ ॥  
 শ্বেত পুচ্ছ সঙ্গাক্ষ চঞ্চলতা ধীর ।  
 সভার স্বরূপ শীল হৈলা যত্নবীর ॥  
 এইত অনেক তত্ত্ব<sup>২</sup> অনন্ত শরীরে ।  
 বাৎসল্য রসের ভোগ করিল সম্বৎসরে ॥  
 কালজীর্ণ প্রত্যাশন্ন হএ যেই রূপে ।  
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড রহে লোমকূপে ॥  
 এক নিশ্বাসের ব্যাজ অবলম্ব করি ।  
 নিসধিতে চতুর্দশ ভুবনবিস্তারি ॥  
 যে কৃষ্ণবিভূতি এত নাট্যলীলা করে ।  
 সে তনু বাৎসল্য একা সম্বরিতে নারে ॥

॥ তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥

যশৈক নিশ্বাসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি  
 লোমবিলজা জগদগুনাথা ।  
 বিষ্ণুর্মহান সইহয়ন্ত কলাবিশেষো  
 গোবিন্দমাদিপুরুষং তমোহং ভজামি ॥

অতএব বাৎসল্য রস মাধুর্য্যের সার ।  
 সাজোপাঙ্গে যশোমতী কৈল ব্যবহার ॥  
 চোরছলে উদুখলে বাক্সিলেক মায় ।  
 এইভাবে বাক্সিতে সেই ইঞ্জিতে বুঝায় ॥  
 সংক্ষেপে বাৎসল্য লীলা<sup>১</sup> কহিল তোমারে ।  
 শুনিলে করুণারতি বাঢ়ে প্রত্যক্ষরে ॥  
 পরশুরামের রহু গুরুপদে ধ্যান ।  
 মাধবসঙ্গীত গীত আনন্দিতে গান ॥

### শ্রীরাগ

সব রাখালের শিরোমণি  
 কানাঞ্জি আমার প্রাণের ভাই কানাঞ্জি রে ॥ ৫ ॥<sup>২</sup>

শুকদেব বলেন রাজা শুন যুক্তি সার ।  
 সখা অধিকারে শুন সম ব্যবহার ॥  
 কৃষ্ণসম বেশ করে কৃষ্ণের আবেশে ।  
 একুই আসনে বৈসে সখ্যের সাহসে ॥  
 কান্ধে করি বহে কভু করে আরোহণ ।  
 ঈশ্বরের সনে করে একত্রে ভোজন ॥  
 ভক্ষণের কালে যায় বাঢ়া স্বাদ<sup>৩</sup> পায় ।  
 কৃষ্ণ প্রতি মোহে গ্রাস সকল না খায় ॥  
 অর্দ্ধগ্রাস লঞা দেহ গোবিন্দের মুখে ।  
 অপরাধ<sup>৪</sup> নাহি মানে সুখী সখা সুখে ॥  
 কায়মনোবাক্যে কভু নহে কৃষ্ণ ছাড়া ।  
 কৃষ্ণসুখে সদা সুখী গোণালার পাড়া ॥  
 ভোজন করএ সুখে মায়ের রঞ্জন ।  
 হাসিঞা হাসিঞা করে কৃষ্ণে নিবেদন ॥

১ কথা  
 কানাঞ্জি রে

২ সব রাখালের শিরোমণি কানাঞ্জি রে, অ মোর গুণের ভাই  
 ৩ স্বাদ ৪ অপরোধ

কৃষ্ণে নিবেদিত হৈলে স্বাছ' ভাল লাগে ।  
 কহিঞা ত্রিভঙ্গ হএ কৃষ্ণ অমুরাগে ॥  
 ঋঞা পিঞা মাতৃকোলে শুঞা থাকে খাটে ।  
 সপনে কৃষ্ণের সঙ্গে যমুনার মাঠে ॥  
 প্রভাতে শয্যায় হৈতে তোলে বাপমায় ।  
 পরিতে পরিতে ধড়ি নন্দঘরে' যায় ॥  
 মুখ প্রক্ষালন করে রামকৃষ্ণ সনে ।  
 ঋণার্ক গোবিন্দ বিহু° যুগ শত মানে ॥  
 পিতামাতা সনে° রাত্রে যত কথা হয় ।  
 বিরলে কৃষ্ণের আগে সে সকল কয় ॥  
 যার যেন অভিনয় কৃষ্ণ তাহা জানে ।  
 মনোহীত যুক্তি তার কহে কানে কানে ॥  
 যার অংশে° রামভুজ দেন ব্রজনাথ ।  
 সখ্যভাবে সেহো দেই কৃষ্ণ কান্ধে হাথ ॥  
 বল পরখিতে° করে হেলাহেলি গায় ।  
 হাথ ধরাধরি চলে ঠেকে পাএপায় ॥

॥ ত্রিাদশম স্কন্ধে ॥

ইথং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যাদাস্তজ্ঞতানাং পরদৈবতেন ।  
 মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্কিং বিজর্হুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥

'যে পদ ভাবক ভব আসাবন্ধ আজ ।  
 দেবেঙ্গমুকুট মণি মৌলি যার রজ ॥  
 যে পদ ধ্যান ধরি মহেশের স্মৃতে ।  
 স্মরণে অশেষ বিদ্ব নাশে ত্রিজগতে ॥  
 যে পদ অর্চিঞা বলি হৈলা মহাজন ।  
 যে পদ ভজিতে আশা করে চতুঃসন ॥



'যে পদ প্রক্ষালনে স্বর্গে মন্দাকিনী ।  
 সুর শিব অভিষেকে বলি সুরধনী ॥  
 হরশিরে শোভে সেই বিশদ মালিকা ।  
 মর্ত্যভাগ্যে ভাগীরথি পবিত্র পতকা ॥  
 রসাতল ভুবন পাবন ভোগবতি ।  
 ত্রিভুবনতরা কৃষ্ণভক্তি মুক্তিরতি ॥  
 সে হেন চরণপদ্ম পাঞা গোপ সখা ।  
 সৌভাগ্য সৌন্দর্য্য সাথে পাএপাএ জোখা ॥

॥ তথাহি ॥

অতেবর্পাদপাংগুর্বহুজন্মকৃচ্ছতো  
 ব্রতান্নভি যোগিতে বলভ্যঃ ।  
 সতেবং যগ্নিময়ঃ সথং স্থিতঃ  
 কিং স্বশ্রুতে দৃষ্টমহৌ ব্রজৌকষাং ॥

অতেব সখার ভাগ্য তুল্য দিতে নাঞি ।  
 প্রাণের অধিক যার পরাণ কানাঞি ॥  
 কেহো বা সখ্যের ভাবে বয়সে প্রবীণ ।  
 আপনাকে গুরু বাসে কানুরে অধীন ॥  
 কেহো বা সমতা ভাব করে ব্যবহার ।  
 কেহো বা কনিষ্ঠকল্প করে পরিহার ॥  
 সখা শিরোমণি বলি কেহো কৃষ্ণ সেবে ।  
 চতুর্বিধা সখ্যভাব হয় যথালোভে ॥  
 যখন গোধন লঞা যান বৃন্দাবনে ।  
 নানা ক্রীড়া করেন<sup>১</sup> কৃষ্ণ গোপ সখা সনে ॥  
 ক্রীড়া শাস্ত্র ইঞা কভু বশ্তেন<sup>২</sup> বৃক্ষতলে ।  
 শয়ন করায় কেহো নবপত্র দলে ॥

১ সামান্য অদলবদল সহ পরবর্তী ছয় পঙ্ক্তি ১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত পদের পুনরাবৃত্তি ।

শিয়র দেআয় কেহো নিজ জাহ্নুদেশে ।  
 পদসন্থাহন কেহো করএ আবেশে ॥  
 কেহো কেহো করে কৃষ্ণ মুখ নিরীক্ষণ ।  
 চামরিকা লঞা করে শীতল পবন ॥

॥ যথা দশমে ॥

কচিং ক্রীড়াপরিশ্রান্তগোপোৎসঙ্গোপবর্হণং ।  
 স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্যং পাদসন্থাহনাদিভিঃ ॥  
 পাদসন্থাহনানান্য কে চিন্তস্ত মহাত্মনি ।  
 অপরে হ্রতপা প্রাণো ব্যজ্ঞনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥

যে পদ বৈভব ভাব তুলসী বিলসে ।  
 পদ্যহস্ত হৈলা লক্ষ্মী যার অভিলাসে ॥  
 চরণ চারণ চিহ্নে ধন্য হৈলা ধরা ।  
 গোপসখা সেবে তারে সামান্তের পরা ॥  
 শুনিঞা রাজার মনে সন্দেহ লাগিল ।  
 কৃতাজ্জলি হৈঞা শুকদেবে জিজ্ঞাসিল ॥  
 চতুর্বিধা সখা হয় কহিলে আপনি ।  
 কার কোন রূপ ভাব আজ্ঞা কর শুনি ॥  
 কার কোন ধর্ম কর্ম কোন অধিকার ।  
 কাহার কতেক যুথ কি নাম কাহার ॥  
 মনের আনন্দ বড় একথা শুনিতে ।  
 দৈবে তুয়া অভিসার অধম তারিতে ॥  
 শুকদেব বলেন রাজা শুন মন দিঞা ।  
 কহিব তত্ত্বের কথা প্রকাশ করিঞা ॥  
 কৃষ্ণপুত্র নন্দ ঘোষ' গোপ পুরন্দর ।  
 ব্রজপুররাজ কৃষ্ণ ভুবন সুন্দর ॥

কৃষ্ণের বয়স্তুবুন্দ হয় চতুর্বিধা ।  
সখ্য এক ভিন্ন ভাব পৃথক সম্প্রদা ॥

॥ যথা রসামৃতসিক্ধো<sup>১</sup> ॥

সুহৃদশ্চ সখায়শ্চ তথা প্রিয়সখা পরে ।  
প্রিয়নর্ম বয়স্তোচ্ছেদ্যুক্তা গোষ্ঠে চতুর্বিধা ॥

সুহৃদ সখা হয় এক আর প্রিয় সখা ।  
প্রিয় নর্মসখা সঙ্গে চতুর্বিধ লেখা ॥  
কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ কলেবরে ।  
কৃষ্ণ ছাড়ি তিলাক্ষ<sup>২</sup> রহিতে নারে ঘরে ॥

॥ যথা রসসুধাকরে ॥

ক্ষণাদ্দর্শনতো দীনা সদা সহ বিহারিণঃ ।  
তদেক জারিতী প্রোক্তা বয়স্তা ব্রজবাসিনঃ ॥

বলভদ্র আদি সখা সুহৃদ সম্বন্ধ ।  
বয়সে অধিক কৃষ্ণ বাৎসল্যের গন্ধ ॥  
বলদেব হৈতে ছোট কৃষ্ণ হৈতে বড় ।  
কৃষ্ণরক্ষা প্রয়োজনে লগুটাস্ত্রে দড় ॥  
কারু অঙ্গ দেখি যেন ইন্দ্রনীলমণি ।  
কুন্দনের কাস্তি কারু পদ্মরাগ জিনি ॥  
বিমল ফটিক কাস্তি কারু কলেবরে ।  
কাখে সিঙ্গা হাথে বেণু বেত্র বাম করে ॥

॥ যথা ললিতমাধবে ॥

বলদ্বিজ সদৃশ্যো গুণ বিলাস বেনা প্রিয় প্রিয়ঙ্কর  
বল বল্লকী মুরলি শৃঙ্গ বাতাস্কিতা ।

মহেন্দ্রমণিহাটকক্ষটিকপদ্মরাগস্তিবাং সদা

প্রণয়শালিনং সহচরা হরেঃ পাস্তনঃ ॥

জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বলভদ্র বলে মহাবলী ।

সুভদ্র গোভট ভদ্র বর্দ্ধন মণ্ডলী ॥

যক্ষেন্দ্র ভদ্রাঙ্গ ভট্ট বীরভদ্র নাম ।

সহভদ্র মহাভীমতুল্য তৈজ ধাম ॥

দিব্য শক্তি সঙ্গে এই দ্বাদশ লেখা ।

কৃষ্ণরক্ষ পর যেন সুহৃদ' জ্যেষ্ঠ<sup>১</sup> সখা ॥

মাতাপিতা পুত্রে যেন ততোধিক মায়া ।

নিজ প্রাণ কোটিসম কৃষ্ণে কর দয়া ॥

কংস ছুষ্ট চর হেতু সচঞ্চল মনে ।

অস্ত্র হস্তে থাকে সদা রক্ষার কারণে ॥

॥ যথা দীপিকায়াং ॥

সুভদ্র মণ্ডলী ভদ্র ভদ্রবর্দ্ধন গোটাং ।

যক্ষেন্দ্র ভট্ট ভদ্রাঙ্গ বীরভদ্র মহাগুণাং ॥

কুলবীরো মহাভীমো দিব্যশক্তি সুরপ্রভু ।

বলস্থিরাদয়ো জ্যেষ্ঠ কল্লাসং রক্ষণায়সে ॥

পিতৃভ্যামভিতো ভীত চিন্তাভ্যাং দৃষ্টিসংশতঃ ।

প্রাণ কোট্যাধিকং জ্যেষ্ঠপুত্রাভ্যাং বিনয়োজিতা ॥

অতুল্য করুণা কৃষ্ণে করে সর্বরক্ষণ<sup>২</sup> ।

দেখিলে<sup>৩</sup> কৃষ্ণের শ্রম<sup>৪</sup> বেধিত<sup>৫</sup> হয় মন ॥

গোকুলতারণ হরি ধরি গোবর্দ্ধন ।

কৃষ্ণকে বেড়িঞা আছে সুহৃৎ সখাগণ ॥

অলস নয়ন তায় কৃষ্ণকে দেখিঞা ।

বীরভদ্র বলে তায়<sup>৬</sup> কৃষ্ণে<sup>৭</sup> সম্বোধিঞা ॥

শুনরে কানাঞা' ভাই করিএ বিনয় ।  
 তুমি শ্রম কর মোর গায়ে নাঞি' সয় ॥  
 বৃষ্টিধৌত ধারাপক্ষে সুবাহু লেপন ।  
 শ্রমে শুখাইল গা° হইল অমুকণ° ॥  
 যক্ষেন্দ্র বলেন ভাই হৈল সাতদিন ।  
 এক হস্তে ধর কোন° পর্বত প্রবীণ ॥  
 শ্রান্ত পাছে হও দেহ শ্রীদামের করে ।  
 অথবা দক্ষিণ করে রাখ গিরিবরে ॥  
 নহেত আমারে দেহ ছই হস্তে ধরি ।  
 বলিয়ে° পর্বত পেল সভে যেন মরি ॥  
 ও' মুখমণ্ডলে তোমার° ভেল শ্রমজল ।  
 ইন্দীবর ফুলে যেন মুকুতার ফল ॥  
 আহা করি শিশুর হস্ত বলিত মুছলে ।  
 ইহা বলি চাপে কৃষ্ণের বাম বাহুমূলে ॥

॥ যথা রসামৃতসিক্তৌ ॥

উল্লিঙ্গস্থ যযুস্ত [ বাত্র বিরতিং সপ্ত ক্রপাস্তিষ্ঠতো  
 হস্তশ্রান্ত ইবাসি নিক্শিপ সখে শ্রীদামপাণৌ গিরিঃ ।  
 অবিধি ধ্যাতি মন্তমর্পয় করে কিংবা ক্রণং দক্ষিণে  
 দোষস্তে ]° করবাম কামমধুনা সব্যস্ত সম্বাহনং ॥

এইরূপে বিবিধ বন্ধানে স্নেহ করে ।  
 সখার প্রক্রিয়া শুন কহিএ তোমারে ॥  
 কৃষ্ণের কনিষ্ঠ কল্প সর্ব গুণধাম ।  
 প্রধান প্রধান সখা শুন তার নাম ॥  
 বিশাল বুযভ আর ওজস্বী মরন্দ ।  
 দেবপ্রস্থ বরুথ নাথ° আর মণিবন্ধ ॥

পুষ্পগীড় করন্দম কলিন্দ চন্দন ।  
 মন্দার কুলিক কুন্দ এই সখাগণ ॥  
 সখার সম্বন্ধ কিন্তু সেবাস্বর্ষ বশ ।  
 প্রধান বিজয় সঙ্গে সখা পঞ্চদশ ॥  
 শ্রীমতী অম্বিকা নাম কৃষ্ণের পালিতা ।  
 গোবিন্দের ধাই<sup>১</sup> তিহৌ বিজয়ের মাতা ॥  
 ধাই ধাই বলি তারে সর্ব লোক বলে ।  
 মোক্ষপক্ষ অধিকার সখার মণ্ডলে ॥  
 নিরন্তর কৃষ্ণসেবা করে কায়মনে ।  
 কৃষ্ণসুখে সদা সুখী অলস না জানে ॥

॥ যথা দীপিকায়াং ॥

বিশালে বৃষভোজ যস্মিন দেবপ্রস্থ বরুথপা ।  
 মরন্দ কুসুমগীড় মণিবন্ধ করঙ্গমা ॥  
 মন্দরশচন্দন কুন্দকলি কুলিকাদয়  
 কনিষ্ঠ কল্প সেবায়াং সখায় বিপুল গুহা ।  
 অত্রা অধ্যক্ষোহম্বিকা সূহৃর্বিজয়াক্ষান্তপশুয়া  
 জকিলাশ্বক যানে ভেধাত্রৌপাস্ত পদাম্বিকাং

কল্যাণ রাগ

তোমা বিনে তিল আধ জিব নাগ্রি  
 কানাগ্রি অরে ভাই ॥ ৫ ॥

এই সব সখা কৃষ্ণে যত আঁধা করে ।  
 দিগদরশন মাত্র করিএ<sup>২</sup> তোমারে ॥  
 একদিন নন্দগৃহে গেলা সখাগণে ।  
 যশোদা জননী করে স্নান উদ্বর্তনে ॥

দৈবযোগে সেইদিন কৃষ্ণের জন্ম তারা ।  
 প্রবীণতা যত গোপী যশোদার পারা ॥  
 যজ্ঞদান আয়োজনে ষরিত রোহিণী ।  
 গন্ধ সাজে পিতৃস্বসা নাম শ্রীনন্দিনী ॥  
 পিবারি কুবলা তুলা তুঙ্গি আদি খুড়ি ।  
 মণ্ডল নির্মিত তারা করে চিত্রগুড়ি ॥  
 মাতৃস্বসা যশস্বিনী ধরি কৃষ্ণ করে ।  
 অঙ্গদ বলয়া জোখা দেন স্বর্ণকারে ॥  
 শীলা ভেরি ভরুণাদি নামে যত কহি ।  
 করালা জটোলা শিখা বৃদ্ধ পিতামহি ॥  
 ঘর্ঘরা মুখরা ঘোরা ঘণ্টা সুপ্রতিমা ।  
 কৃষ্ণের এ সব বৃদ্ধা মাতামহিসমা ॥  
 প্রাণকোট সম কৃষ্ণে পরম বিশ্বাস ।  
 সম্বন্ধের ছলে করে নানা পরিহাস ॥  
 বৎসলা কুশলা তালী অভিন্ন জননী ।  
 পৌর্ণমাসী নান্দীমুখী মুক্তি<sup>১</sup> বিধাইনি ॥  
 অম্বিকা কলিঙ্গা এই ধাত্রী দুইজনে ।  
 নিজোজিত আছে সর্বোষধির বাটনে ॥  
 সুনন্দা নন্দিনী নান্দী মন্দিরা কামিনী ।  
 পিতৃব্যের কণ্ঠা তারা কৃষ্ণের ভগিনী ॥  
 কেহো বলে আমি আজি গন্ধতৈল দিব ।  
 কেহো বলে অলঙ্কার আমি সব নিব ॥  
 কেহো বলে আমি আজি নিব কণ্ঠমালা ।  
 কেহো বলে তবে আমি নিব টাড বাল। ॥  
 শুনিঞা সুনন্দা<sup>২</sup> বলে আমি নাঞ্চি নিব ।  
 চণ্ডিলা বলেন<sup>৩</sup> আমি বাট্যা গন্ধ দিব ॥  
 সুলভা গৌতমী গার্গী চণ্ডিলা সুন্দরী ।<sup>৪</sup>  
 অত্যন্ত আদর কৃষ্ণে পুরোহিত নারী ॥

১ যুক্তি  
 গৌতমী সুন্দরী

২ সুন্দরা      ৩ সব আমি বাট্যা দিব      ৪ হুভগা চণ্ডিলা গার্গী

বেদবিধি আজ্ঞা দেন বসিঞা আসনে ।  
 তা সভার আজ্ঞায় কৰ্ম্ম করে অগ্ৰজনে ॥  
 যশোদা কৃষ্ণের অঙ্গে দিল উদ্বর্তন ।  
 শিরে সৰ্ব্বোষধি সভে করিল লেপন ॥  
 পুরোহিত আজ্ঞা দিল কালিন্দী সিনানে ।  
 সে কথা শুনিলা সব সঙ্গী সথাগণে ॥  
 ধরিঞা কৃষ্ণের হাথে লইঞা বিরলে ।  
 সক্রুণে বলে সভে কৃষ্ণকর্ণমূলে ॥  
 আমা সভার যুক্তি আর স্রবলের কথা ।  
 ইহা শুনি কোন কালে না যাইহ তথা ॥  
 ছাড়িঞা গেছিল কালী আইল পুনর্ব্বার ।  
 কালিন্দী না যাবে ভাই শুন যুক্তি সার ॥  
 তবে যদি কেহো বলে যমুনার তরে ।  
 আমরা আনিব জল' স্নান কর ঘরে ॥  
 কানাঞি বলেন শুন ভাই সথাগণে ।  
 কালি কালী আইল ইহা জানিলে কেমনে ॥  
 দেবপ্রস্থ বলে তবে মোর নাঞি ডর ।  
 প্রবেশ করিব' তার উদর ভিতর ॥  
 খেলিতে খেলিতে সেই যমুনার মাঠে ।  
 সভে মেলি প্রবেশিল অঘাসুর পেটে ॥  
 তুমি প্রবেশিতে তার বিদরিল মাথা ।  
 কানাঞি কুশলে থাকুন' নাঞি মনঃকথা ॥  
 ইঙ্গিতে জিয়াইতে পার মোরা সব মৈলে ।  
 গোকুল মজিব ভোমার কোন কিছু হৈলে ॥  
 কিবা ধন কিবা ধেনু কিবা ব্রজবাসী ।  
 ক্ষেণেকে' কানাঞি বিনে' যেন ভস্মরাশি ॥  
 এইরূপে সখ্যসেবা আনন্দ আবেশে ।  
 অনুরূপ যত্নবান কৃষ্ণের বিলাসে ॥\*

১ আনিঞা দিব    ২ করিতে    ৩ কারো    ৪ ক্ষণেকে    ৫ বিহু  
 ৬ সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম করে পৌর্ণমাসীর আদেশে



॥ যথা রসামৃতসিদ্ধৌ ॥

জনিতিথিরিতি পুত্র প্রেমসম্বীতয়াহঃ  
স্নপয়িতুমিহ সঘম্মাহুয়া স্তম্ভিতোহস্মি ।  
ইতি সুবলগিরা মে সংদিশ স্বং মুকুন্দং  
ফণিপতিহৃদকচ্ছে নাভ গচ্ছেঃ কদাপি ॥

সংক্ষেপে कहिल এই কথার প্রকরণে ।  
প্রিয় সখার নাম যত শুন সাবধানে ॥  
যে রূপ যাহার সনে যেমন ঐক্যতা ।  
কৃষ্ণসনে করে তারা যেমত মৈত্রতা ॥  
রচিল পরশুরাম করি পরিহার<sup>১</sup> ।  
শুনিলে জানিএ কৃষ্ণ প্রিয় পরিবার ॥

সুই ভাট্‌আরি<sup>২</sup>

কানাঞি<sup>৩</sup> অরে ভাই জিব নাঞি তোমা না দেখিঞা ।  
শুতিঞা<sup>৪</sup> মাএর কোলে জননীরে তোমা ভোলে  
ভায়া ভায়া বলি পাসরিঞা ॥ ৫ ॥

দেখিঞা সে বাপ মায়ে সে কথা সভারে কহে  
শুনি সভে করেন করুণা ।  
আহা ইন্দীবর শ্রাম লইঞা তোমার নাম  
ঘরে উঠে প্রেমের কান্দনা ॥  
না জানি কি গুণ তোর পরাগপুথলী<sup>৫</sup> মোর  
ঘন ঘন উঠে চমকিঞা ।  
‘আপন ছায়ার সাথে কথা কহি রাজপথে  
প্রিয় ভাই কানাঞি বলিঞা ॥

১ পরিহাস ২ ভাট্‌আরি ৩ শুইঞা ৪ পুতলি ৫ আপন...বলিঞা  
পাঠ ক-পুঁথিতে নাই

'তুমি নআনের তারা                      পরাণপুথলি পারা  
 যেইরূপে দেখিএ স্বপনে ।  
 পরশুরামের মনে                      আর নাহি তোমা বিনে  
 তুমি আমার হবে কত দিনে ॥

শুকদেব বলেন রাজা কহিএ তোমারে ।  
 কৃষ্ণপ্রিয় সখাবর্গ আছে নন্দীশ্বরে ॥  
 সমান বএস বেশ সম বান্ধে চূড়া ।  
 কৃষ্ণ পরিধান দেখি পরে পীত ধড়া ॥  
 শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম নামে ।  
 কিকিনি আর স্তোককৃষ্ণ অংশু ভঙ্গসেনে ॥  
 বিলাসী আর বিটঙ্কাক্ষ পুণ্ডরীক লেখা ।  
 কলবিজ্ঞ সঙ্গে এই<sup>২</sup> দ্বাদশ সখা ॥  
 নিরস্তর খেলা দোলা করে নানা রঙ্গে ।  
 বাহুযুদ্ধ দণ্ডযুদ্ধ করে কৃষ্ণ সঙ্গে ॥  
 কহিএ করুণা কথা কভু কৃষ্ণ তোষে ।  
 কভুবা কৃষ্ণের কথা বিড়ম্বিএ হাसे ॥  
 কৃষ্ণ রূপে গুণে কভু পুলকাজ হএণ ।  
 আয় বলি কোল দেয় আনন্দিত হএণ ॥  
 কহিতে সঙ্কান কথা ডাকে হাথসানে ।  
 কখনো সংকেত করে নয়নের কোণে ॥  
 রঞ্জিণীর সঙ্গে আগে কহিয়া কখন ।  
 নিভূতে কৃষ্ণের সঙ্গে করাএ মিলন ॥

১ ক-পুঁথিতে পাঠ নিম্নরূপ—

তুমি নয়নের তারা                      নিমেষে নিমেষে হারা  
 প্রাণ আছে তুয়া মুখ চাএণ ॥  
 তুমি তো সত্য প্রাণ                      তোমা বিনে না জানি আন  
 এইরূপে দেখিএ সপনে ।

২ প্রায়

এইরূপে কৃষ্ণে তারা নানা প্রীত করে ।  
শ্রীদাম সভার শ্রেষ্ঠ বয়স্ক ভিতরে ॥

॥ যথা রসামৃতসিক্তৌ ॥

সগদগদপদৈর্হরিং হসতি কোহপি বক্রোদিতৈঃ  
প্রসার্য ভুজয়োযুগং পুলকি কশ্চিদাগ্নিস্থিতে ।  
করেণ চলতা দৃশৌ নিভৃতমেত্য রুদ্ধে পুরঃ  
কৃশাঙ্গি সূখয়ন্ত্যমী প্রিয়সখা সখায়ং তব ॥

প্রিয় সখাগণ যত কহিল তোমারে ।  
ভদ্রসেন চম্পতি সভার ভিতরে ॥  
যখন যেমত খেলা গোবিন্দের সনে<sup>১</sup> ।  
আগে না করিতে তাহা<sup>২</sup> ভদ্রসেন জানে ॥  
খেলুয়া বালক বুঝি করে ছুই ঠাম ।  
এক দিগে কৃষ্ণ রাখে আর দিগে রাম ॥  
বলরামের দিগে থাকে চাতুরী করিঞা ।  
দেখএ কৃষ্ণের মুখ সম্মুখে দাণ্ডাঞা ॥  
কান্নুরে যতেক প্রীত রামে তত নয় ।  
তথাপি রামেরে করে অধিক প্রণয় ॥  
স্তোককৃষ্ণ যার নাম শ্যামল সুন্দর ।  
তার রূপে কৃষ্ণরূপে ঈষত আন্তর ॥  
দিব্যশক্তি মহাভাব কৃষ্ণ কর্ম করে ।  
কৃষ্ণ হেন সর্ব চিত্ত আকর্ষিতে নারে ॥  
কান্নু বিহু গোষ্ঠ রঙ্গে সখা সঙ্গে রয় ।  
দূরে হৈতে তারে দেখি কৃষ্ণ ভ্রম হয় ॥  
বিশেষে সৌভাগ্য শোভা মুকুন্দের গায় ।  
সে সকল তরতমে পরিচয় পায় ॥  
কিবা সখা কিবা সখী কিবা অগ্রজনে ।  
সভার অধিক প্রেম<sup>৩</sup> স্তোককৃষ্ণ সনে ॥

প্রাণসম সেহো তারে করে ব্রজপতি ।  
বিশেষে বাৎসল্যভাবে চায় যশোমতী ॥

॥ যথা দীপিকায়াং ॥

সমস্তমিত্রসেনানাং ভদ্রসেন চম্পতি ।  
স্তোককৃষ্ণ যথার্থাক্ষ কৃষ্ণ প্রত্যস্তরং ॥

সংক্ষেপে কহিল প্রিয়' সখার প্রকরণ ।  
প্রিয় নর্দ্যসখা কহি করহ শ্রবণ ॥  
সুবল অর্জুন আর গন্ধর্ব উজ্জল ।  
বসন্ত কোকিল আর বিদক প্রবল ॥  
আনন্দ সুন্দর আর সম্যাস নন্দন ।  
প্রিয় নর্দ্যসখা এই দ্বাদশ জন ॥  
যতেক রহস্যলীলা হয় নন্দীশ্বরে ।  
সে সকল নহে ইহা সভার গোচরে ॥  
নিজ প্রেমে কৃষ্ণপ্রেমে গাঁথিঞাছে<sup>২</sup> হার ।  
উজ্জল রসের সুখে করে ব্যবহার ॥

॥ যথা দীপিকায়াং ॥

সুবলার্জুন-গন্ধর্ব-বসন্তোজ্জল-কোকিলাঃ ।  
সনন্দনবিদক্যাঢাঃ প্রিয়নর্দ্যসখা মতাঃ ॥

প্রিয় নর্দ্য সখা যত কহিল তোমারে ।  
সুবল সভার শ্রেষ্ঠ বয়স্ক ভিতরে ॥  
যত সব লীলা<sup>৩</sup> করে কৃষ্ণ লীলাময় ।  
সে সকল সুবলের অগোচর নয় ॥  
ঢলঢল বিমল কনয়া কলেবর ।  
মন্দ মন্দ হাস ভাস<sup>৪</sup> মুখ সুধাকর ॥

নবকুবলয় দল যুগল নয়ান ।  
 কৃষ্ণের বাক্তব প্রিয় প্রাণের সমান ॥  
 সখীরূপ ধরি যায় রঞ্জিণীর ঘরে ।  
 অভিন্ন লাভণ্য কেহো লখিতে না পারে ॥  
 সভার সন্দেশ বার্তা<sup>১</sup> লঞা স্থানে স্থানে ।  
 সকল আসিঞা কহে মুকুন্দের কানে ॥

॥ যথা রসামৃতসিক্তো ॥

রাধাসন্দেশবৃন্দং কথয়তি সুবলঃ পশু কৃষ্ণস্ত কর্ণে  
 শ্যামা কন্দর্পলেখং নিভৃতমুপহরত্যুজ্জ্বলঃ পানিপদ্যে ।  
 পালীতাস্বলমাশ্ত্রে বিতরতি চতুরঃ কোকিলমুর্দ্ধিম ধন্তে  
 তারাদামেতি নর্শপ্রণয়িসহচরাস্তদ্বি তদ্বস্তি সেবাং ॥

কেহো কোন কথা লেখে সুবলের হাথে ।  
 বিরলে পড়ায় তাহা<sup>২</sup> কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥  
 তাম্বুল চন্দন কেহো দেয় পুষ্পদাম ।  
 কৃষ্ণে নিবেদন করে লঞা তার নাম ॥  
 সখা হঞা সখীভাবে শ্রীত ভক্তি করে ।  
 সুবলের কথা কেহো<sup>৩</sup> ঠেলিবারে নারে ॥  
 কৃষ্ণবুদ্ধি করে যত নিতম্বিনী গণে ।  
 সখি সর্বময়<sup>৪</sup> করি<sup>৫</sup> কৃষ্ণ তারে<sup>৬</sup> জানে ॥  
 কৃষ্ণ কেলি কন্দলিতে সুবল প্রমাণিক ।  
 বুঝিঞা দৌহারে বলে ন্যূন বা অধিক ॥  
 সুবলের বোলে তাই যেই লজ্জা পায় ।  
 সমঞ্জস করে তাহা মিশাইঞা তায় ॥  
 রাধাকৃষ্ণ তুল্য দৃষ্টি তুল্যভক্তি করে ।  
 সুবল সৌভাগ্য সীমা কে কহিতে পারে ॥

১ বাজা

২ কেহো নাহি সাধে

৩ অত্থথা না করে

৪ সর্বময়ী

৫ করে

৬ তাহা

সংক্ষেপে কহিল যেন দিগদর্শন<sup>১</sup> ।

এইরূপে হয় চতুর্বিধ সখাগণ ॥

॥ যথা তত্রৈব ॥

দ্ব্যতং ব্রজকিশোরীষু তাসাং প্রণয়গামিতা  
তাভিঃ কেলিকলৌ সাক্ষাৎ সখ্যাঃ পক্ষপরিগ্রহঃ  
অসাক্ষাৎ স্বস্বযুথেশাপক্ষস্থাপনচাতুরী  
কর্ণাকর্ণে কথাতাশ্চ প্রিয়নন্দসখক্রিয়া  
<sup>২</sup>তদ্রহস্যং হার নাস্তি যদসি সাম গোচর

এই চতুর্বিধ সখা কহিল তোমারে ।  
সঙ্গানুসঙ্গিনী কত কে কহিতে পারে ॥  
শ্রীমধুমঙ্গল<sup>৩</sup> নাম ব্রাহ্মণের বালা ।  
অমুক্ষণ সঙ্গ করে হাস্তলাস্ত<sup>৪</sup> খেলা ॥  
বেদবিভা ব্রহ্মচর্যা ছাড়ি অধ্যয়ন ।  
নিজ প্রাণ কোটি<sup>৫</sup> কৃষ্ণ শ্রীত অমুক্ষণ ॥  
মনে জানে কৃষ্ণপ্রেমা এই সবে সত্য ।  
হাস্তরঙ্গে যত বলে সে সব অনিত্য ॥  
কৃষ্ণ বলরাম আদি যত গোপবালা ।  
পরিহাস করিঞা সভারে বলে শালা ॥  
গোয়লা রাখাল মূর্খ ইহা<sup>৬</sup> বলি ডাকে ।  
নানা উপকথা কহে কৃষ্ণ কাছে থাকে ॥  
যেই যুক্তি দেই তাহা করে সখা সবে ।  
কানাঞি করেন মান ব্রাহ্মণ গৌরবে ॥  
হাসাক পুষ্পাক বিদূষক দুই জন ।  
কায়মনোবাক্যে সদা কৃষ্ণের শরণ ॥

১ দিগের দর্শন

পুঁথিতেই লেখা আছে

৬ তাহা

২ এই পঙক্তিটি মূল গ্রন্থে নেই তবে ক এবং খ—উভয়

৩ শ্রীমধুসূদন

৪ খ-পুঁথিতে নেই

৫ সম

কৃষ্ণকে দেখিঞা তারা' বক্র হঞা চলে ।  
 কঙ্ক পাখা দিয়া কেশ টানিঞা কপালে ॥  
 গোরোচনা<sup>১</sup> রক্ত দিঞা পরে পীত ধটি ।  
 কাশ্মীর কৈতবে গায় মাথে রাজ্যমাটি ॥  
 ছান্দনের দড়ি দিঞা বান্ধে বৃক্ষ ডাল ।  
 অপাদ পর্য্যন্ত যেন সেই বনমাল ॥  
 হস্তের লগুড় করে অধরে মুরুলী ।  
 নানা ভঙ্গী করে তায় চালায় অঙ্গুলী ॥  
 চঞ্চল নয়ন ঘন চাহে চারিপাশে ।  
 তা দেখিঞা কৃষ্ণসখাবৃন্দ সব হাসে ॥  
 কৃষ্ণ বলরাম হাসে সে রূপ দেখিঞা ।  
 কদম্ব হেলন দেই দোহারে ঠেলিঞা ॥  
 যেইরূপে কৃষ্ণ সেবে আভির বালকে ।  
 কৃষ্ণ তারে সেইরূপে সেবেন কোতুকে ॥  
 কার কোন ভয় নাঞি বলে সভাকারে ।  
 কৃষ্ণভাবে কৃষ্ণ হয় বাহুজ্ঞান হরে ॥  
 কেহো কোন রূপে করে কৃষ্ণের পিরিতি ।  
 এইরূপে কাননে কোতুক নিতিনিতি ॥  
 এত অধিকার যদি এই ছুই কালে ।  
 গোপিকার সম নয় শুকদেব বলে ॥  
 নিত্য কৈশোর কৃষ্ণ নিত্য বৃন্দাবন ।  
 বংশী বনমালা পুচ্ছ শিখি বিভূষণ ॥  
 তনু নব ঘনশ্যাম বসন চপলা ।  
 চিকণ চূড়ার প্রিয় নব গুঞ্জামালা ॥

॥ দশমে ॥

নৌমিড্যতেৎ ভ্রপুসেতভিদম্বরায়  
 গুঞ্জারতিং সপরিপিঞ্চুল সম্মুখায় ।

বল্যশ্রজে কবল বেত্রাবসান

বেমূলক্ষণিয়ে মৃছপদে পশুপাক্ষয়ায় ॥

যশোদা জননী যার পিতা নন্দরাজ ।

কিশোর বএস নিত্য ব্রজ যুবরাজ ॥

বংশীকা আউধ কিস্ত গোবর্দ্ধনধারী ।

রাধিকা প্রেয়সী' বৃন্দাবনের বিহারী ॥

শ্রীদামাদি সখা নিত্য গোষ্ঠ ক্রিয়াসঙ্গী ।

সুবল অর্জুন নশ্ব কেলিকলারঙ্গী ॥

জ্যেষ্ঠ ভাই বলরাম সৌহৃদ বেভার ।

সর্বোপরি শিখিপুচ্ছ প্রিয় অলঙ্কার ॥

সুন্দর মন্দির প্রিয় নন্দীশ্বর গ্রাম ।

অভিন্ন গোলোক বৃন্দা অটবী আরাম ॥

॥ যথা ভাবার্থ<sup>১</sup> দীপিকায়াম্ ॥

গোপেসৌ পিতরৌতরাচনধর শ্রীরাধিকা প্রেয়সী

শ্রীদামসুবলাদয়শ্চ সুহৃদ নীলাশ্বর পূর্বজঃ ।

বেণুবাত্মমলকুতং শিখিদলং নন্দীশ্বরং মন্দিরং

বৃন্দাটব্যপি নি স্টুটং পরমতোর্বৈচ্ছামিন বেষ্মি চ

গোকুল গোওলা জ্ঞাতি প্রিয় পরিবার ।

অনন্ত ভজনে ভক্ত সকল সংসার ॥

এ সব কৃষ্ণের প্রিয় নিত্য যুগে যুগে ।

অনন্ত লীলা করে যত ভক্ত অমুরাগে ॥

কিশোরী গোপিকা সব কিশোর শ্রীহরি ।

প্রেম সুখ ভুঞ্জে নিজ নিজ হিয়া ভরি ॥

যে রতি পাইল গোপনিতস্থিনী গণে ।

লক্ষ্মী সরস্বতী শিব বিরিকি না জানে ॥

শ্রীগুরু শ্রীপাদপদ্ম\* কৃপার বিহিত ।

রচিল পরশুরাম মাধবসঙ্গীত ॥



## তৃতীয় অধ্যায়

### রাগ ভাটিয়ারী<sup>১</sup>

হরি হরি বল নিরন্তর

শুনরে মুগধমনা ।

সরম ভরম করম ছাড়িঞা

ভজহ রসিক<sup>২</sup> জনা ॥ ৳

চমৎকার হৈল কথা শুনিঞা রাজন ।

করজোড়ে করে শুকদেবের স্তবন ॥

যে শুনিল তুয়া মুখে প্রেমের প্রশংসা ।

বিবরিঞা জিজ্ঞাসিতে চিন্তে করি আশা ॥

কৃপা করি কহ মোরে পড়িএ<sup>৩</sup> চরণে ।

উপজয়ে প্রেমভক্তি কতেক সাধনে ॥

মুনি বলে রাজা প্রেমভক্তি বড় ধন ।

নিতাস্ত আয়ত্ত<sup>৪</sup> যাতে নন্দের নন্দন ॥

অনেক জন্মের থাকে পুণ্যের সঞ্চয় ।

তবে তার<sup>৫</sup> কৃষ্ণপদে মুঠ ভক্তি হয় ॥

॥ তথাহি বৃহন্নারদীয়ে ॥

বহুজন্মানি পুণ্যানি রতিঃ শ্রাৎ শ্যামসুন্দরে ॥

দানব্রত তপ হোম সাধ্যা যে সঞ্জম ।

কৃষ্ণ শ্রীত বিনে করে সে সকল ভ্রম ॥

সন্দেহ না মানে<sup>৬</sup> যদি কৃষ্ণে শ্রীত করে ।

সে সব সোপান হয় ভক্তি সাধিবারে ॥

॥

দানব্রত তপোহোমজ্জপস্বাধ্যায়সংযমে ।  
 জ্যোতির্বারিধে স্বানৈ কৃষ্ণভক্তি হি সাধ্যাতে ॥

যজ্ঞদান ধর্ম্যকর্ম্য অর্থ বিনা নয় ।  
 তপস্তা সঞ্জমে দেহে ক্লেশ কত সয় ॥  
 সাধ্যায় সঞ্জোগ ব্রত সাধ্য অতি দূর ।  
 চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণে বাসনা ছুঙ্কর ॥  
 সেহো যদি ভাগ্যবশে হয় সুসাধন ।  
 নিশ্চয় না হয় তাথে সাধকের মন ॥  
 কেহো স্বর্গভোগ ইচ্ছে কেহো মুক্তি চায় ।  
 সাধন সকল কর্ম্য এই বাদে যায় ॥  
 ভক্তি মুক্তি স্বর্গ ইচ্ছা যার চিন্তে হয় ।  
 কৃষ্ণভক্তি সঙ্গে তার কিসের অস্বয় ॥

॥ যথা ভক্তিরসোদএ<sup>১</sup> ॥

ভক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিচাসী হৃদি বর্ততে ।  
 তাবন্তুক্তিসুখস্তাত্র কথং মৈতাদয়ো ভবেৎ ॥

সাধনে সুসিদ্ধ যেবা ভয় ভবিষ্যতে ।  
 পরলোকে ভয় তার হয় আচম্বিতে ॥  
 পাপ শঙ্কা করিতে যে সজ্জন<sup>২</sup> সজ্জ ।  
 সজ্জনের সঙ্গে বাঢ়ে সংপথের রজ্জ ॥

॥ যথা ভক্তিকল্পলতিকাং ॥

অপ্রাদৌ পরলোকতা ভয়মতঃ পূর্নমতি জয়তে ।  
 সন্তোদন্তদধেব সাধু সুভবা তু সাং প্রাসাদো দয়াৎ ॥<sup>৩</sup>

১ ক এবং খ উভয় পুঁথিতেই মূল সংস্কৃত গ্রন্থের নামোল্লেখ নেই  
 স্বধোদয়ে ৩ অসজ্জন ৪ এই উদ্ধৃতি ক-পুঁথিতে নেই

২ ভক্তি-

আদৌ শ্রদ্ধা হয় কৃষ্ণকথার শ্রবণে ।  
 যাচিঞা শরণ লয় বৈষ্ণব চরণে ॥  
 ঠাকুর বৈষ্ণব বড় করুণার সীমা ।  
 গোবিন্দ সমান যার অনন্ত মহিমা ॥  
 অনুগত জনেরে আপন সম করে ।  
 এমন করুণানিধি কে আছে সংসারে ॥  
 যবে<sup>১</sup> সে বৈষ্ণব পদে লইবে<sup>২</sup> শরণ ।  
 ততক্ষণে হয় কৰ্ম্মপাশ বিমোচন ॥  
 কৰ্ম্মক্ষয় হৈলে হয় ভজনের ক্রম ।  
 অবিচ্ছিন্ন যায় তবে চিত্তের বিভ্রম ॥<sup>৩</sup>  
 ভ্রম গেলে ভক্তি মার্গে হয় নিষ্ঠাস্তর ।  
 কৃষ্ণানুশীলনে তবে রুচি অনন্তর ॥  
 রুচি অনন্তরে হয় আসক্তের লাভ ।  
 তারপর জন্মে দেহে অনুত্তমা ভাব ॥  
 ভাবে দৃঢ়তর হৈলে তারি বলি রাগ ।  
 বিশ্বস্তির ভএ তবে জন্মে অমুরাগ ॥  
 অমুরাগ মুক্ত হৈলে হয় মহাভাব ।  
 অতঃপর<sup>৪</sup> জন্মে দেহে তত্তৎ স্বভাব ॥  
 স্বাভাবিক ভাবে কৃষ্ণ কভু নহে দূর ।  
 গৃহিণী অবৈত<sup>৫</sup> যেন নহে অন্তঃপুর ॥  
 কৃষ্ণপ্রেমে ঐক্যতায় যতেক প্রণয় ।  
 সে সুখের পরিণয় প্রেমের সঞ্চয় ॥  
 প্রেম অন্তারিন হৈলে কিবা রাত্রি দিনে ।  
 বিহরে কৃষ্ণের সঙ্গে শয়নে সপনে ॥

॥ তথা রসামৃতসিদ্ধৌ ॥

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া  
 ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্তাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ।

অথাসক্তিস্ততো ভারস্তুতঃ প্রেমাজ্জুদাঞ্চতি  
সাধকানাময়ং প্রেমঃ প্রাহুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ

এই ক্রমে ভক্তদেহে প্রেম উপাদান ।  
সাম্রন বিধান রাজা কর অবধান ॥  
শ্রবণ কীর্তন আর প্রভুর স্মরণ ।  
পাদারবিন্দের সেবা অর্চন বন্দন ॥  
দাস্ত সখ্যতা আর আত্মনিবেদন ।  
সাধনের দ্বারে হয় এসব লক্ষণ ॥

॥ যথা তৃতীয় স্কন্ধে ¹ ॥

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণে স্মরণং পাদসেবনম্ ।  
অর্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যমাশ্রয়নিবেদনম্ ॥  
ইতি পুংসার্পিতাশ্বানো ভক্তি শ্রবণ লক্ষণা ।

ভক্ত হন² ভক্তি অঙ্গ আচরে আগত ।  
এক নিষ্ঠে সেই ভক্তি কহি যে পশ্চাত ॥  
শ্রীকৃষ্ণ চরণে³ কারো পরম বিশ্বাস ।  
কৃষ্ণগুণগানে কারো নিত্য অভিলাষ ॥  
কারো বা আনন্দ বাঢ়ে সে রূপ দর্শনে⁴  
কৃষ্ণপাদদ্বন্দ্ব কেহো সেবে কায়মনে ॥  
চিন্তাবিন্ত সনে কেহো করএ অর্চনা ।  
সর্বৈশ্বর ভাবে কেহ করএ বন্দনা ॥  
কেহো করে কৃষ্ণ প্রভু আপনাকে দাস ।  
কেহো সম সখ্যতায় পরম বিশ্বাস ॥  
আত্মনিবেদনে কেহো হএ উদাসীন ।  
দৃঢ়তর হৈলে ভক্তি সকল প্রবীণ ॥

¹ ক-পুঁথিতে গ্রন্থের উল্লেখ নেই, শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে

² হঞা

³ স্মরণে      ⁴ শ্রবণে

॥ যথা সন্মোহনতন্ত্রে ॥

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে পরীক্ষিত ভবদৈয়্যাসকিকীৰ্ত্তনে  
প্রহ্লাদস্বরূপে পদাব্যভঞ্জে লক্ষ্মীপুত্ৰপূজনে ।  
অত্রু রস্তুতিবন্দনে কপিপতি দাস্তেহহ সখ্যোহর্জুন  
সর্বস্বান্নিবেদনে বলিরভুং কৃষ্ণাস্তি রে স্বাং পরা ॥

সাধনে সুসিদ্ধ হৈলে এই ভক্তি রয় ।  
এক অঙ্গা ভাব আর অনেকঙ্গা হয় ॥  
যার নাম এক অঙ্গা এক সুখে মন ।  
অনেকঙ্গা ভাব যার সর্বভক্তি জন ॥  
কহিতে কৃষ্ণের নাম তুণ্ডের তাণ্ডব ।  
শ্রবণে কর্ণের ক্রোড়ে করে পরাভব ॥  
স্বরূপে আপন চিত্ত অঙ্গ করি বাসে ।  
প্রাঙ্গণ জিনিতে চাহে হিয়ার হাব্যাসে ॥  
প্রতি অঙ্গ চক্ষু চায় রূপ নিরীক্ষণে ।  
চরণের পাখা চায় তীর্থের গমনে ॥  
সকল ইন্দ্রিয়গণে আকাঙ্ক্ষিত হঞা ।  
সর্ব ভক্তে সম প্রীত স্বেচ্ছারতি পাঞা ॥

॥ যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলিং লব্ধয়ে  
কর্ণক্রোড়ক ডান্ধিনিং ঘটয়তে কর্ণাব্দুদেখ স্পৃহাম্ ।  
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনীং বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিঃ  
ন জানে জনিতা কিয়ন্তিরমৃতৈ কৃষ্ণতিবর্ণদ্বয়ি ॥

প্রথম উত্তমে বৈধী সাধকের মত ।  
উপাধি ছাড়িতে নারে জ্ঞান কর্ম যুত ॥  
যবে সে সাধন লোভে ভাবের আশ্বাদ ।  
সে সুখে দৈবেই পড়ে জ্ঞান কর্মবাদ ॥  
জ্ঞান কর্ম মিথ্রা হৈলে হয় অমুত্তমা ।  
কেবল কর্মের মিথ্রা সে হয় মধ্যমা ॥

জ্ঞানকর্মে ত্যক্ত হৈলে হয় নিরুপাধি ।  
 সেই সে উত্তমা ভক্তি নাম তার বৈধী ॥  
 বিধিমার্গে যত বলে না করিলে নায়ে ।  
 উপাধি রহিত কৃষ্ণ ভক্তি' অনুসারে ॥  
 বৈধি রাগানুগা ছই নাম ভক্তি ভেদে ।  
 [ ॥<sup>২</sup> ]  
 বিধি মার্গে অনুসারে তাবৎ প্রভাব ।  
 যাবৎ হয়ে চিত্তের ভাব আবির্ভাব ॥<sup>৩</sup>  
 যেই কালে প্রীত ভক্তি করএ উদয় ।  
 বিধি কি অবিধি তার অনুগত হয় ॥

॥ যথা পদ্মপুরাণে ॥

বৈধি ভক্ত্যাধিকারি তু ভাবাবিভাবনা বিধি ।  
 অত্র শাস্ত্রং তঙ্কুং মনকুলম বা ক্ষেতে ॥

কৃষ্ণ প্রীত হেতু কৰ্ম যত উঠে মনে ।  
 সকল আচরে অগ্র নিষেধ না মানেন ॥  
 পূজে পুছে শুনে শুনে শুনে ভবে নাচে গায় ।<sup>১</sup>  
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যশ নাহি চায় ॥  
 বৈধী হঞা এইরূপ হয় পরিণামে ।  
 সাধনে সুসিদ্ধ কেহো নহে অল্পপ্রমে ॥  
 নাহি ধ্যান নাহি জ্ঞান নাহি হাথ পা ।  
 অকস্মাৎ ভক্তি হয় লভে কৃষ্ণকৃপা ॥  
 এই ভক্তকৃপাসিদ্ধি কহিল তোমায় ।  
 কেহো বলে হয়ে ভক্তি বৈষ্ণব কৃপায় ॥  
 কৃষ্ণকৃপা ভক্তকৃপা এ ছই প্রকারে ।  
 ভক্তকৃপা মোক্ষ মোক্ষ<sup>২</sup> কহিল তোমারে ॥

১ ভক্ত  
 এই পংক্তি নেই

২ ক এবং খ উভয় পুঁথিতে এই পংক্তি নেই  
 ৪ যত পূজে পুছে শুনে শুনে শুনে ভবে নাচে গায়

৩ ক-পুঁথিতে  
 ৫ পক্ষ

কৃষ্ণ কৃপাসিদ্ধি ভক্ত লুপ্ত ধনে ধনি ।  
 বৈষ্ণবের কৃপাসিদ্ধি হেন মনে গুণি ॥  
 গুরু পরম্পরা' ধর্ম কর্ম অনুসারে ।  
 সিদ্ধ হঞা সাধকের সাধন আচরে ॥  
 নয়ন মুদিলে পায় কৃষ্ণ দরশন ।  
 তথাপি অভাব<sup>২</sup> ভাব করে আচরণ ॥  
 প্রোঢ় অন্ধাতে হয় বৈরাগ্য প্রচুর ।  
 ইষ্টদেব হেন<sup>৩</sup> দেখে বৈষ্ণব ঠাকুর ॥  
 প্রাণের অধিক করে সর্বজীবে দয়া ।  
 সে ধর্মে দৈবেই ছাড়ে নিজ পর মায়া ॥  
 মায়াতে মোহিত হৈলে হয় দিব্য রতি ।  
 বিশ্বৃতির ভএ অমুরাগের বসতি ॥  
 অমুরাগে নিরন্তর করে যত্ববান ।  
 পরম আদরে পায় ভাবের নিদান ॥  
 ভাবের নিদান যেই তারে বলি প্রেম ।  
 সংসারের দুর্লভ যেন সুগন্ধিত<sup>৪</sup> হেম ॥  
 প্রাণকে সোহাগা করে পাত্রে করে হিয়া ।  
 রাগের অনল অমুরাগে ফুক দিয়া ॥  
 এক চিন্তে করে কত প্রবল পবনে<sup>৫</sup> ।  
 সোহাগা মিলিঞা<sup>৬</sup> যায় সুবর্ণের সনে ॥  
 সংক্ষেপে কহিল এই প্রেমের সাধন ।  
 ফিরাইতে নারে পুন আপনার মন ॥  
 এইভাবে ব্রজপুরে গোপ নিতম্বিনী ।  
 কৃষ্ণসম মহারসা প্রেমধনে ধনি ॥  
 ভেজিঞা দুকূল গুরু রসের বৈভবে ।  
 কৃষ্ণকণ্ঠে লগ্ন<sup>৭</sup> তারা রাস মহোৎসবে ॥  
 অভিনব নিত্যলীলা কুঞ্জের ভিতর ।  
 শঙ্কর বিরিঞ্চি আদি পুংস অগোচর ॥

একা কৃষ্ণ লক্ষ লক্ষ গোপীগণ লঞা ।  
 গোলোকের অধিপতি প্রেমে বশ হঞা ॥  
 ব্রহ্মরাত্রি উপাদান করি যোগবলে ।  
 সভার অভীষ্ট পূর্ণ কৈল এককালে ॥  
 যত গোপী যত কৃষ্ণ হঞা গোপীনাথ ।  
 কাননে অশেষ রস করে গোপী সাথ ॥  
 এই ব্রজলীলা' রাজা কহিল তোমাতে ।  
 কৌমার পৌগণ্ড লীলা বএস কৈশোরে ॥  
 ত্রিকাল ত্রিবিধভাবে একই লক্ষণ ।  
 গোপীর অধিক মাত্র আত্মনিবেদন ॥  
 গোপিকা বলিঞা মাত্র বলি এক ঠাঞি ।  
 সে হেন ত্রিবিধ হয় যুক্তিভেদে পাই ॥  
 ঋতিকণ্ঠা মুনিকণ্ঠা অমরকণ্ঠকা ।  
 এইভাবে হএ ব্রজে ত্রিবিধ গোপিকা ॥  
 কৃষ্ণরূপ দেখি পূর্বে লুপ্ত ঋতিগণ ।  
 অনেক অধ্যায়ন ছন্দে করিল স্তবন ॥  
 তুষ্ট হঞা তা সভারে বলে ভগবান ।  
 যে বর মাগিবে তাহা না করিব আন ॥  
 ঋতিগণ বলে প্রভু কি আর বলিব<sup>২</sup> ।  
 নারী হঞা বৃন্দাবনে তোমাতে সেবিব ॥  
 নিত্যপ্রিয়া গোপী সব যেন তোমা সনে ।  
 কামতত্ত্বে ভজি এই লয় মোর মনে ॥

॥ যথা বৃহদ্রামপুরাণে<sup>৩</sup> ॥

যথা তল্লোকবাসিন্য কামতত্ত্বেন গোপিকা ।  
 ভজন্তী রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনিনস্তথা ॥

ইহা শুনি বলে তবে দেব ভগবান ।  
 অমোঘ আমার সেবা ইথে নাহি আন ॥



উপস্থিত ব্রহ্মপাত হবে ভবিষ্যতে ।  
 আত্রক্ষ জন্মিবেক কল্পসারস্বতে ॥  
 তোমরা হইবে ব্রজে পরম সুন্দরী ।  
 আমি তাহে নাগরেন্দ্র তুমি যুথেশ্বরী<sup>১</sup> ॥

॥ যথা ভবিষ্যপুরাণে ॥

আগামিনি বিরিঞ্চৌ ভূজাতে সৃষ্টিৰ্মুদ্রতে ।  
 কল্পসারস্বতং প্রাপ্য ব্রজে গোপ্যা ভবিষ্যতে ॥

যেই ঋতি সেই কন্যা সেই যুথেশ্বরী ।  
 উপপতি ভাবে দেবকন্যা গোপনারী ॥  
 প্রিয়ার্থসম্ভবা ভোয়া তদমুগা ভাব ।  
 কামামুগা বলি পূর্ণা প্রেমের স্বভাব ॥

॥ যথা ত্রীদশমে ॥

বসুদেবগৃহে সাক্ষাঙ্গগবান্ পুরুষো পরঃ ।  
 জনিষ্যতে ব্রহ্মভাবে মহারণ্যবাসিনঃ ॥

কানন গমনে তথা গেলা দাশরথি ।  
 সঙ্গে সুমিত্রাসুত<sup>২</sup> মহিসুতা সতি ॥  
 তপস্যা কঠোরে চিত্ত দঙ্ক হঞা ছিল ।  
 দেখিঞা বিলাস রতি অন্তরে জন্মিল ॥  
 সাধনের ফলে তারা গোপকুমারিকা ।  
 কৃষ্ণ পতি ভাব করি অর্চিল চণ্ডিকা ॥

॥ যথা সম্বোহনতন্ত্রে ॥

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বৈ দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ।  
 দৃষ্টা রামহরিং স্তত্র ভোক্তুমিচ্ছা সুনিগ্রহম্ ॥

তে সর্ব্ব জীহ্বাপন্ন সমুদ্ভূতা চ গোকুলে ।  
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্থবাৎ

বেদবিধি পূর্ব্ব ধর্ম্ম পাসরিতে নারে ।  
ব্রজভাব ছাড়ি কৃষ্ণে পতিভাব করে ॥

॥ যথা ত্রীদশমে ॥

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিগ্নধীশ্বরী ।  
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে মমঃ ॥

ঘটক বড়াই তার কর্ত্তা কাত্যায়নী ।  
গর্গকন্যা সুপণ্ডিতা গার্গী ব্রাহ্মণী ॥  
অনুঢ়া আছিল তারা মা বাপের ঘরে ।  
গন্ধর্ব্ব বিধান বিভা হৈল কৃষ্ণ বরে ॥  
পতিভাবে নায়কের রসোদ্বগ পাঞে ।  
ভাব শিক্ষা কৈল পুন নাগরীর ঠাঞে ॥

॥ যথা রসামৃতসিন্ধৌ ॥

যাশ্চ গোকুলকন্যাসু পতিভাবরতা হরৌঃ ।  
তাসাং তদ্বৃ্ত্তিনিষ্ঠত্বান স্বীয়াত্মম সাম্প্রতম্ ॥

ত্রিবিধা গোপীর নিত্য রঅা [ ' ]বলী ।  
তা সভার মোক্ষ পর<sup>২</sup> রাধা চন্দ্রাবলী ॥  
তার মধ্যে ত্রীরাধিকা অতি প্রিয়তমা ।  
কৃষ্ণসম রূপগুণ সমান মহিমা ॥

॥ যথা দীপিকায়াম্ ॥

সুন্দরীশতযুথেষু রাধা চন্দ্রাবলী ত্য্যতে ।  
তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা ॥

প্রধান গোপিকা যত জ্ঞাতিএ মালুঘী ।  
 কৃষ্ণ ভঞ্জে ভাব শিখে তা সন্তার দাসী ॥  
 কহিল তোমারে এই গোপী বিবরণ ।  
 স্মৃষ্টতর ভক্তি লভে করিলে শ্রবণ ॥  
 পরশুরামের রহু গুরুপদে ধ্যান ।  
 মাধবসঙ্গীত গীত আনন্দিতে গান ॥

## চতুর্থ অধ্যায়

### রাগ করুণাশ্রী<sup>১</sup>

জয় গোপাল গোবিন্দ রাম জয় ॥ ৫৭ ॥

রাজা বলে শুন মুনি কৃপায়ুক্ত হঞা ।  
রাসোৎসব কথা কহ বিস্তার করিঞা ॥  
প্লাঘ্য হৈল ব্রহ্মশাপ বরের কারণ ।  
অন্তথা কেমনে পাব তুয়া দরশন ॥  
ভুবনপাবনকথা স্বাছ<sup>২</sup> পদে পদে ।  
পরম আনন্দে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে ॥  
সুধারূপী কৃষ্ণকথা শ্রীমুখারবিন্দে ।  
শ্রবণে ইন্দ্রিয়গ্রাম আছএ আনন্দে ॥

॥ যথা প্রথমস্কন্ধে ॥

ন সাতি ছঃ স্বাহা ক্ষুণ্যাং ত্যক্তোদমপি বাধতে  
পিবন্তুং তন্মুখাশ্তোজ্যতং হরিকথামৃতম্ ॥

মুনি বলে এই কার্য্য এই অধিকার ।  
শ্রবণের কালে ত্যক্ত সকল ব্যাপার ॥  
অন্ত কথা কবে যেবা কৃষ্ণকথা কালে ।  
তা সম নারকী নাঞি এ মহীমণ্ডলে ॥  
যাবচ্চতুর্দশ ইন্দ্র থাকে সূর্য্যশশী ।  
তাবত সে জন হয় নরকনিবাসী ॥

॥ তথা ॥

শ্রীকৃষ্ণসংকথামধ্যে চান্যং বদতি পাতকি ।  
স পরি নরকং যাতি যাবচ্চতুর্দশ ॥

শুকদেব বলেন কথা সভাখণ্ড শুনে ।  
 পুলকঅনন্দঅশ্রু সভার নয়নে ॥  
 একে সে কৃষ্ণের কথা শুকদেব গান ।  
 হিয়া ভরি কর্ণপুটে সতে করে পান ॥  
 আইল হেমন্ত ঋতু শরতের শেষ ।  
 নন্দের নন্দন কৃষ্ণ কিশোর বএস ॥  
 নিতি নিতি বৃন্দাবনে ধেমু লঞা যায় ।  
 গোপসখা সঙ্গে কৃষ্ণ গোধন চরায় ॥  
 যমুনা নিকট তটে গোধনের সনে ।  
 কমলালালিত পদ ফিরে বনে বনে ॥  
 আরোহণ করি কভু গিরিগোবর্দ্ধন ।  
 ফুল ফল কন্দ মূল করেন ভক্ষণ ॥  
 কানন কুসুমে গাঁথি পরে চিত্রমালা ।  
 কখনো ভাণ্ডীর তলে করে নানা খেলা ॥  
 শোভন শিলায় কভু ভোজন সম্ভার ।  
 কভু সে ' [ যমুনাঙ্গলে মর্জ্জন বিহার ॥  
 হাসিতে খেলিতে হয় বেলি অবসান ।  
 ধেমু ফিরাইতে দেই মুরুলির তান ॥  
 শামলী ধবলী কালী হংসী বংশীপ্রিয়া ।  
 মুরুলিতে ডাকে ঘন ধবলী বলিঞা ॥  
 কারো কারো হরিশ্রবনি কারো সিঙ্গা বেণু ।  
 উর্দ্ধমুখে ধায় কত দূরগত ধেমু ॥

॥ যথা রসায়ন সিদ্ধৌ ॥

পিসাঙ্গমণি কস্ত নি প্রণত শৃঙ্গী পিজলে  
 মুদঙ্গমুখী ধুমলে ধবলি হংসী বংশীপ্রিয়া ।  
 ইতি মুরলীকুলং মূল্যরুদির্ষ হাহা ধ্বনি  
 বৈর দূরগতমাহ্বয়ন্ হরতি হস্ত চিন্তং হরিঃ ॥

আসিঞা মেলিলা গাই যমুনার কুলে ।  
 আহে আহে করি চলিয়া রাখালে ॥  
 বনফুলে ভূষিত সভার কলেবর ।  
 নানা ধাতুরাগে শোভা গোখুলি ধূসর ॥  
 কাল ধল নীল পীত যার যেই বানা ।  
 একত্রে হইল সব রাখালের থানা ॥  
 নিজ নিজ পাল সব সভে দেখে উভারিঞা ।  
 নগর ভিতর আইলা ধেমু চালাইঞা ॥  
 ঘন বেণু জোড়া সিঙ্গা মুরুলির ধ্বনি ।  
 গুনিঞা দেখিতে ধায় গোপ নিতম্বিনী ॥  
 দিবস বঞ্চিল সভে কৃষ্ণগুণ গাঞা ।  
 চকোরাক্ষি সুধা পিয়ে শ্যামচান্দ পাঞা ॥  
 তা সভার মুখচন্দ্র নয়ন ইঙ্গিতে ।  
 রসিক নাগর তনু না পারে ধরিতে ॥  
 অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কৃষ্ণ যেই পানে চায় ।  
 তা সভার মন সুখসাগরে ভাসায় ॥  
 হরিল সভার চিত্ত ঈষৎ হাসিঞা ।  
 সখা সঙ্গে চলে রঙ্গে অঙ্গ হেলাইঞা ॥  
 রাখিল সকল ধেমু বাহির বাথানে ।  
 উপনীত হৈলা সভে নন্দের প্রাক্ষণে ॥  
 সে কালে শোভার কথা कहনে না যায় ।  
 বৈকুণ্ঠনিবাসী সব সেবিতে সাধায় ॥  
 কেহো কাল কেহো গোরা কারো চিত্রতনু ।  
 সভার অধিক চলল রাস কানু ॥  
 কারো নীল কারো পীত কারো রাজা ধড়ি ।  
 কনয়া জড়িত কারো হাতে বেত্র নড়ি ॥  
 কেহো কেহো কোন ছলে কারো কথা দোষে ।  
 কেহো বা কাহার কথা বিড়ম্বিঞা হাসে ॥  
 কেহো কারো ভূষা নিয়া দেই করতালি ।  
 হাঁসিঞা প্রবোধ তারে দেয় বনমালি ॥

স্বর্গে হৈতে আইলা যেন নর্তন সংপ্রদা ।  
 দেখিতে বান্ধিল নন্দে উৎসাহের ধাধা ॥  
 উঠিতে আনন্দে নন্দ টলবল করে ।  
 নয়নে আনন্দ অশ্রু সিক্ত কলেবরে ॥  
 হৃষ্টপুষ্ট গোপ রাজা দিব্য পরিপাটি ।  
 গজস্কন্ধ লম্বোদর হাতে স্বর্ণ লাঠি ॥  
 তিল তুল্লিত কেশে বেশ মনোহর ।  
 চারু চেন চন্দ্রকাস্তি প্রকাণ্ড সুন্দর ॥  
 নমস্কার কৈল সভে নন্দের চরণে ।  
 মোর বাপু মোর বাছা বলে জনেজনে ॥  
 আনন্দে আশিস বাণী না নিশ্বরে মুখে ।  
 মোর মোর করে মাএ ধরিঞা চিবুকে ॥  
 কৃষ্ণরূপ নিরীক্ষণে মনে হয় সাধ ।  
 প্রেমজলে পূর্ণ আমি দৃষ্টি হএ বাধ ॥  
 হিয়া ভরি কোলে করি কুশল পুছিল ।  
 তা শুনিঞা ভদ্রসেন কহিতে লাগিল ॥  
 অমুপাম কৃষ্ণ নাম বলরাম যথা ।  
 সেখানে না থাকে আর কোন মনঃকথা ॥  
 কৃষ্ণ সঙ্গে থাকে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি পাই ।  
 তপন তাপের কালে সেহো দেই ছাই ॥  
 খেলায় দোলায় দিন যায় নাম গরু রাখা ।  
 মারলে জিয়াইতে পারে কৃষ্ণ হেন সখা ॥  
 পাসরিল মাতা পিতা রাম কান্ধুর গুণে ।  
 ঘরের অধিক মহাসুখে থাকে বনে ॥  
 কহিএ মনের কথা দিঞা সমাধান ।  
 তোমার কানাক্ষি সব রাখালের প্রাণ ॥  
 হঞা বাসতেক জন্ম পুনঃ পুন মরি ।  
 কান্ধু হেন গুণনিধি পাসরিতে নারি ॥  
 এই সব কথা নন্দে ভদ্রসেন কয় ।  
 শ্রীদাম সুদাম আদি পুলকাজ হয় ॥

মনের আনন্দ পাঞা সর্ব্ব সথাগণ ।  
 আহা বলি ভক্তসেনে দিল আলিঙ্গন ॥  
 শুনিঞা নন্দের গা ধরণে না যায় ।  
 সুখের সাগরে ভাসে থল নাহি পায় ॥  
 নন্দের আনন্দ যত কে বলিতে পারে ।  
 যশোদার কথা পুন কহিএ তোমারে ॥  
 গাভি হাস্য রব আর শুনি শিঙা বেণু ।  
 যশোদা জানিল এই আইলা রাম কাহু ॥  
 ক্ষেণেক বাহিরে যায় ক্ষেণে যায় ঘরে ।  
 ঘরে হৈতে আশ্রয়ে পুন ত্বরায় বাহিরে ॥  
 সঙ্কায় সংভ্রম হঞা ব্রজেন্দ্রগৃহিণী ।  
 পথপানে চাঞা শুনে মুরুলির ধ্বনি ॥

॥ যথা তত্রৈব ॥

বিগ্নস্ত কৃতি পানি বগ্ন মুরলী নিশ্বান শুক্ণ সয়া  
 ভূয় প্রস্বরবসিনি দ্বিগুণতোৎকণ্ঠা প্রদৌসোদায় ।  
 গেহাদঙ্গন মঙ্গলঃ পুনরসৌ গেহং বিসত্যাঙ্গনা  
 গোবিন্দশ্রমহু ব্রজেন্দ্রগৃহিণী পশ্যানমালোক্যতে ॥

জয় কৃষ্ণ জয় ধ্বনি গোকুল নগরে ।  
 সুমঙ্গল হুলাহুলি প্রতি ঘরে ঘরে ॥  
 কৃষ্ণের নিকটে আসি যশোদা রোহিণী ।  
 নির্মল্যে দধি দুর্ব্বা সুস্তিক নবনী ॥  
 জালিয়া দীপের মালা ব্রজের আরতি ।  
 প্রতি অঙ্গ নিরীক্ষণ করে যশোমতী ॥  
 দেখিঞা পুত্রের মুখ যশোদার মনে ।  
 সিন্ধু হৈল অঙ্গ যেন সুধায় সিনানে ॥  
 উথলিল শ্যামসিদ্ধু অঙ্গ বহে ধারে ।  
 গোধূলি খুইল তাহে কৃষ্ণ কলেবরে ॥  
 আনন্দে মজ্জিলা রাণী কৃষ্ণ করি কোলে ।  
 বসন ভিজিঞা দুগ্ধ পড়ে ভূমিতলে ॥



॥ যথা শ্রীদশমেব ॥

তস্মাতরো বেষু নবরোথিতা উষা হ্য দৌতি পরিবভ নির্ভর ।  
স্নেহসুতস্তত্ত্ব পয়ঃ সূধা পরং ব্রহ্ম সূতান পয়নি ॥

॥ ললিতমাধবে ॥

বিদলিত গিরধা তু স্বাজপত্রাবলিকা  
নখিন সুরতি বেষু লক্ষালয়স্তীযশোদা ।  
কুচ কলস বিমূঠে স্নেহমাধবিকণ্ঠে-  
স্তবনবয়মভিসেকং হৃদ্ধ পূর্বে স্বরোতি ॥

বয়নে না খেদে রাগী শ্রবণে না শুনে ।  
আপনি বা কোথা আছে ইহা নাহি জানে ॥  
আনন্দ আবেশে কিবা কহিবারে চায় ।  
প্রেমের পাথারে পড়ি উদ্ধ ডুবে খায় ॥  
আশ্রয় করিতে রাগী কৃষ্ণ করি কোলে ।  
চুষন করএ কত বদন কমলে ॥  
কেশপাশে পট্টডোরে মুখ পূর্ণ ইন্দু ।  
অরুণের কাস্তি ভালে সিন্দূরের বিন্দু ॥  
ইন্দীবর দল রুচি কুরঙ্গনয়নী ।  
অখিলে অসীম ভাগ্য কৃষ্ণের জননী ॥  
অপার করুণা রসে হেলাইছে গা ।  
সৌভাগ্যসম্পদে ভূমে নাহি পড়ে পা ॥

॥ যথা বিদগ্ধমাধবে ॥

তোবিজুটি তত ক্রঙ্কেশপনটনা সিন্দূরবিন্দুল্লসতাম  
সীমন্তহ্যতিরঙ্গভূষণরিধ নীতি প্রকৃতং পিতা ।  
গোবিন্দা শ্রা নিম্বেষ্ট সঞ্চ নয়ন ছ প্রাস ত্রিঞ্জি  
বর শ্রাম রুচিচিত্র সি চয়া গো ॥

ঘর গেলা যশোমতী পাগলীর পারা ।

একা যশোমতী প্রেম বহে পঞ্চ ধারা ॥

সন্মোহে পরিপূর্ণ প্রতি অঙ্গ বাধা ।  
 মুখচন্দ্রে বহে লাল সেই যেন সুধা ॥  
 বুক বাঁধা পড়ে ধারা খির নিরমল ।  
 মেরুগিরি হৈতে যেন জাহুবীর জল ॥  
 নয়নঅঞ্জনধৌত বহে অক্ষধারা ।  
 শ্যামল যুগল ধারা কালিন্দীর পারা ॥  
 প্রাক্ষণে পুত্রকে রাখি ঘর প্রবেশিতে ।  
 পুন পাসরিঞা যায় কৃষ্ণেরে দেখিতে ॥

॥ যথা রসামৃতসিঞ্চো ॥

পিত সত্যাতিভিঃ স্তনাতিপতিতৈঃ ক্ষীরকরে জাহুবী  
 কালিন্দী চ বিলোচনা ত্রতনিতৈজাতোঞ্জন শ্যামলে ।  
 আবান্মধ্যে মরে দিমা পতিতরৌ ক্লিন্নাতয়ো সঙ্গমে  
 বৃত্তাসি ব্রজবাজিত সূত মুখ প্রেক্ষাং ক্ষটং বাঞ্চাসি ॥

বসিলা সকল সখা বিচিত্র আসনে ।  
 রাজরাজেশ্বর হেন সেবে শিশুগণে ॥  
 রক্তক সেবার সখী কৃষ্ণপদে ধরি ।  
 পত্রকের হাথে জল সুবর্ণের ঝারি ॥  
 রসালের হাথে আর্দ্র সুগাত্র মোছনি ।  
 তিনজনে পাখালিল চরণ ছুখানি ॥  
 মধুভ্রত নামে সখা বসিঞা সমীপে ।  
 খসাইল বন্যবেশ আলপে আলপে ॥  
 বংশী বেত্র বনমালা নৃপুর কিংকিণী ।  
 পীতধড়া রত্নবাঁধা কনয়া পাঁচনি ॥  
 অম্বিকা কলিঙ্গা দুই ধাই ভাগ্যবতী ।  
 কৃষ্ণের অভিন্ন মাতা যেন যশোমতী ॥  
 সক্রোধে হাসি আসি দাণ্ডাইলা কাছে ।  
 পরিধেয়াঞ্চল হাথে প্রতি অঙ্গ মুছে ॥  
 পুনপুন মুখ মোছে নিরীক্ষণ ছলে ।  
 মরি যাই অরে বাছা ঘন ঘন বুলে ॥

॥ যথা দীপিকায়াং ॥

অস্থিকা চ কলিঙ্গা চ ধাত্রীকে স্তনদাত্রিকে ।

পীত বস্ত্র যোগাইল সখা চন্দ্রহাসে ।  
 সুবিলাস পরাইল নাগরাণী বেশে ॥  
 আনন্দে আনিঞা দিল সুগন্ধি চন্দনে ।  
 প্রেমকর্ণ প্রতি অঙ্গে করিল লেপনে ॥  
 কনয়া কঙ্কতি হাথে লইঞা বকুলে ।  
 বাক্ষে মনোহর চূড়া টানিঞা কপালে ॥  
 রসদ বিচিত্র ভূষা দিল স্থানে স্থানে ।  
 শারদ আনিঞা দিল সম্পুটের পানে ॥

॥ যথা রসায়নতসিকৌ ॥

রক্তকপত্রকপত্রি মধুকণ্ঠে মধুব্রত ।  
 রসালসুবিলাসস্ত প্রেমকর্ণমকরন্দক ॥  
 আনন্দচন্দ্রহাসস্থাপযোদা বকুলস্তথা ।  
 রসদ শারদাভ্যম্ব্রজস্থা অমুগামিতা ॥

কৃষ্ণকে বেড়িঞা আছে গোপ সখাগণে ।  
 শ্রীহস্তে লইঞা পর্ণ দিল জনে জনে ॥  
 প্রণাম করিঞা সভে হব ধরে পায় ।  
 পুন বেণু সিজা জোড়া মেলিঞা বাজায় ॥  
 সখ্যভাবে আলিঙ্গন করি পরস্পরে ।  
 কৃষ্ণ অমুমতি লঞা গেলা ঘরে ঘরে ॥  
 নিজ নিজ পুত্র লঞা গোপ গোপীগণ ।  
 আনন্দে কৃষ্ণের কথা করএ শ্রবণ ॥  
 যদিগে যতেক হয় বৃন্দাবনে খেলা ।  
 মা বাপের স্থানে সব কহে ব্রজবালা ॥  
 এইরূপে নিতি নিতি কৃষ্ণগান শুনি ।  
 সঙ্গে ইচ্ছা করে যত নবীন যৌবনী ॥

গুরুকৃপা নবলেশ আবেশ বিহিত ।

ରଚିତ ପରଶୁରାମ ମାଧବସଙ୍ଗୀତ ॥

## ରାଗ କରୁଣାତ୍ରି

**মাএর রক্তন**                      **পঞ্চাশ ব্যাঞ্জন**

ভোজন করিঞা কান ।

শয়নমন্দিরে পর্য্যক উপরে

লইল কর্পূর পান ॥

পূর্ণ নিশাকর                      গগন উপর

বেড়িয়া নক্ষত্রগণে ।

কুন্দ জাতি যুথী                      মল্লিকা মালতী

ফুটল কুসুম বনে ॥

মত্ত মধুকর                      গুণে নিরন্তর

পাইএণ্ডা ভ্রমরীর সঙ্গ ।

দেখিতে দেখিতে                      রসিকের চিতে

বাড়ল মদন রঙ্গ ॥

যোগমায়া বলে                      গগনমণ্ডলে

স্বকিত রহিল শশী ।

রমণিরমণ

ইছিল ব্রহ্মের নিশি ॥

শুক পিক জোর                      চাতক চকোর

ফু করে সময় পাওয়া ।

নন্দের নন্দন                      করল গমন

মোহন মুরুলি লঞা ॥

কিশোর বএস                      নটবর বেশ

রতনমঞ্জীর পায় ।

নানা মণিগণে                      অঙ্গের কিরণে

উজ্জরে চলিঞা যায় ॥

**মনে অনুমান**

ରାଜିକରାୟଣୀ ମଞ୍ଚ ।

নগর ভিতরে চলে ধীরে ধীরে  
ছায়াএ লুকাঞা অঙ্গ ॥  
কুঙ্কম চন্দন অঙ্গে বিলেপন  
গলাএ চম্পক মালা ।  
রাধার বরণে বিরহ কারণে  
মুগধ নন্দের বালা ॥  
অনঙ্গ আবেশে চাহে চারি পাশে  
মিছা আলিঙ্গন চায় ।  
আঁখি ছলছল করে টলবল  
বসন না রহে গায় ॥  
রাধা অমুমান ধরিঞা ধেয়ান  
চলিতে চরণ ভুলে ।  
রসের পাথার অপার সঁাতার  
আইলা কালিন্দী কূলে ॥  
নিজ নিজ ভাব সহজ স্বভাব  
জলে স্থলে হয় যত ।  
মদনমোহন নন্দের নন্দন  
তা দেখি মনের মত ॥  
যমুনার জল চারু নিরমল  
আধ পতিব্রতি কাম ।  
গুরুপদোচিত মাধবসঙ্গীত  
রচিল পরশুরাম ॥

### রাগ ভূড়ি

কালিন্দী কিনারে গো নাগর কালিয়া  
জলেরে যাইতে একা সে অঙ্গে লাগিল ঠেকা  
মনে ছিল তমাল বলিঞা ॥ ঞ্চ ॥  
কানাঞি করিঞা আগে আবেশ আছিল গো  
ধাধসে বন্দিল ছই পায় ।

রূপের বাতাসে তনু                      কি জানি কি হৈল গো  
 কথা কহিতে পুন কপতে গায় ॥  
 নব কুবলয় দল                              তনু নিরমল গো  
 রতন মুকুর বর হিয়া ।  
 কেমন বিধাতা তায়                      রসাল করিল কিবা  
 শুধুই সুধার সার দিয়া ॥  
 রূপের মাধুরী কত                      ভুবন ভুলায় গো  
 পরশে অমিয়া সুখরাশি ।  
 পরশুরামের মনে                      স্বঙরি স্বঙরি রূপ  
 বসিঞা কান্দএ দিবানিশি ॥

একে রসের নাগর কালিন্দীর কূলে ।  
 তাহে সই যেই শোভা হয় যমুনার জলে ॥  
 তায় দেখিঞা মুগ্ধমন নন্দের নন্দনে ।  
 যে মদন হইল রাজা অখিল ভুবনে ॥  
 তাহে অঞ্জনগঞ্জন ঘন কালিন্দীর পানি ।  
 যেন বিধি নিরমিল কামরসের দামিনী ॥  
 তাহে তরলিত অঙ্গ কত মন্দ মন্দ বায় ।  
 যেন গাএর গরবে যুবা যৌবন দোলায় ॥  
 তায় রাতুল অসিত শিল কমল পরিকাশে ।  
 যেন যুবতীবৃন্দের আঁখি নন্দের আলিসে ॥  
 তায় কালিন্দী কাননে কোন কমল লোটায়ে  
 যেন নাগর চলিঞা পড়ে নাগরীর গায় ॥  
 তায় পরণে উড়িঞা পত্র কুসুম আচ্ছাদে ।  
 যেন কামিনী করল লজ্জা হাস্ত পরিচ্ছেদে ॥  
 তায় নবীন বিশদ পত্রে দেখি শ্যাম ছটা ।  
 যেন কান্নুরে দেখায় কাম বিধাতার পাটা ॥  
 তায় অলির উল্লাস কত নলিনীর জালে ।  
 যেন আইলা প্রিয়পতি যৌবনের কালে ॥

তায় অন্তরে সঞ্চারে কত ছোট বড় মংস্তগণ ।  
 যেন নীলবস্ত্রে আচ্ছাদিতে প্রিয়াআভরণ ॥  
 তায় উঠে ডুবে করে ঢেউয়ে আহার উপেখি ।  
 যেন বন্ধু অনুরোধে পরকীয়া সখী ॥

॥ ১ ॥

তায় সঞ্চল চক্রবাক প্রিয়পি ব্রহ্মে শার্দোর  
 পরিকল্পিতানন্ত মহিমা সায়বানন্দোহয়ং  
 ব্রজভাব বৃন্দেহো বিহরতি ॥

॥ যথা ব্রহ্মসংহিতায়াম্ ॥  
 ( আদিপুরুষরহস্যে )

যস্য প্রভা প্রভবাতা জগদন্ত কোটি  
 কোটিস্থসে বসুধা দিবিভূতি ভিন্নম্ ।  
 ত ব্রহ্ম নিষ্ফলমনস্তমশেষভূতং  
 গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

উজ্জ্বলাদি সর্ব রসে পরিপূর্ণ অঙ্গ ।  
 কি বুঝিঞা নাহি কর প্রেয়সীর সঙ্গ ॥  
 মনসিজ নাম মোর মনেই সঞ্চারি ।  
 তুয়া গত চিন্ত যত বরজ সুন্দরী ॥  
 তরুণীগণের চিন্ত জানি যে ইজিতে ।  
 সভার অভীষ্ট প্রভু তোমারে ভজিতে ॥  
 কারণ বুঝিঞা কাম এতেক কহিল ।  
 শুনিঞা কৃষ্ণের মনে হাস্ত উপজিল ॥  
 শুনহে রতিপতি রসিক সুজান ।  
 রসের প্রসঙ্গে তুমি আমার সমান ॥

কহি যে সকল কথা কারণ বুঝিঞা ।  
 সেই হেতু শ্রম কর মোর বন্ধু হঞা ॥  
 সম্মোহনগুণে আগে সর্বচিন্ত হর ।  
 রাধিকা মানাঞা মোর প্রিয়কৰ্ম কর ॥  
 শুনিঞা বলেন কাম শুন মহাশয় ।  
 এ কার্যের মত আজ্ঞা উপযুক্ত হয় ॥  
 তুমি প্রভু অন্তর্যামী কিবা নাহি জান ।  
 আমি কি বলিব আগে বাতুলের হেন ॥  
 আত্মমুখে অমুভূত রসের নিদান ।  
 রসবিলাসিনী রাধা তোমার সমান ॥  
 অনন্ত ইন্দিরা যার মুরুছায় পদে ।  
 প্রতি নিশি নব সদি নখ সাম্য সাধে ॥  
 শচী রতি উমা আদি প্রধান রমণী ।  
 ঝুরিঞা ঝুরিঞা কান্দে যার গুণ শুনি ॥  
 আনন্দমঞ্জরী সর্ব মাধুর্যের সীমা ।  
 বিধির অবধি যার অপার মহিমা ॥  
 কত কাম মুরুছায় নয়নের কোণে ।  
 কি করিতে পারে তার সম্মোহন গুণে ॥  
 এই এক অথবা আজ্ঞার লক্ষ করি ।  
 গোপিকার চিন্ত যদি মোহিবারে পারি ॥  
 সম্মোহনে হতজ্ঞান হএ স্বতন্তরা ।  
 লজ্জা ভয় ছাড়া হয় স্বকীয়ার পারা ॥  
 লাজ ভয় বিনা এই রসে পড়ে বাদ ।  
 কৈতব বশ্যতা সেহো বড়ই প্রমাদ ॥  
 অকৈতবে তনুমনে হয় আলস্বনা ।  
 সম্ভোগ সম্প্রাপ্তি আশে হয় উদ্দীপনা ॥  
 উদ্দীপনা রস স্থিতি কথোপকথনে ।  
 সম্মিলন করে তিতি স্বজাতীয় সনে ॥ ]<sup>১</sup>



স্বজাতীয়া সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু অনুরোধে ।  
 সম্প্রদা সামর্থ্য বলে ধর্ম্যে নাহি বাধে ॥  
 নীতধর্ম্য কুলকর্ম্য যদি বশ হয় ।  
 তথাপি যাহাতে রতি সেই কথা কয় ॥  
 কহিতে বাচিক হয় হয় উপাদান ।  
 কাম্বিকের ভাবে পুন হয় যত্নবান ॥  
 যত্নবান হৈলে সিদ্ধ হয় অনুদিনে ।  
 সর্ব্বাঙ্গা সজ্জোগ তায় পরাণে পরাণে ॥  
 প্রাণে প্রাণে ঐক্য তায় মানসিক বলি ।  
 অনুকূল হঞা ভঞ্জে ইন্দ্রিয় সকলি ॥  
 সকল ইন্দ্রিয় যদি রহু তার বশ ।  
 তথাপি না ছাড়ে কভু প্রপঞ্চনা রস ॥  
 বিজাতীয় লোকমধ্যে প্রপঞ্চনা করে ।  
 জীতে স্বজাতীয় সঙ্গ ছাড়িতে না পারে ॥  
 জাতি প্রাণ ধন করি জানে সেই জনে ।  
 সে আমার আমি তার না বলে বচনে ॥  
 মিথ্যা হেন কর্ম্য ধর্ম্য করএ সকলি ।  
 বিচ্ছেদের ভএ কাঁপে হিয়ার পুথলি ॥  
 গৃহকর্ম্যে থাকি যদি গুরুজন সনে ।  
 বন্ধুতার অনুমান করে মনে মনে ॥  
 সেই রূপ রসকথা করে অনুমানে ।  
 সংসার জুড়িয়া বহে পিরিতের বানে ॥  
 বশ্যায় প্রাবিত হঞা মজে ছুই কূল ।  
 দৈবেই আশ্রয় করে কল্লতরু মূল ॥  
 কল্লতরু মূল পাঞা সঙ্গ নাহি তেজে ।  
 স্বজাতিয় মূল তেঞি এ সকল কাজে ॥  
 যার সঙ্গে অকৈতবে হয় হাসভাষ ।  
 সেই সে করিতে পারে রসের প্রকাশ ॥  
 মদনের কথা যদি হৈল অবসান ।  
 রতি পুন বলে প্রভু কর অবধান ॥

যে কহিল মোর প্রভু তোমার চরণে ।  
 সেই সে উচিত সব নিত্যবৃন্দাবনে ॥  
 স্বকীয়ার খণ্ডরতি অধিকার ভেদে ।  
 অমুরাগ ভেদ তেঞি রাগে নাহি বাধে ॥  
 অমুরাগ বিনা প্রীতি যথাযথা দেখি ।  
 অলবণ শাক যেন ব্যঞ্জনে না লেখি ॥  
 অমুরাগ যুক্ত রতি হয় মহারস ।  
 অমুক্ষণ অভিনব পিরিতির বশ ॥  
 পরকীয়া পরপ্রেমা নিত্য চমৎকার ।  
 নাগরেন্দ্র শিরোমণি কর অঙ্গীকার ॥  
 যেই যেই অবতারে যেই যেই কস্ম ।  
 আপনি ভজিঞা যারে বুঝাইলে ধর্ম ॥  
 নীতধর্ম যুগধর্ম বেদের গোচর ।  
 অবতার ভেদে নাহি ছিলা স্বতন্তর ॥  
 ইহার কারণে প্রভু বেদে বশ হঞা ।  
 বুঝাইলে নীতধর্ম আপনি যজ্ঞিঞা ॥  
 এবে সর্ব অবতার সার অবতারি ।  
 ভুবনমোহন বৃন্দাবনের বিহারী ॥  
 অভিন্ন যৌবনরূপ কৈশোর দশায় ।  
 সফল করিতে প্রভু করহ উপায় ॥  
 এই গিরিগোবর্দ্ধন এই বৃন্দাবন ।  
 তরুলতা আদি যত পশুপক্ষীগণ ॥  
 শৃঙ্গুর রসের কার্যে তুমি মহারাজা ।  
 বসতি বিশিষ্ট কর নিতম্বিনী প্রজা ॥  
 অঙ্গ সঙ্গ রতি মতি রাজকর দিঞা ।  
 বিপিনে বসতি বন্ধু' প্রেমপাটা লঞা ॥  
 বৃষভানু মহারাজা কুলের নন্দিনী ।  
 চিন্তমণিময়পাটে রাখা রাজরাণী ॥

ললিতাদি সখি মহা পাত্র অধিকারে ।  
 কল্লাধার যুগে যুগে সেবুন রাজারে ॥  
 গোলকবিজয়ী নাম গঢ় বৃন্দাবন ।  
 বিষম বিহঙ্গ আছে দ্বাদশ কানন ॥  
 ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্ম রুদ্র বিষ্ণু আদি জনে ।  
 বিহঙ্গে বিহঙ্গে রহ্ন রক্ষার কারণে ॥  
 যে গঢ় বেড়িয়া খাণ্ড কালিন্দী<sup>১</sup> তনয়া ।  
 বেটল পর্য্যন্ত ভূমি যেমত বলয়া ॥  
 হরিদাস বজ্র গিরি গোবর্দ্ধন নাম ।  
 মউর আকৃতি দ্বারে আছে অবিরাম ॥  
 কহিল প্রসঙ্গে সতে আছে যত্নবান ।  
 অপেক্ষা করিঞা মাত্র তুয়া অবধান ॥

॥ যথা রসামৃতসিকৌ ॥

কাস্তাভিঃ কলহায় তে কচিদিয়ং কন্দর্পলেখা ন কচিৎ  
 কীরেরণয়তি কচিদ্ধিতমুতে ক্রীড়াভিমারোত্তমম ।  
 সখ্যা ভেদয়তি কচিৎ স্মরকলাষাড্গুণ্যবাণী হতে  
 সন্ধিং কাপ্যমুশাস্তি, কুঞ্জনৃপতিঃ শৃঙ্গার রাজ্যোত্তম সমঃ ॥

॥ তথাচ ॥

ব্যক্তালক্তপদৈঃ কচিৎ পরিলুষ্ঠ্য পিঞ্জাবতংসৈঃ  
 কচিস্তল্লৈর্বিচ্যুত কাঞ্চিভিঃ কচিদসৌব্যাকীর্ণ কুঞ্জোৎকরা ।  
 প্রোত্মশ্মণ্ডল বন্ধ তাণ্ডব ঘটাল স্নোহস সেকতা  
 গোবিন্দশ্চ বিলাস বৃন্দমধিকং বৃন্দাটবী শংসতি ॥

কথায় না কহে কিছু<sup>২</sup> আশাবন্ধ মনে ।  
 কবে সে সেবিব কৃষ্ণ রাধিকার সনে ॥

যমুনার জল নিতি তরঙ্গের ছলে ।  
 হারাইল ধন যেন চাহে তরুতলে ॥  
 ছয় ঋতু বৃন্দাবনে করিল বসতি ।  
 শীতল সুগন্ধি মন্দ পবনের গতি ॥  
 প্রতি কুঞ্জ দেখি যেন বিচিত্র বিতান  
 রাস বিলাসের আশে কৈল নিরমান  
 আমরাহো জায়াপতি এই বৃন্দাবনে ।  
 সেবিতে করিএ সাধ রাধিকার সনে ॥  
 সহজে তোমার নাম বাঞ্ছাকল্পতরু ।  
 রচিল পরশুরাম সেবি নিজ গুরু ॥

### রাগ ধানশী

হেদে না লো সজ্জনি সে ধনি  
 মানাঞা দিব কে ।  
 কি তারে কৈতব কথা মরম জানে যে ॥ ৫

কানাঞি বলেন শুন মদনের প্রিয়া ।  
 কহিলে সকল কথা কারণ বৃদ্ধিঞা ॥  
 গোলক অধিক মোর এই বৃন্দাবন ।  
 সম্ভান অধিক যত তরুলতাগণ ॥  
 গোকুল গোধন যত জিনি কামধেনু ।  
 চিন্তামণি জিনি যত বৃন্দাবন রেণু ॥  
 সুরধনি জিনি এই মধুরস' ধারা ।  
 গোবর্দ্ধনগিরি প্রিয় শরীরের পারা ॥  
 লক্ষ্মী সরস্বতী আদি অমর রমণী ।  
 ততোধিক প্রিয় তুমি গোকুলগোপিনী ॥

॥ বিশ্বমঙ্গল ॥

চিস্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গলানাং শৃঙ্গারং পুষ্পতরু বস্ত্রয়বস্তুবান্ধাং  
বৃন্দাবনং ব্রজধেমুং নমু কামধেমু চেতি সুখসিদ্ধু বহো বিভূতিঃ ।

গোপিকামণ্ডলী মধ্যে রাধা চন্দ্রাবলী ।  
প্রণয় প্রেমের যেন শৃঙ্খলাশিকলি ॥  
কি দিঞা করিব আমি রাধার উপামা ।  
বেদবিধি অগোচর অপার মহিমা ॥  
কালীয়দমন দিনে কালিন্দীর কূলে ।  
দেখিল রমণী ধনি কদম্বের মূলে ॥  
নবীন যৌবনী সঙ্গে সখীর সমাঝ ।  
উদয় করিল যেন কত দ্বিজরাজ ॥  
নিষ্কলঙ্কে হয় যদি শরৎ সুধাকর ।  
কাঞ্চন দর্পণ যদি হয় মৃদুতর ॥  
পরাগ বহিত যদি হয় পদ্মফুল ।  
তবু নাহি হয় তার বয়ানের তুল ॥

॥ যথা ॥

ইন্দু কলঙ্কি মুকুর কঠোরঞ্চ সরোরুহ যদযয়া  
বিমিশ্রাং রাধে অকলঙ্কং মৃদু শোধিতং  
হে মুখং তরামুশ্চ তুলাং ন বিক্ষে ॥

ঈষদভঙ্গিমা যদি হয় ইন্দীবরে ।  
চঞ্চল খঞ্জন যদি বিরাম না করে ॥  
জলেস্থলে বহে যদি অমিঞা লহরী ।  
তভু সে নয়ান শোভা তুলনা না করি ॥  
মৃদুতা সৌরভ হীন দশবাণ সোনা ।  
কোন গুণে দিব তার অঙ্গের তুলনা ॥  
যতনে আনিঞা বিধি ছানিঞা বিজুলি ।  
অমিঞার ছাকে যদি গড়য়ে পুতুলী ॥

কামের কষণে যদি করয়ে রসান ।  
তভু সে না হয় তার নিছনি সমান ॥

॥ যথা উজ্জলনীলমণৌ ॥

বলাদম্বোল্লস্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং  
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমূল্লভয়তি চ ।  
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-  
বিচিত্ররাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি ॥

কোথা না আছিল হেন রসময় বিধি ।  
প্রকাশিল সেই অঙ্গে সেই বৈদগধি ॥  
মন' প্রাণ লঞা কিবা আরোপিল তায় ।  
হৃদএ পশিল তেঞি পাসরা না যায় ॥

॥ যথা চৈতন্যচরিতামৃতে ॥

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনা শক্তি  
রসাদেকাত্মা নাবপি ভূবি পরা  
দেহভেদং গতৌ তৌ ॥

কে আছে আমার হেন প্রিয়বন্ধু সখী ।  
মানাইঞা<sup>২</sup> দেয় মোরে সেই শশিমুখী ॥  
যত বৈদগধি আর এ রূপ যৌবন ।  
সে ধনি বিহনে মোর সব অকারণ ॥  
কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র যেন ক্ষীণ দিনে দিনে ।  
বৃন্দাবন শোভা যেন রাধিকা বিহনে ॥  
যবে সে চরণচিহ্ন হইব শোভন ।  
তবে সে ত্রৈলোক্যমধ্যে ধন্য বৃন্দাবন ॥

॥ যথা শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে ॥

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্য। যত্র বৃন্দাবনং পুরী ।  
তত্রাপি গোপিকা ধন্য। যত্র রাধাভিধামম ॥

সে পদ স্পর্শিব যবে যমুনার ধারা ।  
তবে সেই তিন লোক হন তীর্থবরা ॥  
যবে সে হইব মোর রাধা আরাধন ।  
সফল কানন কুঞ্জ সফল যৌবন ॥  
এই হেতু গোলক গোকুলে পরকাশ ।  
ইহা লাগি হৈল মোর বৃন্দাবনে বাস ॥  
যুগে যুগে হৈল মোর যত অবতার ।  
রাধিকা বিহিনে মোর সকল অসার ॥  
কহিল তোমাতে রতি মরম বিশেষ ।  
রাধিকা সাধনে মোরে কর' উপদেশ ॥  
কি মন্ত্র ঔষধি আছে পরম কারণ ।  
অবিলম্বে হয় যেন রাধার মিলন ॥  
রতি কাম বলে প্রভু মোর সাধ্য নয় ।  
উপায় করিব যত প্রাণ সত্যে রয় ॥  
এতেক বলিয়া দৌহে কৃষ্ণের চরণে ।  
বিদায় হইঞা গেলা ব্রহ্মার সদনে ॥  
বসিঞা আছেন তথা কমল আসনে ।  
ধেয়ান করিঞা জপে ব্রহ্ম সনাতনে ॥  
সুখানন্দ পুরী শত যোজন প্রমাণ ।  
ছেয়াশি যোজন আড়ে কাঞ্চনে নির্মাণ ॥  
দেবতরু সারি সারি নানা ফুলে ফলে ।  
সেচন করএ সদা মন্দাকিনীজলে ॥  
স্বর্গগঙ্গা আদি তাহে নানা তীর্থ রাজে ।  
ত্রিসন্ধ্যা করএ স্নান দেবতা<sup>২</sup> সমাখে ॥

ଅୟତ୍ତୁବ ଆଦି ତଥା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମନୁ ।  
 ମରୀଚାଦି ସମୁଦ୍ଧାସି ସାଂଜ୍ଞୋପାଞ୍ଜ ଜନୁ ॥  
 ଦକ୍ଷ ଆର କଶ୍ୟପ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଜାପତି ।  
 ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ନିଧାନେ ଧ୍ୟାନେ ଲୟ ଅବଗତି ॥  
 ଶ୍ଵକ ଯଜୁ ସାମ ଆଦି ଅଥର୍ବ୍ବ ନାମ ଭେଦ ।  
 ଚାରିମୁଖ ସନ୍ନିଧାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାରି ବେଦ ॥  
 ଆୟୁର୍ବେଦ ଧନୁର୍ବେଦ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସନେ ।  
 ଶାଖା ଉପଶାଖାଗଣ କରେ ଶ୍ଵାସିଗଣେ ॥  
 ଶମ ଦମ ତିତିକ୍ଷାଦି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ।  
 ଶାନ୍ତି ପୁଟ ଧୃତି କ୍ଷମା ଶୃଣୟୁକ୍ତ କର୍ମ ॥  
 ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶ ଶବ୍ଦ ପଞ୍ଚଜନା ।  
 ଅବ୍ୟୟ ଅଭାବେ କରେ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା ॥  
 ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ୍ର ହୟ ତର୍କ ନୟ ବ୍ୟାକରଣ ।  
 ଐକ୍ୟତାୟ କରେ ତାରା ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ॥  
 ସଂଶ୍ଳେଷ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମ ନିଶ୍ଚୟେର ତରେ ।  
 କଳିତ କନ୍ଦଳେ ଏହି ଶୁନି ସୁରପୁରେ ॥  
 ସମାଧିରଚନ ବିଧି ଚାରି ବେଦ ସନେ ।  
 ସର୍ବପରାଂପର ରାଧେ ଶ୍ରୀନନ୍ଦନନ୍ଦନେ ॥

॥ ଯଥା ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣେ ॥

ତତ୍ରୈଃ ବ୍ରହ୍ମାଣୁମାତ୍ୟୁରକୂଳ ଇଭବନେଞ୍ଚାକ୍ଷିତଃ ଯୋଜନାନାଂ  
 ପାତ କୋଟ୍ୟ ଧର୍ବ୍ବକ୍ଷତିଧିତାମିଦଂ ଯତ୍ତ ପାତାଳପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ।  
 ତାଦ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣୁଲ ଯୁତ ପରିଚୟ ଭାଗେବ କଳ୍ପଂ ବିଧାତା  
 ଦୃଷ୍ଟଂ ଯନ୍ତ୍ରାୟେ ବୁଦ୍ଧାବନମପିତଭବକଃ ସ୍ତାତା ତନ୍ତ୍ରା ସନ୍ତ ॥

॥ ତଥାହି ମଧ୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟାସ୍ତୋତ୍ରୈ ॥

ଯ କୁଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରାନ୍ତରଗୋଚରଂ ଚ ଯକୁ ଶୋଭେ  
 ବାନ୍ତ୍ରାବରଜାନି ଯାନି ଚ ।  
 ଶୃଣୁଧାନଂ ପୁରୁଷଂ ପରଂ ପଦ ପରାଂପର  
 ବ୍ରହ୍ମ ଚ ତେ ବିଭୂତ ଯଃ ॥



ষোল অলঙ্কার যত নাটক নাটিকা ।  
 হান্স বাত্‌ গত্‌ পত্‌ নিত্য আখ্যায়িকা ॥  
 অষ্টবিধা শ্লেষ কাব্য ভাষা ছ পঞ্চাশ ।  
 অষ্টাদশ পুরাণ আর যত ইতিহাস ॥  
 অষ্ট পঞ্চরাত্র আর দ্বাদশ সংহিতা ।  
 বীজমন্ত্রাবলী আর কৌশল কবিতা ॥  
 বুদ্ধি মেধা ধৃতি জ্ঞান বাঞ্ছে ইন্দ্রিয়াদি ।  
 মূর্ত্তিবস্তু<sup>১</sup> হঞা ব্রহ্মা সেবে নিরবধি ॥  
 চারিদিগে চারি যুগ আছে সর্বকাল ।  
 তিন অগ্নি সেবে শত অঙ্গের মিশাল ॥  
 উনপঞ্চাশ পবন সঙ্কে সেবে ছয় ঋতু ।  
 অমুক্রেমে অধিদেব ব্রহ্মপতি হেতু ॥  
 যতেক দেখিল কাম ব্রহ্মার সভায় ।  
 কহিবার কালে তত কহা নাহি যায় ॥  
 প্রণাম করিল কাম ধাতার চরণে ।  
 গমনকারণকথা কহে সঙ্কোপনে ॥  
 যেই প্রভু সর্বেশ্বর সভার কারণ ।  
 লীলাময় অবতার নন্দের নন্দন ॥  
 কে জানে কৃষ্ণের নাট্য এ তিন ভুবনে ।  
 বিরহব্যাকুল আজি নিত্য বৃন্দাবনে ॥<sup>২</sup>  
 না হেরে চন্দ্রের শোভা মলয় পবন ।  
 না লয় পুষ্পের গন্ধ সুগন্ধি চন্দন ॥<sup>৩</sup>  
 ছলছল করে আঁখি করুণার জলে ।  
 ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে কদম্বের তলে ॥  
 চমকি চমকি কভু লয় রাধা নাম ।  
 মাধবীলতার কুঞ্জে করিল বিজ্ঞাম ॥

১ মূর্ত্তিমত্ৰ

২ ক-পুঁথিতে এই দুই পঙক্তি নেই ।

৩ খ-পুঁথিতে

এই দুই পঙক্তি আগে পিছে দেওয়া আছে ।



সে হরি বাহার লাগি হঞাছেন অনুরাগী  
 না জানিল' তাহার মহিমা ॥  
 ও<sup>২</sup> পদ পঙ্কজ ভাস ভজিতে করিএ আশ  
 তুয়া ভূত্য কহিতে না পারি ।  
 অভয় চরণতলে হব আমি কতকালে  
 পদরঞ্জলেশের ভিখারি ॥  
 গিরি ভূবি রসাতলে শ্রাবর জঙ্গম কূলে  
 অখিলে যতেক আছে জীব ।  
 সভার অন্তর তুমি তাহে কি বলিব আমি  
 ভাবিঞা বিভোল যারে শিব ॥  
 সহস্র বদনে যায় অনন্ত মহিমা গায়  
 ছাপ্নন ভাষায় সরস্বতী ।  
 কিশলয়করে রমা নিরন্তর সেবি তোমা  
 হৃদিদেশে পাইল বসতি ॥  
 'তুমি সে সভার গুরু ভক্তবৃন্দে কল্পতরু  
 দুর্গতি দিনের চিন্তামণি ।  
 অশেষ রসের ধাম তনু অপ্রাকৃত কাম  
 বৈদগ্ধি জগতমোহিনী ॥  
 ধন্য ধন্য ব্রজভূমি যাহাতে বিহর তুমি  
 ধন্য ধরা যায় বৃন্দাবন ।  
 ধন্য যমুনার ধারা তিন লোকে তীর্থবরা  
 ধন্য ধন্য গিরিগোবর্দ্ধন ॥  
 অনেক ভাগ্যের লেখা ত্রীপাদপদ্মের<sup>৩</sup> দেখা  
 ধন্য ধন্য আমার নয়ান ।  
 ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পদে ইন্দিরা বাসনা সন্নে  
 অহুদিন রহুক ধেয়ান ॥  
 বিনয় প্রবন্ধে ধাতা জিজ্ঞাসে কারণ কথা  
 শুন প্রভু নন্দের নন্দন ।

১ জানি যে

২ উ

৩ পরবর্তী ছয় পঙ্ক্তি খ-পুঁথিতে নেই

৪ পাদারবিন্দে

সর্বভূত অন্তর্যামী                      কিঙ্কর হইএ আমি  
 কি আর করিব নিবেদন ॥  
 অপাঙ্গ লীলায় লয়                      সৃজন পালন হয়  
 আমা হৈতে হয় বারম্বার ।  
 ইন্দ্রাদি সেবক যার                      কি কার্য্য অসাধ্য তার  
 বুঝিতে হইল চমৎকার ॥  
 তুমি সে সভারে জান                      তোমারে জানএ হেন  
 কে আছে ভুবন চতুর্দশে ।  
 কহ শ্রীমুখের বাণী                      কহিলে কারণ জানি  
 কাতর পরশুরাম ভাষে ॥

### শ্রীরাগ

জয় গোপাল গোবিন্দ রাম জয় ॥ ক্র ॥  
 করপুটে সন্নিধানে স্তবন করে বিধি ।  
 শুনিয়া করুণাদৃষ্টে চাহে গুণনিধি ॥  
 অমল কমল দল নয়নযুগল ।  
 বিরহবিরোগজলে করে ছলছল ॥  
 দেখিঞা সঙ্কোচ হৈল বিধাতার মনে ।  
 পাণিপদ্মে আশ্বাসিঞা নিজ সন্নিধানে ॥  
 আঞ্জা দিল বসিবারে আপন নিকটে ।  
 সংকুচিত হঞা ব্রহ্মা বসিলা সম্পুটে ॥  
 বিনয় করিঞা বলে দেব ভগবান ।  
 নিবেদন করি ধাতা কর অবধান ॥  
 আপনার চিন্তা আমি আপনে' না জানি ।  
 কাহারে কহিব এত সঙ্কোচন বাণী ॥  
 তুমি সে আমার আত্মা ভিন্ন কিছু নয় ।  
 গুণত্রয়ে অংশভেদে অন্তরঙ্গ হয় ॥

কৌমার পৌগণ্ড দশা গেল ভালে ভালে ।  
 অসম বিসম ভেল কৈশোরের কালে ॥  
 ভারাইত হৈল যত অঙ্গে আভরণ ।  
 দাবানল হেন দেখি চল্লের কিরণ ॥  
 মলয় সমীর যেন বিষ লাগে গায় ।  
 কুলিশ নিপাত হেন কোকিলের বায় ॥  
 আপনার মন মোহে আপন যৌবন ।  
 কমলিনী কৈশোর বৃষ্টি দশার কারণ ॥  
 শুনহে কমলাসন কারণ বিশেষ ।  
 রাধা মানাইতে মোরে কর' উপদেশ ॥  
 কি আর আমার লাজ তোমারে কহিতে ।<sup>১</sup>  
 রাধিকা বিহনে তমু না পারি ধরিতে ॥  
 লীলার কারণ আর চিত্তের বাসনা ।  
 গোলোক মঙ্গল কীর্তি রাধা আরাধনা ॥  
 নিত্যলীলা বৃন্দাটবী কারণের মূল ।  
 বিনামস্ত্রে ইষ্টদেব নহে অমুকূল ॥  
 অস্ত্র মস্ত্রতন্ত্র জানি বেদের বিধানে ।  
 রাধামস্ত্র স্মৃট নহে শুদ্ধতত্ত্ব বিনে ॥  
 যোগবলে কর তুমি সংসারের সৃষ্টি ।  
 মস্ত্র উদ্ধার কর ভক্তিয়োগে দিগ্গ দৃষ্টি ॥  
 শ্রুতি স্মৃতি তোমার অবেচ্ছা কিছু নয় ।  
 বর্ণের বিগ্রহ কর বীজ জীব নয় ॥  
 বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন নিকুঞ্জ যমুনা ।  
 কল্পতরু পদ্মপীঠ গোলোক যোজনা ॥  
 সাধক সখ্যতা তায় সাধ্য সে রাধিকা ।  
 যে মূল প্রকৃতি সেই মাধুর্য্য নায়িকা ॥  
 আগামস্ত্রে তন্ত্ৰেষন্ত্রে করিয়া যোজনা ।  
 ষট্চক্র সুধিয়া করাবে উপাসনা ॥

যে জন অখিললোকে পরম সুকৃতি ।  
 উজ্জল ভজনে তার কর অবগতি ॥  
 সাক্ষর ভাবে সেই পূর্বভাগ্যবশে ।  
 অনুরাগে রাধাকৃষ্ণ ভজে প্রেমরসে ॥  
 বিধাতা বলেন প্রভু কর অবধান ।  
 তুমি শ্রুতি তুমি স্মৃতি জ্ঞানের নিদান ॥  
 যোগেশ্বরেশ্বর তুমি অখিলের গুরু ।  
 লীলাময় অবতার কামকল্পতরু ॥  
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার হয়ে দৃষ্টিপাতে ।  
 তার আগে গুরুকর্ম করিব কেমতে ॥  
 কৃপা করি যেই আজ্ঞা করিলে গোসাঞি  
 এমন বিসম কথা কভু শুনি নাঞি ॥  
 না জানিল বস্তুতত্ত্ব কি হব উপায় ।  
 আত্মবুদ্ধি নিবেদন করি রাজ্য পায় ॥  
 প্রভু বলে শুন বিধি মোর উপদেশ ।  
 রাধিকার কথা এই পরম সন্দেশ ॥  
 গুরু বিনে সাধ্য 'মন্ত্র না হয় সাধনে ।  
 তোমারে কহিএ আমি ইহার কারণে ॥  
 যেই রাধা সেই কৃষ্ণ এক আত্মা লেখি ।  
 প্রণয়বিকারভেদে ভিন্ন দেহ দেখি ॥  
 বস্তুতত্ত্ব সব ভেদ অনেক বিস্তার ।  
 আধেয় রাধিকা কৃষ্ণ বিগ্রহ আধার ॥  
 অপার রসের সিদ্ধ রাধিকার প্রেম ।  
 অলঙ্কার ভেদ যেন এক বস্তু হেম ॥  
 একই মৃত্তিকা যেন নানারূপ ঘট ।  
 পূর্ণ প্রেম বিলাসিতে<sup>১</sup> রাধার প্রকট ॥  
 আপনি প্রকৃতি যদি আপনে পুমাণ ।  
 জ্ঞান বিহু নাহি তাহে রসের সন্ধান ॥

এই হেতু দ্বন্দ্ব দেহ করিঞা প্রকাশ ।  
 অধিক বাটিল তায় রাখার বিশ্বাস ॥  
 সান্ধোপাজ প্রেমরস বিলাসের কাজে ।  
 আপন সমান সৃজে রমণীর মাঝে ॥  
 রাখাকৃষ্ণ অভিন্নতা জানিহ এ মর্শ্ব ।  
 উপপত্য ব্যবহারে ব্যভিচার<sup>১</sup> ধর্ম ॥  
 ব্যভিচার ভজনার শুন আবাস্তুর ।  
 পরপুংস পরানারী দুই স্বতন্তুর ॥  
 যোসিতে যোসিতে এক পর বলিলাম ।  
 বিলাসের এক রূপ একি রূপে কাম ॥  
 স্বকীয়া সম্বন্ধে নাঞি বিচ্ছেদের ভয় ।  
 অমুরাগ প্রেম তাহে না হয় উদয় ॥  
 এই হেতু উপপত্য নামমাত্র প্রথা ।  
 অতঃপর শুন বিধি বস্তুতত্ত্ব কথা ॥  
 শক্তিভেদে গুণ হয়ে হয় বিষ্ণুমায়া ।  
 গুণময়ী চিদঙ্গিনী<sup>২</sup> আর অপাঞ্জয়া ॥  
 কুলময়ী মায়া ব্যাপী সংসারিক জনে ।  
 যতেক তোমার সৃষ্টি সেই আলম্বনে ॥  
 অসত্য সত্যের ভ্রম সত্য করে মিছা ।  
 নিজ অহঙ্কারে অন্ধ ব্যাপিকার ইচ্ছা ॥  
 জ্ঞান বলি যদি কেহ ভজে মোক্ষরসে ।  
 বলাৎকারে ফিরাইঞা বান্ধে মোহপাশে ॥  
 যারে বলি চিদঙ্গিনী<sup>৩</sup> তটস্থা স্বভাবে<sup>৪</sup> ।  
 কভু সম্মোহিনী হয় কভু ইষ্ট লাভে ॥  
 কভু বলে জায়াপুত্র পৌত্র পরিবার ।  
 ধন জন ভাই বন্ধু আমাত্য সংসার ॥  
 এ সব আমার এই প্রাণের সমান ।  
 কভু বলে সব মিথ্যা সত্যের সমান ॥

অপঙ্ক' ভাবক ঘটে সবে চিদঙ্গিনী ।  
 এক নদী বহে যেন ছুই স্রোতে পানি ॥  
 যারে বলি অন্তরঙ্গা সেই অপাশ্রয়া<sup>১</sup> ।  
 নিত্যআহ্লাদিনী নাম অশ্রু তার ছায়া ॥  
 শাস্তি পুষ্টি ধৃতি ক্রমা দয়া ভক্তিময়ী ।  
 অমানিনি তিতিক্ষাদি জাতি জন ত্রয়ি° ॥  
 আমি ভবতরু তাহে এ সব লতিকা ।  
 মহাকাম বীজমূল প্রকৃতি রাধিকা ॥  
 রমা উমা বাণী শচী আদি যত জন ।  
 মূল প্রকৃতির যত পত্র পুরাতন ॥  
 ললিতাদি সখীবৃন্দ শাখা উপশাখা ।  
 অপ্রধানা গোপী সব পত্রচএ লেখা ॥  
 প্রেমের প্রসূন তায়<sup>২</sup> চিদানন্দ ফল !  
 সদা সুষ্মস্বরূপিণী ছায়া সুশীতল ॥  
 'মহারসা ভূমি সেব চিন্ত চিন্তামণি ।  
 পরিসর পরিগত শ্যামলা তটিনী ॥  
 জ্ঞানযোগ কর্মকাণ্ড পুংস অগোচর ।  
 উজ্জল রসের শক্তি তার কত বল ॥  
 শুনহে বিরিঞ্চি এই সংক্ষেপ কাহিনী ।  
 যে কিছু কহিল বেদে গোপালতাপিনী ॥  
 যন্ত্র তন্ত্র মন্ত্র আর বস্তু নিরূপণ ।  
 প্রাহেলিকা প্রায় এই শুন পদ্মাসন ॥  
 দিগের° দর্শন যেন কহিল তোমারে ।  
 নিতান্ত করিঞা কেহো কহিতে না পারে ॥  
 রূপগুণ লীলারসে আমারে অধিকা ।  
 নিত্যকান্তি স্বরূপিণী সম্বন্ধনায়িকা<sup>৩</sup> ॥  
 আমারে দেখিলে যেই কৈশোর বয়সে<sup>৪</sup> ।  
 মস্তকের উদ্ধার কর এই উপদেশে ॥

১ অপঙ্ক      ২ সেই সে আশ্রয়া      ৩ এই      ৪ প্রসন্নতায়      ৫ ক-পুঁথিতে  
 পরবর্তী চার পঙ্ক্তি নেই      ৬ দিনের      ৭ সমকালিকায়      ৮ বেশে



কৃপার কারণে যেন কহিত তোমাতে ।  
 পুনরপি প্রকাশ করিব ভবিষ্যতে ॥  
 যে ভাবে ভজিব আমি নিতম্বিনীগণে ।  
 তাবত পর্য্যন্ত প্রেম আছে সঙ্গোপনে ॥  
 কলিযুগে অবতার হঞা দ্বিজকূলে ।  
 নবদ্বীপ নামে পুর গোড়মণ্ডলে ॥  
 এই ভাব আপনে করিব আশ্বাদন ।  
 সৰ্ব্বজীব ত্রাণহেতু প্রেমসংকীৰ্ত্তন ॥  
 সাক্ষোপাঙ্গ আমার জন্মিঞা নানাকূলে ।  
 মহামহাভাগবত ভক্তি শক্তি বলে ॥  
 প্রেমঅস্ত্রে করিঞা পাষণ্ড রিপু ক্ষয় ।  
 প্রতি দেহে জন্মাইব প্রেমভক্তিময় ॥  
 শুনিঞা পরশুরাম আশাবদ্ধ মনে ।  
 পাইব ভক্তির লেশ মহাপ্রভুর গুণে ॥

—

ভাইরে শুন উপদেশ ।

জগতে কৃষ্ণের কথা বড়ই সন্দেহ ।

এতেক শুনিল যদি ঈশ্বরের কথা ।  
 চিন্তিঞা<sup>১</sup> করিল বিধি অবনত মাথা ॥  
 বিধি বলে কোটিকল্প মহিমা না জানি ।  
 সুখময় সৰ্ব্ব অবতার শিরোমণি ॥  
 নিত্য কৈশোর কৃষ্ণ নরাকৃতি হয় ।  
 চতুর্ভুজ আদি ঐশী উপযুক্ত নয় ॥  
 নিত্যবৃন্দাবনে নিত্য অপ্রাকৃত কাম ।  
 নিত্যলীলা আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণনাম ॥  
 নবীন নিত্যতা রূপ হয় ক্ষণে ক্ষণে ।  
 সানন্দে সচ্চিদানন্দ সেবে সিদ্ধগণে ॥

অবিচিন্ত্য মহাশক্তি লীলা লীলা সেহ ।  
 পরানুপরতা কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ ॥  
 হত শত্রু গতি দাতা করুণা কারণে ।  
 আকর্ষণে অভিনন্দি আত্মারাম গণে ॥  
 সর্ববাস্তুত চমৎকারী লীলা পয় রোসি ।  
 অতুল মধুর প্রেমে মণ্ডিত প্রেয়সী ॥  
 ত্রিজগৎ চিন্তহারী মুরুলীর গীত ।  
 অসমান রূপে চরাচর বিশ্বাপিত ॥  
 প্রেমায অধিক প্রিয়া এহো এক যশ ।  
 সর্ব্বথা স্বতন্ত্রপ্রায় প্রেয়সীর বশ ॥  
 অন্তথা যেমত<sup>১</sup> আজ্ঞা কি বুঝিঞা করে ।  
 অপাঙ্গ লীলার লয়ে কি করিতে নারে ॥  
 কালজীর্ণ কালে যার নাম এক শেষ ।  
 কি বুঝিঞা রাধামন্ত্র চাহে উপদেশ ॥  
 যে কৃষ্ণ দায়িতা সেহ নিত্যআহ্লাদিনী ।  
 সুষ্ঠকাস্তৃষরূপা অচিন্ত্য চিন্তামণি ॥  
 অভিপ্রায় বুঝি এই সভারে অধিকা ।  
 ইচ্ছারূপী প্রকৃতি সে আখ্যান রাধিকা ॥  
 প্রকৃতি পুরুষ যেই<sup>২</sup> আধেয় আধার ।  
 প্রণয়বিকার ভেদ এ দুই আকার ॥  
 প্রেমার কারণে দৌহে<sup>৩</sup> দুই দেহ ধরে ।  
 দৌহা বিনু<sup>৪</sup> দুইজনে রহিতে না পারে ॥  
 দৌহে এক প্রেমরস করিতে বিলাস ।  
 ভক্তে স্নেহহেতু করে মন্ত্বের প্রকাশ ॥  
 সকল নিদেশ<sup>৫</sup> প্রভু করিল ইঙ্গিতে ।  
 কত গুণে রাধা তবু নারিল জানিতে ॥  
 মহাশক্তি আদি সর্ব্বশক্তিশিরোমণি ।  
 মহাভাবময়ী এই নিত্যকাস্তৃআহ্লাদিনী ॥

সূৰ্চকাস্ত শাস্তরূপা সাম্য কলেবরে ।  
 দ্বাদশ ভবনাশ্রিতা ষোড়শ শৃঙ্গারে ॥  
 অসমান চতুষ্টয় গুণরসবতী ।  
 মাধুর্য্যাদি গুণ আর এ পঞ্চবিংশতি ॥  
 মধুরাণ শীলা চলা পাক্স রুচিস্মিতা ।  
 সুচারু সৌভাগ্য রেখে গন্ধে উন্মাদিতা ॥  
 সঙ্গীত প্রসরাভিজ্ঞা রম্য সম্য বাণী ।  
 নৰ্ম্ম পণ্ডিতা কিস্তু বিনীতা আপুনি ॥  
 করুণাতে পূর্ণপ্রাণ বিদম্বাদি লীলা ।  
 কুঞ্জপাটে পাটরাণী তথা লজ্জাশীলা ॥  
 মাধুর্য্যাদি গুণে ধৈর্য্য গান্ধীৰ্য্যশালিনী ।  
 সুবিলাসা মহাভাব উৎকর্ষতর্ষিণী ॥  
 গোকুলে বসতি প্রেম জগতে নিসীমা ।  
 গুরুতে অর্পিত গুরু গৌরবমহিমা ॥  
 সখীর প্রীতের বশ যদি নিত্য সবি ।  
 কৃষ্ণপ্রিয়া বলি যত তার<sup>১</sup> মুখ্য দেবী ॥  
 সন্তত কেশবশ্রবণা এ পঞ্চবিংশতি ।  
 অপর অগণ্য আছে গুণের বসতি ॥  
 রূপগুণ মাধুর্য্যের কিবা দিব সীমা ।  
 কৃষ্ণসম মহারসা অনন্ত মহিমা ॥  
 যেই রাধা সেই কৃষ্ণ ভিন্ন বস্তু নয় ।  
 নায়ক নায়িকা ভাব বুঝিতে বিস্ময় ॥  
 অমুরাগ প্রেমভক্তি করিতে প্রচার ।  
 এই হেতু স্বকীয়াতে না করি বিকার<sup>২</sup> ॥  
 রসে রসে এক বস্তু গোণমুখ্য ভেদ ।  
 স্বকীয়াতে নাহি জন্মে প্রীত পরিচ্ছেদ ॥  
 মনে জানে আমি তার সেহো মোর পতি ।  
 অধিকারভেদ প্রীতপর্য্যা মন্দগতি ॥

পরকীয়া মহারস ক্ষেণে ক্ষেণে আন ।  
 প্রেমায়া অর্পিঞা জ্ঞাতি ধন প্রাণ ॥  
 ছই কুল অপেক্ষা না থাকে প্রেম ভরে ।  
 ধর্ম বলি তিলেক অপেক্ষা নাহি করে ॥  
 আর তাহে প্রচ্ছন্ন<sup>১</sup> কামুক ছইজনে ।  
 ব্যক্ত প্রায় নহে প্রতি<sup>২</sup> কুঞ্জ সঙ্গোপনে ॥  
 দৌহাকার থাকে গুরু পরিজন ভয় ।  
 গৃহকৃত্যে থাকি করে<sup>৩</sup> মিলন সঞ্চয় ॥  
 মিলন ছল্লভ<sup>৪</sup> মনে রূপগুণ নাম ।  
 সেই কালে পরম আকৃতি মহাকাম ॥  
 এই হেতু রাধাকৃষ্ণ নায়ক নায়িকা ।  
 পরপুষ্টি লাগি সঙ্গে অপর গোপিকা ॥  
 অসীম মহিমা আর বৃদ্ধিতে নারিব ।  
 লীলাময় মন অনু মন্ত্র উজ্জারিব ॥  
 যেমত বরণ<sup>৫</sup> বেশ তেমত ভূষণ ।  
 ত্রিভঙ্গ ললিত সব শৃঙ্গার কারণ ॥  
 রাধিকার রূপগুণ দুর্ঘট ভাবনা ।  
 বাম তার ছল্লভ<sup>৬</sup> যচনি বারণা ॥  
 ইহার কারণে কৃষ্ণ করে উপদেশ ।  
 যে রূপে সাধন হয়ে সেই তো বিশেষ ॥  
 এই যুক্তি বিরুদ্ধি করিঞা মনে মনে ।  
 রাধাকৃষ্ণ দেহে করে ইন্দ্রিয় গণনে ॥  
 মন সঙ্গে একাদশ করিয়া গণনা ।  
 সতে হল্যে উপযুক্তা অঙ্কর যোজনা ॥  
 যে রূপে যে সব বর্ণ যত শক্তি<sup>৭</sup> ধরে ।  
 অংশকলাব্যাপী পূর্বপর অবতারে ॥  
 এক তত্ত্ব করি তাহে নিজোজ্জ্বল মায়া ।  
 মন্ত্র অধিষ্ঠাত্রী চিৎ স্বরূপ অপাশ্রয়া ॥

মহাকাম বীজ তাহে অনেক আশ্রয় ।  
 'রত্নমণি চিস্তামণি সভার উদয় ॥  
 ভূগল আকাল আর বৈকুণ্ঠমণ্ডল ।  
 তামসি রাজসি কাষ্ঠা সাত্ত্বিকের ফল ॥  
 অপর অর্থের শক্তি গোলোক আছয় ।  
 বৃন্দাবনভূমি জানি অশ্রু অর্থ হয় ॥  
 ভূগল কহিএ যারে সেই বৃন্দাবন ।  
 আকাশ বলিএ যারে যমুনাজীবন ॥  
 বৈকুণ্ঠ যাহারে বলি মুমুক্শু বিধানে ।  
 যজ্ঞপৃষ্ঠে স্থান তার বাহ্য আবরণে ॥  
 গোলোক আশ্রয় যেই কমলকণিকা ।  
 যেই অন্তরঙ্গা শক্তি সেই সে রাধিকা ॥  
 মহাকাম বীজরূপ কিশোর বএস ।  
 আনন্দস্বরূপ সত্ত্বা প্রেমার বিশেষ ॥  
 অষ্টপত্র ষোড়শ কেশর যারে লেখি ।  
 প্রকৃতির অষ্ট সঙ্কে সব্যাসব্য সখী ॥  
 বাৎসল্য সখ্যতা প্রেম মাধুর্যাদি রসে ।  
 চিদানন্দময় বীজ কর্ণিকাতে বৈশ্ণবে ॥  
 অপর অর্থের শক্তি বর্ণের বিগ্রহ ।  
 তত্ত্ব বৃত্তি<sup>১</sup> মন প্রাণ করিঞা সংগ্রহ ॥  
 সংগ্রহ কারণ কথা শুন মন দিঞা ।  
 রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ মিশাইঞা ॥  
 ভৌতিকে পঁাচে এই পঁাচ দিঞা পুরি ।  
 পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এই ক্রমে করি ॥  
 মাধুর্যাদি পঞ্চরস এই অনুভবে ।  
 এক আবির্ভাব পঞ্চ বাঢ়ে যথালভে ॥  
 স্বাহাস্ত উচ্চারে সর্ব দেহসমর্পণ ।  
 এইরূপে নানা অর্থ মন্ত্র নিরূপণ ॥

যত অর্থে মন্তাবলী হৈলা অধিষ্ঠান ।  
 সুরগুরু নারে তত্ত্ব করিতে বাখান ॥  
 প্রতি বর্ণে ব্রহ্মবীজ দিএ মন্ত্রম্বাস ।  
 যতেক অশুচ হৈতে করিল প্রকাশ ॥  
 তারপর জীবম্বাস করি প্রতি বর্ণে ।  
 সঙ্গোপনে কহে ব্রহ্মা গোবিন্দের কর্ণে ॥  
 অক্ষরে অক্ষরে বিধি কৃষ্ণকর্ণে কয় ।  
 প্রতি বর্ণে গোবিন্দের আনন্দাশ্রু হয় ॥  
 রোমাঞ্চ বেপথু অঙ্গে গদগদ বাণী ।  
 আনন্দে বিহ্বল কৃষ্ণ রাধাসুজ্ঞ গুনি ॥  
 ভাবিতে মন্ত্রের অর্থ হৈলা চমৎকার ।  
 বিধারে বলেন কৃষ্ণ বল আরবার ॥  
 ব্যস্ত হএণ একাক্ষর মন্ত্র বলে বিধি ।  
 পুনর্ব্বার কহ কহ বলে গুণনিধি ॥  
 যুগলমন্ত্রের অর্থ কহে কৃষ্ণ আগে ।  
 গুনিএণ বিমুগ্ধ হৈলা রাধা অনুরাগে ॥  
 পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করেন প্রেমমুখে ।  
 প্রতিবারে ভিন্ন হয় বিধাতার মুখে ॥  
 রূপ গুণ লীলা শক্তি নাম গ্রাম ভেদ ।  
 উজ্জ্বলাদি বাৎসল্য বয়স্য পরিচ্ছেদ ॥  
 উজ্জ্বলে ত্রিবিধা ভাব ভিন্ন ভিন্ন লেখি ।  
 নিত্যসিদ্ধা রাগানুগা তদনুগা সখি ॥  
 সম্বন্ধানুরাগা আর হয়ে এক রস ।  
 সে সকল রুক্ষিণ্যাদি প্রকৃতির বশ ॥  
 এই সব ভাবে নানা মন্ত্র উপাদান ।  
 কহিল সকল বিধি কৃষ্ণবিজ্ঞমান ॥  
 কুত্থক ইচ্ছায় নাচে কাঠের হরিণী ।  
 সেইরূপে নিশ্চরিল বিধিমুখে বাণী ॥

আপুনি করিল প্রভু মস্তের প্রকাশ ।  
 এক ছই তিন চারি পর্যন্ত পঞ্চাশ ॥  
 প্রসন্ন হইঞা প্রভু বলে বিধাতারে ।  
 জপের বিধান বিধি কহিবে আমারে ॥  
 অবিলম্বে মন্ত্রসিদ্ধি ইষ্টলাভ হয় ।  
 পুরশ্চর্যা বিধি মোরে কহ মহাশয় ॥  
 বিধাতা বলেন আর কি বলিব আমি ।  
 যতেক মস্তের অর্থ সেইরূপ তুমি ॥  
 মহাভাবময়ী রাধা মন্ত্র উপাসনা ।  
 শ্রবণ মাত্রেক ব্যক্ত সে সাত লক্ষণা ॥  
 উপদেশ মস্তে যার হয় আবির্ভাব ।  
 ততক্ষণে মন্ত্রসিদ্ধি হয় ইষ্টলাভ ॥  
 কি আর জিজ্ঞাস প্রভু জপের বিধান ।  
 মহাকাম বীজ কর মুকুলীতে গান ॥  
 মায়াযুক্ত' ছয় রাগ সপ্তস্বর যন্ত্র ।  
 জগোকলবিন্দযুক্ত এই মহামন্ত্র ॥  
 জগোগমন বলে কল বলের ধ্বনি ।  
 সুন্দরীর মনহর্তা এই অর্থ শুনি ॥  
 অপর অর্থের শক্তি ভাবে করে দঢ় ।  
 লেখিতে উচিত নহে সঙ্কোপন বড় ॥  
 না লেখিলে চিন্তের না হয় পরিতোষ ।  
 সঙ্কেতে লিখিব ইহা না লইবে দোষ ॥  
 ই-কারে আ-কারে সিদ্ধি এই এক চরে ।  
 গোলোকের গৌরবর্ণ বলে আরবারে ॥  
 ক-কারে সমস্ত সঙ্গ কামের কারণ ।  
 ল-কারে ললিত নিত্য মায়া আবরণ ॥  
 বিন্দু দিঞা পূর্ণ করে ত্রিলোকের সার ।  
 এই অর্থে বংশী গানে গোপী চমৎকার ॥

বিধি বলে মন্ত্রতন্ত্র যতেক কহিল ।  
 পুনরপি সেই মোরে স্বপ্ন সম হইল ॥  
 আপুনি না কহ তুমি অন্য ঘটে রঞা ।  
 সঙ্গোপন মহারত্ন প্রকাশ করিঞা ॥  
 গুৰ্বি ব্যবসায় যেন মোর মুখে ভাণ' ।  
 যারে বিলাসিতে দিবে তুমি তাহা জান ।  
 ধন্য সে অখিল লোক অসীমে স্মৃতি ।  
 আরাধে কৃষ্ণের কান্তা প্রধান প্রকৃতি ॥  
 তোমার আরাধ্যা হেন নাহি ত্রিভুবনে ।  
 একেক উপায় ভক্ত কৃপার কারণে ॥  
 এক শক্তি অন্তরঙ্গা এক দেহে প্রাণ ।  
 কিবা তাহে জপতপ পূজা কি বিধান ॥  
 অনামিকা মধ্যপর্বে অঙ্গুষ্ঠাণ্ণ দিঞা ।  
 জপের বিধানে তারে মূল পর্ব লঞা ॥  
 কনিষ্ঠার মূল পর্ব মধ্য অগ্র পর্ব ।  
 অনা মধ্যমা দুই অঙ্গুলীর অগ্র ॥  
 তর্জ্জনী পর্য্যন্ত মূল দশ পর্ব লিখি ।  
 মধ্যমার দুই পর্ব মেরু আর সাখি ॥  
 অসর্বের দশ জপে এক লিখি বামে ।  
 দশ দশে পূর্ণ শত গণনের ক্রমে ॥  
 শতেক জপের পর এক প্রণাম\* ।  
 এই ক্রমে এই তীর্থে জপে এক যাম ॥  
 এই সে যমুনা তীর্থ এই কল্লতরু ।  
 আমি কি বলিব তুমি অখিলের গুরু ॥  
 কৃতাঞ্জলি হঞা পুন কৃষ্ণবিভ্রমানে ।  
 স্বজাতিয়া পরসঙ্গ কহে সক্রমে ॥  
 বড়াই বলিঞা প্রভু করে স্তব্ধরণ ।  
 তাহা হৈতে হব সর্ব সিদ্ধি প্রয়োজন ॥



এতেক বলিয়া বিধি গোবিন্দচরণে ।  
 প্রণাম করিঞা গেলা নিজনিকেতনে ॥  
 কালিন্দীর কূলে কৃষ্ণ করে মহাতপ ।  
 আপনার মন্ত্র আপুনি করে জপ ॥  
 পরশুরামের রহ গুরুপদআশ ।  
 দেহ পদছায়া প্রভু মনোহরদাস ॥

## পঞ্চম অধ্যায়

রাগ ভাটিয়ারি

গৌর প্রাণ গোপীনাথ

বান্ধব রাধানাথ ॥ ৫ ॥

সংসারে শ্রীকৃষ্ণ সত্য আর সব মিছা ।  
না বুঝিঞা না করিহ অন্য পথে<sup>১</sup> ইচ্ছা  
রাধাকৃষ্ণ চারিবর্ণ চারি বেদে সার ।  
কারণের কল্পতরু মাধুর্য্য অপার ॥  
নিন্দিঞা চন্দ্রের সুখা অসীম মাধুরী ।  
রাধানামে ঘন সারে সুবাসিত<sup>২</sup> করি ॥  
হেন শিখরিণী রস যেই পান করে ।  
বিষম সংসার তৃষ্ণা পরশিতে নারে ॥  
কন্দর্পে ডাকিঞা কৃষ্ণ করিল সম্মান ।  
বড়াই বেআন বলি হাথে দিল পান ॥  
ত্বরায় করিয়া আগে এই কৰ্ম্ম কর ।  
গোকুল আকুল হেতু আর যত পার ॥  
প্রাণপাত করি লয় গোবিন্দের পান ।  
সত্বরে বড়াই বাড়ী<sup>৩</sup> গেল পঞ্চবান ॥  
বসিয়া আছেন দেবী বিমলমন্দিরে ।  
রাধাকৃষ্ণ জপমালা লঞা বাম করে ॥  
নিজা বিজ্ঞাপিতা দেবী জরতীর ছলে ।  
রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ অহর্নিশি বলে ॥  
হেনকালে পুষ্পধনু জায়ার সংহতি ।  
অবধান কর বলি করিল প্রণতি ॥  
ভূমি ধরি উঠি বুঢ়ি কৈল অভ্যুত্থান ।  
স্বাগত মধুর বোলে করিল সম্মান ॥

হাসিঞা কৌশল কথা কহেন জরতি ।  
 কিবা কার্য্যে আগমন সঙ্গে লঞা রতি ॥  
 বিশ্ববিমোহন এই তোমরা ছুজনে ।  
 ক্রীড়াউপযুক্ত কালে মোর হেথা<sup>১</sup> কেনে ॥  
 তোমরা যৌবনবন্ধু আমি অতি জরা ।  
 এখানে না শোভে তোমা দিবাচন্দ্র পারা ॥  
 নৃপতি অতিথ যেন দরিত্রের ঘরে ।  
 রাজহংস পক্ষ যেন শুষ্ক সরোবরে ॥  
 মদন বলেন দেবী আছে প্রয়োজন ।  
 কৃষ্ণের নিদেশ তুমি চল বৃন্দাবন ॥  
 রাধার বিরহে সে বিকল ঘনশ্যাম ।  
 মাধবীলতার কুঞ্জে করিল বিজ্রাম ॥  
 তত্ত্বমন্ত্র উপদেশ দিল যত বিধি ।  
 তোমা বিনে সে সকল কার্য্য নহে সিদ্ধি ॥  
 তে কারণে আঞ্জা দিল তোমারে আনিতে<sup>২</sup> ।  
 বিশেষে গোকুল গ্রামে গোপিনী মোহিতে ॥  
 শুনিয়া আনন্দে বুড়ি ধরণে না যায় ।  
 লোটোঞা ধরিতে চাহে মদনের পায় ॥  
 কন্দর্প করিল তাঁরে পুন প্রণিপাত ।  
 আশীর্ব্বাদ দিল দেবী জোড় করি হাথ ॥  
 আজি সে হইল মোর সফল জীবন ।  
 গোকুলনিবাসী আমি ইহার কারণ ॥  
 এখানে এতেক কাল গেল মিছামিছা ।  
 এবে শুভদিন ভেল রাসরসে ইচ্ছা ॥  
 কৃষ্ণের আদেশে<sup>৩</sup> আমি<sup>৪</sup> বৃন্দাবনে যাব ।  
 গোলোক আলোক নিত্যনিকুঞ্জ দেখিব ॥  
 সাধিবেন কৃষ্ণ আমা রাধিকা সাধিতে ।  
 সৌভাগ্যসম্পদ কত কহিব ইঙ্গিতে ॥

যতেক করিব যত্ন<sup>১</sup> নন্দের নন্দন ।  
 ততেক করিব আমি<sup>২</sup> রাধাসংকীৰ্ত্তন ॥  
 কৃষ্ণ মোরে আশ্বাসিব সুমধুর বোলে ।  
 জন্মের সাফল্য মোর হব সেই কালে ॥  
 সেই রাধা সেই কৃষ্ণ একত্র করিঞা ।  
 দেখিব যুগলরূপ নয়ান ভরিঞা ॥  
 জয় রাধা জয় কৃষ্ণ বলি বারম্বার ।  
 বৃন্দাবনে পৌর্ণমাসী কৈল অভিসার ॥  
 কন্দর্প কহিল তারে না করিহ ব্যাজ ।  
 রাধাকৃষ্ণ সম্মিলন ছোট নহে কাজ ॥  
 পুষ্পধনু পঞ্চশর<sup>৩</sup> এই কার্য্য কর ।  
 তরুণীগণের আগে চিন্তবৃত্তি হর ॥  
 একথা কহিঞা দেবী করিলা পয়ান ।  
 গোকুলে প্রবেশ হেথা কৈল পঞ্চবাণ ॥  
 আনন্দে চলিলা দেবী মনে বড় ত্বর ।  
 গ্রামের বাহির হৈলা বিদ্যুতের পারা ॥  
 খসিলবসন চলে পরিতে পরিতে ।  
 আশ্বাল্য<sup>৪</sup> কবরী যায়<sup>৫</sup> বান্ধিতে বান্ধিতে  
 মহামন্ত্র জপে কৃষ্ণ যেই কুঞ্জে বসি ।  
 সেই ঠাঞি<sup>৬</sup> অবিলম্বে গেলা পৌর্ণমাসী ॥  
 গোবিন্দ গোবিন্দ বলি ডাকেন বড়াই ।  
 'কেও' বলি মৃদুস্বরে বলেন কানাঞি ॥  
 যেই ক্ষণে প্রত্যাশুর দিল ঘনশ্রাম ।  
 শুনিঞা আনন্দে বুড়ি করিল প্রণাম ॥  
 সারি সারি সুরতরু নিকুঞ্জ যমুনা ।  
 দেখিতে আনন্দ পায় মনের বাসনা ॥  
 হেনকালে কৃষ্ণ বলে কার শব্দ পাই ।  
 পৌর্ণমাসী বলেন আমি জরতি বড়াই ॥

উপাধি বড়াই মোর নাম পৌর্ণমাসী ।  
 চিরকাল হৈতে আমি ব্রজপুরবাসী ॥  
 মদনের বোলে তুয়া আজ্ঞা অনুসারে ।  
 চলিতে না পারি তবু আইলাও ধীরে ধীরে ॥  
 শুনিঞা আনন্দ কৃষ্ণ নিকুঞ্জকুটিরে ।  
 জপতপ সমাধিঞা হইলা বাহিরে ॥  
 কৃষ্ণরূপ দেখি বুঢ়ি লাজে ছলখুলি ।  
 গোবিন্দ লইল তার চরণের ধূলি ॥  
 বড়াই বলে কি বলিঞা দিব আশীর্ব্বাদ ।  
 বাঞ্ছাসিদ্ধ হউ তোমার খণ্ড অবসাদ ॥  
 অঙ্গে হাথ দিঞা বুঢ়ি করে' হায় হায় ।  
 তোমার চরিত্র কৃষ্ণ দেখি ভয় পায় ॥  
 কদম্বকানন কাল কালিন্দীর ধারে ।  
 রাত্রিযোগে কেনে তুমি' নিকুঞ্জভিতরে ॥  
 গোকুলনগরে তুমি ব্রজযুবরাজ ।  
 যার আজ্ঞা শিরে ধরে দেবের দেবরাজ ॥  
 এত শ্রম কর তুমি কি কার্য সাধিতে ।  
 কত ধন লাগে কথা আমারে কহিতে ॥  
 নিজ অহঙ্কার মোর গুনহ কানাঞি ।  
 আমার আজ্ঞার পার ব্রজপুরে নাঞি ॥  
 বাল যুবা বৃদ্ধ যত গোকুল নগরে ।  
 আমার নিদেশ কেহো অনুথা না করে ॥  
 নন্দ উপনন্দ আদি সবে করে পূজা ।  
 ততোধিক মাগু করে বৃষভানু রাজা ॥  
 তার ছই কন্যা রাধা মদনমঞ্জরী ।  
 সস্বন্ধে নাতিনী তারা প্রায় সহচরী ॥  
 রাধিকার মায়াপতি অভিমন্যু নামে ।  
 রাজার পরমাদরে বৈসে সেই গ্রামে ॥

প্রিয়মন্ত পিতা তার জটীলা জননী ।  
অমুজ দুর্শ্বদ নামে কুটীলা ভগিনী ॥

॥ যথা ত্রীরাধিকাকুলতন্ত্রে ॥

প্রিয়মন্ত পিতা তন্ত্র জটীলা জননী স্মৃতা ।  
দুর্শ্বদশমুজ খ্যাত পূর্বজা কুটীলাস্বসা ॥

অপর গোষ্ঠীর আর কত নাম লব ।  
কোন কশ্মে তা সভার পরিচয় দিব ॥  
বৃষভানুপুরে যত বৈসে পুরজন ।  
লজ্বিতে না পারে কেহো আমার বচন ॥  
সংক্ষেপে কহিল আমি নিজ পরিচয় ।  
কি কার্য্যে ডাকিলে শুনি কিবা<sup>১</sup> আজ্ঞা হয় ।  
একে নারী একেশ্বরী আর তাহে বন ।  
ইহাতে যুবক সঙ্গে রহে<sup>২</sup> কোন জন ॥  
কাঁখে কোলে নিল থুলা যবে ছিল বালা ।  
যৌবনের দশা ইবে আনই শৃঙ্খলা ॥  
ঈষৎ নয়নভঙ্গী মৃদুমন্দ হাসে ।  
পাষণ মিলাঞ যায় রূপের বাতাসে ॥  
তার সঙ্গে নিশিযোগে থাকি কোন কাজে ।  
দেখিলে পিণ্ডন লোক কি বলিব লাজে ॥  
এতেক বলিঞ বুঢ়ি মাগিছে বিদায় ।  
ধাইঞ ধরিল কানু বড়াইর পায় ॥  
হায় হায় করি বুঢ়ি ধরে কৃষ্ণহাথে ।  
পুন পুন কৃষ্ণহস্ত বন্দে নিজ মাথে ॥  
বুঢ়ি বলে যে কহিবে সেই মোর ভার ।  
সত্য করি তুয়া আগে করি অঙ্গীকার ॥  
মন্দ মন্দ হাসে কৃষ্ণ বড়াইর অগ্রতে ।  
লজ্জায় না বলে কিছু অবনত মাথে ॥

বড়াই বলেন কাহ্নু লাজ কি কারণ ।  
 গোকুলের নাথ তুমি সভার জীবন ॥  
 কত পুণ্যে পায় লোকে তোমার পিরিতি ।  
 তাহাতে করিছ তুমি এতেক আরতি ॥  
 পৰ্ব্বত চালিতে আমি পারি যোগবলে ।  
 সাধিব তোমার কাজ যেনতেন ছলে ॥  
 কি আছে তোমার মনে জানিব কেমনে ।  
 কহিলে কারণ জানি লাজ কর কেনে ॥  
 কানাঞা বলেন আর লাজ কোথা রয় ।  
 কহিতে তোমার আগে মনে বাসি ভয় ॥  
 যদি অতি সঙ্কোপনে না কহিলে নারে ।  
 পরবশ প্রাণ হৈলে কি করিব ডরে ॥  
 আগুজনে মর্শ্বকথা করি নিবেদন ।  
 তোমার অধিক আগু আছে কোন জন ॥  
 সর্বকাল কৃপা কর আপন বলিঞা ।  
 বিনি মূল্যে রাখ তুমি কাহ্নুরে কিনিঞা ॥  
 কোন কালে নাহি করি কোন উপকার ।  
 আবাহন করি আজি দিএ কার্যভার ॥  
 আপনার কর বড়াই হইলুঁ অধীন ।  
 ঘুষিব তোমার যশ জীব যত দিন ॥  
 পরশুরামের শূনি ত্রাস পাইল মনে ।  
 না জানি রসিক রায় কত বন্ধ জানে ॥

রাগ বিহাগড়া

( পদ উৎকল<sup>১</sup> )

কিএ সুখা কিএ বিষদেহা<sup>২</sup> কিএ রসকুপ<sup>৩</sup> ।  
 কহিবা বেলকু দিশে সপনসরূপ ॥

নালো বৃথভান্ন<sup>১</sup> তনি ।

দিস ইএ দশা এবে এমন্ত<sup>২</sup> ন<sup>৩</sup> জানি ॥

তহু অহুরূপ তাকু ন দিশে উপামা ।

কাঁহি<sup>৪</sup> ন রহিলা আজ সুন্দরী গারিমা ।

কঞ্চুলী<sup>৫</sup> জলদবাস কিরণ চপলা ।

সেরূপ সে নাশবেশ হুদয়ে<sup>৬</sup> পশিলা ॥

মুখসুখ সিদ্ধু ইন্দু বিন্দুবিন্দু ঘাম ।

অসিত অন্ততজ্যোতি রাধা আধা নাম ॥

বহুল দীঘল কেশ রসকলা ফণী ।

গরলে ভরিলা<sup>৭</sup> তাকু বন্ধিম চাহানি<sup>৮</sup> ॥

বৃথভান্নতনি ধনি মন মোহিলা ।

ধৈরজ ধৈয়ানে সব লাজ কাজ গলা<sup>৯</sup> ॥

মরাল গমন নথ কমলচরণ ।

তঁহি সে পরশুরাম লউছি<sup>১০</sup> শরণ ॥

### রাগ সোরঠী

রাধা রাধা করি মোর কি হলা্য অন্তরে ।

লালস জন্মিল মোর বলিএ তোমারে ॥

কানাঞি বলেন শুন বেদনি বড়াই ।

নিবেদিতে এই কথা আর কেহো নাঞি

শুনিঞা আমার কথা আইলা আপুনি ।

একে বৃদ্ধ আরে নিশি তাহে একাকিনী ।

বেথিত নহিলে এত ক্লুপা কেবা করে ।

কার্যকালে পরিচয় পাই নিজ পরে ॥

এমন সময় মোর কভু নাহি হয় ।

সুধাংশুকিরণ মোর গায়ে নাহি সয় ॥



বামহস্তে ধরাধর ধরে যেই কাহ্নু ।  
 বহিতে না পারে এবে আপনার তনু ॥  
 অঞ্জলি করিঞা পান কৈল দাবানল ।  
 মলয় সমীর আজি হইল গরল ॥  
 কালীয়দমন কৈল খেলিতে খেলিতে ।  
 সে কাহ্নু জ্বিলিল রাই অপাঙ্গইজ্বিতে ॥  
 বিরহে জ্বরিল তনু নাহি সমাধান ।  
 তোমারে দেখিঞা আজি পাইল পরাণ ॥  
 যমুনার কোলে কালি গেলুঁ কোন ক্ষণে ।  
 সে ধনি আসিঞাছিল কালিন্দী সিনানে ॥  
 স্নান করি সখী সঙ্গে পথে যায় চলি ।  
 পদ্মগন্ধে ধায় কত ভ্রমরমণ্ডলী ॥  
 যেই ভূমি হৈতে সেই পদ তুলি যায় ।  
 কমল বলিঞা কত অলি বৈসে তায় ॥  
 নবনীলবাসে তনু কাস্তি বলমলী ।  
 যুগমদে মাখা যেন কনয়াপুতলী ॥  
 ভিজিলবসন ব্যক্ত হৈল অঙ্গ আভা ।  
 কি আছে সংসারে তুল্য দিতে তার শোভা ॥  
 রূপ দেখি ধৈর্য্য মোর গেল তার সনে ।  
 ধেয়ানে রহল প্রাণ অচঞ্চল পরাণে ॥  
 নয়ানে সেরূপ বিনে না দেখিএ আন ।  
 রসনা করএ সেই নামগুণ গান ॥  
 শ্রবণের শ্রদ্ধা হয় সে কথা শুনিতে ।  
 চপল চিন্তের লোভ তাহার পিরীতে ॥  
 আদরে কাতর প্রাণ স্থির নাহি বান্ধে ।  
 প্রতি অঙ্গ সঙ্গ লাগি প্রতি অঙ্গ কান্দে ॥  
 শরীর অবশ হৈল কি আছে উপায় ।  
 জীবনের হেতু সবে বড়াই সহায় ॥  
 মুচ্ছিত জনার ভূমি হও প্রাণদাতা ।  
 মানাইঞা দেহ মোরে বুঝভানুসূতা ॥

চরণে ধরিঞা বলি বেদনি বড়াই ।  
 তোমা সম হিতাসি আমার কেহো নাঞি ॥  
 পৌর্ণমাসী দেবী সর্বসিদ্ধিবিধাইনি ।  
 সহজে তোমার নাম অসিদ্ধিসিদ্ধিনী ॥  
 দৈবে তো তোমার রাধা বটে সহচরী ।  
 সহচর কর মোরে এই কৰ্ম করি ॥  
 কানাঞি কহিল এত বিনয় করিঞা ।  
 প্রেমানন্দে ভাসে বুড়ি<sup>১</sup> বচন শুনিঞা ॥  
 আপন মহত্ব আর ভাব বাড়াইতে ।  
 বিশেষে রাধার রূপ মহিমা বর্ণিতে ॥  
 কালিন্দী কুলের ঘন কাননের চন্দ্র ।  
 কাস্তার কীৰ্ত্তনে বাঢ়ে শ্রবণ আনন্দ ॥  
 মাধবসঙ্গীত কথা যেই জন শুনে ।  
 অবিরত বিলসয়ে চিত্ত বৃন্দাবনে ॥  
 গান্ধবী<sup>২</sup> ভজন বিধানে হয় রত ।  
 পাসরে নিগুণ পূর্ব পরামর্শ যত ॥  
 পরশুরামের যত<sup>৩</sup> এই অমুভবে ।  
 মাধব সাধব<sup>৪</sup> নিত্য সঙ্গীতমাধবে ॥

### রাগ ভাট্যারি

কানাঞি না কহিয় এ সব কথা  
 শুনিঞা সঙ্কোচ বাসি ।  
 জাতিকুলশীলে নগর গোকুলে  
 প্রকট করাবে হাসি ॥ ক্র ॥

কানাঞি কহিল যদি এ সকল<sup>৫</sup> কথা ।  
 শুনিঞা বড়াই করে অবনত মাথা ॥

১ তোমা বই কেহো নাঞি মানাইতে রাই ॥

২ দেবী

৩ স্বত্ব

৪ মাধব

৫ এই সব

চিস্তায় চরণ ঘন ভূবি লেখে অঙ্ক<sup>১</sup> ।  
 বদন ধুনায় ঘন<sup>২</sup> ওষ্ঠ করে বন্ধ ॥  
 কৃষ্ণমুখ নিরখিঞা<sup>৩</sup> পুন চাহে পাশে ।  
 কপালে বাঁ হাথ দিঞা মৃদুমন্দ হাসে ॥  
 বিমরিষ হঞা বলে শুনহ কানারিঞা ।  
 বুঝিল তোমার কিছু লাজ ভয় নারিঞা ॥  
 যে সকল কথা कह হাসিতে হাসিতে ।  
 গোকুল মজ্যাতে পার অপাক্ষ ঈজিতে ॥  
 রাজ যুবরাজ তুমি এই অহঙ্কারে ।  
 অন্তথা এসব কথা কে कहিতে পারে ॥<sup>৪</sup>  
 গোকুলের লোক বলে কাহ্নু প্রাণধন ।  
 শুনিতে শুনিতে তোমার বাঢ়া গেল মন ॥  
 গোটা ছই তিন দৈত্য বধিলে কানারিঞা ।  
 তুমি বল আমা সম ত্রিভুবনে নারিঞা ॥  
 তোমার পিতার পিতা<sup>৫</sup> বরিষ্ঠ ভূপাল ।  
 তাঁর সঙ্গে ব্রজপুরে গেল বহুকাল ॥  
 মহিমত্তা নামে তোমার পরপিতামহী ।  
 বয়শ্চা<sup>৬</sup> আমার ছিল তার সঙ্গে সহি ॥

॥ যথা দীপিকায়াং ॥

বরিষ্ঠ ব্রজ গোষ্ঠীনাং স কৃষ্ণশ্চ পিতামহ ।  
 বরীয়সী তি বিখ্যাতা মহিমত্তা পিতামহী ॥

অভেদ অন্তর দৌহে জানে ঘরে পরে ।  
 এই হেতু বড়াই আমি গোকুল নগরে ॥  
 অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ আপ্ত করি জানে ।  
 সভার হিতাসি কার্য্য করি কায়মনে ॥

১ অঙ্ক    ২ করে    ৩ নেহারিঞা    ৪ অন্তথা একথা কেবা कहিবারে পারে  
 ৫ বাপের বাপ    ৬ অবস্থা

পতিপত্নী রহন্তে যে সব কথা হয় ।  
 বিশ্বাস করিঞা লোক তাহা মোরে কয় ॥<sup>১</sup>  
 চাহিলে চেতনি আমি অশুস্থের ওঝা ।  
 ভূমি কেনে দেহ মোরে অপযশ বোঝা ॥  
 কতেক যুবক নাঞি গোকুল নগরে ।  
 এমত সাহস কেহো কভু নাহি করে ॥  
 যে শুনি লোকের মুখে সেই কথা কয় ।  
 কামুক লোকের নাঞি থাকে লাজ ভয় ॥  
 যারে দেখি দূরে হৈতে মুরুছয়ে কাম ।  
 কোন সত্যে কর ভূমি রাধিকার নাম ॥  
 তারে দেখি তুষা মন নিশিদিশি বুঝে ।  
 সে পুন তোমারে দেখি ক্রান্তি না করে ॥  
 আপনার রূপ দেখি অঙ্গ পানে চাঞা ।  
 রাধিকার রূপ দেখ অন্তরে ভাবিঞা ॥  
 সহজে গোপাল নাম মোক্ষবাদে কাল ।  
 কাঞ্চন পঞ্চালি রাধা কতগুণে ভাল ॥  
 জ্যৈষ্ঠমাসের সূর্য্য যেন বৃষভানু রাজা ।  
 শৌর্য্যদর্পে পায় অশ্রু ভূমিকের পূজা ॥  
 এত বড় ছষ্ট কংস মথুরা-ভূপাল ।  
 তার সঙ্গে কক্ষা করি গেল বহুকাল<sup>২</sup> ॥  
 তোমরা গোপের রাজা রাজকর দিঞা ।  
 রাখে নিজে নাহি যাও কংসেরে ডরাঞা ॥  
 মানসগঙ্গার পার বৃষভানুপুরে ।  
 দেবরাজ ইন্দ্র তায় তিরস্কার করে ॥  
 রাজার ভাণ্ডার যেন লক্ষ্মীর আলয় ।  
 উর্ব্বর্য্য পৰ্য্যভূমি সর্ব্ব শশ্রুময় ॥  
 কামরূপ মেঘ তথা বর্ষে ষথাকালে ।  
 কল্লতরুসম বৃক্ষ সর্ব্ব ফুল ফলে ॥

যতদিন আবির্ভাব হৈলা বিনোদিনী ।  
 ততদিন হৈতে হৈল সকল পদ্মিনী ॥  
 তাবত পর্য্যন্ত দেশে নাহি হুঃখ শোক ।  
 শাস্তদাস্ত ক্ষমাশীল বিষ্ণুভক্ত লোক ॥  
 শৌর্য্যবীৰ্য্য কুলশীল রাজ্য ধনে জনে ।  
 নন্দঘোষ হৈতে রাজ্য বাঢ়া কতগুণে ॥  
 রাজার হুহিতা রাই পরম সুন্দরী ।  
 রমা উমা বাণী যার নিছনি না করি ॥  
 সত্য সৰ্ব্ব ধৈর্য্য দয়া গুণের অবধি ।  
 শাস্ত সূৰ্ত্ত কাস্তরূপে বিধির অবধি' ॥  
 মাধুর্য্যাদি মহারস করে অল্প ভাষে ।  
 চপলা চমকে যার অঙ্গের বাতাসে<sup>২</sup> ॥  
 কন্যুকণী কণ্ঠস্বরে বল্লকী লাজায় ।  
 চরণে যাবক দিতে সখী শঙ্কা পায় ॥  
 নীলমণি ছাড়িঞা কাঞ্চন নাহি পরে ।  
 ফেলিলে গায়ের মলি স্বর্ণবর্ণ ধরে ॥  
 করপদতল রাতা কমল বলিঞা ।  
 অভিন্ন সৌরভে অলি রহে আগুলিঞা ॥  
 নখমণি কিরণ অমল ইন্দু ভানে ।  
 চলিতে চকোর পক্ষ পড়এ চরণে ॥  
 রূপের মাধুর্য্য কত কহিব কানাঞি ।  
 রাধার পাএর রূপ তিন লোকে নাঞি ॥

॥ যথা শ্রীউজ্জলনীলমণ্যাম্ ॥

নিৰিন্দ নিজমন্দিরাবপুরবেক্ষ্য যন্তাঃ শ্রিয়ম্  
 বিচার্য্য গুণচাতুরীমচলজা চ লজ্জাং গতা ॥

॥ বৈদক্যাদি যথা ॥

আচার্য্যাঃ ধাতুচিন্তে পাণিরচনা চাতুরী চাকুচিন্তা  
বাস্তুজ্ঞে মুখ্যয়ন্তি গুরুমপি চ গিরাং পতামহা ।  
এস্মৈ পাঠে শারিণ্ডকানাং পটুরজিতমপি যূতকেলি  
সুজিষ্ণুবিদ্যা বিদ্যেতি বুদ্ধি ক্ষুরতি সফলাশালিনী রাধিকেষ্ম ॥

॥ গন্ধোন্মাদিতা যথা ॥

বল্লীমণ্ডলপল্লবালিভিরিতঃ সঙ্গোপনয়ায়নো  
মা বৃন্দাবনচক্রবর্তিনি কৃথা যত্নং মুধা মাধবি ।  
ভ্রাম্যন্তিঃ স্ববিরোধিভিঃ পরিমলৈরুন্মাদনৈঃ সূচিতাং  
কৃষ্ণস্তাং ভ্রমরাধিপঃ সখি ধুবন ধূর্তো ধ্রুবং ধাস্ততি ॥

॥ রম্যবাগ্ যথা ॥

সুবদনে বদনে তব রাধিকে ক্ষুরিতো  
কেয়মিহাঙ্করমাধুরী ।  
বিকলতাং লভতে কিল কোকিলঃ  
সখি যয়াত সুধাপি মুধার্থতাম্ ॥

যেই তার মায়াপতি অভিমুখ্য রায় ।  
করএ মহত্ব সেবা কংসের সভায় ॥  
সৌম্যরূপ নন্দকথা রাজা বাসে ভাল ।  
এইরূপে দেখি বর্ষ সাত অষ্ট গেল ॥  
মাস পক্ষ অষ্টম্বর যদি আইসে ঘরে ।  
বিভা আদি অত্যাধি সংসর্গ না করে ॥  
সে এক কৌতুক কথা কহি এইখানে ।  
নারদ কহিল ইহা কারণ কে জানে ॥  
বিভা করি বরকণ্ঠা যেই দিনে আসি ।  
হেনকালে তার ঘরে আইলা দেবঋষি ॥

দেখিঞা আনন্দে সতে প্রণাম করিল' ।  
 কুশাসনে বসাইঞা পাণ্ডুঅর্ঘ্য দিল ॥  
 চতুর্দোহ হইতে লাগিল<sup>২</sup> দুইজনে ।  
 বরকণ্ঠা প্রণমিল মুনির চরণে ॥  
 বরের প্রণামে মুনি দিল আশীর্বাদ ।  
 কণ্ঠার প্রণামে মুনি গণিল প্রমাদ ॥  
 ব্যস্ত হঞা দেবঋষি উঠিল স্বরায় ।  
 প্রণাম করিল তিহেঁ। রাধিকার পায় ॥  
 পিতা প্রিয়মগ্ন তার জটিল জননী ।  
 হায় হায় করি উঠি ছোড় কৈল পাণি ॥  
 প্রিয়মগ্ন বলে ঋষি জানি সর্বকাল ।  
 তোমার চরণ বন্দে অষ্ট লোকপাল ॥  
 যেই স্থলে অধিষ্ঠান তোমার চরণ ।  
 সকল তীর্থের তথা হয় আগমন ॥  
 চরণ সঞ্চার দীন দুর্গত তারিতে ।  
 আমারে অকুপা কেন হৈলে আচম্বিতে ॥  
 মোর বধু নত হৈল তুয়া পদতলে ।  
 তুমি তারে প্রণমিলে সেই প্রতি বলে ॥  
 দেখিঞা লাগিল ত্রাস বুঝিতে না পারি ।  
 ইহার কারণ মোরে বল কুপা করি ॥  
 অতথা কে জানে হেন কথার কারণ ।  
 মনের সংশয় মোর বাঢ়ে অমুক্ষণ ॥  
 নারদ বলেন শুন বৃন্তান্তের সার ।  
 যে বুঝিঞা তাঁরে আমি কৈল নমস্কার ॥  
 যে আদি পুরুষ শক্তি নিত্যআহ্লাদিনী ।  
 ইবে সেই বৃষভামুরাজার নন্দিনী ॥  
 এই তমু অমুরূপ নহে নারায়ণী ।  
 গুণে পরাভব যার উমাদি রমণী ॥

॥ যথা কার্পণ্যপঞ্জিকায়াম্ ॥

উমাদিরমণীব্যাহস্পৃহণীয়গুণোৎকরাম্ ॥

দেবের ছল্লভ যার চরণ যুগল ।

দর্শনের প্রাপ্তি তব ব্রহ্মাদি বিকল ॥

॥ যথা রুদ্রপুরাণে ॥

ইয়ং বধুটি সুরলোকপূজিতাং

যন্ত্যাং শচীশেন রমাপ্যুমাদয়ঃ ।

পরাৎপরো দেবতানরভিন্নাম

দ্বাপ্যাহং ভোরভিতো নমস্তে ॥

সে ধমি তোমার বধু অল্প পুণ্য নয় ।

তার মধ্যে আছে এক বড়ই সংশয় ॥

ইহার সংসর্গ যদি করে তোমার পো ।

সেই দিনে অবশ্য পাইবে পত্র মো' ॥

কত্যাধত্যা দিল যদি বুঝতানু রাজা ।

ইষ্টদেব হেন কর্য ঘরে রাখি পূজা ॥

ইহার চরণ সেবা হয় যার ঘরে ।

অণিমাди অষ্টসিদ্ধি খাটে তার দ্বারে ॥

হিংস জন্তু বৈরীপক্ষ রাজা হয় বশ ।

দান মান ধর্ম ধর্মী লভে দিব্য যশ ॥

বুদ্ধি মেধা শাস্তি কান্তি সম্পত্য সদনে ।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ হয় অল্পদিনে ॥

ভবিষ্যৎ এক কথা শুন মহামতি ।

অল্পকালে এই বধু হব সূর্য্যত্রতী ॥

যে আধিভৌতিক তোমার পুত্র কলেবরে

মুক্ত করাইব তারে দ্বাদশ বৎসরে ॥



এ কথা কহিঞা গেলা নারদ গোসাঞি ।  
 সেই হৈতে পতি পত্নীর স্পর্শাস্পর্শ নাঞি ॥  
 এমন রাধিকা কোন রস নাঞি জানে ।  
 তাহারে এসব কথা কহিব কেমনে ॥  
 দুর্মদ দেবর তার বড়ই দুর্ব্বার ।  
 ননদী কুটিল নাম বড় ক্ষুরধার ॥  
 দ্বারপাল হেন আছে কত দাসদাসী ।<sup>১</sup>  
 বিনি আবাহনে তাহা যাইতে ভয় বাসি ॥  
 আমাত্য বান্ধব তার যেন শালবন ।  
 রাধিকা বেড়িয়া তারা থাকে<sup>২</sup> অনুক্ষণ ॥  
 ত্রৈলোক্য সৌভাগ্যরূপ দেখিবার তরে ।  
 ক্ষেণেক না রহে কেহো আপনার ঘরে ॥  
 পিতা বৃষভানু মহিভানু পিতামহ ।  
 সুভানু প্রপিতামহ বর্ত্তমান সেহো ॥  
 পুত্র পৌত্র পরিবারে যত করে দয়া ।  
 তার লক্ষ গুণ করে রাধিকারে মায়া ॥  
 মুখরা কর্কশা ছই পিতামহীর নাম ।  
 স্নেহে করি রাধিকার<sup>৩</sup> মুখের মোছে ঘাম ॥  
 মাতামহ বিন্দুগর্ভ স্নেহ করে বাঢ়া ।  
 প্রমাতামহের নাম শ্রীগর্ভ বুঢ়া ॥  
 না জানি কি বুঝি তারা ভঞ্জে রাত্রিদিনে ।  
 আত্মকোটি সম স্নেহ রাধিকার সনে ॥  
 শ্রীমতী সুখদা তার মাতামহীর নাম ।  
 আঁখি আড় নাহি করে সেবে অবিরাম ॥  
 রত্নভানু স্বর্ণভানু চন্দ্রভানু খুড়া ।  
 অপত্য অধিক তারে স্নেহ করে বাঢ়া ॥  
 ভদ্রকীর্তি চন্দ্রকীর্তি কীর্তিচন্দ্র মামা ।  
 মাএর অধিক তারা মাদ্রিতার সীমা ॥

প্রাণতুল্যা করে তারে কীৰ্ত্তিমতী মাসী ।  
 ততোধিক স্নেহ করে ভানুমতী পিসি ॥  
 মেনকা মামীর ঠাণ্ডি মাও কিছু নয় ।  
 মৌনা মাতুলী সৌম্যা সৰ্বদা সদয় ॥  
 রাজ যুবরাজ ভাই শ্রীদাম সুন্দর ।  
 আজ্ঞাকারী প্রায় হঞা জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥  
 কনিষ্ঠা ভগিনী নাম অনঙ্গমঞ্জরী ।  
 করজোড়ে থাকে সদা যেন ত কিস্করী ॥  
 অসংখ্য বান্ধব তার কত লব নাম ।  
 যে ধনি সম্বন্ধে হৈল বরাপুর গ্রাম ॥  
 রাধার মহিমা কিছু কহিতে না পারি ।  
 অনুভাবে বুঝি যেন পরম ঈশ্বরী ॥

॥ যথা দীপিকায়াং ॥

পৌর্ণমাসী ভগবতী সৰ্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী ।  
 পিতামহো মহীভানুঃ সূভানুঃ প্রপিতামহঃ ॥  
 মুখরা করুণা খ্যাতা পিতামহী পরাব তৌ ।  
 মাতামহঃ বিন্দুগর্ভঃ শ্রীগর্ভঃ নাম তৎপিতা ॥  
 মাতামহী তু সুখদা প্রমাতামহী পেশলা ।  
 রত্নভানুঃ স্বর্ণভানুঃ ভানুশ্চ ভ্রাতরঃ পিতৃঃ ॥  
 ভদ্রকীৰ্ত্তিঃ মহাকীৰ্ত্তিঃ কীৰ্ত্তিচন্দ্রশ্চ মাতুলাঃ ।  
 স্বসা কীৰ্ত্তিমতী মাতুর্ভানুমত্যা পিতৃষসাঃ ॥  
 মাতুল্যো মেনকা মৌনা সৌম্যধাত্রী তু ধাতুকী  
 শ্রীদামা পূর্বজো ভ্রাতা কনিষ্ঠানঙ্গমঞ্জরী ॥

এসব সমৃদ্ধ মধ্যে রাধার বসতি ।  
 হেথা সেয়াকুল কাঁটা কাহুর পিরিতি ॥  
 প্রকর্ষের কথা নহে বিরলের কাজ ।  
 তাথে জুগুপ্সিত কৰ্ম্ম কহিতেই লাজ ॥

কহিলে নহিল যদি সেই অপযশ ।  
 অঙ্গীকার করি যদি সেই কার বশ ॥  
 কাহ্নু আছেন কুঞ্জবনে রাধা আছেন ঘরে ।  
 তার মধ্যে বৃটি কেন আশ্রাযাঞ মরে ॥  
 আগত স্বাগত এক অপর সাধনা ।  
 তাহাতে রাধিকা বড় কথার কুপণা ॥<sup>১</sup>  
 শতেক শুনিঞা এক কহে বা না কহে ।  
 এতেক গারিমা নাকি মোর প্রাণে সহে ॥  
 সে রূপযৌবনমদে না দেখে নয়ানে ।  
 কহিল মাগুর কথা শুনে বা না শুনে ॥  
 যদি বা রাখহ যুক্তি নিজ কার্য্য পাঞা ।  
 আমার কি লভ্য এত অসাধ্য সাধিঞা ॥  
 অপার মধুর দেখ্যাশুচা চক্ষু লাজ ।  
 পরিণামে কেবা কার সিদ্ধ হৈলে কাজ ॥  
 তাবত ধীর জনে করএ বিনয় ।  
 নৌকায় হইলে পার কার পরিচয় ॥  
 তাবত ঘটকে মাগু থাকে দুই ঘরে ।  
 পতি পত্নী যুক্ত হৈলে কেবা মাগু করে ॥  
 তাবত আচার্য্য আজ্ঞা পাণিপুটে লয় ।  
 অবশেষে দক্ষিণাশ্বে শত্রুবৃদ্ধি হয় ॥  
 তবে কেনে হেন কর্ম্ম জানিঞা শুনিঞা ।  
 অপযশ ডালা নিব<sup>২</sup> মস্তক পাতিঞা ॥  
 ধৈর্য্য ধর কৃষ্ণ তুমি না হও চঞ্চল ।  
 ক্রমে ক্রমে ক্রিয়াসিদ্ধ হইব সকল ॥  
 সহজে গোকুলে তুমি ব্রজযুবরাজ ।  
 শুনিঞা হাসিব যত গোকুল সমাঝ ॥  
 ভাল হৈল তুমি আজি মোরে দিলে দায় ।  
 আমিহ করিব জানি যতেক উপায় ॥

১ তাহাতে অত্যন্ত রাধা কথায় কুপণা ॥      ২ অবশেষে ডালা লব

পরচিস্ত বান্ধা যেন অরণ্যের হাথি ।  
 অনেক উপায় চাহি মোক্ষ পক্ষ সাথী ॥  
 স্বজাতীয়া সঙ্গে রঙ্গে হাস পরিহাসে ।  
 বাচিকে কামিক রতি দৈবেই প্রকাশে  
 যদি আমি মাগু হই রঙ্গরস ছাড়া ।  
 প্রকারে মানাব আগে রঙ্গিণীর পাড়া ॥  
 যার সঙ্গে হাসভাষ হয় রাত্রিদিনে ।  
 তাহাতে উজ্জল রতি অনন্ত সাধনে ॥  
 মাধবসঙ্গীত নাম নূতন' পাঁচালি ।  
 ভক্তিরসকথা সার প্রমাণ সকলি ॥  
 দৈবেই কৃষ্ণের কথা তরিএ সংসার ।  
 বিশেষে জানিঞা রাধাকৃষ্ণ পরিবার ॥  
 পরশুরামের রহু গুরুপদে ধ্যান ।  
 অবগে লভিএ রাধাকৃষ্ণের কল্যাণ ॥

### রাগ গুর্জরী

তোরে কি বলিব আর ।  
 তুমি কি না জান মনে যে দুঃখ আমার  
 প্রাণের বড়াই গো ॥ ১ ॥

বড়াই কহিল যদি বচন নিষ্ঠুর ।  
 শুনিঞা কৃষ্ণের হৈল বিরহ প্রচুর ॥  
 পুগবৃক্ষ হেন তনু করে টলবল ।  
 ছলছল করে রাঙা নয়নযুগল<sup>২</sup> ॥  
 যতেক গঞ্জনা বুড়ি বলে বারম্বার ।  
 কানাঞি মানেন যেন রত্ন অলঙ্কার ॥  
 শুনিঞা রাধার কথা সক্ররুণ হঞা ।

বড়াইরে কহেন কিছু হাসিঞা হাসিঞা ॥  
 তুমি ত্রিকালিক পরপিতামহীর সহী ।  
 কহিতে তোমার আগে মোর শক্তি কই ॥  
 বিনয় করিঞা যত কহি তুয়া পাশে ।  
 ততেক বঞ্চনা কর দৈবেই বিশেষে' ॥  
 মিছা কাজে কর তুমি বাহুল্য উপায় ।  
 আমি জানি সর্বসিদ্ধ হব তুয়া পায় ॥  
 যখন পাইল আমি তুয়া দরশন ।  
 সেই ক্ষণে হৈল মোর সিদ্ধ প্রয়োজন ॥  
 নয়নের তৃপ্ত যবে দেখি এসে ধনি ।  
 শ্রবণের তৃপ্ত তত তাঁর কথা শুনি ॥  
 রাধার মহিমা গায় আমার গঞ্জনা ।  
 শ্রবণে লাগএ যেন অমৃতের কণা ॥  
 রূপের কীর্তন যত করিলে বড়াই ।  
 মনের আনন্দ পুনঃ শুনিতে সাধাই° ॥  
 আমারে এড়িঞা একা এ কুঞ্জকাননে ।  
 নির্দয়া হইঞা ঘর যাইবে কেমনে ॥  
 আমি সে চাতক চিত্ত জলদ সে ধনি ।  
 তুমি অমুকূল বায়ু° কায়মনে জানি ॥  
 ইহা জানি ধার্য্য কর° উচিত যে হয় ।  
 রাধিকার সখী মোরে কর পরিচয় ॥  
 কেবা তার প্রিয়তমা কার কথা শুনে ।  
 রসাভাসে কার সঙ্গে থাকে রাত্রিদিনে ॥  
 কার কত বৈদগ্ধি রূপ রসিকতা ।  
 বিশেষে রাধার সঙ্গে কাহার ঐক্যতা ॥  
 সে সকল নাম মোরে কহ বিবরিঞা ।  
 প্রাণসখী প্রিয়সখী বিভেদ করিঞা ॥

বড়াই বলেন কথা শুনহে কানারিঞ ।  
 তোমা হেন মুক্ত লোক কভু দেখি নাঞি ॥  
 যবে তবে সঙ্গ তার কভু নাহি দেখা ।  
 সখী যত তত তার নামের কি লেখা ॥  
 যেমত<sup>১</sup> দরিদ্র শুঞা থাকে তৃণাসনে ।  
 কন্দর্প আবেশে যত ক্ষোভ করে মনে ॥  
 স্বপ্নে সংসর্গ হয় রাজকন্যা সনে ।  
 কন্দর্প আবেশে তার কত উঠে মনে ॥  
 কনুয়া কণ্ডুয়ালস বাড়ে দিনে দিনে ।  
 নিদ্রা তেজি উঠে বড় ছুট ভাবে মনে ॥<sup>২</sup>  
 অশ্রু যত উপসর্গ বরঞ্চ সে সয় ।  
 এ সকল কর্ম কভু মহাজনের নয় ॥  
 তাহাতে গোকুলে তুমি ব্রজযুবরাজ ।  
 ইষ্ট দেব হেন<sup>৩</sup> মানে গোকুলসমাব ॥  
 যশোদার নিবিড় স্নেহ কীর্তিদার সনে ।  
 গোপরাজা বৃষভানু অভেদ হুজনে ॥  
 শ্রীদামের সঙ্গে তোমার অধিক সখ্যতা ।  
 কি বুঝিঞা কহ তুমি রাধারে এ কথা ॥  
 অশ্রু হেন নহে সেই রাধার চরিত ।  
 কামাদি বাসনা সব দোষ বিবর্জিত ॥  
 মাস পক্ষ অনন্তরে দেখিবারে যাই ।  
 রাধার সতীত্বপনা শুনিতো<sup>৪</sup> ডরাই ॥  
 শয্যার কুসুম রজ সমীরে উড়ায় ।  
 অশ্রু ঠাঞি লঞা জাত্যে সেহো<sup>৫</sup> শঙ্কা পায় ॥  
 সেবায় সৌগন্ধী পাঞা<sup>৬</sup> প্লাঘ্য করি মানে ।  
 পুন সে কুসুমরেণু রাখে সেই স্থানে ॥

এমন নিবন্ধ<sup>১</sup> যার অতুল প্রতাপ ।  
 কেমতে তাহার আগে করিব প্রলাপ ॥  
 আমি বা তাহার ঠাঞি কত অধিকার ।  
 কেমতে নিশ্চিন্ত হল্যে মোরে দিঞা বার ॥  
 চন্দ্র প্রতিবিশ্ব যেন দেখিএ দর্পণে ।  
 হাথ দিঞা ধরিবারে চাহে অগেয়ানে ॥  
 বিবাহ অবধি তার ঘরে আসি যাই ।  
 আপনার অভিলাষে দেখিতে না পাই ॥  
 পুণ্যভাগ্যে পাই ছুটি চরণের দেখা ।  
 নয়ন ভুলিঞা থাকে রূপের কি লেখা ॥  
 সর্ব্বাজ সস্থরে সদা জলদবসনে ।  
 পূর্ণিমার চন্দ্র যেন ঢাকে নবঘনে ॥  
 চামর সমীর পাশে বসন দোলায় ।  
 চপলা চমকে যার<sup>২</sup> অঙ্গের ছটায় ॥  
 যে দিনে যেখানে যার দৃষ্টি পড়ে আগে ।  
 প্রত্যঙ্গ লোচন ফান্দ সেই ঠাঞি লাগে ॥  
 যত যত রূপ বিধি কৈল নিরমান ।  
 ত্রিভুবনে তুল্য নহে রাখার সমান ॥  
 রূপের অবধি কত গুণের নাহি সীমা ।  
 গুণের মহিমা নিত্য অগণ্য মহিমা ॥  
 মহিমা অবধি<sup>৩</sup> রাই করুণার নিধি ।  
 না জানি কতেক রসে নিরমিল বিধি ॥  
 সেবকের প্রাণধন সখীগণে দয়া ।  
 মাতাপিতা ততোধিক বৃদ্ধলোকে মায়্যা ॥  
 সবে আছে এইমাত্র<sup>৪</sup> দাণ্ডাইবার লক্ষ্য ।  
 আগুবুদ্ধি করে যত রাখার সপক্ষ<sup>৫</sup> ॥  
 গর্গকন্ঠা সুপণ্ডিত পরম তাপসী ।  
 গার্গী ভার্গী হুই সখী ভক্তি অভিলাষী ॥

সূর্য্যপূজা করে রাধা<sup>১</sup> তার উপদেশে ।  
 তারা দৌহে ভক্তি করে গুরুতুল্য বাসে ॥  
 সূর্য্যপূজা করে ধনি সেই প্রায় প্রথা ।  
 অনুলাপ নাহি করে আচার্য্যের কথা ॥  
 ব্রাহ্মণীর বাক্য সেহ লোক প্রতারণে ।  
 অশ্লীল ধ্যান করে ললিতার সনে ॥  
 বিশাখার চিত্রগীত করে অনুমান ।  
 পুলকাজ হয় সদা সজল নয়ান ॥  
 না জানি কিরূপ তার অন্তরে প্রকাশে ।  
 নয়ান মুন্দিঞা কভু মন্দ মন্দ হাসে ॥  
 নিশিদিশি নিরখএ হইয়া হাতাশ ।  
 করুণা বেপথু স্বেদ সঘন নিশ্বাস ॥  
 রাধার চরিত্র কিছু বুঝিতে না পারি ।  
 সকল জানএ তার ললিতা সুন্দরী ॥  
 রাধা ইন্দুমুখী সুধা কান্তি বক্তৃপ্রিয়া<sup>২</sup> ।  
 চারুতা চকোর প্রফুল্ল ললিতা সুপ্রিয়া ॥

॥ যথা ললিতাষ্টকে ॥

রাধাসুধাকিরণমণ্ডলকান্তিদন্তি

বক্তৃপ্রিয়াং চকিত চারু চামরনেত্রাম্ ।

রাধাপ্রসাধন বিধানকলাপ্রসিদ্ধাং

দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি

ললিতা ললিতগুণে প্রিয় নন্দসখী ।

বিশাখা বিচিত্রা তার তুল্য ভাবে লেখি ॥

রক্তদেবী সুদেবী আর চম্পকলতিকা ।

তুঙ্গবিভা ইন্দুলেখা এই অষ্ট নায়িকা ॥

সর্ব্বাজসুন্দরী সবে সর্ব্বগুণাশ্রিতা ।

সঙ্গীত<sup>৩</sup> নাটিকা সবে কৌশল কবিতা ॥



রাধার চরিত্র যত তারা সব জানে ।  
হাসভাষ রঞ্জে সঞ্জে থাকে রাত্রিদিনে ॥  
সখীর সমাবে এই প্রিয় নর্শ্ম আলি ।  
অভিন্নতা ললিতারে অনুরাধা বলি ॥

॥ যথা দীপিকায়াম্ ॥

পরমশ্রেষ্ঠসখ্যাস্ত ললিতা সাবিশাখিকা ।  
সুচিত্রা চম্পকলতা রঙ্গদেবী সুদেবিকা ॥  
তুঙ্গবিভেদুলেখা চেত্যাঠো সর্বগণাগ্রিমা ।

কহিল তোমারে প্রিয় নর্শ্মসখীর নাম ।  
প্রিয়সখীর যুথ গুন কহি তুয়া ঠাম ॥<sup>১</sup>  
কুরঙ্গাক্ষি চকোরাক্ষি মণ্ডলী কুণ্ডলা ।  
মাধবী মদনা মঞ্জুমেধা শশীকলা ॥  
মালতী আর চন্দ্রলতা কমলাকামিনী ।  
সুমধ্যা মাধুরী আর গুণচূড়ামণি ॥  
কামলতা বরাজদা চন্দ্রিকা মঞ্জরী ।  
প্রেমালসা মঞ্জুকেশী কন্দর্পসুন্দরী ॥  
কেলিকন্দলী কাদম্বরী শশিমুখী ।  
নাসিকা আর চন্দ্রলেখা প্রিয়স্বদা সখী ॥

॥ যথা দীপিকায়াম্ ॥

প্রিয়সখ্যঃ কুরঙ্গাক্ষি মণ্ডলী মণিকুন্তলা ।  
মালতী চন্দ্রলতিকা মাধবী মদনালসা ॥  
মঞ্জুমেধা শশিকলা সুমধ্যা মধুরেক্ষণা ।  
কমলা কামলতিকা গুণচূড়া বরাজদা ॥  
মাধুরী চন্দ্রিকা প্রেমমঞ্জরী তনুমধ্যমা ।  
কন্দর্পসুন্দরী মঞ্জুকেশীতাত্তাশ্চ কোটিশঃ ॥

উক্তা জীবিতসখ্যস্ত নাসিকা কেলিকন্দলী ।  
 কাদম্বরী শশিমুখী চন্দ্রলেখা প্রিয়হৃদা ॥  
 মদোদ্রতা মধুমতী বাসন্তী কলভাষিণী ।  
 রত্নবেণী চ সুসমা কর্ণরলতিকাদয়ঃ ॥  
 এতাবন্দাবনেশ্চর্যাং প্রায়ঃ সারূপ্যমাগতাঃ ।

নিত্যসখীবৃন্দমধ্যে প্রধান কস্তুরী ।  
 মনোজ্ঞামঞ্জরী আর মাণিক্যমঞ্জরী ॥  
 কুমুদিনী চন্দ্রলতা মুদিরা পদ্মিনী ।  
 এই নিত্যসখী তার অষ্ট নিতম্বিনী ॥  
 হস্ত ধাষ্ট্য গত পত কথা ইতিহাসে ।  
 নিরন্তর থাকে সেই রাধিকার পাশে ॥

॥ যথা ॥

নিত্যসখ্যস্ত কস্তুরী মনোজ্ঞা মণিমঞ্জরী ।  
 ইন্দিরা-চন্দ্রলতিকা-কৌমুদী-মুদিরাদয়ঃ ॥

সখীভাগে অগ্রগণ্য লবঙ্গমঞ্জরী ।

ভানুমতী প্রভাবতী আর রতিপ্রিয়া ।  
 কামলেখা কেলিকলা ভুরিদা সুপ্রিয়া ॥  
 কনিষ্ঠকল্লিতা এই একাদশ সখী ।  
 আত্রেয়ী' কামদা নাম সখীভাবে লেখি ॥  
 অতএব দ্বাদশ সখী সেবা অভিলষী ।  
 সাক্ষাতে পদ্মিনী কিন্তু সেবে হৃদ্য দাসী ॥

॥ যথা তত্রৈব ॥

কামদা নাম ধাত্রেয়ী সখীভাববিশেষভাক্  
 লবঙ্গমঞ্জরী রাগমঞ্জরী গুণমঞ্জরী ।

ভানুমত্যাশ্রপৰ্য্যায়। সুপ্রিয়া রতিমঞ্জরী  
কামলেখা কলাকেলি ভুরিভাঙ্গ দাসিকাঃ ॥

অধিকারভেদ এই সখী চতুর্বিধা ।  
সভে যুথেশ্বরী তবে ' শিরোমণি রাধা ॥  
বীরা ধীরা ছই সখী যায় চরাচরে ।  
সেবা করে সত্য কহে অপেক্ষা না করে ॥  
বৃন্দা কুন্দ\*লতা আর ধনিষ্ঠা সুন্দরী ।  
গুণমালা সুধামুখী ছয় সহোদরী ॥  
রাধার সাক্ষাতে সদা থাকে জোড়করে ।  
তা সভার কথা রাধা লজ্জিতে না পারে ॥  
নন্দীমুখী বিন্দুমতী যুক্তিবিধায়িনী ।  
রাধার পাত্রে মধ্য প্রধান মঞ্জীগী ॥  
শ্রামলা মঞ্জলা আদি সখী লক্ষ লক্ষ ।  
পরম সুন্দরী সব রাধার সপক্ষ ॥  
চন্দ্রাবলী নামে তায় এক\* যুথেশ্বরী ।  
রাধার সমান প্রায় পরমাসুন্দরী ॥

॥ যথা উজ্জলনীলমণৌ ॥

যুথয়ন্ত জুযোঃ সান্তি সংক্ষা যুগীদৃশাং ।  
তত্রাপি সর্বদা শ্রেষ্ঠা রাধাচন্দ্রাবলীতু্যতে ॥  
তয়োৱপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বতোষিকা ।  
রাধিকা বিশ্রুতং যাতা যদগাঙ্কবক্ষয়া শ্রুতো ॥

মল্ল গোবর্দ্ধন নাম তার গৃহপতি ।  
নির্দয় বজ্রের সার যেন তার মতি ॥  
রঙ্গরস নাহি জানে বড়ই পামর ।  
রাজপাত্র অধিকারে কংসের চাকর ॥

সূর্য্যত্রত চন্দ্রাবলী করে দেখাদেখি ।  
 রাধার সংহতি তার প্রতিপক্ষ সখী ॥  
 কলাকণ্ঠী পিককণ্ঠী সুকণ্ঠী কলাবতী ।  
 রাসোল্লাসা গুণভূজী রতি লীলাবতী ॥  
 বিশাখা রচিত গীত এই সবে গায় ।  
 মুরুলী' মন্দিরা বীণা মুরুজ বাজায় ॥

॥ তত্রৈব ॥

গন্ধর্ববাস্ত্র কলাকণ্ঠী পিককণ্ঠী সুকণ্ঠিকা ।  
 কলাবত্যো রাসোল্লাসা গুণভূজী সুবন্ধুরা ॥  
 যা বিশাখাকৃত গীতিগায়ত্যঃ সুখদা প্রিয়া  
 বাদয়ন্তে সুসিরং ততানন্ধঘনাত্মাপি ॥

বংশীবীগ্ণ সনোমানি উপজ্ঞ মুদির ।  
 মুখে ফুঁকে বাজে যন্ত্র সে সব সুসির ॥  
 রবাব পিনাক তানা<sup>২</sup> তাস্ত্রিক বিলাস ।  
 সারঙ্গী সুন্দরী সুর মণ্ডক প্রকাশ ॥  
 পঞ্চমী তম্বুরা বীণা প্রবীণা<sup>৩</sup> বল্লকী ।  
 তারতন্ত্রে যত যন্ত্র তত বাজে লিখি ॥  
 ঢাক ঢোলক দামা দগড়ক তারা ।  
 খমক ঝমক ডম্ফ ডিগ্গিমি ঝর্ঝরা ॥  
 এক ছুই মুখ যার অজিনে মুদ্রিত ।  
 আনন্দ সে সব সঙ্গ বাজ বিপরীত ॥  
 নূপুর ঘাঘর ঘণ্টা কাংস্থ করতাল ।  
 কিক্কিণী মন্দিরা মুছ সিঞ্চিনি রসাল ॥  
 এই সব ঘন সঙ্গ বাজ যথা সুখে ।  
 চতুর্বিধা বাজভেদ ছিল চারি লোকে ॥

ততং বাত্স দেবলোকে তস্মুরাদি গানে ।  
 স্মসির গঙ্কর্ব্ব বাত্স বাজে দিব্য তানে ॥  
 আনন্দ রাক্ষসী বাত্স শুনিতে চমৎকার ।  
 মানবের ঘন বার্ত্ত বাজাএ স্মসার ॥

॥ সঙ্গীতদামোদরে ॥

ততং বীণাদিকং বাত্সং বংশাদি স্মসিরং মতম্ ।  
 চন্দ্রাণ ধ্বন্ত আনন্দং কাংস্ততালাদিকং ঘনম্ ॥

॥ তত্র চ ॥

দেবানাঞ্চ ততং বাত্সং গঙ্কর্ব্বানাঞ্চ সৌসিরম্ ।  
 আনন্দ রাক্ষসানাঞ্চ মানবানাং ঘনং বিদুঃ ॥

হেন বুঝি দেবতা গঙ্কর্ব্বে ব্রজে আসি ।  
 কন্যারূপী ধন্য সভে সেবা অভিলাষী ॥  
 তাল তান গান মান ছন্দবন্ধ বাধা ।  
 সকল গুণের গুণে রাধার সংপ্রদা ॥  
 পদ্মনীর পুত্র হৈল অমরনগরে ।  
 সংগীতের অধিকার দিল পুরন্দরে ॥  
 ছই মুখ ছই স্বর নাঞি নাসাকর্ণ ।  
 তা ধি থো ধা বলে যজ্ঞ শুনি চারি বর্ণ ॥  
 মৃদঙ্গ তাহার নাম থুইল দেবরাজা ।  
 দোসর করিঞা নাম থুইল মুরজা ॥  
 মৃদঙ্গ মুরুজ ভেদ ছই যজ্ঞ হৈল ।  
 রম্ভা আর কুজ স্বর্গে ছই যজ্ঞী ছিল ॥  
 এবে সেই গীতবাত্স বুঝভানুপুরে ।  
 নবীনা রঞ্জিণী সখী যায় ঘরে ঘরে ॥  
 লাবণ্য লহরী লীলা শীলারূপ গুণে ।  
 পরিপূর্ণ হৈল সব রাগিকার সনে ॥

॥ যথা সঙ্গীতদামোদরে ॥

মৃদঙ্গ পদ্মনীপুত্র স্বরদ্বয় মুখদ্বয় ।  
বরোহত্রশ্চ বিতস্তাথোখাদি ধ্বনিক্রমঞ্চ ॥

মাণিক্য নন্দদা আদি নিতম্বিনীগণ ।  
রাধার সেবায় করে পুষ্পের চয়ন ॥  
প্রেমবতী রসবতী কুসুম পেশলা ।  
নানা ফুলে গাঁথে তারা নবরঙ্গ মালা ॥  
সুগন্ধা নালিনী আদি অনেক রঞ্জিণী ।  
গন্ধাভূলেপনে তারা সুচারু চিত্রিণী ॥  
মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গদা রতি রঙ্গকের কণ্ঠা ।  
রাধিকার বস্ত্র ধৌত করে সেই ধন্থা ॥  
চিত্রিণী চারিণী নাম মাস্ত্রিকী<sup>১</sup> তাস্ত্রিকী ।  
পঞ্জিকা করেন পাঠ দৈবজ্ঞানী<sup>২</sup> সখী ॥  
কাত্যায়নী আদি যত বয়সে অধিকা ।  
নানা বার্তা উদ্ধারিতে রাধার দূতিকা ॥  
মঞ্জুলা বিন্দুলা সান্দ্রা মৃদুলাদি বালা ।  
রাধিকার অগ্রে শিক্ষা<sup>৩</sup> করে নাট্যকলা ॥  
এসব কহিল যত সব মোক্ষ পক্ষ ।  
তদনুগা সখী তার আছে লক্ষ লক্ষ ॥  
যদি কালে ভাগ্যবশে রাধা সাধ্য হয় ।  
তখনি পাইবে তুমি সভার পরিচয় ॥  
হইল অনেক ব্যাজ আমি ঘরে যাই ।  
সমএ রাধার ঘর যাইতেহ চাই ॥  
কায়মনবাক্যে এই করি আশীর্ব্বাদ ।  
কাহুরে করুন রাধা প্রেমের প্রসাদ ॥  
সখীবৃন্দ রাধাকৃষ্ণ একত্র করিঞা ।  
বৃদ্ধকালে দেখি যেন নয়ান ভরিঞা ॥

॥ উজ্জলনীলমত্তাম্ ॥

অর্ঘ্যদয়ত যাবিনা জগতি করুণা প্রাপ্তিকে ।  
পরং পরম দুঃস্বপ্নমিল তু কস্ত শামেশি ॥

এতেক কহিলা বুঢ়ি বচন রসাল ।  
শুনিঞা কৃষ্ণের সুখ বাঢ়িল বিশাল ॥  
বিদায় করিতে কৃষ্ণ ধরি তাঁর করে ।  
কৃষ্ণ বলেন হাথ তুমি দেহ মোর শিরে ॥  
বল দেখি মোর কৃষ্ণ এ ভার আমার ।  
তবে সে অবোধ প্রাণ পায় প্রতিকার ॥  
বড়াই বলে কে হেন পামর ত্রিভুবনে ।  
মোর কৃষ্ণ এ বোল না বলে কোন জনে ॥  
সভে বলে মোর মোর তুমি কারও নও ।  
সেই জন মহাশয় তুমি যার হও ॥  
অখিলের ভারে তোমার নাম বিশ্বস্তর ।  
লইতে তোমার ভার কে আছে পামর ॥  
যার আজ্ঞা ত্রিভুবনে না পারে খণ্ডিতে ।  
নানা ছলে কথা কহ' আমারে ভণ্ডিতে ॥  
যেরূপে বড়াই আমি তাহা তুমি জান ।  
কি বুঝিঞা আজ্ঞা কর সামান্যের হেন ॥  
ছাড়িল শিবের সঙ্গে কৈলাস শিখরে ।  
ইহা লাগি এতকাল গোকুল নগরে ॥  
ভারাক্রান্ত হঞা যবে নিবেদিল ধরা ।  
পূর্বের আজ্ঞা দিঞা হবে পাসরিলে পারা ॥  
রজগুণে হই আমি যশোদানন্দিনী ।  
কংসেরে ভাণ্ডিয়া বিজ্ঞাচলনিবাসিনী ॥  
তমগুণে থাকি আমি সংসার মণ্ডলে ।  
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভাণ্ড বদ্ধ মায়াজালে ॥

সব্বগুণে সাধ্বিকের অমুকুল হঞা ।  
 শুনিএ তোমার গুণ তার চিন্তে রঞা ॥  
 নামগুণগ্রাম সদা গান ভক্তজনে ।  
 উপাপোহ<sup>১</sup> পরস্পর স্বজাতীয়া সনে ॥  
 কভু নাচে কভু গায় কভু কান্দে হাসে ।  
 অন্ধারূপে অমুকুণ থাকি তার পাশে ॥  
 অভিনব কৃষ্ণকথা কৌশল কীর্তনে ।  
 কুলটার প্রেম যেন জার পতি সনে ॥

॥ যথা শ্রীভাগবতে ॥

স তাম সংসার হ্রভূতাং নিসর্গো যদর্থ  
 বাণিশ্রুতি চেতসামপি ।  
 প্রতিক্ষণ লব্যবদচ্চ তস্মিন্ধি  
 যাধিটায় সাধুবাস্তা ॥

সাধ্বিকী যে কৰ্ম করে তাই আমি করি ।  
 কৃষ্ণ ছাড়ি অশ্রু ভঞ্জে সেই মোর অরি ॥  
 যতপি আমার সেবা করে কায়মনে ।  
 তথাপি বৈগুণ্য করি সে পাষণ্ডী সনে ॥  
 প্রাস্তন জানিব তার বাঢ়াই সংসার ।  
 নূপ আরোহণে যেন অশ্ব পুরস্কার ॥  
 অথবা খরের ঘাস রহে অশ্রু খর ।  
 এইরূপে যায় তার জন্মজন্মান্তর ॥  
 যতকালে লয় তুয়া ভক্তির<sup>২</sup> শরণ ।  
 পাপ তাপ দৈন্ত হুঃখ হয় বিমোচন ॥  
 গুণভেদে এই সব কৰ্ম আমি করি ।  
 গোকুলনগরে রাধা কৃষ্ণের কিঙ্করী ॥  
 ডাকিঞা कहিলে মোরে পূর্বভাগ্যবশে ।  
 অবনী করিবে সিন্ধু প্রেমামৃতরসে ॥



তোমাং দেখিঞা যত গোকুলকামিনী ।  
হাটেবাটে মাঠেঘাটে করে কানাকানি ॥  
চাতুরী প্রক্রিয়া যত গুণনিকা জমে ।  
নবীনা সখীরে শিক্ষা করান বিজনে ॥

॥ যথা রসামৃতসিকৌ ॥

কর্ণাকর্ণি সখীজনে বিজনে দূতীস্বতিপ্রক্রিয়া  
পত্ন্যৰ্বধনচাতুরী গুণনিকা কুঞ্জপ্রয়াণে নিশি ।  
বাধিৰ্য্যং গুরুবাচি বেণুবিক্রতা বৃৎকর্ণতেতি ব্রতান  
কৈশোরেন তবাত্ত কৃষ্ণ ! গুরুণা গৌরীগণঃ পাঠ্যতে ॥

ত্রিভুবন মোহিনাঞা মুরুলীর স্বরে ।  
এমন নিষ্ঠুর নাঞি ধৈরজ্জ যে ধরে ॥  
না চলে রবির রথ মিলায় পাষাণ ।  
তরঙ্গে যমুনা নদী ধরএ' উজ্জান ॥  
রসবতী হঞা যেই শুনিব মুরুলী ।  
সহজে অবলা যত হইব তরলী ॥  
পরমহংসের ধ্যান জ্ঞান যায় দূরে ।  
মুরুলী অধীরধৰ্ম্মা হৈলা বলাৎকারে ॥

॥ যথা বিদক্কাধবে ॥

ধ্যানং বলৎপরমহংসকুলস্থ ভিন্দন নিন্দন  
সুধা মধুরিমানধরীবধৰ্ম্মা ।  
কন্দৰ্প সাসন ধুরাং মুহুরে রসং সনবীঠি  
ধ্বনির্জয়তি কংসনিন্দনস্থ ॥

অনাআসে হব তোমার সিদ্ধ প্রয়োজন ।  
সবে অবশিষ্ট কার্য্য রাধার সাধন ॥

সে ধনি সাধিতে কৃষ্ণ যত্নবান হবে ।  
 আমি তোমার নিজ দাবী এমত জানিবে  
 এতেক বুলিঞা বুড়ি পদতলে পড়ে ।  
 তথাপি রসিকরায় রঙ্গ নাহি ছাড়ে ॥  
 কি কর বড়াই বলি করে হায় হায় ।  
 অবনত হঞা পুন ধরে তার পায় ॥  
 কানাঞি বলেন যত কর অনুবন্ধ ।  
 গোকুলে বড়াইর নাতি এই সে সম্বন্ধ ॥  
 ঐসি জানে যত বেত বোধিত বন্দনা ।  
 ততোধিক শ্রীত গোপী গর্বিত ভৎসনা ॥  
 যতপি পরমশ্রীত চাহিবে আমার ।  
 ব্রজের সম্বন্ধ ছাড়ি না ভাবিবে আর ॥

॥ যথা শ্রীভগবদগীতায়াম্ ॥

ন তথা রোচতে বেদাঃ পুরাণাতাভূ ত্বেতরে ।  
 যথা তাসাস্ত গোপীনাং ভৎসনা গর্বিতং বচঃ ॥

এ কুঞ্জ কাননে একা রাখিঞা আমারে ।  
 বিস্মৃতি না হবে মোরে রাখিবে অন্তরে ॥  
 অস্ত অস্ত করে বুড়ি অঞ্জলি করিঞা ।  
 ক্ষেণেক না রহি যেন তুয়া পাসরিঞা ॥  
 যার চিন্তে আছ তুমি সেই সে জীবন ।  
 তোমা ছাড়ি কোটিকল্প জীএ অকারণ ॥

॥ যথা ভক্তিসুধোদয়ে ॥

জীবনং কৃষ্ণভক্তানাং বরং পঞ্চ দিনানি চ ।  
 যথা ভক্তিবিশীনানং কল্পকোটিশতৈরপি ॥

এরূপ বিলাসবেশ এ কুঞ্জকাননে ।  
 রাখি সান্ত তোমা ধরিব ধ্যানে ॥

অপর আমার বাঞ্ছা আর কিছু নাঞি ।  
 কায়মনোবাক্যে সেই রাধিকার ঠাঞি ॥  
 শুনিঞা আনন্দ কৃষ্ণ দিলেন মেলানি ।  
 পরশুরাম বলে ধন্য ধন্য ঠাকুরাণী ॥

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### রাগ ধানত্রী

বড়াই কান্না সনে                      কথা কহে কুঞ্জবনে  
রতি কাম এই অবসরে ।  
লইঞা কৃষ্ণের পান                      রঞ্জে চলে পঞ্চবাণ  
প্রবেশিলা গোকুলনগরে ॥  
অঞ্জনগঞ্জন তনু                      বাম করে পুষ্পধনু  
মন্দ মন্দ মাতঙ্গের গতি ।  
বিরহীজনের তরে                      কুসুম কন্দুক করে  
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে হাসে রতি ॥  
হরিতে যুবতী লাজ                      সঙ্গে সখা ঋতুরাজ  
রতিবন বিজয় সুধীর ।  
জ্বালিতে মদনানল                      মন্দ মন্দ সখাবল  
সুশীতল সুগন্ধি সমীর ॥  
গগনে উদয় চান্দ                      বিরহী জনের ফান্দ  
তার মাঝে কুরঙ্গনয়নী ।  
পড়িঞা বিষম ফান্দে                      কৃষ্ণ সার বলি কান্দে  
দশদিগ চকিত' হরিণী ॥  
কোকিল উত্তান তানে                      বিধে যেন কুন্দ বাণে  
প্রবেশিলে না হয় বাহির ।  
হৃদএ ছ হাথ দিঞা                      কৃষ্ণলীলা সমাধিঞা  
নয়নে সঘনে বহে নীর ॥  
ভ্রমর ভ্রমরী মেলি                      উড়িঞা করএ কেলি  
দেখি শুনি তার কলাগান ।  
যেন কাল ভুজঙ্গিনী                      চালনের মন্ত্র শুনি  
মন্দিরে স্থস্থির নহে প্রাণ ॥

এই রূপে<sup>১</sup> পঞ্চশর ফিরি বুলে ঘরে ঘর  
 রসবতী যুবতী<sup>২</sup> চাহিঞা ।  
 দেখাইলে মারে বাণ আকুল করএ প্রাণ  
 লৈয়া যায় চেতন হরিঞা ॥  
 অহুকুল হঞা রতি অন্তরে করএ<sup>৩</sup> স্থিতি  
 কৃষ্ণলীলা করে অহুমান ।  
 যেমন<sup>৪</sup> বাউল<sup>৫</sup> জনে প্রথমে আবেশ গুণে  
 স্বভাব<sup>৬</sup> ছাড়িঞা করে আন ॥  
 ঘরে বা বাহির পথে বিরহিণী যুখে যুখে  
 সভে লয় সভাকার মন ।  
 যে কেহো নির্ভূর পণে রসকথা নাহি শুনে  
 কামতজ্ঞে করে<sup>৭</sup> সু সাধন ॥  
 এক যুক্তি মনে মেলি কেহ<sup>৮</sup> করে কোলাকুলি  
 কেহো কারো চরণে লোটায় ।  
 কেহো কার ধরি হাতে বন্দনা করএ মাথে  
 কেহো কেহো কৃষ্ণগুণ গায় ॥  
 তনু করে টলবল নয়ানে আনন্দজল  
 আলিঙ্গএ ইন্দীবর ফুলে<sup>৯</sup> ।  
 নয়ান মুদিঞা রয় কেহো বা ত্রিভঙ্গ হয়  
 চুম্বন করএ বাহুমূলে<sup>১০</sup> ॥  
 কেহো সচকিত হঞা কুঞ্জপথ নেহারিঞা  
 আশ্রু কৃষ্ণ বলে রসাভাসে ।  
 কৃষ্ণরসে হঞা ভোল বাহু মেলি দেই কোল  
 দেখিঞা মদন রতি হাসে ॥  
 কেহো বলে হায় হায় মিছাই সময়<sup>১১</sup> যায়  
 কোথা গেলে পাব সেই হরি ।  
 যারে বাঞ্ছা করে রমা সে কেনে লইব আমা  
 রূপগুণহীন বনচরী ॥

সজল জলদ শ্রাম                      রূপে জিনি কোটি কাম  
 গুণের অবধি যত্নবীর ।  
 মধুর মুরুলী স্বরে                      মৃত তরু মুঞ্জরে  
 শুনিঞা পাষণ হএ নীর ॥  
 যত রূপ তত গুণে                      ততেক বৈদক্ষী পণে  
 আর তাহে কিশোর বএস ।  
 বচন সুধার সার                      নয়ান ইঙ্গিত তার  
 সহজে মানিঞা আছে দেশ ॥  
 প্রিয়হৃদা বলে সার                      উপায় না দেখি আর  
 চল সভে মানাই বড়াই ।  
 অমুরূপ রাধা বিনে                      আর নাহি ত্রিভুবনে  
 তার সঙ্গে পাইব সভাই ॥  
 রাধার রূপের ঠাম                      হেরি মুরুছএ কাম  
 লাবণ্য হেরিঞা কান্দে রতি ।  
 প্রতি অঙ্গে বুঝে রমা                      গুণে পরাভব উমা  
 গমনে গঞ্জএ' লীলাবতী ॥  
 সৌভাগ্য বিলাস শয্যা                      হেরি কান্দে পুলোমজা  
 রোহিণী জিনিঞা যার মান ।  
 তরুণী প্রকাশ গুণে                      অরুন্ধতি সত্য পণে  
 তিলোত্তমা নিছনি সমান ॥  
 লোপামুদ্রা আদি ধন্য।                      যতেক অমর কন্যা  
 সেবে যার চরণসরোজে ।  
 কৃষ্ণ লভি হেতু তারা                      ভবিষ্য জানিঞা পারা  
 তদনুগা হৈলে এই কাজে ॥

॥ যথা মনঃ শিক্ষায়াং ॥

রতিং গোরী লীলে অপিতপতি সৌন্দর্য্যকিরণে  
 শচী লক্ষ্মী সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈ ।

রসিকায়ৈশ্চন্দ্রাবলীমুখ নবীন যশসি ক্ষিপ্তত্যা  
রাধাতাং হরিদয়িত রাধা ভজ্জ মনং ॥

দাণ্ডাইতে কৃষ্ণ কাছে                      ত্রিভুবনে কেবা আছে  
রাধা বিনে আর' নাহি দেখি ।

সভার সমৃদ্ধ পনে                      সূৰ্জ্জকাস্ত শাস্তগুণে  
কানুর অধিক তারে লেখি ॥

আমরা গোকুলবাসী                      সহজে রাধার দাসী  
শরণ লইব তার ঠাঞি ।

এই যুক্তি অবসরে                      রঙ্গিণী রাধার ঘরে  
হেনে বেলা আইলা বড়াই ॥

সমল হরিজীবাস                      নাসিকাতে খরস্বাস  
বাম করে ধরিঞা কঙ্কালি<sup>১</sup> ।

দেখিঞা উঠিলা রাই                      যোগী যেন সিদ্ধি পাই  
আদরে লইলা পদধূলি ॥

বড়াই বাছা মোর                      বালাই লঞা মরি তোর  
পুন পুন চিবুকে<sup>২</sup> ধরিঞা ।

কহিতে অধর দোলে                      রাধিকা লইঞা কোলে  
বসিলেন হা কৃষ্ণ বলিঞা ॥

কৃষ্ণনাম গুনি রাধা                      প্রতি অঙ্গে প্রেম বাধা  
শরীরে বল্লরী যেন দোলে ।

নয়নে প্রেমের বন্তা                      ভাসে বৃষভানুকম্বা  
বুঝিঞা ললিতা কৈল কোলে ॥

বিশাখা মরম জানে                      তিন কথা কহে কাণে  
জল দিঞা পাখালিল মুখ ।

সখী করে হায় হায়                      বসন সম্বরে<sup>৩</sup> গায়  
দেখিঞা বড়াই বাসে সুখ ॥

চেতন পাইঞা ধনী                      কহএ কৈতববাণী  
শরীরে জন্মিল অপস্মার ।

চেতনি বড়াই হঞা কেনে মোরে পাসরিঞা  
 না কর ইহার প্রতিকার ॥  
 শুনিতে কালিয়া নাম আঁখি ঝরে অবিরাম  
 স্মরণে সঘনে হিয়া দোলে ।  
 দেখিঞা জলদরঙ্গ চমকিঞা উঠে অঙ্গ  
 কেনে হেন হৈল অল্পকালে ॥  
 বড়াই বলেন রাই গমনাগমন নাঞি  
 শরীর হইল অতি জরা ।  
 নাম মোর পৌর্ণমাসী ইবে' কৃষ্ণচতুর্দশী  
 নাম শশী নিশি গতপারা ॥  
 বসিলে উঠিতে নারি উঠিএ ধরণী ধরি  
 কথাটি কহিতে উঠে কাশ ।  
 চলিতে মস্তক লড়ে হাথ পা খসিঞা পড়ে  
 নাসিকাতে না সম্বরে শ্বাস ॥  
 ভঙ্কণের নাহি মুখ দশন বিহনে মুখ  
 বিশদ হৈল সব কেশ ।  
 সবে অবশেষ প্রাণ না জানি কখন যান  
 চক্ষুর আমার দূর দেশ ॥  
 যতেক বান্ধবগণে সেবা করি রাত্রিদিনে  
 তাহে প্রাণ নহে পাতিয়ান ।  
 যেন কেহো টানে নাড়ী ধাঞা আসি তোর বাড়ী  
 রূপ দেখি জুড়ায় পরাণ<sup>২</sup> ॥  
 পুত্র বা পুত্রের পো তারে নাহি এত মো'<sup>৩</sup>  
 কত শত আছে ঘরে পরে ।  
 সকল ছাড়িতে পারি তোরে<sup>৪</sup> না দেখিলে মরি  
 আকুল পরাণ তেঞি<sup>৫</sup> করে ॥  
 না জানি কি তোর মনে ডাকিঞা না বল কেনে  
 দেখিঞা লাগএ মনে<sup>৬</sup> ভয় ।



এ নব কিশোরী বাল্যে যেন ক্ষীণ শশিকলা  
 সাস্বিক স্বভাব কেনে হয় ॥  
 নিকটে আমার বাড়ি নাহি লাগে টাকাকড়ি  
 অপর না চাহি মান্য পূজা ।  
 এ যশ ঘুঘিহ মোর ব্যাধি বশ হব তোর  
 আপনে অন্তের হবে ওঝা ॥  
 বড়াই কৈতব ভাষে শুনিঞা রঞ্জিনী হাসে  
 আরোপিঞা বয়ানে বসন ।  
 যেন পূর্ণিমার নিশি উদয় করিল শশী  
 উপরে আচ্ছাদে নবঘন ॥  
 তা দেখি বড়াই বলে লাজ নাঞি কোন কালে  
 আমারে কৈতব কর কেনে ।  
 গোকুলে যতেক জন যাহার যেমত মন  
 বড়াই মরম সব জানে ॥  
 সাধিতে বিশেষ কাজ কি আর কথার লাজ  
 প্রসন্ন হঞা বল মোরে ।  
 উপেন্দ্রাদি হয় যদি যোগমায়া বলে সাধি  
 অধীন করিঞা দিব তোরে ॥

[ ' ]

আগো<sup>১</sup> বিনোদিনী কহিতে আইলুঁ এক কথা ।  
 এ তোর যৌবনকালে না দেখিএ ভালে ভালে  
 অন্তরে রহিল এই ব্যথা ॥ ৫ ॥  
 তটিনী নিকট তটে বিকটে সঙ্কট ঘটে  
 এইরূপে আপনার তনু ।  
 অবিরত ধকধকি অবরে ঝরএ আঁখি  
 কান্দএ তোমার লাগি<sup>২</sup> দুহু ॥



মরমের অভিলাষে                      রাখিএ রাখিকা<sup>১</sup> পাশে  
 কাল গোর একত্র করিঞা ।  
 লইঞা বিজন বনে                      রাখা কাহু ছই জনে  
 রূপ দেখি নয়ান ভরিঞা ॥  
 যেমন যমুনা তটে                      কদম্ব অটবী বটে  
 যেন কুঞ্জ পুঞ্জ সারি সারি ।  
 শ্রাম ঘন ঘোর ঘটা                      সঙ্গিনী রঙ্গিনী রাখা  
 -                      অভিনব উজোর বিজুরি ॥  
 কাহু যত রূপে গুণে                      যত বৈদগধি পনে  
 তত রূপে রূপসী<sup>২</sup> রাখিকা ।  
 যেন কাল কলানিধি                      কনয়া কমলে বিধি  
 কুবলএ চম্পকলতিকা ॥  
 মনে করি যেন<sup>৩</sup> হয়                      কহিবার কথা নয়  
 বিধিরে বলিব আর কী ।  
 পরশুরামের মনে                      রাখা কাহু<sup>৪</sup> কুঞ্জবনে  
 দেখিঞা দিনেক যদি জী ॥

রাগ বড়ারি

কিএ অপরূপ রূপের কথা কহিতে জানএ কে ।  
 যার মনে যত বৈদগধি তত দেখিঞা জিএ কি সে ॥ ঙ্র ॥

ইন্দীবর নিন্দ<sup>৫</sup>                      নীল<sup>৬</sup> দরপণ<sup>১</sup>  
 সজল জলদকলা ।  
 ডগমগি<sup>২</sup> যেন                      নয়নলোভন  
 ঝলমল রস ঢালা ॥  
 অঙ্গে অঙ্গে কত                      অনঙ্গতরঙ্গ  
 অমিঞা উছলে তায় ।

১ রাখার      ২ রসিক      ৩ কল্যে      ৪ কৃষ্ণ      ৫ দল      ৬ ইন্দ্র  
 ৭ নীলমণি      ৮ জগমগি

দেখিঞা রসের পাথারে ভাসিঞা  
 ধৈরজ ধরম যায় ॥  
 সঘনে দোলয়ে<sup>১</sup> হিয়ার পুথলি  
 অঙরি সে রূপলীলা ।  
 দেখিঞা করিতে স্বপন স্বরূপ  
 শুনিঞা সাঁতরে শিলা ॥  
 না জানি না শুনি বলিঞা রহিতে  
 পরাণে সো হাথ নাঞি ।  
 হএ নহে পুন পরোক্ষে শুনিহ  
 পরশুরামের ঠাঞি ॥

॥ যথা হরিভক্তিকল্পলতিকায়াম্ ॥

কিং লাষণ্যপয়োধিঃ কিমথ বা কন্দর্পদর্পাসুধিঃ  
 কিম্বা কেলিকলানিধিঃ কিমথ বা বৈদম্বিবরো নিধিঃ  
 কিম্বা নন্দনিধির্বিলাসজলধিঃ কিম্বা কৃপাবারিধি-  
 স্তম্ভাবরসাকুলেন মনসা কৃষ্ণে ন বিস্মর্য্যতে ॥

বড়াই কহিল এত হিতাসির কথা ।  
 লাজে ভএ কৈল রাই অবনত মাথা ॥  
 যতনে সস্বরে রাধা<sup>২</sup> নয়নের জল ।  
 রসের আবেশে তনু করে টলবল ॥  
 কহিতে মনের কথা না নিশ্বরে মুখে ।  
 নয়ান মুন্দিঞা রাই রহে প্রেমসুখে ॥  
 বিধি বা নিষেধ ছুই সম্বাদনা পাঞা ।  
 বড়াই রহিল তার মুখ নিরখিঞা ॥  
 মরম জানিঞা সখী বিশাখা ললিতা ।  
 ছদ্ম করি সমুখে শুনায় কৃষ্ণকথা ॥

আপন অভীষ্ট আর ভাব বাঢ়াইতে ।  
 প্রকারে বড়াই পাশে লাগিল কহিতে ॥  
 কি কহিলে বড় মাই রূপের কাহিনী ।  
 হেন অদভূত কভু নাহি দেখি শুনি ॥  
 মোরা জানি রূপের অবধি এই রাই ।  
 প্রত্যক্ষ ললিতময়ে দেখিঞা জুড়াই ॥  
 চন্দ্রাবলী আদি সখী বন্দে যার ছায়া ।  
 দেখিঞা মুরুছে আদি পুরুষের মায়া ॥  
 যে রূপ দেখিয়া নিজ নিন্দে সিদ্ধুসুতা ।  
 গুণ শুনি লজ্জা পায় শিখরহুহিতা ॥  
 যার অঙ্গ' গন্ধে অলি ছাড়ে পদ্মবন ।  
 না চলে রবির রথ পাঞা দরশন ॥  
 জিনিঞা সুধার ধারা কথার মাধুরী ।  
 বল্লরী কোকিল কল করিঞাছে চুরি ॥

॥ যথা উজ্জলনীলমণৌ ॥

সুবদনে বদনে তব রাধিকে ফুরতি কেয়মিহাঙ্করা মাধুরী ।  
 বিকলতা লভতে কিল কোকিল সখিয়যাত্ত সুধাপি সুধার্থতা ॥

হেন রূপ হেন গুণ দেখিঞা শুনিঞা ।  
 কাহুরে বাখানে কেন আক্কেপ করিঞা ॥  
 রাধা অনুরূপ নাহি দেখি ত্রিভুবনে ।  
 কাহুরে দেখিলে তুমি কত রূপ গুণে ॥  
 কহ কহ শুনি বড়াই কানু পরসঙ্গ ।  
 শ্রবণে লাগএ যেন অমিয়াতরঙ্গ ॥  
 নিতি নিতি তুয়া মুখে যত কথা শুনি ।  
 আজিকার কথা যেন সুধার' সেচনি ॥  
 কহিলে কাহুর কথা আপনে ইছিঞা ।  
 রূপের মাধুরী শুনি কহ বিবরিঞা ॥

পরশুরামের মনে আন নাহি ভায় ।  
সেই সুখদাতা যেই কৃষ্ণগুণ গায় ॥

॥ যথা শ্রীদশমে ॥

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং  
করিভিরিভিতং কল্যাপহং  
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং  
ভুবি গৃণাস্তি যে ভুরিদা জনাঃ ॥

রাগ বড়ারি

কি কহব রে সখী সো কানুরূপ ।  
কো পাতি আওব স্বপনস্বরূপ ॥ ঞ্চ ॥

বড়াই বলেন শুন সব রসবতী ।  
কহিতে কৃষ্ণের কথা অপার আরতি ॥  
তুণ্ডের তাণ্ডব হয় কহিতে কহিতে ।  
অৰ্ব্বুদ কর্ণের বাঙ্গা সে কথা শুনিতে ॥  
প্রাঙ্গণ অধিক ইচ্ছে পরিসর হিয়া ।  
কাহু রে গঢ়ল কেবা কোন সুখা দিঞা ॥

॥ যথা বিদগ্ধমাধবে ॥

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতলুতে তুণ্ডাবলিং লঙ্কায়ৈ  
কর্ণক্ৰোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণাৰ্ব্বুদেভ্য স্পৃহাম্ ।  
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সৰ্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিঃ  
নো জানে জনিতা কি যন্তিরমৃতৈঃ কৃষ্ণে ত্রিবর্ণদ্বয়ী ॥

রূপের কখন কত কহিব তোমারে ।  
এক অঙ্গে যত রূপ নয়ানে না ধরে ॥  
কাহুরে দেখিএ নিতি শিশুকাল হৈতে ।  
আজিহ তাহারে নাহি চিনি ভালমতে ॥

যেদিনে কাহ্নুরে আগে যেই অঙ্গ দেখি ।  
 পড়িঞা রূপের কূপে নালে উঠে আঁখি ॥  
 মনের আরতি অশ্রু অঙ্গ নিরখিতে ।  
 আঁখি ফিরাইতে হিয়া চাহে বিদরিতে ॥  
 অনিমিখ<sup>১</sup> যুগ শত সহস্র নয়নে ।  
 নিরখিলে শ্যামরূপ নহে নিরক্ষণে ॥  
 ছুটি আঁখি<sup>২</sup> দিঞা বিধি বঞ্চিল আমারে ।  
 কে দেখিব শ্যামরূপ কি কহিব তোরে ॥  
 পাসরিতে নারে কেহ বারেক দেখিঞা ।  
 জনম অবধি কান্দে ঝুরিঞা ঝুরিঞা ॥  
 রভস আবেশ প্রতি অঙ্গ সুললিত ।  
 দেখিলে পুরএ সাধ যার মনে যত ॥  
 সহজে সুন্দর তহু অভিনব শ্যাম ।  
 কেহো কোন রূপ বলে যার যেই কাম ॥  
 রূপ রঙ্গ জলে যেন ইন্দ্রনীলমণি ।  
 উতাপিত জুড়াইতে স্নিগ্ধ কাদস্থিনী ॥  
 দলিত অঞ্জন বলি নয়ন অঞ্জনে ।  
 মরকত মহীধর বলে স্থির পণে ॥  
 চকোর চরিত্র বলে শ্যাম সুধাকর ।  
 মাধুর্য বিলাসী বলে ফুল্ল ইন্দীবর ॥  
 কাম অভিলাষী<sup>৩</sup> বলে মদন আকার ।  
 বৈদম্বী বলে রূপ পিরিতি পসার ॥  
 সর্ব উপমার<sup>৪</sup> সার সেই শ্যামতহু ।  
 নিশ্চয় বলিতে নারি কি বরণ কাহ্নু ॥

॥ যথা পদ্মাবল্যাং ॥

কিঞ্চি নব্যঘনদ্র্যতিঃ কিমথ বা বালস্তমালক্রমং  
 কিঞ্চি নীলসরোজপুঞ্জং বিলসৎ পুষ্পাতসীকানড়ম্ ।

কিন্মা শ্যামসুখাকর কিমথ বা সাক্ষাৎ স্বরো মূর্ত্তিমান্  
 কোহয়ং নীপতলেহনঙ্গরুচিরং সংরাজতে কথ্যতাম্ ॥  
 কিন্মা বারিধরঃ পুরন্দরমণিঃ কিন্মা তমালক্রমঃ  
 কালিন্দীজলবিভ্রমঃ কিমথ বা নীলাচলকিণ্ডয়ঃ ।  
 কিং বৃন্দাবনদেবতা কিমথ বা নীপাটবীক্রীঃ স্বয়ং  
 কিন্মা নন্দকিশোরকাস্তিরধুনা ভ্রাস্তায়তে সংপ্রতি ॥

চিকন চিকুর চূড়া সুচারু চল্লিকা ।  
 কিএ মুগিদৃশীগণ মন মরীচিকা ॥  
 শিখরে শিখণ্ড তার উড়ে বিনি বায় ।  
 কিএ বর নাগর পতাকা প্রতিভায় ॥  
 চূড়ার সৌরভে কত মধুকর উড়ে ।  
 কিএ মকরন্দ চুয়াইঞা<sup>১</sup> পড়ে ॥  
 বলমল অলকা আবৃত মুখচান্দ ।  
 কিএ কুলবতী<sup>২</sup> চিত্ত চকোরের ফান্দ ॥  
 অমিয়াতরঙ্গ তায় মৃদুমন্দ হাসি ।  
 কিএ কলাবতী মজ্জাইতে কুলরাশি ॥  
 চঞ্চল নয়ান ঘন ভাছ<sup>৩</sup> যুগ দোলে ।  
 কিএ মনসিজ নব ধনুক উজ্জালে ॥  
 ফুলশর তুণ ছুহু রঞ্জিম নয়ান ।  
 কিএ কাম আকর্ণিতে পুরিল সঙ্কান ॥  
 অপাজইজিতে চলে কত কুন্দ ইসু ।  
 যৌবনের বনে বিক্ষে হরিণাক্ষ পশু ॥  
 দাড়িস্ব কুসুম আভা অধর সুরঙ্গ ।  
 কিএ কুলবতী রতি চুম্বিতের ভঙ্গ<sup>৪</sup> ॥  
 তাহে মধু অংশী বংশী গান নানা তন্ত্র ।  
 কিএ<sup>৫</sup> বৈদগধি অহি চালনের মন্ত্র ॥  
 শোভনের সীম গীম ঈষত ভঙ্গিমা ।  
 কিএ লিখিতেই সমা স্বরূপ প্রতিমা ॥



শোভন স্নগণ্ডে<sup>১</sup> শোভে কুণ্ডলের জ্যোতি<sup>২</sup> ।

কিএ নীলদরপণে মকর আকৃতি<sup>৩</sup> ॥

কমনীয় কঙ্ককণ্ঠ দৃষ্টি অভিষেক ।

কিএ কুলবতী কুল কলঙ্কের রেখ ॥

নাসিকার অগ্রে দোলে মুকুতা নির্মল ।<sup>৪</sup>

কিএ মুগ্ধ কাদম্বিনী নিবেদিছে<sup>৫</sup> জল ॥

মরকত দরপণ হিয়া পরিসর ।

কিএ রসবতী রতি বিলাসের ঘর ॥

নানা মণি কিরণ বরণ চলচলে ।

কিএ শশধর খেলা কালিন্দীর জলে ॥

সুখসিদ্ধ চিত্তবদ্ধ উদরে ত্রিবলী<sup>৬</sup> ।

কিএ যৌবনের জলে আনন্দলহরী ॥

সুরঙ্গ পঙ্কজ নাভি গভীর সুন্দর ।

কিএ গোপী চক্ষুমীন সুখসরোবর ॥

তম্বু বদ্ধ রেখা তাহে কৌস্তভ মণি ।

কিএ গোপী হৃদয় দংশিতে কাল ফণি ॥

আজামূলস্থিত চিত্র বনমালা গলে ।

কিএ রতি কোল দিল নিজ পতি ভোলে ॥

করিবর ললিত বলিত ভুজদণ্ড ।

কিএ কলাবতী কুচ মৃণালক খণ্ড ॥

করতল অতুল রাতুল সমভাগে ।

কিএ রসবতী রতি রস অমুরাগে ॥

তরলি অঙ্গুলি খর রতন নখমণি ।

কিএ গোপীহৃদিপটে কামের লেখনী ॥

করি অরি মাঝ<sup>৭</sup> জিনি খিন মধ্যদেশ<sup>৮</sup> ।

কিএ গোপী ধৈর্য্য হস্তী মদন আবেশ<sup>৯</sup> ॥

উলট কমল জিনি বলিত কিঙ্কণী ।

কিএ গোপীকুল ব্রতভঙ্গ জয়ধ্বনি ॥

১ স্নশোভন গণ্ডে      ২ ছবি      ৩ সচঞ্চল বিধি      ৪ ক-পুঁথিতে তার  
পরেই অতিরিক্ত একটি পঙ্কজ—কিএ শশধর খেলে কালিন্দীর জল      ৫ বেদি কাছে  
৬ ত্রিবলী      ৭ বর      ৮ -দেশে      ৯ আবেশে

কলক যুগল জিত নিবিড় নিতম্ব ।  
 কিএ সর্ব্ব<sup>১</sup> কামধুরা ধৈর্য্য প্রতিবিশ্ব ॥  
 দিব্য পরিপাটী কটি ভঙ্গী মনোহর ।  
 কিএ রূপ মাধুরী যৌবন সম্বর ॥  
 কাঞ্চন গঞ্জন বাসে অরুণিম মেলা ।  
 কিএ কামিনীর চিত্ত চরিত্র চঞ্চলা ॥  
 কটিতট নিকট পুরট নীবিবন্ধ ।  
 কিএ গুণরাশি আশে দোলে নানা ছন্দ ॥  
 কি রামকদলী উরু কিবা সে অর্গলা ।  
 কিএ গোপী কামসিদ্ধু তরিবার ভেলা ॥  
 দক্ষিণ চরণ বাম চরণ উপর ।  
 কিএ ধরাধরিতে নারিল রসভর ॥  
 কমল চরণে মঞ্জু মঞ্জীর বাজনি ।  
 কিএ<sup>২</sup> কাম সরোবরে রাজহংসধ্বনি<sup>৩</sup> ॥  
 সুছন্দ<sup>৪</sup> অঙ্গুলি অগ্রে চন্দ্রের পসার ।  
 কিএ ভক্ত হৃদএ খণ্ডিতে অন্ধকার ॥  
 দক্ষিণ চরণতলে শোভে উর্দ্ধরেখে ।  
 কিয়ে ভক্ত পরপদে পথ পরতেকে ॥  
 অঙ্কিত নিশ্চল যব অঙ্গুষ্ঠের মূলে ।  
 কিএ ভক্ত<sup>৫</sup> সমুদ্রের যশ স্তোম বলে ॥  
 মহাতেজ উজ্জল চক্রের চিহ্ন পাশে ।  
 কিএ ভক্ত হৃদএ দূরিত রাশি নাথে ॥  
 পদমধ্যে বিচিত্র নিশ্চল যবছত্র ।  
 কিএ ভক্ত সংসার তাপের আতপত্র ॥  
 অমল কমল চারু চরণ ভিতর ।  
 কিএ ভক্তগণে দিতে ইন্দিরার ঘর ॥  
 অসীম সামন্ত চিহ্ন শোভা ধ্বজ বরে ।  
 কিএ ভক্ত ষড় শত্রু তা দেখিঞা ডরে ॥

অঙ্কিত অঙ্কুশ শোভা সেই রাজা পায় ।  
 কিএ ভক্ত চিত্ত হস্তী অশ্বত্র না যায় ॥  
 ইন্দ্রের আয়ুধ বজ্র অঙ্কিত মণ্ডিতে ।  
 কিএ ভক্ত চিত্র' পাপ পর্বত খণ্ডিতে ॥  
 এক অষ্ট কোণ চারি স্বস্তিক লেখন ।  
 কিএ ভক্তগণে নিত্য সর্ব স্বস্ত্যয়ন ॥  
 পঞ্চ জম্বু ফল প্রায় ভৌতিক গণনা ।  
 কিএ জম্বুদ্বীপ এই রূপের ভজনা ॥  
 শঙ্খাস্বর শক্রঃ ধনু গোম্পদাদি যত ।  
 বামপদে প্রতি চিহ্ন বাখানিব কত ॥  
 উঃ পদপঙ্কজে যেবা জন্মাইল রতি ।  
 দক্ষিণের অভিপ্রায় বামে ফলশ্রুতি ॥

॥ যথা ॥

স্মর্য্যনামিব পাপশৈলদলনে বজ্রং মত্তা বাব  
 স্বেৰ্ঘ্যা এব সদঙ্কুশং ধ্বজবরং কামাদিভিস্তৈঃ কিমু ।  
 কিং লক্ষ্মীপরিতোষণায় জলজ তন্মাদিবং ধাবয়ন্  
 বক্তো কিং সৃজনানুরাগগমিতে পাদে হরিঃ শোভিতে ॥

অঙ্কোর্থ বক্তিশ ৩২ চিহ্ন দুই পদে রয় ।  
 গুণোর্থ বক্তিশ ৩২ সঙ্কে চতুঃষষ্ঠী ৬৪ হয় ॥  
 গুণোর্থ প্রত্যঙ্গ ভেদে তুঙ্গতা রক্তিমা ।  
 দীর্ঘ খর্ব্ব সূক্ষ্মশালিঃ গম্ভীর সুষমা ॥

॥ যথা রসামৃতসিক্কৌ ॥

রাগঃ সপ্তমু হস্ত ষট্ শ্মাপিশি সোরঙ্গে শ্বনং তুঙ্গতা  
 বিস্তার স্ত্রীমু খর্ব্বতা ত্রিযুতথা গম্ভীরতা বত্রিশু ।  
 দৈর্ঘ্যং পঞ্চমু কিঞ্চ পঞ্চমু সখে সং প্রংকতে  
 সূক্ষ্মতাছাখিংশদ্বরলক্ষণ কথমসৌ গোপেষু সম্ভাব্যতে ॥

কহিল কাহুরূপ যে পড়িল মনে ।  
 নিতান্তে কহিতে নারে সহস্র বদনে ॥  
 এ অঙ্গ রুচির অঙ্গ সুচারু চরণ ।  
 পরশুরামের এই জাতি প্রাণ ধন ॥

রাগ করুণা<sup>১</sup>

হেরিঞা বদন কাহুরূপ কথন  
 শুনিঞা সকল সখী ।  
 ভাবে গরগর সভার অন্তর  
 অঝরে ঝরএ আঁখি ॥  
 অঙ্গের বসন হয় বিমোচন  
 পুলক পুরিল গায় ।  
 গত লাজ ভয় সক্রোধে কয়  
 ধরিঞা বুড়ির পায় ॥  
 কিএ অদভূত<sup>২</sup> রূপের চরিত<sup>৩</sup>  
 নিরমিল কোন ধাতা ।  
 মন তিরপিত নহে যুগ শত  
 শুনিতে যাহার কথা ॥  
 তনু অনুপাম জলধর শ্যাম  
 মুরুছে কুসুম ধনু ।  
 প্রতি নেত্রে বাদ হৈল পরমাদ  
 দেখাহ নাগর কাহুরূ ॥  
 আরতি আপার অঙ্গে হৈল ভার  
 রহিতে উপায় বল ।  
 যাব তোমা সনে কৃষ্ণ দরশনে  
 বিলম্ব না সহে চল ॥  
 বুড়ি বলে মাই শুনিঞা ডরাই  
 তোমরা বড়ার ঝি ।

কোন কিছু হৈলে            নগর গোকুলে<sup>১</sup>  
আমারে বলিব কি ॥

যদি জ্ঞান মনে            কৃষ্ণ দরশনে  
মনের আরতি আছে ।

সে রূপ দেখিঞা            কুলশীল লঞা  
অনরথ হএ পাছে ॥

রূপ বলমল            অঙ্গ পরিমল  
বাতাস লাগিলে গায় ।

ক্রম<sup>২</sup> যুগ পাখি            পুলকায় শাখি  
পাষণ মিলাঞা যায় ॥

রসবতী হঞা            সে রূপ হেরিঞা  
শুনিঞা বংশীর গীতি ।

সে রাজা নআনে            ইজিতের বাণে  
ঝুরিঞা মরিবে নিতি ॥

॥ তথাহি ॥

মায়াহীরা যুন তটিং সখি প্রেমেনেত্রে দৃষ্টিং  
কদাপ্য হে ইনাপিয় নীপমূলে ।

তত্রাস্তি কোহপি নবনীরদনীলদেহো  
যত্রান্ধপদ্মপতনং পরমপ্রমাদঃ ॥

মোর যুক্তি রাখ            চিত্রিণীরে ডাক  
লেখাহ অঙ্কের ঠাম ।

ত্রিভঙ্গ ললিত            তনু সুবলিত  
যুগমদে করু শ্যাম ॥

অরুণ বসন            মণি আভরণ  
চাঁচর কেশের চুড়া ।

নানা মণি ঝুরি            মুকুতা দোসরী  
মধুলোভে অলি উড়া ॥

লেখ অম্বপাম ইন্দীবর শ্যাম  
 আষাঢ় মেঘের আভা ।  
 অঙ্গ পরিমলে বেড়ি অলিকূলে  
 কনক চাঁপার গাভা ॥  
 নীল উতপল শ্রীমুখমণ্ডল  
 অলকা আলস ধোর ।  
 বক্ষিম নয়ানে ফুলশর তুলে  
 চমকে খঞ্জন জোর ॥  
 মকরকুণ্ডল গণ্ডে ঝলমল  
 নাসাএ মুকুতা দোলে ।  
 ভাঙু যুগ তনু<sup>১</sup> যেন নবধনু  
 চন্দন চান্দের কোলে ॥  
 কুক্ষিত অধর সুরঙ্গ সুন্দর  
 দাড়িম্বকুসুম জ্যোতি ।  
 দশনের রাগে হেন মনে লাগে  
 সিন্দূরে রঞ্জিত<sup>২</sup> মোতি ॥  
 করিকুন্ত জাতা দোষ বিমুকুতা  
 তড়িত উদিত গলে ।  
 রূপনিধি বিধি করল অবধি  
 কনু ত্রিরেখার ছলে ॥  
 অগুরু কর্পূর কুঙ্কুম কেশর  
 সুগন্ধি চন্দন তায় ।  
 লেখ সুপেশল করে ঝলমল  
 নবজলধর গায় ॥  
 আজামূলস্থিত বাহু সুবলিত  
 কর কিশলয় রাগে ।  
 শিশু শশধর নিকর সুন্দর  
 তরল অঙ্গুলি আগে ॥

অঙ্গদ বলয়া তড়িত কনয়া  
 মানিক সুদরি' যত ।  
 অন্তর লোচনে লেখ অমুমানে  
 কথায় কহিব কত ॥  
 পরিসর উরে রত্ন অলঙ্কারে  
 সজ্জিত কৌমুদ্য ছবি ।  
 যেন ঘনমাঝে তারক সমাঝে  
 উদয় করিল রবি ॥  
 নাভি হৃদ অঙ্গ ত্রিবলিত রঙ্গ  
 নিবিড় নিতম্ব গুরু ।  
 পীতবাসে জড়া হেমলতা বেড়া  
 তরুণ তমাল তরু ॥  
 কটিতে মণি কনয়া কিকিণী  
 রুমুর বুমুর বাজে ।  
 রূপের গঠন হেরিঞা মদন  
 অনঙ্গ হইল<sup>১</sup> লাজে ॥  
 অরুণ কিরণ দুখানি চরণ  
 কমল জিনিঞা মৃৎ ।  
 কাস্তি পরাভবে উ<sup>২</sup> পদপল্লবে  
 শরণ লইল বিধু ॥  
 কিশোর বএস নটবর বেশ  
 তনু ত্রিভঙ্গিম ছান্দে ।  
 ভুবনমোহন কদম্ব হেলন  
 লেখহ গোকুল চান্দে ॥  
 শ্রবনে বা মনে<sup>৩</sup> করি অমুমানে  
 ধেয়ান ধরিয়া দেখ ।  
 মুখ সুধাকরে সুরঙ্গ অধরে  
 মধুর মুরুলি লেখ ॥

বিবিধ বন্ধানে                      বংশী বিলক্কে  
 নিরমিল কোন খাতা ।  
 যার গানে হেন                      মোহে ত্রিভুবন  
 রূপের কি তার কথা ॥  
 প্রবাল প্রস্তর                      মুকুতার ধর'  
 কিরণে করএ আলা ।  
 ইন্দ্র নীলমণি                      রত্ন খানি খানি  
 ঝলমল রস ঢালা ॥  
 অঙ্গুলি অন্তর                      তাল মান স্বর  
 তারা দিবি রব বসু ।  
 যার ধ্বনি শুনি                      সুর নর মুনি  
 বুরএ বনের পশু ॥  
 অঙ্গুষ্ঠ সমান                      স্থূল পরিমাণ  
 বংশী সম্মোহনী নামা ।  
 পর্ব্ব তিন সাত                      দীর্ঘতার পাত  
 অমৃত অসীম<sup>২</sup> ধামা ॥  
 যার লীলাগানে                      বিনি আবাহনে  
 যতেক রাগিণী রাগে ।  
 নিজ নিজ গুণে                      ভুবনমোহনে  
 কাহুর ইঙ্গিত মাগে ॥  
 কি বলিব আর                      পিরিতি পসার  
 অসীম লাবণ্যলীলা ।  
 দেখ পরতেকে                      তনু অনুলেখে  
 দরপত্র দারুণীলা ॥  
 সমুখে দাণ্ডাঞা<sup>৩</sup>                      মুকুতি দেখিঞা  
 ধৈরজ ধরিতে পার ।  
 নিজ সখী সনে                      কৃষ্ণ দরশনে  
 তবে সন্তে অনুসর ॥



ক্ষেত্রি অবতংস                      মহারাজবংশ  
কুমার শিখরশ্চাম ।  
যার দেশে বসি                      সঙ্গীতবিলাসী  
রচিল পরশুরাম ॥

## সপ্তম অধ্যায়

### রাগ জয়দময়ন্তী

জয় রাধে গোবিন্দ জয় জয় রাধে গোবিন্দ ।  
তুণ্ডের তাণ্ডব গানে মনের আনন্দ ॥

কর্ষ্য পাপ তাপ ত্রয় তারে না পরশে ।  
যে জন পরম পর যে নাম বিলসে ॥  
বিষয় বিষের রসে বাঢ়াঞা বাসনা ।  
মিছাই মুগ্ধ মন বঞ্চিলে আপনা ॥  
নিকটে দেখিএ তরু কৃতান্তের গ্রাম ।  
বাগিন্ধ্য করিতে চাহ সাধ কৃষ্ণ নাম ॥  
সাধু করি গুরুদেবে খত দিলে লেখি ।  
আজ্ঞান পনের ব্যাজ পঞ্চজন সাথি ॥  
ব্যবসা না করে যদি দশ পাইকারে ।  
কেমত ফারগ হবে<sup>১</sup> সাধুর ছুয়ারে ॥  
হেথা সে দিনের দিন<sup>২</sup> লাভ যায় বঞা ।  
কি কর পরশুরাম নিশ্চিন্তে বসিঞা ॥

বাঢ়িল বিশাল সুখ বড়াইর বোলে ।  
চিত্রিণী<sup>৩</sup> সখীরে ডাকিঞা কৈল কোলে ॥  
নিদেশ করিল তার হাতে দিয়া পান ।  
চিত্রপটে কৃষ্ণরূপ কর নিরমাণ ॥  
যেমত বিলাস বেশ যেমত ভঙ্গিমা ।  
যেখানে যেমত তনু ভঙ্গিমা রক্তিমা<sup>৪</sup> ॥  
দীর্ঘ খর্ব্ব সূক্ষ্ম শোভা বিস্তার যেখানে ।  
গম্ভীর সুধমা যত লেখা স্থির পনে ॥

সাক্ষাতে শুনিল কৃষ্ণরূপের কাহিনী ।  
 আজি সে জানিব সখী যেমত চিত্রিণী ॥  
 পরম আনন্দে আজ্ঞা বন্দিলেক শিরে ।  
 অবনত করপুটে বলে ধীরে ধীরে ॥  
 তুমি সর্ব্বেশ্বরী তেঞি দেহ এত দীক্ষা<sup>১</sup> ।  
 অথবা আমারে কর বুদ্ধের পরীক্ষা ॥  
 সে রূপ অনন্তসিদ্ধি অগোচর বিধি ।  
 ত্রিভুবনে দিতে নাঞি তার প্রতিনিধি ॥  
 স্বেচ্ছায় স্বরূপ তিন লোকে অসমান ।  
 বিদগ্ধ নায়ক<sup>২</sup> রতি রসের নিদান ॥

॥ যথা শ্রীভাগবতে ॥

লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্তসিদ্ধিম্ ॥

॥ যথা ক্রমদীপিকায়াম্ ॥

লাবণ্যসারসমুদায়বিনির্মিতাঙ্গ-  
 সৌন্দর্য্যনির্জিতমনো তব দেহকাস্তিম্ ।  
 আশ্রয়বিন্দপরিপূর্ণিতবেণুবন্ধু  
 লোলং করা কুলিশমীরিতদিব্যরাগে ॥

॥ যথা রসায়নসিদ্ধৌ ॥

সর্ব্বোদ্ধতচমৎকারী লীলাকল্লোলবারিধিঃ ।  
 অতুল্যমধুরপ্রেম খণ্ডিতা প্রিয়মণ্ডলঃ ॥  
 ত্রিজগদ্রাম্যনসাকর্ষী মুরলী কলকৃজিতঃ ।  
 অসমানার্দ্ধবরুণবিশ্বাপিতচরাচরঃ ॥

সে রূপ আনন্দময় আরতি অপার ।

যার দরশনে হয় পরশ বিকার ॥

সে রূপের কথা যদি শতবার কয় ।  
 প্রতিবার সেই তুণ্ডে ভিন্নাভিন্ন হয় ॥  
 যদি সে অঙ্গুলি চিত্র বিশ্বকর্মা করে ।  
 রূপ সম নহে তবু শতেক বৎসরে ॥  
 সে রূপের কথা লোক কহিতে না জানে ।  
 সেত দূর অমুরূপ লিখিব কেমনে ॥

॥ যথা কেলিকৌমুদ্যাম্ ॥

যৎ কনিষ্ঠাঙ্গল্যমগ্রেণ আলেখ্যং বিশ্বকর্মনঃ ।  
 কোবর্ণয় ততঃপং শতাব্দেন সতাননে ॥

অলঙ্ঘ্য' তোমার আঞ্জা কে লঙ্ঘিতে পারে  
 লেখিব কাহুর রূপ ছায়া অমুরারে ॥  
 এতেক চিত্রিণী যদি কহিল রাধারে ।  
 পৌর্ণমাসী দেবী তারে সাধুবাদ করে ॥  
 ললিতা প্রসাদ দিল উত্তরীয় মালা ।  
 রাধিকা বন্দিঞা হস্তে নিল রঙ্গডালা ॥  
 অন্তঃপট করি দ্বার সখীর সভায় ।  
 বিশাখা বসিলা পাশে হঞা উপাধ্যায় ॥  
 তার বামে পৌর্ণমাসী বসিলা আপুনি ।  
 অধিষ্ঠাত্রীরূপ সর্বসিদ্ধিবিধায়িনী<sup>২</sup> ॥  
 চিত্রিণী লইল তার চরণের ধূলি ।  
 বিশ্বকর্মা স্মরণিয়া হাথে লৈল তুলি ॥  
 দর্পণ কিরণ পট রাখে উরুদেশে ।  
 বিশদ কদম্বতরু লিখিল আবেশে ॥  
 পত্রচয়ে নম্র শাখা কুসুমে রচিত ।  
 ভাবিতে কাহুর রূপ হৈলা মুরুছিত ॥

চেতন করাঞা তারে কহিল বিশাখা ।  
 তোমা হৈতে শ্যামরূপ<sup>১</sup> নাহি গেল লেখা ॥  
 সে রূপ ভাবিতে<sup>২</sup> যদি হরিল। গেলান ।  
 কেমন করিঞা তারে করিবে নির্মাণ ॥  
 চিত্রকরে গীত গায় কৃষ্ণকথা কয় ।  
 ইহা সভার আবেশে কি অন্ত নুখ হয় ॥  
 আপনে আশ্বাদে যেন আপন রন্ধন ।  
 এইরূপে ভাবে সব ঐ সকল জন ॥  
 নিবেশ যে করি সখী সেহো কিছু নয় ।  
 অন্তরের অভিপ্রায় করএ উদয় ॥  
 এই মন কৃষ্ণকর্ম রূপ গুণ বাণী ।  
 সর্ব চিত্ত আকর্ষএ আমি তাহা জানি ॥  
 তথাপি উপায় তাহে আছে দুই তিন ।  
 বুঝিঞা বিলসে রস যে হয় প্রবীণ ॥  
 স্থায়ীভাবে বৈদিকবাদী সদত সাম্রাজ্য ।  
 ভাবিতে উদয় করে সে হয় আহাৰ্য্য ॥  
 কহিতে শুনিতে হয় হর্ষ রোমাবলী ।  
 চমৎকার হেন তারে আগন্তুক বলি ॥  
 ভাবের স্বভাব তার কারো আবর্ত নয় ।<sup>৩</sup>  
 ভাবের স্বভাব কথা রাখিলেহো হয় ॥  
 কার্য পাঞা দৃঢ়তর কর নিজ হিয়া ।  
 কান্নু অনুরূপ লেখ<sup>৪</sup> স্থিরচিত্ত<sup>৫</sup> হঞা ॥  
 হাসিঞা হাসিঞা সখী শিক্ষা অনুসারে ।  
 লইলা লিখনযুদ্ধা আনন্দ কন্দরে<sup>৬</sup> ॥  
 জয়কৃষ্ণ বলি পটে দিলা চিত্ররেখে ।  
 ত্রিভঙ্গ সুন্দর যেন দেখি পরতেকে ॥  
 দক্ষিণ চরণ বাম চরণ উপর ।  
 অঙ্গুষ্ঠ পরশে ভূবি ভঙ্গী মনোহর ॥

১ -তম্ব

২ ভাবিঞা

৩ খ-পুঁথিতে এই পঙক্তির শেষ চার শব্দ নেই

৪ দেখ

৫ -চিত্র

৬ কঙ্করে

অতুল রাতুল করে চরণের তল ।  
 অঙ্ক যবাক্ষুশ আদি করে ঝলমল ॥  
 তরল অঙ্গুলি অগ্রে লেখে নখমণি ।  
 বন্ধ বলয়া মঞ্জু মঞ্জীর বাজনী ॥  
 জামু জজ্বা কটিতট পটের লিখনে ।  
 তুঙ্গতা বিস্তার খর্ব্ব যেমত যেখানে ॥  
 মধ্যদেশ কুশ লেখে হিয়া পরিসর ।  
 কৌস্তভ মণির প্রভা অমন্দ ভাস্কর ॥  
 বৈজয়ন্তী পদাবধি উরে বনমালা ।  
 নবঘন তনু যেন বসন চপলা ॥  
 কনয়া কিঙ্কিণী কাছে কাছুনি বংশিকা ।  
 হেনকালে হাথ দিঞা নিষেধে বিশাখা ।  
 কাছুনি বংশিকা কেনে লেখ মধ্যদেশে  
 উপযুক্ত নহে এই ত্রিভঙ্গিম বেশে ॥  
 যখন গোধন সঙ্গে যমুনার মাঠে ।  
 নীবিবন্ধে বংশী তাহে উপযুক্ত বটে ॥  
 গোষ্ঠরঙ্গী সখাসঙ্গী ভঙ্গিমা চঞ্চল ।  
 পরপদে দোলে পীতধটির অঞ্চল ॥  
 পৃষ্ঠে বনমালা বেত্র বেণু বাম করে ।  
 কনয়া পাছনি' বংশী কটির উপরে ॥  
 [ ]<sup>২</sup>  
 বিরলে তরলতর অঙ্গুলি স্নন্দরে ॥  
 বাম অংশে অবতংস বংশপুচ্ছ কোলে ।  
 কলিত কপোল কর বাম বাহু মূলে ।  
 কুঞ্চিত অধর ওষ্ঠ মুরুলীর গানে ।  
 বঙ্কিম নয়ানে লেখ চিহ্ন' লতা সনে ॥  
 শৃঙ্গার রসের ধর্ম্মী মৃদু মন্দ হাসে ।  
 মধুর মুরুলী লেখ এই উপদেশে ॥

॥ যথা ত্রীদশমে ॥

বামবাহুকৃত বাম কপোল বন্ধিতে ক্রধরার্পিতবেণুন্ম ।  
কোমলাঙ্গুলিভিরাক্রান্তিমার্গং গোপ্যর্কং বয়তি যত্র মুকুন্দম্ ॥

এত উপদেশ যদি কহিল বিশাখা ।  
হাসিঞা উত্তর তারে দিল চিত্ররেখা ॥  
গৌরব রাখিঞা<sup>১</sup> বলে তুমি শিক্ষাগুরু ।  
কিস্ত এক ফুলে ফলে নহে কল্পতরু ॥  
যেন এক কল্পবৃক্ষ নানা ফল<sup>২</sup> ধরে ।  
এক কৃষ্ণ কলেবরে নানা বেশ করে ॥  
যে কহিতে পারে কৃষ্ণতনু এই ছান্দ ।  
প্রদক্ষণে নবোদয় গোকুলের চান্দ ॥  
যে রসে যাহার যত অনুভব হয় ।  
রূপচিস্তামণি তেন তার মনে লয় ॥

॥ যথা প্রথমস্কন্ধে ॥

এতদেত বিশেষশ্চ প্রকৃত স্থোপিতদগুণৈঃ ।  
ন যুজ্যতে সদাশ্চ স্থৈর্য্যং তথা বুদ্ধিস্তদা প্রিয়া ॥

॥ যথা রসায়নতসিক্তৌ ॥

সদানুভূয় মনোহপি করোতি তনু ভূতবৎ ।  
বিস্ময়ং মাধুরীভির্থা সা প্রোক্তা নিত্যনূতনা ॥

॥ যথা প্রথমে ॥

যত্নপ্যাসৌ পার্শ্বগতো বহো গতস্ত্বং তথা  
নিত্যসাজ্জি যুগং নবং নবম্ ।  
পদে পদৈকা বিরামেহত্র তৎপদাচ্চলা পিয়ং  
ত্রীর্নিজ হাতি কর্হিচিং ॥

॥ যথা ললিতমাধবে ॥

কুলবরতমুধুমাগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন  
সুমুখি নিশি দীর্ঘাপাঙ্গছটাভি.  
যুগপদময়ঃ পূর্বকরো বিশ্বকর্মা মরকতমণি-  
লঙ্কে গোষ্ঠকক্ষা চিনোতি ॥

সহজে সুন্দর তমু বরণে না যায় ।  
তাহে নটবর বেশ ভুবন ভুলায় ॥  
যদবধি অভিনব কিশোর বএস ।  
সুকুণ্ডিত কেশে করে চতুর্বিধা বেশ ॥  
কভু স্বক্কেদেশে ঝোটা কুসুমিত করি ।  
কভু বক্র ছান্দে বান্ধি করিঞা কবরী ॥  
কপালে টানিঞা বান্ধে চূড়া তার নাম ।  
আজানুলম্বিত দোলে বেণী অমুপাম ॥

॥ . ১ ॥

শ্রাং বুটকবরীচূড়া বেণী চ কচবন্ধনম্ ।  
পাণ্ডুরঞ্চ কর্বুরঃ পীত ইত্যাতেপঞ্জিধা মতম্ ॥

এক পীতাম্বর কিন্তু হএ তিন বন্ধ ।  
পুন প্রসাধনে সেই হএ নানা ছন্দ ॥  
যুগল বসনে বেশ সহজে সুন্দরে ।  
চপলা চমকে যেন নবজলধরে ॥

॥ যথা ॥

নবাকরশ্মিকাশ্মীরহরিভালাদিসুস্মিতং ।  
যুগং চতুষ্কং ভূষিষ্ঠং বসনং ত্রিবিধং হরেঃ ॥



॥ যথা মুকুন্দাষ্টকে ॥

কনক-নিথর শোভা নিন্দি পীতং নিতম্বে  
তত্পরি নবরক্তং বজ্রমিখং দধানঞ্চ ।  
প্রিয়ামিব কিল বর্ণং রাগযুক্তং প্রিয়ায়াঃ  
প্রণয় তু মদনে তাভিষ্ট পূর্ত্তিঃ মুকুন্দেঃ ॥

আত্মমুখে অমুভূত নট চিকন কালা ।  
সমতাএ নিত্যাপ্রিয়া ¹ তিন বর্ণের মালা ॥  
বৈজয়ন্তী বনশ্রজ অবিরত হারে ।  
ক্রমেক্রমে বিলোলিত পরিসর উরে ॥  
পদাবধি বৈজয়ন্তী দিব্য পুষ্পমালে ।  
আজ্ঞামূলস্থিত পুন বনমালা দোলে ॥  
নানা মণি রত্নমালা কত কাস্তি ধরে ।  
এক অঙ্গ শোভা সীমা কে বর্ণিতে পারে ॥

॥ যথা ॥

মালা ত্রিবিধা বৈজয়ন্তী রত্নমালা বনশ্রজঃ ।  
অস্তা বৈকঙ্কিকা পীড়প্রালম্বছাবিধামতা ॥

॥ যথা হরিভক্তিকল্পলতিকায়াম্ ॥

কণ্ঠাল্পেষ পরা হৃদি স্থিতিরতিং ভক্ত্যাপদলম্বিনীং  
দিব্যামোদরহাং সুরম্মধুরিম ভ্রাম্যত্রিরেখবলীম্ ।  
নীপাস্তো উনবপ্রবালতুলসীম মন্দারং সম্তানকৈ-  
শ্চিত্রাজী বনমালিকাং প্রিয়তমাসঙ্গে দধানং সদা ॥

কিরীট কুণ্ডল মণিহার কেয়ুর ।  
কঙ্কণ কিঙ্কিণী কাঞ্চি বলয়া নূপুর ॥

শিখরে শিখণ্ড চন্দ্র চন্দনের চান্দে ।  
 হেরিঞা বদনচান্দ চকোরাক্সি কান্দে ॥  
 বংশিকা বিলাসী দশ চান্দে নাচে গায় ।  
 চরণে চান্দের ছটা ভুবন ভুলায় ॥

॥ যথা ভক্তিরসামৃতসিঞ্চৌ ॥

কাঞ্চী চিত্রা মুকুটতুলং কুন্তলে হারি হীরে  
 হারস্তাবো বলয়মমলং চন্দ্রচারুশ্চতুক্ষী ।  
 রম্যা চোদ্দ্বিমধুরিমপূরে নূপূরে চেত্যাঘারে  
 রঞ্জেরেবাভরণপটলীভূষিতা দোক্ষি ভুষাম ॥

লাবণ্যের সমুদাএ কিশোর বএস ।  
 আর তাহে ক্ষেণে ক্ষেণে করে নানা বেশ ॥  
 সহজে সৌন্দর্য্যসীমা বরণে না যায় ।  
 পরশে ভূষণগণ নিজ শোভা পায় ॥  
 অশ্রুদেহে অলঙ্কারে অঙ্গশোভা করে ।  
 কৃষ্ণদেহে দিব্যশোভা পায় অলঙ্কারে ॥

॥ তৃতীয়স্কন্ধে ॥

যন্মর্ত্যালিঙ্গোপয়িকং স্বয়োগং মায়াবলং দর্শয়তা গ্রহীতুম্ ।  
 বিশ্বাপনং স্বস্তা চ শৌভগন্ধে পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥

॥ যথা রসামৃতসিঞ্চৌ ॥

ভবেৎ সৌন্দর্য্যমঙ্গানাং সন্নিবেশো যথোচিতম্ ।  
 বিভূষণং বিভূষণং স্তাদ্ যেন তদরূপমুচ্যতে ॥

॥ তত্রৈব ॥

কৃষ্ণশ্চ মণ্ডনততির্মণিকুণ্ডলাভা  
 নীতাজসঙ্গতিমলঙ্কৃতয়ে বরাজি ।

শক্তা বভূব ন মনাগপি তদ্বিধানে  
সা প্রতু্যত স্বয়মনল্লমলঙ্কৃতাসীং ॥

বেশ লেশ শেষ কথা কথনের পার ।  
পরমা প্রেয়সী বংশী সে তিন' প্রকার ॥  
বংশিকা মুরুলি আর এক নাম বেণু ।  
কেহ সেত কেহ নেত কারো চিত্রতনু ॥  
আনন্দসিঞ্চিনী বৈণি বংশী অনুপাম ।  
সপ্ত স্বর' বৈসে তায় আর তিন° গ্রাম ॥  
সপ্ত মূর্চ্ছনা পড়ে এক গ্রাম গানে ।  
মূর্চ্ছনা বিংশতি এক করিএ একুনে ॥  
এক এক গ্রামে খাটে দুই দুই স্বর ।  
এই ক্রমে বংশিকা হয় সপ্ত বিবর ॥  
তিন ছনি ছয় যায় এক থাকে শেষ ।  
তার নাম গান নিশি বলে সর্বদেহ ॥  
অধর মিলিত বন্ধু তার নাম তারা ।  
এই হেতু বিবরাষ্ট বংশী মনোহরা ॥  
স্বজাতীয় তান গান ভিন্ন ভিন্ন রূপ ।  
মণিময় হৈমী আর বৈণি° রসকূপ ॥  
মণিময়° হৈমী আর বেশ পরিচ্ছেদে ।  
অধরে প্রেরিয়া বৈণি গান বিশারদে ॥  
অতএব বৈণি বংশী অধরে লেখিব ।  
মণিময়ী হৈমী দুই নীবিবন্ধে দিব ॥

॥ যথা তত্রৈব ॥

অর্দ্ধাঙ্গুলান্তরোন্মানতারাদিবিবরাষ্টকা ।  
শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ত্র্যঙ্গুলং সা তু বংশিকা ॥  
এতেক উত্তর যদি কৈল চিত্ররেখা ।  
শুনিতে সঙ্কম বড় হৈলা বিশাখা ॥

পৌর্ণমাসী দেবী তারে কৈল সাধুবাদ<sup>১</sup> ।  
 বিশাখা কণ্ঠের হার করিল প্রসাদ ॥  
 সাধুবাদ করি দৌহে কৈল আলিঙ্গন ।  
 চিত্রিণী করিল দৌহার চরণ বন্দন ॥  
 লেখে পুনঃপুন দেখে ভঙ্গী মনোহর ।  
 কঙ্ককণ্ঠ নিম্ননাভি শোভিত পিবর<sup>২</sup> ॥  
 হান্তলাস্ত সঙ্গ লেখে আস্ত সুধাকরে ।  
 মুরুলি রতন<sup>৩</sup> লেখে কুঞ্চিত অধরে ॥  
 মকরকুণ্ডল কর্ণে গণ্ড ঝলমলি ।  
 মুরলী বিবরে শোভে তরল অঙ্গুলি ॥  
 আকর্ণ রাতুল লেখে বঙ্কিম নয়ান ।  
 চক্ষুদান দিঞা ধনি হরিল গেয়ান ॥  
 পটের পুথলি যেন করেন ইঙ্গিত ।  
 তা দেখি বিশাখা সখি হৈলা মূচ্ছিত ॥  
 পৌর্ণমাসী ভগবতী এই অবসরে ।  
 প্রতিমা লিখন পত্র নিল বাম করে ॥  
 সিদ্ধমন্ত্র দিঞা করে কৃষ্ণ আবাহন ।  
 প্রণাম করিঞা কত করিল স্তবন ॥  
 বিশ্ববাক্ষাস্পদ রূপ মদনমোহন ।  
 মহাযোগীগণ বলে ব্রহ্ম সনাতন ॥  
 মীমাংসা সাধনে তোমা করে জ্যোতির্শ্রয়  
 সর্বভূতে অধিষ্ঠান বৈশেষিক<sup>৪</sup> কয় ॥  
 ত্রায়শেষে উপদেশে সভার<sup>৫</sup> নিদান ।  
 পাতঞ্জলে বলে তোমা পুরুষপ্রধান ॥  
 বেদান্ত দর্শনে তোমা পরব্রহ্ম জানে ।  
 সাংখ্যযোগে তুমি সত্য এই মাত্র মানে ॥  
 এই ছয় দর্শনে যত করেন বিচার ।  
 ত্রিভঙ্গমুন্দর শ্রাম সভার আধার ॥

যুগে যুগে ভাবে যারা ব্রহ্মে দিএণ মতি ।  
ভাগ্যবশে দেখে যদি পদনখজ্যোতি ॥  
পাইএণ মাধুর্য তরু পরশের কোণা ।  
সহসা পাসরে তারা সৰ্ব্ব উপাসনা ॥

॥ সনৎকুমারসংহিতায়াম্ ॥

ক্লেশক্রমাৎ পঞ্চবিধক্ষয়ং গতে তদব্রহ্মা-  
সখ্যং স্বয়ং ক্ষুরং পরম্ ।  
তদ্ব্যর্থয়ন্ কঃ পুরতো নরাকৃতি শ্যামো  
যমামোদ ভবঃ প্রকাশতে ॥

যার চতুর্ভূজরূপ কলা অনুসারে ।  
প্রতিমা করিএণ সূচু' অমরনগরে ॥  
দেবের সমাজে যত প্রধান সুন্দরী ।  
পারিজাত দিএণ স্বর্গ বিতাদরী ॥  
চতুর্ভূজ পূজে গীত নিত্য কোলাহলে ।  
না জানি কি করে তারা এ রূপ দেখিলে ॥  
যে রূপ বিরহে' রমা হএণ অনুরাগী ।  
কটিধটি গ্রন্থি দিল পাসরিবে লাগি ॥

॥ যথা ভবিষ্যরহস্তে ॥

কৃষ্ণকরো তুঙ্গশলং ভবতা সদেব  
স গ্রন্থি পীতধটিকাকটিকাতিশোভঃ ।  
গোপিনীপীড়হৃদয়ো পত্নয়ান যশা  
ইথাং রমাবিহিতবঙ্কু নিজং শুকঃ কিম্ ॥

কি আর ভাগ্যের কথা গোপিনী সভায় ।  
লক্ষ\* মুখে হৈলে ইহা কথা\* না যায় ॥

পরম সূকৃতি এই রূপ করে গান ।  
 যে রূপের কথা শুনি মিলায় পাষণ ॥  
 বিশ্বমোহন রূপ পটের লিখনে ।  
 পরশের কার্য যেন হএ দরশনে ॥  
 যুগে যুগে যত কৰ্ম্ম কৈলে মহাশয় ।  
 রাধার সাধন সম সে সকল নয় ॥  
 আপন কল্লিত রূপে অবধান কর ।  
 প্রিয়ার প্রতীত রসে চিত্তবৃত্তি হর ॥  
 অতীত সামান্য গুণে অসমান যশ ।  
 মাধুর্য্যাদি গুণে মোক্ষ প্রেয়সীর বশ ॥  
 সুর নর নাগ যত ত্রিঙ্গগত জনে ।  
 চিত্ত আকর্ষণ নিত্য মুরুলির গানে ॥  
 বৈদক্ষি বিস্তার আর রূপ রসিকতা ।  
 মুরুলি মাধুর্য্য ধৈর্য্য আবেশ ঐক্যতা ॥  
 কল্লোলিত' লীলানিধি এই সব গুণে ।  
 অবধান কর প্রভু আমার সাধনে ॥

॥ যথা গুণপ্রকাশে ॥

শীলা প্রেম্নাং প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেগুরূপয়োঃ ।  
 ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্ ॥

লইল<sup>১</sup> সুধার আশে মন্দারের ভরা ।  
 কার্য্য পাঞা হরে পূর্ব্ব<sup>২</sup> কমঠের পারা ॥  
 এ কার্য্য আমার শক্ত্যে নহে সুসাধন ।  
 চিত্রপটে কর প্রভু কৃপাবলোকন ॥  
 রাধার সাক্ষাতে যবে করিব পুথলি ।  
 সেই কালে শুনি যেন আনন্দমুরুলি ॥  
 নহিলে রাধারে আমি নারিব সাধিতে ।  
 বিজ্ঞবরে উপাধিক কি আছে<sup>৩</sup> কহিতে ॥

বড়াই কহিল এত সক্রুণ ভাবে ।  
 চাহিতে পটের চিত্র যুহুমন্দ হাসে ॥  
 তা দেখিঞা ভগবতী ভাসে প্রেমসুখে ।  
 ক্রিয়াসিদ্ধ হৈল বলি হাথ দিল বুকে ॥  
 স্বরায় করিল দুই সখীর চেতন ।  
 গড়ে পড়ে কহে তারে সরস বচন ॥  
 তোরা' দুই' বৈদগধি যৌবনের গা ।  
 তাহে শরতের শেষ হেমস্তের বা ॥  
 অকালে বসন্ত হৈল গোকুল নগরে ।  
 যুবতী জাগাঞা বলে° প্রতি ঘরে ঘরে ॥  
 অনুক্ষণ রসকথা কর আলোচন ।  
 সঙ্গিনী রঞ্জিনী সব নবীন° যৌবন ॥  
 মুক্তামালা গাঁথি যেন তালবীজ দিঞা ।  
 এইরূপে সঙ্গে আমি আছি লাজ খাঞা ॥  
 নয়ান নাচনি নিন্দে মদনের ইস্ত ॥  
 গৃহপতি ভাঙুয়া গোয়াল বনপশু ॥  
 দমনের পাত্র নাহি সভে স্বতন্তুরা ।  
 আমি কি বলিব তায়° তনু জীর্ণজরা ॥  
 কভু লেখে কভু দেখে কহে উপদেশে° ।  
 আপনে নিবেধ কথা আচরহ শেষে' ॥  
 ত্রিকালিক হঞা আমি অনেক দেখিল ।  
 ইবে তো সভার মন বৃষ্টিতে নারিল ॥  
 বিশাখা বলেন আই° তোমার° উপায় ।  
 গোপকুল লোপ হৈল কুলশীল দায় ॥  
 চিত্তের চাঞ্চল্য°° আর কতক কহিব ।  
 বৃষ্টি নিদানে ধৈর্য ধরিতে নারিব ॥  
 এত বলি চিত্রিণীরে কহিল হাসিঞা ।  
 অবশিষ্ট চিত্র সখি দেহ সমাধিঞা ॥

ধৈরজ ধরিঞা তবে লহিল লিখনী ।  
 তিলক উপরে লেখে অলকাদোলনী ॥  
 কপালে টানিঞা লেখে নবরজ চূড়া ।  
 তার পাশেপাশে লেখে চিত্র অলি উড়া ।  
 চূড়ার উপরে মন্ত ময়ূর' চন্দ্রিকা ।  
 বিশাখার হাথে পত্র দিল চিত্ররেখা ॥  
 বিশাখা বড়াই সঙ্গে করি নিরীক্ষণে ।  
 জয়কৃষ্ণ বলিঞা উঠিল তিনজনে ॥  
 আগে আগে যায় বুড়ি লড়ি লঞা হাথে  
 বিশাখা চিত্রিনী দৌহে যান তার সাথে ॥  
 পথে যাইতে কহে বুড়ি কাহু পরসঙ্গ ।  
 কহিতে কহিতে কান্দে পুলকিত অঙ্গ ॥  
 তোরা সতে পুণ্যবতী বিধি অনুকূলে ।  
 বিলসে বিদগ্ধ অলি যৌবনের ফুলে ॥  
 কনয়া কটোরি কুচে করিয়া কস্তুরী ।  
 শ্যামলরতন ধন পরকণ্ঠ ভরি ॥  
 যৌবনরতন দিঞা লেহ<sup>২</sup> নীলমণি ।  
 জাতিকুলশীল দিঞা রূপের নিছনি ॥  
 রসের উচ্ছাহ<sup>৩</sup> মনে নারি সম্বরিতে ।  
 বিধাতা করিল এত পর শিখাইতে ॥  
 যখন যৌবন মোর ছিল নাশবেশে ।  
 তখন এমন রূপ ছিল কোন দেশে ॥  
 নিছনি করিএ নিজ কুলশীল লাজ ।  
 সাহসে চিন্তের সুখে সাধিতাঙ কাজ ॥  
 ধনজন জীবন যৌবন সচঞ্চল ।  
 কখন কি হএ যেন পদ্মপত্রে জল ॥  
 সমএ যে করি কর্ম সেই হয় সুর ॥  
 পরশুরাম বলে এই বুড়ি নাটের গুরু ॥



## অষ্টম অধ্যায়

### রাগ তুড়ি

এমন দেখিগো নাঞি শুনি নাঞি অপৰূপ কথা ।  
তরুণ তবালে<sup>১</sup> বেঢ়া বিজুরি লতা ॥ ৫ ॥  
অরুণ অধর<sup>২</sup> বেঢ়া শিখি তার চুড়া ।  
মধুলোভে কত মস্ত মধুকর উড়া ॥  
চান্দেৰ কোলে ( খেলে<sup>৩</sup> ) দোলে তিমিরেৰ মালা ।  
আৰ অপৰূপ তায় পাশে শশিকলা ॥  
কমল যুগলে নাচে খঞ্জনিঞা পাখি ।  
তা দেখি তরল ভেল মদন ধাহুকি ॥  
অনঙ্গ তরঙ্গ ভেল<sup>৪</sup> রসেৰ সায়েৰে ।  
ভালে সে পরশুরাম পাসৰিতে নাৰে ॥

কন্দৰ্প কুহরি নাম অতি রঙ্গস্থলী ।  
বেঢ়িয়া বসিঞা আছে স্তন্দরী মণ্ডলী ॥  
তার মধ্যে<sup>৫</sup> শ্ৰীরাধিকা ললিতাৰ সঙ্গে ।  
তুঙ্গদেবী বিচিত্রাদি কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥  
সেখানে বসিলা পৌৰ্ণমাসী ভগবতী ।  
অভ্যুত্থান কৈল রাই সকল যুবতী ॥  
বিশাখা চিত্রিণী দৌহে সমুখে বসিঞা ।  
রাধামুখ নিরখিএ<sup>৬</sup> ইঙ্গিত লাগিঞা ॥  
পরম্পর নেহাৰিল রমণীমণ্ডলী ।  
পরকোটী নাহি তাহে<sup>৭</sup> আত্মীয় সকলি ॥  
দৈবজ্ঞা সখীৰ ভিতে চাহিল বিশাখা<sup>৮</sup> ।  
ইঙ্গিত বুঝিঞা ধনি মেলিল পঞ্জিকা ॥

১ তমালে  
দুকে পড়েছে ।

২ আকাৰ

৩ মনে হয় এই শব্দটি লিপিকবের অসাবধানতায়

৪ কত

৫ মাঝে

৬ নেহাৰই

৭ কেহো

৮ রাধিকা

দেখিঞা অঙ্গের পঁক্তি বদন ধুনায় ।  
 কহিতে লাগিল সখী রঞ্জিণী সভায় ॥  
 অদ্ভুত লগ্নের কথা শুন সৰ্ব্ব সখী ।  
 হেন স্মঙ্গল আমি কভু নাহি দেখি ॥  
 অতিথি পূর্ণিমা তায় নামে সুরাচার্য্য ।  
 গুরু পূর্ণাবলী সৰ্ব্ব কামের আহাৰ্য্য ॥  
 তনু স্থলে ইন্দু বন্ধু অমুকুল তারা ।  
 যে দেখি পরমধন লভ্য হয় পাৰা ॥  
 তান্ত্রিকী এতেক যদি বলে সভাতলে ।  
 মাত্ত্রিকী মুষ্টি তবে করে নাসা মূলে ॥  
 নয়ান মুদিঞা বলে শুন সৰ্ব্ব সখী ।  
 প্রসঙ্গের গতি আজি বিপরীত দেখি ॥  
 জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড ভানু সপক্ষ শীতল ।  
 কান্তিকে কীৰ্ত্তিকা কুল করিতে উজ্জল ॥  
 অনুরাধা নক্ষত্রে সাধে পৌৰ্ণমাসী ।  
 বিশাখার কোলে এক আছে শ্যামশশী<sup>১</sup> ॥  
 অপর রোহিণীকান্ত কান্ত বৃন্দাবনে ।  
 অশ্লেষা রমণী ধনি শ্লেষের কারণে ॥  
 করণের<sup>২</sup> ক্রিয়া কেলি কালিন্দীর কূলে ।  
 যোগ হৈল যোগপীঠ কদম্বের মূলে<sup>৩</sup> ॥  
 মীনাক্ষ লগ্নের শোভা<sup>৪</sup> লগ্ন ভেল ভাবে ।  
 কাননে একান্ত কান্ত প্রকৃতির লাভে ॥  
 অনুষ্ঠাদি তারা আজি অনুরাধা গত ।  
 গগনে সঘনে মেলি গ্রহবর্গ যত ॥  
 সূর্য্য সোম ভূমিপুত্র বুধ বৃহস্পতি ।  
 শুক্র শনি রাহু কেতু একত্রে বসতি ॥  
 দেবসিদ্ধ বিদ্যাধর চারণ কিঙ্কর ।  
 অশ্বরে সম্বরে যত দেবের সাগর ॥

জায়া যুত সূত সঙ্কে বসিঞা বিমানে ।  
প্রস্তুত প্রকৃষ্ট পূজা পুষ্প বরিষণে ॥

॥ যথা ক্রমদীপিকায়াম্ ॥

বিজ্ঞানকল্পরসিকসুরগন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গমচামরনকৈঃ ।  
দারোপহিতৈঃ স্ববিয়ানগতৈঃ খঙ্করতি বৃষ্টিশূপুষ্পচয়ে ॥

মধ্যনিশি যোগে শশী বশীভূত হঞা ।  
সেবার কারণে সর্ব্ব প্রকাশ করিঞা ॥  
দিবি ভূবি রসাতল নিশা অগোচর ।  
একোত্তরী যুগে যার উদয় ভিতর ॥  
নিত্য আনন্দিনী নিত্যানন্দ করি সাথে ।  
কৌতুকে কদর্য্যরূপে করিব' প্রভাতে ॥  
পরম্পরা বলে যারে যোগেশ্বরেশ্বর ।  
সে আদি হইব আপে বিলাসীশেখর ॥  
ঋতিগণ স্তুতি কৈল আদি যুগ হৈতে ।  
বর পাঞা ছিল তারা কল্প সারস্বতে ॥  
মীমাংসা সাধনে চিত্ত দক্ষ হঞাছিল ।  
দেখিঞা বিলাস রতি অন্তরে জন্মিল ॥  
অগ্নিপুত্র আদি যত মহামুনিগণ ।  
যুগে যুগে ভঞ্জে তারা ব্রহ্ম সনাতন ॥  
কানন গমনে তথা গেলা দাশরথি ।  
সঙ্কে সুমিত্রাসুত<sup>১</sup> মহিসুতা সতি ॥  
ত্রৈতায় তৃতীয় শেষ গত দ্বাপরে ।  
সঙ্কান যোগের সন্ধি গোকুল নগরে ॥  
কণ্ঠারাগী ধন্য তারা চিত্ত অনুসারি ।  
ধনিনের ধন যেন আচরে ব্যাপারি ॥  
অমুকুল বৃত্ত এই অমৃত ঘটিকা ।  
প্রকৃত পুরুষ ভাবনা এক নায়িকা ॥

মস্তবলে কহি আমি যত ইতিহাস ।  
 আজি নিশিযোগে দেখি সকল প্রকাশ ॥  
 বিশাখার কোলে চিত্র আছে সজোপনে ।  
 দরশন কর সতে এই শুভক্ষণে ॥  
 যার প্রতিনিধি রূপ দরশন হয় ।  
 পরম অসাধ্য সেহো বশ হঞা রয় ॥  
 সভাখণ্ডে রসবতী প্রসঙ্গ শুনিঞা ।  
 মাল্লিকীর পানে চান হাসিঞা হাসিঞা ॥  
 শুনিঞা এসব কথা নবীন যৌবনী ।  
 চমৎকার পাঞা কেহো করে কানাকানি ॥  
 গুণনিকা সখি যত করিঞা বিশ্বাস ।  
 ক্রিয়াসিদ্ধি হৈল যেন পাইল আশ্বাস ॥  
 হাস্তরসে বিশাখারে কহে গঢ় করি ।  
 ললিতা বিচিত্রা আর মদনমঞ্জরী ॥  
 তোমা পাঠাইল চিত্র লেখনের কাজে ।  
 কান্নু অমুরূপ বুকে রাখ কোন লাজে ॥  
 প্রেমিত জনের ধনে যেন ঘর ভরা ।  
 বাহির করিতে মনে দুঃখ লাগে পারা ॥  
 বিশাখা বলেন বসি বেণ্ডার' সমাঝে ।  
 পরপতি রতিমতি কি করিব লাজে ॥  
 তাবৎ প্রেমিত জনে ধনে অধিকার ।  
 ধনিকের দরশনে দ্রব্য যার তার ॥  
 তার মধ্যে যত দেখি দেহধারী জন ।  
 সংসারে দেখএ যেন<sup>১</sup> আপনার মন ॥  
 মন্দমন্দ হাসি পত্র লঞা ছুই হাতে ।  
 অকুষ্ঠানরূপে বস্তু রাধার সাক্ষাতে ॥  
 পরশুরামের রত্ন গুরুপদে ধ্যান ।  
 — মাধবসঙ্গীত গীত আনন্দিতে গান ॥

রাগ গৌরীগাঙ্গার

দেখ সখিরি নন্দনন্দন গুণধাম ।

উন্মীলিত সরসীরূহ লোচন ইন্দীবর দল কজ্জল শ্যাম ॥ ৬ ॥

বিশাখা বসিলা যদি রাধার সাক্ষাতে ।  
 চমকিত হৈলা সভে শ্রীমূর্তি দেখিতে ॥  
 যে সকল সখী তারে দেখে নিতিনিতি ।  
 চিত্র নিরখিতে তার অধিক আরতি ॥  
 পশ্চাতের লোক আগে দিতে চাহে ঝঙ্ক ।  
 রূপ না দেখিতে কারো হৈল গাত্রকম্প ॥  
 প্রেমজলে পূর্ণ কারো নয়নারবিন্দে ।  
 উপসর্গ হেন মানে আপনারে নিন্দে ॥  
 দেখিতে সুন্দরী সব করে ছড়াছড়ি ।  
 বড়াই লইল হাথে কুসুমের বাড়ি ॥  
 হাথে ধরি বসাইল যথাযোগ্য স্থানে ।  
 তভু সভে আগে যায় গর্বিত না মানে ॥  
 হেনকালে আইলা তথা যত নিতম্বিনী ।  
 অম্বর ছাড়িঞা যেন উড়ল দামিনি ॥  
 আনন্দে পাসরে তারা রাধা সম্ভাষিতে ।  
 উন্মত্ত হইলা চিত্ররূপ নিরখিতে ॥  
 কে জানে কতেক যুগ গেল অনুমানে ।  
 ক্ষণাঙ্ক করিঞা মানে নিতম্বিনীগণে ॥  
 প্রভুর ইচ্ছায় হৈল এই ব্রহ্মনিশি ।  
 মহামোহে নিদ্রাগত যত ব্রজবাসী ॥  
 বিধাতা বাসব শিব সব মোহগত ।  
 সূর্য্যশশী দিকপাল যোগমায়াহত ॥  
 নিচলে আছেন যত জীব ক্ষিতিতলে ।  
 কামিনী কানন কল্প নগর গোকূলে ॥  
 সহজ সঞ্জোগ মূল প্রকৃতির সনে ।  
 মাতিঞা গোবিন্দ রসে সঙ্কোচ না মানে ॥

বিশাখার হাতে পত্র চিত্রিণী রচিত ।  
 দেখায় দক্ষিণ হস্তে মুখে গায় গীত ॥  
 অল্পেঅল্পে প্রকাশিল কদম্বের শাখা ।  
 তার তলে দেখি চিত্র ময়ূরের<sup>১</sup> পাখা ॥  
 চূড়ার চন্দ্রিকা এই দেখ সখীগণে ।  
 পুরন্দর ধমু যেন উড়ল<sup>২</sup> গগনে ॥  
 কিএ কেশ কুণ্ডলিনী প্রকাশিল ফণা ।  
 দেখিঞা চমকে তেঞি যত যুবাজনা ॥  
 শিখরে শিখগুরুপে সর্ব বর্ণে ধ্বজা ।  
 কিএ শ্যাম ধাম কাম করণের রাজা ॥  
 কি বলিব সংসারের চক্ষু এক শেষ ।  
 তেঞি বা আনন্দরূপে<sup>৩</sup> দেখে কৃষ্ণ বেশ  
 চন্দ্র হঞা চন্দ্র হেরে চন্দ্র করি কোলে ।  
 তথাপি চঞ্চল হঞা বিনি বাএ দোলে ॥  
 হেনকালে ললিতা বলেন শুন সখী ।  
 তোমা সম কুপণ কোথাও নাহি দেখি ॥  
 শিখণ্ড দর্শনে এত বাহুল্য আভাষে ।  
 প্রত্যঙ্গ বর্ণিবে তবে কতেক দিবসে ॥  
 সহজে সুন্দর রূপ না যায় বর্ণনা ।  
 এ তিন ভুবনে নাঞি সমান তুলনা ॥  
 সখীবৃন্দ সচঞ্চলা অনেক আভাষে ।  
 কুশাগ্রের জল যেন গুরুয়া পিআসে ॥  
 তৃষিত চাতকী<sup>৪</sup> করে পিউপিউ নাদ ।  
 বারি বিনে গর্জনে কি খণ্ডে অবসাদ ॥  
 সর্ব অবঅবে পট মেল এক কালে ।  
 দর্শন করুন রাধা রমণীমণ্ডলে ॥  
 যতেক বৈদক্ষী যার রূপ নিরীক্ষণে ।  
 তৃপ্ত নহে তার মন অন্তের ব্যাখ্যানে ॥

দর্শন ভোজন দুই নিজ অভিপ্রায় ।  
 অশ্রমতা হৈলে তায় অতৃপ্তি বুঝায় ॥  
 যে ভাব প্রকাশ হয় আপনার মনে ।  
 রসের স্বভাব কারো যুক্তি নাহি মানে ॥  
 চিত্ত বিস্ত সমর্পণ গুরু উপদেশে ।  
 আপে সাধনের মূল' দৈবেই প্রকাশে ॥  
 সাধ্য সাধনের কালে বুঝি তার রস ।  
 যোজন্য জানিঞা চিত্ত একে হয় বশ ॥  
 সে তারে তুরীয় রস যাতে বশ হয় ।  
 মূল জিজ্ঞাসিতে সেই গুরুবেদ্য নয় ॥  
 নবধা ভক্তাঙ্গ আর গোণ মুখ্য রসে ।  
 এক অঙ্গ অনেকঙ্গ দুই মতে ভাষে ॥  
 সেই ইষ্টে নির্ভ হঞা রসে করে ভেদ ।  
 অনুরাগে করে এক আর বলে বেদ ॥  
 বেদে যত বলে তাহা না মানিলে নারে ।  
 আচরণ কালে নিজ চিত্ত বিস্ত করে ॥  
 মনে জানে সেই প্রেমা সেই ইষ্টে রতি ।  
 সহজে না হয় যেন ভুক্তের গতি ॥

॥ যথা রসামৃতসিক্তো ॥

অহিরিব গতি প্রেমা স্বভাবকুটীলা ভবেৎ ॥

নিম্ন যেন তিক্ত রস তাহাতে মাধুরী ।  
 বৈধী মধ্যে রাগভক্তি বুঝিঞা আচরি ॥  
 এক আচরণে যদি দুই কার্য্য হয় ।  
 নিশ্চয় কহিতে সেহো শুদ্ধসত্ত্ব নয় ॥  
 দুষ্কমধ্যে হবি যেন সর্বলোকে জানে ।  
 অগ্নি নির্বাপণ হয় দুষ্কের হরণে ॥

সাধন বিধানে ছুই ছুই স্থানে করি ।  
 যে কার্যে ' যে উপযুক্ত বুঝিঞা আচরি  
 যেন আচরণ তেন রস আশ্বাদন ।  
 রস আশ্বাদনে প্রায় রূপ নিরীক্ষণ ॥  
 সকল সমাধা সখী কহিল তোমারে ।  
 রসাবেশ নিজ নিজ চিত্ত অনুসারে ॥  
 বিজ্ঞজনে কি আর কথার উপাধিক ।  
 সতে বৈদগধি পরস্পর প্রামাণিক ॥  
 রাধিকা কহেন<sup>২</sup> আগে কহ বিবরিঞা ।  
 দেখিব পটের চিত্র এ কথা শুনিঞা ॥  
 স্বজাতীয়া সয়ে যদি রস কথা কয় ।  
 দর্শনের সুখ তার শ্রবণেই হয় ॥  
 উপাপোহ হয় যদি রস নিষ্ঠা সনে ।  
 সে সুখের পরিণাম সেই দৌহে জানে ॥  
 ললিতা বলেন আমি কি বলিতে জানি ।  
 আপনে সাক্ষাৎ মহারসস্বরূপিণী ॥  
 রস বলি এক সংজ্ঞা গণনাতে ছয় ।  
 মধুর লবণ কটু তিক্ত অম্ল হয় ॥  
 কষায় সহিতে ছয় করিএ গণনা ।  
 আশ্বাদের পাত্র মাত্র কেবল রসনা ॥  
 অতীত যে ছয় রসে রসালাক্ষ বলি ।  
 সমতায় স্বাছ লয় ইন্দ্রিয় সকলি ॥  
 একের আশ্বাদে প্রতি অঙ্গ সুখ পায় ।  
 পরম লালসে কেহো ছাড়িঞা না যায় ।  
 রসের আশ্বাদে যদি তুণ্ডের বিষয় ।  
 সকল ইন্দ্রিয় তার অনুরাগ হয় ॥  
 চক্ষু শ্রোত্র জ্ঞান প্রাণ চিত্ত বিস্ত্র মেলি ।  
 ভজিতে পরম রস সভার প্রণালী ॥



সর্ব রসে উপযুক্ত এক বস্তু হঞা ।  
 চমৎকার পায় বস্তু নিশ্চয় না পাঞা ॥  
 যেন বিজাতীয় দধি দুগ্ধ আবর্তনে ।  
 সমতায় উপযুক্ত শর্করার সনে ॥  
 স্নাতমধু মাতুলঙ্গ নারিকেল জল ।  
 এলাজাতি লবঙ্গাদি ককেলি সরল ॥  
 আলোড়ন করে দিঞা মরীচের চূর্ণ ।  
 কর্পূর প্রক্ষেপ দিঞা করে রসতুর্ণ' ॥  
 ভক্ষণের কালে স্বাচ্ছ ভিন্ন ভিন্ন নয় ।  
 তরতমে চিন্তা মধ্যে পায় পরিচয় ॥  
 দধির কারণে অল্প দুগ্ধেরই রসাল ।  
 মধুর শর্করা গুণে মরিচেই ঝাল ॥  
 সুবাসিত হৈল রস কর্পূরের গুণে ।  
 সন্ভে মেলি এক রস জানে মনে মনে ॥  
 যেরূপ পরম রস করি আশ্বাদন ।  
 সেই অনুরূপে করি রূপ নিরীক্ষণ ॥  
 সর্ব অবয়বে আগে দেখে একবার ।  
 বিশ্বাপন রূপে দৈবে পায় চমৎকার ॥  
 হঠাৎকারে দেখি যেন সূর্য্যের মণ্ডল ।  
 সহস্র কিরণে চক্ষু করে ঝলমল ॥  
 এইরূপে দেখি আগে রূপ জগমগী' ২ ।  
 পুন প্রতি অঙ্গ দেখি পরিচয় লাগি ॥  
 এ দুই নয়নে রূপ নারে সম্বরিতে ।  
 অজ্ঞাতে সঁতার যেন হয় মহাশ্রোতে ॥  
 বিষাদ বেপথু হয় প্রতি অঙ্গ দোলে ।  
 নয়ন পূর্ণিত হয় করুণার জলে ॥  
 সকল ইন্দ্রিয় সনে বিমোহিত হঞা ।  
 হৃদয়মন্দিরে দেখে নয়ান মুদিঞা ॥

রূপ দেখি পরম আনন্দ পায় মনে ।  
 বিলাস ইঞ্জিত ভাব হয় তার সনে ॥  
 যার যত বৈদগ্ধি যে রসের যে ।  
 বিরলে পাইলে আর ক্ষেমা করে কে ॥  
 অস্তরের সুখে মুখে মন্দ মন্দ হাসে ।  
 সুধাসিক্ত মুখে তনু পুলক প্রকাশে ॥  
 আনন্দ আবেশে তনু করে টলবল ।  
 শরীর ধরিতে নারে সৌভাগ্যের ভর ॥  
 নিজ সুখে সুখী হঞা না দেখে নআনে  
 দর্শন বিয়োগ হয় সে রূপের সনে ॥  
 পাইঞা পরশমণি পাছে হয় হারা ।  
 উন্মাদ প্রলাপ হয় বাড়িলের পারা ॥  
 পুন যেন সেই ধন করে অন্বেষণ ।  
 অভিপ্রায় সেই রূপ করে নিরীক্ষণ ॥  
 নিরীক্ষণ কালে জানে যতেক চাতুরি ।  
 অঙ্গের ঐক্যতা করে মনের মাধুরী ॥  
 দর্শনের নৈপুণ্য যত থাকে মনে ।  
 শিখণ্ড যোজনা করে পদাঙ্ক<sup>২</sup> সনে ॥  
 স্বচক্ষু চকোর করে মুখ নিশাচর ।  
 নয়নারবিন্দে কারো মানস ভ্রমর ॥  
 সুরঙ্গ অধরে কেহো পিএ দৃষ্টিমধু ।  
 পরিসর হিএ হিয়া দেই কোন বধু ॥  
 রভস আবেশে প্রতি অঙ্গ সুবলিত ।  
 দেখিতে আনন্দ পায় যার মনে যত ॥  
 এ সকল কথা যবে কহিল ললিতা ।  
 আলিঙ্গন করে তারে বুখভানুসুতা ॥  
 নিরীক্ষণে যত্নবান হৈলা সভাতলে ।  
 বিশাখা বিচিত্র পট মেলে এক কালে ॥

জলদ পটল যেন কান্তি বলমলি ।  
 বসনভূষণ যেন পড়িছে বিজুলি ॥  
 নিশাকর মাঝে যেন রাতুল কমল ।  
 শ্রীমুখমণ্ডলে শেভে নয়ান যুগল ॥  
 ফুরিত অধর যেন রসকথা ভাষে ।  
 পুন নেহারিতে চিত্র যুহুমন্দ হাসে ॥  
 যতনে সম্বরে রাধা নয়ানের জল ।  
 লজ্জায় শ্রীমুখে দিল বসন অঞ্চল ॥  
 বিমুখি বন্ধিম দৃষ্টে চাহে বিনোদিনী ।  
 পটের প্রতিমা করে নয়ান নাচনি ॥  
 তা দেখিঞা রসবতী মুন্দিল নয়ান ।  
 মরমে' ভেদিল যেন কুসুমের বাণ ॥  
 নিচল্লৈ রহিলা রাই মুরুছিঞা মন ।  
 অন্তরে পসিঞা চিত্র করে আলিঙ্গন ॥  
 পটে পৃষ্ঠ দিঞা' রাধা পদ দুই চলে ।  
 ত্রিভঙ্গ সুন্দর' যেন ধরিল অঞ্চলে ॥  
 মুঞ্চ মুঞ্চ বলে রাই ধরি নিজ বাসে ।  
 সখিবৃন্দে কানাকানি পৌর্ণমাসী হাসে ॥

॥ যথা উজ্জলনীলমণৌ ॥

ইয়ং তে হাস শ্রীকির মত বিমুখাঞ্চলমিদং  
 যাবদ্বুদ্ধা যে স্ফটমভিদধেত্রিচটুলতাম্ ।  
 ইতিচ্ছায়াং জল্পদচিত্র মরচুদ্ববা গুরুমসৌ  
 পুরদৃষ্টৌ গৌরীজনিতমুখবিস্বামুহুরভূৎ ॥

বিশাখা বলেন এই হাসি হৈল সত্য ।  
 প্রমাদ পড়িল কথা সকল অকথ্য ॥

মুদ্রিত করিয়া পত্র রাখিল অঞ্চলে ।  
 রাধার সাক্ষাতে সখী নিরপেক্ষ বলে ॥  
 নগরে কতেক নাঞি রসিক নাগরী ।  
 তোমার চরিত্র' কিছু বুঝিতে না পারি ॥  
 না জানি স্বভাববৃত্তি না জানিএ রঙ্গ ।  
 চিত্ররূপ দরশনে হৈল কার সঙ্গ ॥  
 নিজ সহচরী মাঝে কারে লজ্জা কর ।  
 নয়ান মুদিঞা তুমি ধ্যান কেনে ধর ॥  
 কারে বল ছাড় ছাড় কে ধরিল বাস ।  
 পিস্ননে শুনিলে পাছে হয় সর্বনাশ ॥  
 তুঙ্গদেবী বলে আর হত্যে আছে কি ।  
 কুলক্রিয়া ছাড় যত গোণ্ডালার ঝি ॥  
 বিচিত্রা বলেন যুক্তি শুন প্রাণসখী ।  
 প্রণয়উদ্ভাদচিহ্ন রাধিকার দেখি ॥  
 তুঙ্গবিদ্যা বলে আর মিছা' প্রতারণা ।  
 সহিতে স্বীকার কর গুরুর গঞ্জন ॥  
 রাধিকা বলেন কিছু না বলিহ আর ।  
 রাখিতে নারিবে কেহো কুলের আঁচার ॥  
 মনে করি এক কৰ্ম্ম অগ্নি হএ কাজ ।  
 প্রাণ পরবশ হৈলে কোথা রহে লাজ ॥  
 শুনি সত্য সত্য বলে যত নিতম্বিনী ।  
 হেনকালে বৃন্দাবনে মুরুলির ধ্বনি ॥  
 কোকিল পঞ্চম গায় মুরুলি শুনিঞা ।  
 পথিক প্রেয়সী জন পড়ে মুরুছিঞা ॥  
 রাজহংস ডাকে ভ্রমে মধুসরোবরে ।  
 সরসিজ বন ভ্রমে গুঞ্জিত ভ্রমরে ॥  
 ঘন ভ্রমে নাচে কাছে ময়ূর ময়ূরী<sup>২</sup> ।  
 তরুগণের অতিশয় সময়ের ভেরী ॥

॥ তথাহি ॥

মধুরিমরসবাপীমন্তঃ হংসীপ্রজন্মঃ  
প্রণয়কুসুমরাজিভৃঙ্গসঙ্গীতঘোষঃ ।  
স্বরতসমরভেরীভাক্কুর্তিনন্দসুনোর্জয়তি  
হৃদয়দংশী কোহপি বংশীনিনাদঃ ॥

গগনে সগনে' শিব মুরুলি শুনিঞা ।  
গৌরী সঙ্গে নাচে রঙ্গে ডিগ্গিমি বাজাঞা ॥

॥ যথা রসামৃতসিকৌ ॥

মুরলী-খুরলী-সুধাকরং হরিবক্তে ন্দুমবেক্ষ্য কম্পিতঃ ।  
গগনে সগনে সডিগ্গিমিভিস্তাণ্ডবমাত্রিতো হরঃ ॥

পথহারা হৈল যত জলধরগণে ।  
মুরুলি শুনিঞা বাস কৈল বৃন্দাবনে ॥  
তনুর করএ গান ইন্দ্রের সভায় ।  
মুরুলি মাধুরী শুনি গড়াগড়ি যায় ॥  
সনকাদি পরমহংসের দৃষ্টিধ্যান ।  
চঞ্চল হইলা শুনি মুরুলির গান ॥  
পরম ধার্মিক বলি রাজা রসাতলে ।  
মুরুলি শুনিঞা নাচে আনন্দ বিভবোলে ॥  
বিধির বিদিত দৃষ্টি কর্ম পাসরিঞা ।  
সচকিত হৈলা মধুর মুরুলি শুনিঞা ॥  
মুরুলি মাধুর্য্য ধুরা মুকুন্দ<sup>২</sup> অধরে ।  
ব্রহ্মাণ্ডকটাহ ভেদ কৈল মুহুস্বরে ॥

॥ যথা ॥

রুদ্রম্মমুভূতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তমুরং  
ধ্যানাদস্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্ময়ায়ন্ বেধসঃ ।

ঐশ্বর্য্যাবলিভিৰ্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূৰ্ণয়ন্  
ভিন্দন্নগুণকটাহভিত্তিমভিত্তো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ ॥

মহিম যাইল যেন অমৃতের বহা ।  
 শুনিঞা সঁাতারে তায় বৃষভানুকথা ॥  
 ধৈর্য্য ধরাধরি ছিল লক্ষ্য করিবারে ।  
 দিগবিদিগ নাঞি হারাইল সব দূরে ॥  
 লাজ নামে নৌকা ছিল কুলজলযান ।  
 আরোহণ কর্যা তাহে পালাইল মান ॥  
 শীলের আছিল গড় চৌদিকে বেড়িঞা ।  
 প্রেমের তরঙ্গে তাহা ফেলিল ভাঙ্গিঞা ॥  
 ধর্ম্মকর্ম্ম জোড়া ভেলা এতকাল ছিল ।  
 ছুকুল ছাড়িঞা মধ্য পাথারে উরিল' ॥  
 অহঙ্কার নামে এক ছিল মাতা'হাথি ।  
 জলের কল্লোলে সেহ ভাস্তা গেল কতি ॥  
 অনুকূল ছিল যেন সঙ্গের গোপিকা ।  
 আশেপাশে ভাসে যেন পুঞ্জ পিপীলিকা ॥  
 প্রেমের তরঙ্গে রাই মগ্ন হঞা ভাসে ।  
 কাল কলঙ্কের কুটি মিশাইল বাসে ॥  
 তনু নিরমিল যেন দশ বান সোনা ।  
 পরিপূর্ণ হৈল তায় পিরিতের ফেনা ॥  
 তরঙ্গে তরঙ্গে তায় নাক মুখ ভুঁ'রু ।  
 সংসারে দেখিল মাত্র° কৃষ্ণ কল্পতরু ॥  
 তার কাছে ভাসি গেলা বৃষভানুসূতা ।  
 বেড়িঞা রহিল যেন কনকের লতা ॥  
 তনুমন প্রাণধন রাখি তার মূলে ।  
 বাহুজ্ঞান প্রকাশিলা রমণীমণ্ডলে ॥  
 পরশুরামের রহু গুরুপদে নতি ।  
 শুনিলে লভএ যেন রাখাকৃষ্ণ রতি ॥

রাগ পূরবী

মুকুলি খুকুলি                      তরলি করলি  
    অবলি অবলা মোয় ।  
 সহিল নহিল                              পরাণে পসিল  
    সকলি কহিল তোয় ॥  
 সুধারস বলি                              অজীব জীবনী  
    সে মোর গরলে ভরা ।  
 বাদিয়া অনঙ্গ                              কালিয়া ভুজঙ্গ  
    চালিঞা দিঞাছে পরা ॥  
 ধরমে করমে                              সরমে ভরমে  
    মরমে ভিদিল জালা ।  
 নয়ানে বয়ানে                              শ্রবণে ভবনে  
    ভুবনে ভরল কালা ॥  
 অলপ অক্ষর                              মরম অন্তর  
    সকল গোকুলে জানে ।  
 দুখের দুষণ                              মুখের ভূষণ  
    শুনিঞা মুকুছি কেনে ॥  
 ত্রিভঙ্গ ললিতে                              মুকুলি সহিতে  
    সে ধ্বনি শুনিলে দেখি ।  
 সজল নয়ানে                              রঞ্জন অঞ্নে  
    হিয়ার হাব্যাসে লেখি ॥  
 যৌবন কাননে                              মদন দহনে  
    দহিছে দেখিঞা পটে ।  
 পরশুরামের                              উ পদ' অন্তর  
    সহজে সঙ্কট বটে ॥

## নবম অধ্যায়

### রাগ ধানশী

হেদে নাগো সজনী এতদিনে পরমাদ ভেল ।  
জীবন যৌবন মনে সমাধান দিল ॥ ৫ ॥

রাধিকা বলেন শুন বেদনি বড়াই ।  
তোমা সম হিতাসি আমার কেহ নাঞি ॥  
কহিব কাহার আগে উপসন্ন কাজ ।  
জুগুপ্সিত কথা তাহে কহিতেই' লাজ ॥  
মুখে না নিশ্বরে যত মনের বিচার ।  
ঘরে পরে শুনিলে করিব ছার ছার ॥  
অতএব এ নিন্দ কথা কাহারে কহিব ।  
জীবনের কাজ' নাঞি জীবন তেজিব ॥  
মরণের দিক মনে এই বড় ভয় ।  
তিনজনে অনুরাগ জন্মিল বিষয় ॥  
কীর্তিদা জননী কান্ত কীর্তিবিধায়িনী ।  
বৃষভানু পিতা যেন মধ্যাহ্ন ছ্যামনি ॥  
পিতৃকূলে স্বর্গকূলে শঙ্কেন্দু নিশ্চল ।  
বিষদ জলের ধারা যেন গঙ্গাজল ॥  
সতী কুলবতী মোর খ্যাতি ক্ষিতিতলে ।  
প্রশংসা প্রশংসে মোরে মথুরামণ্ডলে ॥  
দেবঋষি উপদেশে গৃহে স্বতন্তরা ।  
ছই কূলে রাখে মান গর্বিবতের পারা ॥  
হেন আমি ত্রীরাধিকা রাজার নন্দিনী ।  
কি কার্যে রাখিব প্রাণ হঞা কলঙ্কিনী ॥  
এতকাল দিল ধর্ম কর্ম কুল শীলে ।  
এ তিন পুরুষে রতি হৈল এককালে ॥



আপনার প্রাণ সেহো হৈল পরবশ ।  
 বুঝিঞা না বুঝে আর যশ অপযশ ॥  
 নীত বুঝাইঞা যত ফিরাইতে চাই ।  
 নদীর বহুয়া যেন না মানে দোহাই ॥  
 যেই ক্ষণে কৃষ্ণনাম শ্রবণে শুনিল ।  
 জীবনে জীবন যেন মিশাঞা রহিল ॥  
 নামের আনন্দে প্রাণ কান্দে উভরায় ।  
 চকোর পাইঞা সুধা ইন্দু সজ্জ চায় ॥  
 মনের আরতি নাম গাই নিরন্তরে ।  
 অশ্রু কথা কহি সেই কৃষ্ণনাম সুরে ॥  
 এই এক উপসর্গ বড়ই প্রমাদ ।  
 দেখিঞা চিত্রের রূপ বাটিল উন্মাদ ॥  
 শরীরে না ধরে রূপ আবেশের ভর ।  
 চমকি চমকি প্রাণ উঠে নিরন্তর ॥  
 নয়ানে লাগিল প্রিয় অন্তরের পারা ।  
 অন্তরে জন্মিল ভয় পাছে হয় হারা ॥  
 দেখিলে আকুল প্রাণ ধরিতে না পারি ।  
 পরবশ হৈল রূপ না দেখিলে মরি ॥  
 নআন মুন্দিঞা রহি ঔদাস্য অন্তরে ।  
 আগে বার দিঞা থাকে হৃদয় ভিতরে ॥  
 সম্বন্ধে সে রূপ সজ্জ হয় দরশন ।  
 বল দেখি কোন ছলে মুকুটব মন ॥  
 কুল শীল সজ্জ কত করিব উপায় ।  
 জীবন রহিতে রূপ পাসরা না যায় ॥  
 অতএব এ রূপে এত জন্মিঞাছে রতি ।  
 যে বলু সে বলু লোকে সেই প্রাণপতি ॥  
 এই সে নিশ্চয় করি আছিলুঁ অন্তরে ।  
 চিত্ত বিত্ত হরি নিল মুকুলির স্বরে ॥  
 নিজ গুণ নিকরে মোহিত কৈল বাঁশী ।  
 শ্রবণ বিবর পথে দেহ-গেহ পশি ॥

চিত্ত বিস্ত হরি নিল না যায় বাহিরে ।  
মুকুলি বিষম চোর করিল তোমারে ॥

॥ যথা

নিজগুণনিকুরনৈর্মোহয়ন্তি সুসাধন-  
শ্রুতিবিবরপদভ্যাং দেহগেহং প্রবিশ্য ।  
বহিবয়িতুনশক্তুং চিত্তবিস্তং গৃহীত্বা  
রজনীবৃজিননাসি চৌরবংশীনিনাদঃ ॥

সতী সাধে ছয়ার বাহিরে নাহি যাই ।  
প্রাঙ্গণে লোকের ছায়া দেখিঞা ডরাই ॥  
চমকিঞা উঠে প্রাণ শুনি বড় রা ।  
দেহলী বাহির হৈলে ডরে হালে' গা ॥  
সখী সঙ্গ বিহু একা নাহি বসে ঘরে ।  
উভমুখে নাহি চাহি কুলোকে ডরে ॥  
এতকালে মুকুলি সকল কৈল হারা ।  
লাজ ভয় নাহি আর হৈলু' স্বতস্তরা ॥  
ধর্ম কর্ম কুলক্রিয়া লাজ কাজ সনে ।  
মোর অবিদায়ে সব গেল বৃন্দাবনে ॥  
কহিঞা যাইত যদি সেই ছিল ভাল ।  
কঠিন পরাণ তেঞি শরীরে রহিল ॥  
সভে অবশিষ্ট তনু প্রাণ আছে তায় ।  
সৌতের সিউলি যেন থির নাহি পায় ।  
তিনজনে হৈল প্রীত এক হৈল প্রাণ ।  
বিষম সমস্তা ইথে<sup>২</sup> নাহি সমাধান ॥  
ছই নৌকা আরোহণে না হয় কুশল ।  
ছই রাজা সেবে তার সদা অমঙ্গল ॥

ছই জাতি যুক্ত হৈলে যায় কুলাচার ।  
 ছই দেব উপদেশে না তরি সংসার ॥  
 ছই মন হৈলে গৃহকর্ম নাহি রয় ।  
 ছই শত্রু পুরুষের জীবন সংশয় ॥  
 ছই নারী পুরুষের সদা বিসম্বাদ ।  
 ততোধিক দেখ এই আমার প্রমাদ ॥  
 কাহারে ভজিব আমি কারে পাসরিব ।  
 এক তনু এক প্রাণ কারে সমর্পিব ॥  
 এক দোষে কষ্ট পায় দ্বিতীয়ে সংশয় ।  
 ত্রিদোষ হইলে প্রাণ রহিবার নয় ॥  
 কফ পিত্ত বাত যদি সমবল ধরে ।  
 লক্ষ চিকিৎসক তার কি বলিতে পারে ॥  
 নিদান বলিঞা তার বলিএ সজ্জতি ।  
 সেই এই দশা মোর হইল সংপ্রতি ॥  
 ঔষধের ক্রিয়া তাহে' মোক্ষ রসায়ন ।  
 চিকিচ্ছা আমার এই যত সখীগণ ॥  
 কৃষ্ণনামপরায়ণ রটুক রসনা ।  
 রূপ হেরি নয়নের পুরুক বাসনা ॥  
 শ্রবণে শ্রবণ করু মুকুলি বাথান ।  
 তনু ত্যাগ হয় যেন আরাধ পরাণ ॥

॥ যথা বিদগ্ধমাধবে ॥

একস্তা শ্রুতিমেব লুপ্তি মনঃ কৃষ্ণেতি নামস্বাক্ষরং  
 সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্তে বংশীকলম্ ।  
 এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্শ্রনসি মে লগ্নং পটদ্বিষ্ণুগাং  
 কষ্টং ধিক পুরুষত্রয়ে রতির ভূম্নস্তোমৃতি শ্রেয়সী ॥

সৎকার করিহ কেলি কদম্বের মূলে ।  
 তর্পণ করিহ মোর কালিন্দীর জলে ॥

আমার সাধনে সভে যাবে বৃন্দাবন ।  
প্রতিকূঞ্জে রাধা নাম করিহ লিখন ॥  
শুনিঞা সকল সখী কান্দে উভরায় ।  
প্রণয় পাইঞা কেহো অবনী লোটারায় ॥  
পরশুরামের কাষ্ঠপাষণ পরাণে ।  
তথাপি সে সব দশা না হয় লিখনে ॥

### সুই রাগ

বিনোদিনী গো রাই শুন উপদেশ ।  
জগতে কৃষ্ণের কথা বড়াই সন্দেশ ॥ ৫ ॥

রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বল বারম্বার ।  
অন্তরে জানিহ এই অনিত্য সংসার ॥  
যে পুনি মায়িক কৰ্ম্ম না করিলে নারি ।  
কর পদ নিযোজিঞা মুখে বল হরি ॥  
জীবন যৌবন সভে দিনা ছুই তিন ।  
সুখলেশ নাহি নিত্য বিরহ প্রবীণ ॥  
তাহে সব সুখময় বৈষ্ণব গোসাঞি ।  
প্রেমের আনন্দ রঞ্জে পাপ তাপ নাঞি ॥  
হেন সাধুজন সঙ্গে যতক্ষণ যায় ।  
স্বর্গভোগ মোক্ষ পক্ষ তুল্য নাহি তায় ॥

॥ যথা শ্রীভাগবতে ॥

তুলয়ামলবে নাপি ন স্বর্গং না পুনর্ভবম ।  
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্ত মর্ত্যানাং কিমুতাশিস ॥

বড়াই বলেন কথা শুন সর্ব সখী ।  
হেন বিপরীত আমি কতু নাহি দেখি ॥  
কি কথা कहিল রাই কি বুঝিলে তুমি ।  
কেনে বা লোটাঞা কান্দ না বুঝিল আমি

যে কহিল পুণ্যপুঞ্জ শিরোমণি রাই ।  
 কোটিকল্পে সে ভাবের স্পর্শ যদি পাই ॥  
 এ তিন ভুবনে প্রেমপাত্রী এই ধনি ।  
 এই সে কৃষ্ণের প্রিয় প্রিয়াশিরোমণি ॥  
 এই সে জানিল ছুরারাধ্য মহাভাব ।  
 ইহাকে সে বলি মোক্ষ ভাবের স্বভাব ॥  
 নিত্যকৃষ্ণপ্রিয়া স্মৃষ্টকাস্তস্বরূপিণী ।  
 চিদানন্দরূপে এই নিত্যআহ্লাদিনী ॥  
 অশ্রুধা এরূপ প্রেমা নাহি তিন লোকে ।  
 আনন্দে বিলস কেন কষ্ট পাহ শোকে ॥  
 রাধার সঙ্গানুসঙ্গী সর্বভক্তিসার ।  
 যে নাম সংসর্গে হয় প্রেমের সঞ্চার ॥  
 ধন্য তার দেহ গেহ ধন্য সে জীবন ।  
 যেই আরাধিল ত্রীরাধিকা চরণ ॥  
 তবে যে সন্দেহ কর সেহ কিছু নয় ।  
 প্রথম দশার প্রেম এই মতি হয় ॥  
 আদৌ শ্রদ্ধা হয় কৃষ্ণনাম শ্রবণে ।  
 ততোধিক রুচি হয় রূপনিরীক্ষণে ॥  
 নামরূপ গুণে হয় যতেক প্রণয় ।  
 মুরুলি শ্রবণে তার ততোধিক হয় ॥  
 যার নাম কৃষ্ণ সেই নন্দের নন্দন ।  
 তার অনুরূপ পটে পাইলে পরশন ॥  
 সেরূপ নয়নানন্দ ত্রিভঙ্গ ললিত ।  
 তাহার চেতনা চোরা মুরুলির গীত ॥  
 প্রণয় দেখায় যত সেহো তার ভাবে ।  
 অন্তরে উদয় করে সেই যথা লাভে ॥  
 বিষাধিক বিশেষ বিষম কভু হয় ।  
 কভু সে সুখার সারে পুরএ হৃদয় ॥  
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ কভু করে তৃণ ।  
 কভু সর্বৈশ্বর করে কভু উদাসীন ॥

কভু সৌভাগ্যের ভর শরীরে না ধরে ।  
 সে নন্দনন্দনের প্রেমা কত নাট্য করে ॥  
 যাহার অন্তরে জাগে কৃষ্ণপ্রেমরতি ।  
 সেই সে বিক্রম জানে জগ বক্রগতি ॥

॥ যথা উজ্জলনীলমণো<sup>১</sup> ॥

গীড়াভিন্ন বকালকূটকটুতা গর্বস্থ নির্বাসনো  
 নিঃসন্দেন মুদাং সুধা মধুরিমোহঙ্কার সঙ্কোচন ।  
 প্রেমা সুন্দরী নন্দনন্দনপরো জাগতি যন্তাস্তরে  
 জায়ন্তে স্ফুটমস্ত বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥

হেন প্রেমধনে ধনি বৃষভামুসৃত ।  
 আমি কি বুঝিব<sup>২</sup> তাহে কি কহিব কথা ॥  
 মূচ্ছিত আছিল। রাই সজ্জনীর কোলে ।  
 চমকিত হৈল। পুন বড়াইএর বোলে ॥  
 পদ ধরি বলি মোরে অনুকূল হও ।  
 প্রাণসংস্কারিণী কথা আর কিছু কও ॥  
 জ্ঞানমাত্র নাহি ছিল আমার অন্তরে ।  
 তুমি সংস্কারিলে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে ॥  
 গুনিঞা ভরসা হৈল তোমার বচন<sup>৩</sup> ।  
 বাথানিঞা কহ মোরে ভাববিবরণ ॥  
 কি বা সে ভাবের কথা কোনরূপ হয় ।  
 প্রতিদেহে ভিন্নরূপ এক কেন<sup>৪</sup> নয় ॥  
 কহ বিবরিঞা মোরে<sup>৫</sup> সকল গুনিব ।  
 হইলুঁ তোমার বশ যতদিন জীব ॥  
 বড়াই বলেন যদি লক্ষ তমু ধরি ।  
 প্রতিজ্ঞয়ে তব পদে নিঃসংশয় করি ॥

১ খ-পুঁথিতে “যথা বিদগ্ধমাধবে”

২ বলিব

৩ তিনে একজন

কায়মনোবাক্যে মন সঁপি তুয়া পায় ।  
 তথাপি তোমার গুণ সাধা নাহি যায় ॥  
 কত পুণ্যবতী এই বরজরমণী ।  
 সখীভাবে হৈলা যার রাধাশিরোমণি ॥  
 তিন লোকে রাধা ধন্ত যাথে বৃন্দাবন ।  
 তাহে যত পশুপক্ষী সকল জীবন ॥  
 না জানি আমার পূর্বভাগ্য ছিল কত ।  
 দেখিল তোমার তনু মহাভাবযুত ॥  
 কহিল কখন নহে ভাবের আখ্যান ।  
 যার আছে সেই বুঝে নাহি জানে আন ॥  
 ভৌতিক শরীর চিত্ত একমত নয় ।  
 চিত্ত অমুসারে ভাব ভিন্নাভিন্ন হয় ॥

॥ যথা রসায়নতসিকৌ ॥

এতেন সহজেনৈব ভাবেনামুগতা রতিঃ ।  
 একরূপাপি যা ভক্তের্বিবিধা প্রতিভাত্যসৌ ॥

স্বাভাবিক ভাব এক আর বিভাবনা ।  
 আগন্তুক সঙ্গ করি ত্রিবিধ গণনা ॥  
 যারে বলি স্বাভাবিক সদা রাগযুত ।  
 অন্তরে বাহিরে রঙ্গ মঞ্জিষ্ঠার মত ॥  
 অত্র অত্র গুণ দ্রব্য যদি তায় ভজে ।<sup>১</sup>  
 তন্ময় হইঞা তোয় অধিক বিরাজে ॥

॥ ভক্তিরসায়নতসিন্দু<sup>২</sup> ॥

কচিৎ স্বাভাবিকো ভাবঃ কশ্চিদাগন্তুকঃ কচিৎ ।  
 বস্তু স্বাভাবিকো ভাবঃ স ব্যাপ্যান্তর্বহিঃ স্থিতঃ ॥

১ মূল্য গুণ দ্রব্য যদি যত্নতায় ভজে ।

২ উভয় পুঁথিতেই গ্রন্থের

মঞ্জিষ্ঠাভ্যে যথা দ্রব্যে রাগস্তন্ময় ঈক্ষ্যতে ।  
অত্র স্থান্নামমাত্রেন বিভাবস্তা বিভাবতা ॥

বিভাবনা যার নাম আহাৰ্য্য বিশিষ্ট ।  
ভাবিলে উদয় করে রসে হঞা নিষ্ঠ ॥  
যদি সেই বিভাবনা সৰ্ব্ব ভক্তি ধৰ্ম্ম ।  
আহারজনক কিন্তু অগ্নে অমুকৰ্ম্ম ॥

॥ যথা ॥

তৈস্তৈর্বিভাবৈরেবায়ং ধীয়তে দীপ্য তেহপি চ  
বিভাবনাদিবৈশিষ্ট্যান্তক্তানাং ভেদতস্তথা ।  
প্রায়েণ সৰ্ব্বভাবানাং বৈশিষ্ট্যমুপজায়তে ॥

যারে বলি আগন্তুক ইষ্টের চরিতে ।  
অকস্মাৎ ব্যক্ত হয় কহিতে শুনিতে ॥  
যে মত বিশদ পটে রক্তিমাди লেখি ।  
আগন্তুক বৈকারাদি সেই পটে দেখি ॥

॥ যথা ॥

আগন্তুকস্তা যো ভাবঃ পটাদৌ রক্তিমেব সং ।  
বিবিধানান্ত ভক্তানাং বৈশিষ্ট্যাধিবিশং মনঃ ॥

এ তিন প্রকারে ভাব করেন উদয় ।  
সেইভাবে কোন দেহে ব্যক্ত নাহি হয়' ॥  
গরিষ্ঠ গম্ভীর আর লঘিষ্ঠ কর্কশ ।  
চতুর্বিধা চিত্ত এহো শুনে ইষ্ট যশ ॥  
তথাপি সে দেহে নহে ভাবের বিকার ।  
শুন সৰ্ব্ব সখী এই চিত্তের বিচার ॥



॥ যথা ॥

চিন্তে গরিষ্ঠে গন্তীরে মহিষ্ঠে কর্কশাদিকে ।  
সম্যগুগ্মীলিতাশ্চামী ন লক্ষ্যন্তে স্মৃটং জনৈঃ ॥

গরিষ্ঠ চিন্তের অর্থ স্বর্ণপিণ্ড ভানে ।  
নিজ অহঙ্কারে অশ্রু ভক্ত নাহি মানে ॥  
আমি মূল আমি কূল আমি সভা শত ।  
আমি যোগ্য উপদেষ্টা আমি ভাগবত ॥  
আমি ধনী আমি গুণী আমি সে সুন্দর ।  
কে আছে অপর ভক্ত আমার দোসর ॥  
এই সব অহঙ্কার করে মনে মনে ।  
ভাবের বিকার নাঞি ইহার কারণে ॥  
গন্তীর চিন্তের অর্থ সিদ্ধসম' গণি ।  
না শুনে বৈষ্ণবকথা আমি সব জানি ॥  
যে কিছু আপনে জানে তাহো নাহি করে ।  
অনুষঙ্গে যদি শুনে আবেশ না ধরে ॥  
কে বুঝে আমার কথা কহিব কাহারে ।  
কে আছে এমত জ্ঞাতা কহিব আমারে ॥  
ভক্তমুখে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গ শুনিঞা ।  
বদত ব্যাখ্যাত করে বাদার্থ কল্লিঞা ॥  
গন্তীর গৌরবে কিছু আপনে না কয় ।  
এই হেতু সেই দেহে বিকার না হয় ॥  
লম্বিষ্ঠ চিন্তের অর্থ যেন তুলারাশি ।  
না ডুবে ইষ্টের রসে বুলে ভাসি ভাসি ॥  
শ্রবণে যে শুনে তাহা না রাখে অন্তরে ।  
লীলার নিত্যতা মনে বিশ্বাস না করে ॥  
বিশ্বাস যে করে তাহে না করে আবেশ ।  
মনে জানে কথামাত্র কহে সর্বদেশ ॥

অন্তর অসার তার গুনিঞা না শুনে ।  
বিকার না হয় ভাব এই সব গুণে ॥  
কর্কশ চিত্তের অর্থ কঠিন অন্তরে ।  
বজ্র স্বর্ণ জতু<sup>১</sup> প্রায় এ তিন প্রকারে ॥

॥ যথা ॥

কর্কশং ত্রিবিধং প্রোক্তং বজ্রং স্বর্ণ তথা জতু  
চিত্তত্রয়েহত্র ভাবস্ত জ্ঞেয়া বৈশ্বানরোপমা ॥

চিত্তত্রয়ে কৃষ্ণকথা হন বৈশ্বানর ।  
উপযুক্ত তাপে তার দ্রবান অন্তর ॥  
চতুর্চিত্ত দ্রবীভূত হয় তাপলেশে ।  
বিরমিলে আপন স্বভাব ধরে শেষে ॥  
পুন শুনে পুন দ্রবে পুন দৃঢ় হয় ।  
কর্কশ অন্তর তার আর্দ্র কতু নয় ॥  
যদৃচ্ছাতে সাধুসঙ্গে থাকে ক্ষণ ।  
তৎকালে বিকার যেন শুদ্ধসত্ত্ব মন ॥  
সাধুসঙ্গ ছাড়ি হৈলে সে সব পাসরে ।  
সঙ্গানুসঙ্গিনী তারে আত্মসম করে ॥  
সুবর্ণ চিত্তের কথা বহু তাপ দিলে ।  
বায়ু নিবারণ আর বায়ু অনুকূলে ॥  
অনুকূল বায়ু তার হন ভক্তবৃন্দ ।  
ভাবের উত্তাপে ভাগে নয়নারবিন্দ ॥<sup>২</sup>  
ভাবাগ্নি শোধনে তনু হয় নিরমল ।  
কান্তমূর্তি ধরে যেন করে টলবল ॥  
পুন বৈষজ্ঞক বৃত্তি পাসরিতে নারে ।  
শুদ্ধকান্ত মূর্তি হয় কঠিন অন্তরে ॥

শুধিতে শুধিতে পায় কুন্দনের ভাব ।  
 অগ্নি বিনে হৈতে পারে কোমল স্বভাব ॥  
 আপনে সে সব গুণ করে আলোচন ।  
 মুখবাস্পে আর্দ্র হয় যেমত কুন্দন ॥  
 বজ্রের উপামা করি যাহার অন্তর ।  
 অগ্নি অভ্যন্তরে যদি রাখি নিরন্তর ॥  
 অত্যন্ত তাপিয়ে যদি প্রবল সমীরে ।  
 মাদ্রত না হয় সেই কর্কশ শরীরে ॥  
 আজন্ম প্রকৃতি যদি কৃষ্ণকথা শুনে ।  
 জল না প্রবেশে যেন কঠিন পাষণে ॥  
 অন্ত চিন্তা সাধিবারে আছএ উপায় ।  
 বজ্রসম চিন্তা কভু সাধা নাহি যায় ॥  
 মথুরামণ্ডলে আছে যত পুরজন ।  
 তার মধ্যে বজ্রচিন্তা মল্ল গোবর্দ্ধন ॥

॥ যথা ॥

অত্যন্তকঠিনং বজ্রমকুতশ্চন মর্দবম্ ।  
 ঐদৃশং তাপসাদীনং চিন্তং তাবদবেক্ষতে ॥

কোমল ত্রিবিধা চিন্তা পুষ্পমধু যেন ।  
 নবনীত হয় ভাব অমৃতের হেন ॥  
 এই তিন চিন্তের ভাব সূর্য্যাতপ পায় ।  
 শুনিতে স্বভাববৃত্তি আতপে মিলায় ॥  
 তপন দর্শনে যেন কমল প্রকাশে ।  
 স্বভাব মধুর মধু আলোয় আবেশে ॥  
 নবনী পাইঞা তাপ আপ্যায়িত হয় ।  
 কহিতে শুনিতে দৈবে হয় দ্রবময় ॥

অমৃত চিত্তের কথা কে কহিতে পারে ।  
 সহজে সুধার তুল্য নাহিক সংসারে ॥  
 আপনে তারল্য সদা আপনার গুণে ।  
 তথাপি স্বভাববৃষ্টি ইষ্টলাভ শুনে ॥  
 ছাড়িঞা সতের সঙ্গ ক্ষেণেক না রয় ।  
 প্রবীণ হইলে শুনে অপ্রবীণে কয় ॥  
 নয়ন মুদিলে পায় রূপদরশন ।  
 তথাপি অভাব ভাব করে আলোচন ॥

॥ যথা ॥

কোমলঞ্চ ত্রিধৈবোক্তং মদনং নবনীতকম্ ।  
 অমৃতক্ষেতি ভাবোহত্র প্রায়ঃ সূর্য্যাতপায়তে  
 দ্রবেদত্রাণ্যুগলমাতপেন যথায়থম্ ।  
 দ্রবীভূতং স্বভাবেন সৰ্ব্বদৈবামৃতং ভবেৎ ॥

এতকাল এই সব কথা কহি শুনি ।  
 সুধারস বলি এই রাধা বিনোদিনী ॥  
 মহাভাব আদি যত প্রেমের বিচার ।  
 রাধার শ্রীঅঙ্গ সৰ্ব্ব রসের আধার ॥  
 সার সূষ্ঠ কলা' এই শুন সখীগণ ।  
 প্রেমভক্তি সঞ্চারিতে রাধার চরণ ॥

॥ যথা বিশ্বমঙ্গলেন ॥

যা শেখরে ঋতিঃ গিরাং হৃদি যোগভাজাং  
 পাদানুজেষু সুলভা ব্রজসুন্দরীণাম্ ।  
 সা কাপি সৰ্ব্বজগতামভিবানসীমা  
 থেমাযবো ভবতু গোপকিশোরমূর্তিঃ ॥

পৌর্ণমাসী দেবী যবে কহে এত কথা ।  
 কৃতাঞ্জলি হঞা তারে জিজ্ঞাসে ললিতা ॥  
 ভাব হৈলে মহাভাব শাস্তচিন্ত হঞা ।  
 তার বাঢ়া কত সুখ প্রেমভক্তি পাঞা ॥  
 আপনা আপুনি ইহা ভেদ না জানিল ।  
 তুমি শিক্ষাজ্ঞানগুরু তেঞি জিজ্ঞাসিল ॥  
 বড়াই বলেন সভে তুমি ইহা জ্ঞান ।  
 সান্নুরাগে শাস্তি হবে তেঞি পুন শুন ॥  
 যেমন দরিদ্র লোক স্পর্শমণি পাঞা ।  
 অপর লভিতে চেষ্টা করে ব্যগ্র হঞা ॥  
 এক বা অনেকে তার সমফল ধরে ।  
 জানিঞা শুনিঞা চিন্ত নিবারিতে নারে ॥  
 কহিল কখন পুন কহে আপ্তগণে ।  
 শুনিল কাহিনী যেন কভু নাহি শুনে ॥  
 নূতন নূতন সাধ করে অনুক্ষণ ।  
 সতের সংসর্গ সদ এই আচরণ ॥  
 যে ঘটে হইঞা থাকে ভাবের বসতি ।  
 যার প্রতি কথা রত যে মত আসতী ॥  
 এইরূপে আকাঙ্ক্ষিত কৃষ্ণ অনুরাগী ।  
 অশ্রু জনে অনুমান তুমি ফলভাগী ॥

॥ যথা শ্রীভাগবতে ॥

সতাময়ং সারভূতাং নিসর্গেবদর্থ বাণীশুতি চেতনা সামপি ।  
 প্রতিকণং নববেদচ্যুত যজ্ঞিয়া বিটানামিব সাধুবর্ত্তা ॥

ভাবে দৃঢ়তর হৈলে হয় মহাভাব ।  
 নিরস্তুর তনে মনে ইচ্ছা ইষ্টলাভ ॥  
 মহাভাব প্রেমে করি ঈষত অন্তর ।  
 সহস্র কিরণে যুত যেন দিবাকর ॥

কিরণ কারণ সূর্য্য করণে বুঝায় ।  
 ভাব হৈলে মহাভাব প্রেম বলি ভায় ॥  
 প্রেমের স্বভাব শুন কহি সমাধিঞা ।  
 সোনায় সোহাগা যেন রহে মিশাইঞা ॥  
 'রাগের অনিল অমুরাগের আগুনে ।  
 সোহাগে মিলাঞা যায় সুবর্ণের সনে ॥  
 পুন সে পশ্চাতোহর বস্তু যদি চায় ।  
 কাস্তমূর্ত্তি স্বর্ণ দেখে সোহাগা না পায় ॥  
 এই মতে প্রেমী লোক কৃষ্ণবন্ধু পাঞা ।  
 আপনার প্রেমরূপে রাখে মিশাইঞা ॥  
 যদি কালে বাহ্যদৃষ্টে হয় অদর্শন ।  
 প্রলয়েহো নাহি ছাড়ে চিত্ত সন্মিলন ॥  
 কথায় সমাধা এই কহিল তোমারে ।  
 আপনার মন আর ফিরাইতে নারে ॥  
 এই মহাভাব ভেদ কহি প্রেম সনে ।  
 আচার বিচার কথা ব্যাভিচার জনে ॥  
 শ্রবণাদি নয় যত লেখে ভক্তি অঙ্গ ।  
 ভাব সমন্বয় নাহি ব্যাভিচার সঙ্গ ॥  
 নবধা ভক্ত্যঙ্গ ভজে সেই সে বিচার ।  
 বেদবিধি মার্গে ভজে সেই সদাচার ॥  
 এ দুই ভাবের কথা সমস্তেই জান ।  
 ব্যাভিচারে ভাব ভক্তি কহি কিছু শুন ॥  
 সহমান হবে যত আছেন যে বাধা ।  
 পিস্ননের পরাভবে বলিষ্ঠ সংপ্রদা ॥  
 সহজে সভার শ্রামে জগ্নিঞাছে রতি ।  
 ভাবে পূর্ণ রসাসুধি রাধার সঙ্গতি ॥  
 শুনিঞা পরশুরামের বাটিল আনন্দ ।  
 অভিপ্রায় কথা প্রেম ভক্তি অমুবন্ধ ॥

রাগ করুণাশ্রী'

আরে বল ভাল জয় হরি হরে ॥ ৫ ॥

চন্দ্রাবলীর এক সখী নাম পদ্মাবতী ।  
 দেখিল শুনিল যত সখীর সংহতি ॥  
 আসিঞা মিশাঞা ছিল রমণীমণ্ডলে ।  
 অলখিতে চররূপে গেলা হেনকালে ॥  
 পথে যাইতে পদ্মাবতীর চরণ না চলে ।  
 অবশ হইল তনু রসের হিল্লোলে ॥  
 দেখিল যতেক ভাব যতেক শুনিল ।  
 রসের পরাণে সব বসতি করিল ॥  
 করজোড়ে দাণ্ডাইলা চন্দ্রাবলীর আগে ।  
 কহিতে না পারে কিছু কৃষ্ণ অনুরাগে ॥  
 চন্দ্রাবলী বলে আগে আশ্র প্রাণসখী ।  
 একরূপে গেলে কেনে অন্তরূপ দেখি ॥  
 নয়ন অঞ্জন ধৌত লাগ্যাছে বসনে ।  
 অধরে বেপথু কল্লুকণ্ঠ দোলে কেনে ॥  
 পুলক সঞ্চারে ঘন ভগ্ন হৈল স্বর ।  
 কহ কহ প্রাণসখী শুনি আবাস্তর ॥  
 পদ্মাবতী বলে আর কি কহিব কথা ।  
 সর্ব্বথা<sup>১</sup> সাধিল শ্যাম বৃষভানুসূতা ॥  
 সকল সুন্দরীবৃন্দ হঞা এক মেলি ।  
 কৃষ্ণকথা মহোৎসবে মহারসকেলি ॥  
 উপাধ্যায়রূপে তথা আছে পৌর্ণমাসী ।  
 কানুর প্রেসিত যেন অভিপ্রায় বাসি ॥

যতেক রসের উক্তি করে সখীগণ ।  
 পৌর্ণমাসী দেবী করে সৰ্ব্ব সম্বোধন ॥  
 নানা কথা কহে বুঢ়ি ভাব বাঢ়াইতে ।  
 সৰ্ব্বসখী যত্নবান রাধিকা সাধিতে ॥  
 একান্তে হইলা রাধা শ্রামের শরণে ।  
 লইঞা সুন্দরীবৃন্দ যাতে বৃন্দাবনে ॥  
 তুমি চন্দ্রাবলী ব্রজে মুখ্য যুথেশ্বরী ।  
 আগে চল বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বশ করি ॥  
 যদি জ্ঞান<sup>১</sup> চিত্ত বদ্ধ গোবিন্দের গুণে ।  
 প্রকটের কোন কার্য্য অশ্রের সাধনে ॥  
 যে আগে ভেটিব কৃষ্ণ সেই মুখ্য পক্ষ ।  
 পশ্চাতে না ভজে কেনে সখী লক্ষ লক্ষ ॥  
 তাহাতে তোমার রূপ মাধুর্য্যের সীমা ।  
 কি করিব তারাবলী উপরে চল্লিমা<sup>২</sup> ॥  
 চন্দ্রাবলী বলে সখী এই যুক্তি বটে ।  
 তথাপি যাইব আগে রাধার নিকটে ॥  
 আপুরূপে কুলধর্ম্ম নীত বুঝাইব ।  
 সহজ গজনারূপে প্রকারে বেঞ্জিব<sup>৩</sup> ॥  
 উত্তম ঔদাস্য তার করিঞা সন্ধানে ।  
 নিজ যুথ লঞা যেন যাই বৃন্দাবনে ॥  
 পদ্মাবতী বলে তবে ব্যাজে নাহি কাজ ।  
 রাধারে রাখিলে ~~ক~~ সখীর সমাঝ ॥  
 সখী পাঁচশতী সঙ্গে চন্দ্রাবলী সাজে ।  
 রতনমঞ্জীর পায় রুহু<sup>৪</sup> বুহু বাজে ॥  
 তড়িত লতিকা যেন পথে চলি যায় ।  
 অবিলম্বে উত্তরিল। সুন্দরী সভায় ॥  
 অভ্যুত্থান কৈল যত নিতম্বিনীগণ ।  
 আশ্র আশ্র বলি রাধা দিল আলিঙ্গন ॥



ললিতা বিশাখা আদি কৈল কৃতাজ্জলি ।  
 পৌর্ণমাসীর পদধূলি নিল চন্দ্রাবলী ॥  
 সাযুজ্য বলিলা<sup>১</sup> ধনি রাধার সহিতে ।  
 প্রবন্ধ করিঞা কথা লাগিলা কহিতে ॥  
 রাধামুখ নেহারিঞা মৃদুমন্দ হাস ।  
 চাতুরি করিঞা নিজ মুখে দিল বাস ॥  
 যার অংশে সরস্বতী অংশী সত্যভামা ।  
 কে বর্ণিতে পারে তার চাতুর্যমহিমা ॥  
 পরশুরামের মনে এই উঠে ভয় ।  
 কৃষ্ণানুসন্ধান সুখে পাছে রাধা হয় ॥

### রাগ ভাঠ্যারি

বড়ি<sup>\*</sup> সে বিষম জ্বালা ।  
 তার সনে না কয়্য কথা  
 যার বরণ চিকণ কালা ॥ ৫ ॥

চন্দ্রাবলীর আগমনে সুখী হৈলা রাই ।  
 সহজ সদগুণাশ্রিতা হিংসা মাত্র নাঞি ॥  
 করুণা কারণময়ী যুক্তিদা ছুহিতা ।  
 কৃষ্ণসম অষ্টাদশ দোষবিবর্জিতা ॥  
 স্বাগত কুশল আগে পুছিঞা সাদরে ।  
 সম্পূটের পর্ণ দিতে কহিল সখীরে ॥  
 মধুর মধুর ভাষে বলে সুধামুখী ।  
 রাত্রিযোগে অভিসার বড় কৃপা দেখি ॥  
 চন্দ্রাবলী বলে বসি বাজাইতে বীণা ।  
 রহিতে নারিল<sup>৩</sup> ঘরে সমাচারশূন্য ॥  
 অকথ্য কথন পাছে শুনি কর রোষ ।  
 আমি সে তোমার আপ্ত না কহিলে দোষ ॥

কহিতে কে কিবা বুঝে সেই শঙ্কা হৈল ।  
 প্রসঙ্গে কহিব আগে তোমারে দেখিল ॥  
 রাধিকা বলেন হেথা পাষণ্ডরহিত ।  
 হাসি খেলি নাচি গাই সময় উচিত ॥  
 বহিরঙ্গ কেহো নহে আগুবুন্দে মেলা ।  
 প্রসঙ্গ কহিতে সখী এই ভাল বেলা ॥  
 কখন আসিবে তুমি আমি কবে যাব ।  
 সাক্ষাতের কথা কেনে পরোক্ষে শুনিব ॥  
 চন্দ্রাবলী আমি' ইহার লাগিঞা ।  
 আপনে কহিব কথা নিরপেক্ষ হঞা ॥  
 রাধা চন্দ্রাবলী সমা বলে সর্বলোক ।  
 তোমার নিন্দায় দৈবে মোর হয় শোক ॥  
 তুয়া অপযশে<sup>১</sup> কুৎসা যশে যশস্বিনী ।  
 ইহার কারণে এত কহি হিত বাণী ॥  
 শুনিল লোকের মুখে মন্দিরে বসিঞা ।  
 জাতি কুলশীল নাকি দিবে<sup>২</sup> ভাসাইঞা ॥  
 একে কুলবতী সতী খ্যাতি ক্ষিতিতলে<sup>৩</sup> ।  
 কেনে সর্বনাশ কর পিশুনের বোলে ॥  
 আগু বলি যারে বল গোকুল নগরে ।  
 ছিদ্রের সন্ধানী প্রতিকূল ঘরে ঘরে ॥  
 সাজ্ঞাঞা কাছাঞা আগে নৌকায় চড়ায় ।  
 পরিণামে লঞা মধ্য পাথারে ভাসায় ॥  
 সরল হৃদয় তোমার ছন্দ নাহি জান ।  
 আপনার চিত্ত যেন সভাকারে মান ॥  
 যেরূপ যে সর্ব লোক আমি সর্ব জানি ।  
 পসিঞা পরের পেটে কহো প্রিয়বাণী ॥  
 এই কথা কত লোক কহিল আমায় ।  
 উঠিঞা যাইতে<sup>৪</sup> পুন পথ নাহি পায় ॥

তোমায়ে পাইল লোক সরল হৃদয় ।  
 যেই উপদেশ দেই সেই কথা রয় ॥  
 পর ভুলাইতে লোক নানা কথা জানে ।  
 বিচার করিঞা দেখ আপনার মনে ॥  
 চঞ্চল না হয় রাই গুন যুক্তি সার ।  
 সধর্ম ছাড়িঞা কেনে কর ব্যভিচার ॥  
 যদি বল শ্রামরূপে কেবা নাহি ভুলে ।  
 সেহো কথা অল্প সাধ্য চিত্ত দঢ়াইলে ॥  
 মন বড় ক্ষিপ্তবান যেন মত্ত<sup>১</sup> হাথি ।  
 সকলে সঞ্চারে ভাব নাহি অব্যাহতি ॥  
 পবনের গতি জিনি মনের গমন ।  
 লালসে না মানি<sup>২</sup> ধৈর্য্য ফিরে অমুক্ষণ ॥  
 নিজ দৃঢ় জ্ঞান তাহে করিঞা নিয়ল ।  
 প্রতিপদে বান্ধে সেহো হস্তী মহাবল ॥  
 শাস্তি অংকুশ করি তীক্ষ্ণতার ধার ।  
 সুধর্ম মাহুত শিরে করএ প্রহার ॥  
 জাতিকুলশীল সেনা রাখে চারিভিতে ।  
 প্রতিষ্ঠ প্রহরী লোক লজ্জাঅস্ত্র<sup>৩</sup> হাথে ॥  
 দৈবেই বাঞ্ছিত বাঞ্ছা চলিতে না পায় ।  
 নীত ধর্ম পথে সেই যথা লঞা যায় ॥  
 তবে যদি বল এত করিতে নারিব ।  
 যে বলু সে বলু লোক কাহুতে<sup>৪</sup> ভজিব ॥  
 অনেক চাতুরী চাহি পরের পিরিতে ।  
 নিমিষে কে না পারিবে লাজ লুকাইতে ॥  
 একে সে কিশোরী বালা নবীন যৌবনা ।  
 সপতি পতির সঙ্গে ব্রতপরায়ণা ॥  
 নবীন বএস সেহো কিশোর কানাঞি ।  
 শিশুকাল হৈতে তার লাজ ভয় নাঞি ॥

পথে যাইতে যুবতী দেখিঞা পাশে পাশে ।  
 লোকলজ্জা নাহি তার ঘন ঘন হাসে ॥  
 দেবতা দানব কাঁপে যে কংসের ডরে ।  
 গাএর গরবে তারে তৃণজ্ঞান করে' ॥  
 নবীন লম্পট বড় ধৈর্য্য গন্ধ নাঞি ।  
 কার্য্য বিনে কুচ্ছাবাদ হব ঠাঞি ঠাঞি ॥  
 যেই ক্ষণে কাহ্নু সঙ্গে পিরিতি করিবে ।  
 সঙ্গোপনে নিমিষেক রাখিতে নারিবে ॥  
 নাহি শ্রীত বাড়াইতে আগে বায়ু' জানে ।  
 গোকুলে গোয়ালাকুল কহে কানে কানে ॥  
 তারা সব হাটে ঘাটে করে কানাকানি ।  
 গুপতে না রহে শ্রীত হএ জানাজানি ॥  
 কোন সুখ লাগিঞা ছল্লভ যশ যায় ।  
 হাসিঞা বসিতে নারি কুটুম্ব সভায় ॥  
 নিরমল কুলশীল যশে লাগে কালি ।  
 গৃহে গুরুজনের চক্ষুর হএ বালি ॥  
 হাসিঞা সম্ভাষ নাহি করে ঘরে পরে ।  
 নিরন্তর ধকধকি কুলোকে ভরে ॥  
 যে পুন অধীন লোক সেহো তারে তাজে ।  
 সহনে না যায় কথা শেল হেন বাজে ॥  
 বরঞ্চ শেলের ঘাত° সহে পোড়া গায় ।  
 লোকের কৈতব কথা সহনে না যায় ॥  
 এতেক সঙ্কটে যার প্রেমের লালস ।  
 সেহো না রাখএ শ্রীত অধিক দিবস ॥  
 নির্দয় পুরুষ জাতি ভ্রমরের মন ।  
 কলিকার কালে ঘনে ফিরে বনে বন ॥  
 ফুটল কুসুমের বসি করে মধুপান ।  
 ফিরিয়া না চায় করে অপর সন্ধান ॥

পরিণামে যেই সুখ পরের পিরিতি ।  
 এতেক বুঝিঞা রাই দৃঢ় কর মতি ॥  
 পর পতি ভাবে কভু নহে আপনার ।  
 তাহাতে কপটী বড় নন্দের কুমার ॥  
 না জানে মোহন তত্ত্ব মন্ত্র নাহি জানে ।  
 মুরুলি মাধুরী জালা না সহে পরাণে ॥  
 না হয় কাহার লোভ রূপ নিরখিতে ।  
 ভুবন ভুলাতে পারে অপাক্ৰইজিতে ॥  
 তাহাতে তোমরা সখী রসের পরাণ ।  
 কুলত্রত রাখিবারে হবে সাবধান ॥  
 সতী সাধে না যাইবে কালিন্দী সিনানে ।  
 না হেরিবে নবঘন কালিয়া বরণে ॥  
 জলদ বসন রাই পরিহর দূরে ।  
 নীলমণি দরপণ না করিহ করে ॥  
 নয়ানে অঞ্জন নিতে না করিহ সাধ ।  
 হৃদএ কস্তুরী মাখা বড়ই প্রমাদ ॥  
 সুগন্ধি কুসুম মালা না রাখিহ কাছে ।  
 কামদূত ষটপদের গুঞ্জ গুন পাছে ॥  
 আপনার কেশ বেশ না' কর্য আপুনি ।  
 কুচ্ছিত<sup>১</sup> অভ্যাস ছাড় সমুখের বেণী ॥  
 যে সব<sup>২</sup> কালিয়া রূপ দেখিতে দেখিতে ।  
 নয়ানের লোভ হয় নার<sup>৩</sup> পাসরিতে ॥  
 যদি কালে<sup>৪</sup> কালরূপ হয় দরশন ।  
 না দেখিতে শীঘ্রগতি মুন্দিবে নয়ন ॥  
 ঘরে থাকি গুন যদি মুরুলির গীত ।  
 শ্রবণে ছু হাথ দিয়া করিবে মুদিত ॥  
 কৃষ্ণ নামগুণ যেবা গান মৃচ্ স্বরে<sup>৫</sup> ।  
 নিকটে না দিহ স্থল পরিহর দূরে ॥

নিষেধিল যত সেহ গোণ রূপ হয় ।  
 সঙ্গীত শুনিলে<sup>১</sup> মন আপনার নয় ॥  
 দূরে পরিহর রাই সজনীর সঙ্গ ।  
 স্বপনেহ না শুনিহ কাহু পরসঙ্গ ॥  
 কখন শ্রবণ কেলি কারণের মূল ।  
 পরশ না কর্য কভু ইন্দীবর ফুল ॥  
 এ সব নিবন্ধ রাই<sup>২</sup> কর যদি কালে ।  
 তবে সে এড়াবে নীলমণি বেড়াজালে ॥  
 নহিলে বিষম বড় হব পরিণাম ।  
 ক্ষণেক না পাবে রাই চিত্তের বিশ্রাম ॥  
 এদিগে ছুস্ত্যজ বড় কুল শীল জাতি ।  
 ওদিগে সঙ্কট বড় খলের পিরিতি ॥  
 বারেক দেখিলে তারে পাসরিতে নারে ।  
 প্রীত করি কোন জন রহিবেক ঘরে ॥  
 সতী সাধে কেহো যদি শ্যাম নাম লয় ।  
 পাসরিতে নারে আর সেই লাগি হয় ॥  
 হেন শ্যাম সঙ্গে রাই প্রেম বাঢ়াইঞা ।  
 কত অগ্নি নিভাইবে<sup>৩</sup> অশ্রুজল দিঞা ॥  
 পতিকুল পিতৃকুল নিভাইবে হা রাই ।  
 সে নন্দনন্দন প্রেমা তাই কোন পাই ॥  
 ইহা জানি ছাড় রাই এসব ছরাশা ।  
 কায়মনোবাক্যে কর সুধর্ম ভরসা ॥  
 বুঝিতে তোমার সম নাহি ত্রিভুবনে ।  
 সামান্য লোকের হেন নিন্দ হবে কেনে ॥  
 এতেক বলিঞা ধনি সভাপানে চায় ।  
 ভাল বা বলিল মন্দ জিজ্ঞাসে সভায় ॥  
 কেহো কিছু নাহি বলে সখীসভাতলে ।  
 বজ্রের পাতন<sup>৪</sup> যেন শুনি হিয়াজলে ॥

ডাকিঞা পরশুরাম বলে শুন রাধা ।  
কৃষ্ণভক্তি সুখে পড়ে কৰ্মদোষ বাধা ॥

রাগ করুণা<sup>১</sup>

চলগো সজনী                      কপটপরানী  
করি তোরে পরিহার ।  
কৃষ্ণকথা বিনে                      শ্রবণ না শুনে  
নিষেধ না কর আর ॥  
সহজ সুন্দর                      তনু মনোহর  
নাহি দেখে যেবা জন ।  
কেমন করিঞা                      রহে স্থির হঞা  
কেমত তাহার মন ॥  
কি করিব আর                      আচার বিচার  
ধরম করম যত ।  
কৃষ্ণ হেন জনে                      যেবা নাহি জানে  
সে যেন জীবনে মৃত ॥  
রূপের গঠন                      হেরি ত্রিভুবন  
মোহিয়া নয়ন কান্দে ।  
নবীন যৌবনী                      রসিক রমণী  
কেমনে পরাণ বান্ধে ॥  
ইন্দীবর দল                      কন্দন কাজল  
সহজ জলদ তনু ।  
রসে ঢলঢল                      রূপ নিরমল  
রসিক নাগর কানু ॥  
মৃগমদ যত                      গরলে<sup>২</sup> গঞ্জিত  
সহজ সৌরভ গায় ।  
পরশের আশে                      রূপের বাতাসে  
পাষণ মিলাঞা যায় ॥





কুলক্রিয়া কৰ্ম পরম্পরা ধৰ্ম  
 আনল ভেজিঞা তায় ।  
 কুটুম্ব সকলি ধরি দেহ বলি  
 সে রাজা হুখানি পায় ॥  
 গুহে গুরুজন বলু কুবচন<sup>১</sup>  
 যশে লাগু এই কালি ।  
 সাজিঞা কাছিঞা লইল ইছিঞা  
 কালা কলঙ্কের ডালি ॥  
 ননন্দানিন্দন সে চুয়াচন্দন  
 অঙ্গের ভূষণ করি ।  
 তহু অমুকুল ইন্দীবর ফুল  
 গলাএ গাঁথিঞা পরি ॥  
 পরিহরি বাদ প্রিয় আশীর্বাদ  
 লইলু<sup>২</sup> মনের সাধে ।  
 কুল শীল বলি দিল তিলাঞ্জলি<sup>৩</sup>  
 কি আর কৈতব বাদে ॥  
 গুণে নাহি ওর রূপে কামডোর  
 বিষম বংশীর স্বর ।  
 পসিঞা অন্তরে পাঁজরে পাঁজরে  
 ভাজিল মানের<sup>৪</sup> ঘর ॥  
 মনে করি বর রাখি নিরন্তর  
 বাক্সিঞা অন্তর মাখে ।  
 বন্ধন ছুটল কামনা টুটল  
 বাক্সিল<sup>৫</sup> কুঞ্জর রাজে ॥  
 ধৈরজ ধরম কুলের করম  
 সাজিঞা এ সব গণে ।  
 ছাড়াইতে মন করি মহারণ  
 পড়িঞা পিরিতি বাণে ॥



রাগ কাফি সাহানা<sup>১</sup>

মুরুলি লাগিল মোর বাদে ।

বিষম কণ্টক দিঞা

ছয়ার রুদ্ধিলাম<sup>২</sup> গো

নিজ ঘর করমের<sup>৩</sup> সাথে ॥ ধ্রু ॥

প্রবোধ পাইঞা ঘর গেলা চন্দ্রাবলী ।

মুরুলি মোহিত যত রমণীমণ্ডলী ॥

একে সে আনন্দময় হেমন্তের নিশি ।

বিশেষে বিশদ রাকা শরতের শশী ॥

কুসুমে সুসমা যত পুষ্পের উত্থানে ।

বেড়িঞা ভ্রমরে খেলে ভ্রমরীর সনে ॥

বৃক্ষশাখা আরোহণে ডাকে শুক সারি ।

কামতত্ত্ব কথা যেন কহে পুংস নারী ॥

কপোত নিন্দএ যেন কামের করুণা ।

গুনিয়া মুরুছে যত বৈদগধি জনা ॥

গৃহে গুরুজন যত নিজায় বিভোর ।

চাতকীর পিউ নাদে ফুকরে চকোর ॥

কোকিল উত্তান তানে ভৃঙ্গ অনু গায় ।

মুকুন্দ মুরুলি তাহে গান উপাধ্যায় ॥

প্রতি ফুকে বুকে বিধে অভিনব কাম ।

অবণে মোহনতত্ত্ব নিজ নিজ নাম ॥

মদনে মুগধ গোপী বংশীর আবেশে ।

ধরিতে না পারে তনু নীবিবন্ধ খসে ॥

নয়ান মুদিঞা আহা মরোঁ মরোঁ করে ।

ব্রজেন্দ্রকুলের চন্দ্র উদয় অন্তরে ॥

॥ যথা শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ ॥

মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীছ্যাতিবিড়ম্বিতদেহছ্যাতিঃ  
ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাফুরতি কোহপি নব্যো যুবা ।  
সখি স্থিরকুলাঙ্গনানিকরনীবিবন্ধগর্ল-  
চ্ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি যশ্চ বংশীধবনিঃ ॥

বিশ্ব বিশ্লেষণ সেই মুকুলির গীত ।  
সর্ব চিত্রেস্বরী রাধা করিল ইঙ্গিত ॥  
সুবেশ করিঞা সতে চল বৃন্দাবন ।  
ভেটিব আনন্দে আজ নন্দের নন্দন ॥  
রাধার ইঙ্গিত পাঞা গেলা ঘরে ঘরে ।  
উন্মত্ত হইলা সতে কৃষ্ণ ভেটিবারে ॥  
কেহো বা দোহায় গায় গৃহপতি সনে ।  
কেহো বা আছিল বসি ছুঙ্ক আবর্তনে ॥  
হেনকালে মুকুন্দের মুকুলি শুনিঞা ।  
আনন্দ আবেশে গোপী কন্ঠ পাশরিঞা ॥  
খসিঞা পড়িল কারো আবর্তন কাঠি ।  
আনলে ভেজিঞা দেয় বসিবার পাটি ॥  
আবর্তন বিনে ছুঙ্ক পড়ে উছলিঞা ।  
পাশরিঞা জল দেই আনলে ঢালিঞা ॥  
পড়িল পাত্রেয় ছুঙ্ক অগ্নি নিভাইল ।  
কামিনী কারণ' মনে কার্য্য সমাপিল ॥  
কারো গৃহে গুরুজন করেন ভোজন ।  
অন্ন নাহি দিতে আগে দিলেন ব্যঞ্জন ॥  
ওদন<sup>২</sup> ব্যঞ্জন কেহো ঢালে এক ঠাঞি ।  
কেহো মিছা হাথ নাড়ে থালে অন্ন নাঞি  
তারা যত মন্দ বলে শ্রবণে না শুনে ।  
গুরুজনে বলে চল যাই বৃন্দাবনে ॥

শিশু কোলে করি কেহো দুগ্ধ লঞা হাথে ।  
 তৈলভ্রমে দুগ্ধ দেয় বালকের মাথে ॥  
 হরিদ্রা সংযোগে তৈল শিশুমুখে দিঞা ।  
 শয্যা বিহু দ্বারদেশে রাখে গুয়াইঞা ॥  
 কেহো বা শুনিল বংশী রন্ধনের কালে ।  
 অগ্নি নিভাইল তার নয়নের জলে ॥  
 হাঁড়ি চড়াইঞা<sup>১</sup> কেহো গমন স্বরায় ।  
 জল বিহু জাল দেই চালু দিয়া তায় ॥  
 শাকেতে সুকুতা দেই অগ্নে দেই ঝাল ॥  
 ক্ষীরে নিম্বপত্র দিঞা ভেজাইল জাল ॥  
 পাসরিঞা ক্ষীরখণ্ড কেহো দেই সূপে ।  
 রন্ধন বিতথা<sup>২</sup> যত হৈল এই রূপে ॥  
 গৃহে গুরু পরিজন মুরুলি শুনিঞা ।  
 আছিবারে আছে যেন সচকিত হঞা ॥  
 নিদ্রা গেল যত তারা দৈববিমোহিত ।  
 জাগ্রতে মোহিত শুনি মুরুলির গীত ॥  
 সমাধি লাগিল যেন<sup>৩</sup> জীবজন্তুগণে ।  
 উন্মত্ত গোপিনী সব জাত্যে বৃন্দাবনে ॥

॥ যথা ললিতমাধবে ॥

কালিন্দীপুলিনেহকরোং স্নমধুরবেগুধ্বনিং মাধবং  
 যঃ শ্রদ্ধা ব্রজকামিনীং নিজগৃহং চিত্যেস্তাবনং ধাবতি ।  
 প্রত্যাগাত্মমনাধিবশ্চ পবনো সৌররথে নোচলেৎ  
 পাষণ্ড্রববিদ্রুমপুলকিতো গোভিস্তনং তেক্ষতে ॥

মনে অভিলাষ তনু কৃষ্ণে সমর্পিব ।  
 কৃষ্ণ বিলাসের অঙ্গে সুবেশ করিব ॥

গমনের গোঁণভয়ে প্রাণ স্থির নয় ।  
 সুবেশ করিতে বেশ বিপরীত হয় ॥  
 মর্জ্জন পাসরে অঞ্জে লঞা উদ্বর্তন ।  
 কেশের উপরে পরে কুঙ্কুম চন্দন ॥  
 নয়নে অঞ্জন দিতে রঞ্জয়ে অধরে ।  
 সুরঙ্গ হিজুল দেই ঈক্ষণ উপরে ॥  
 কপালে তিলক দেই যাবকের রেখে ।  
 বদনে কুঙ্কুম দিতে মৃগমদ মাখে ॥  
 অলঙ্কার ভ্রমে পদে কজ্জল মাখিঞা ।  
 অধিক আনন্দ পায় পয়োধরে দিঞা ॥  
 চরণে পরিল কেহো হিয়ার কাঁচুলি ।  
 কর্ণের ভূষণ করে পায়ের পাশুলি ॥  
 মুখর মঞ্জীর কেহো লঞা ছুই করে ।  
 পুনঃ পুনঃ নেহারএ উলট মুকুরে ॥  
 না দেখিঞা শ্ল্যাঘ্য বাসে বদন ধুনায় ।  
 প্রবাল মুক্তার মালা বান্ধে ছুই-পায় ॥  
 নীবিবন্ধ লঞা কেহো বক্ষস্থলে বান্ধে ।  
 নীল সাড়ি দেখি কেহো কৃষ্ণ বলি কান্দে ॥  
 কেহো বা অঞ্জন লঞা অঙ্গুলির আগে ।  
 ধেআন ধরিঞা রহে কৃষ্ণ অমুরাগে  
 বেশ বিতথা যত নিতম্বিনীগণে ।  
 সে হৈল শোভার সীমা প্রেমের কারণে ॥

॥ যথা ত্রীদশমে' ॥

ত্বহন্ত্যোহভিজয়ঃ কাশ্চিৎ দোহং হিহা সমুৎসুকান  
 পয়োধোশ্রিত্যসং যাব মমুদ্বাস্তা পরাজয় ॥  
 পরিবেশয়ন্ত্যন্তক্ৰিহা পায়য়ন্ত শিশুনপয় ।  
 সূত্রয়ন্ত্য পতিন কাশ্চিদন্ত্যোহপাস্ত ভোজনম্ ॥

ত্রিভুবন মোহনিঞা মুকুন্দ মুরলি ।  
 শুনিঞা গোপিকাগণ হইলা পাগলী ॥  
 দশদিগে ভরল কুসুম শর জাল ।  
 প্রতি অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ বিশাল ॥  
 নয়নে নিমিষে কত উঠে চমকিঞা ।  
 ছায়াকে সংভ্রম করে কানাঞি বলিঞা ॥  
 ছুয়ারে ছুহাত দিঞা আশেপাশে চায় ।  
 আপনা লুক্যাতে চায় আপনার গায় ॥  
 কেহো কোন অবসরে হইঞা বাহির ।  
 চাহিতে সখীর ব্যাজ প্রাণ নহে স্থির ॥  
 অশ্রোত্তে' গমন উত্তম অলক্ষিতে ।  
 দৈবেই একত্র হয় নিকুঞ্জের পথে ॥

॥ যথা তত্রৈব<sup>১</sup> ॥

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং ব্রজস্থিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসা ।  
 আজন্মুরশ্চোশ্মলক্ষিতোত্তমাস একান্তোজবলোলকুন্তলা ॥

নিষেধিল পতি পুত্র<sup>২</sup> কারো বন্ধু ভাই ।  
 বংশী বিমোহিত কেহ না মানে দোহাই ॥  
 কুলশীল লাজ কাজ ঠেলি বাম পায় ।  
 যেমত বর্ষার নদী সিঙ্কু মুখে ধায় ॥

॥ তথাহি ॥

তা বার্ষ্যমাণা পতিভিঃ পিত্যভিপ্রাত্যবজ্জুভিঃ ।  
 গোবিন্দাপহৃততত্বানোননিবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ ॥

বিশারদা নামে এক প্রধান যুবতী ।  
 কুঙ্কুমা মঙ্গলা সারি তাহার সংহতি ॥

একুই চাতরে ঘর এক গোঠে পাল ।  
 বিকিকিনি হালেহোলে আছে সর্বকাল ॥  
 বিশারদার গৃহপতি নিঃশঙ্ক আভীর ।  
 চাতরে প্রধান সেই কুলশীল ধীর ॥  
 সাগর তপন ভীম আদি গোপ গণে ।  
 নিঃশঙ্কের যুক্তি তারা সর্বকাল শুনে ॥  
 অহঙ্কার দিঞা<sup>১</sup> তারে বিধাতা বঞ্চিল ।  
 কৃষ্ণের মুরুলি শুনি মোহিত না হৈল ॥  
 নগরে নাগরীগণের গমন বুঝিঞা ।  
 আপন চন্দ্রর ঘর রাখে আগোলিঞা ॥  
 সঙ্কোপনে কহিল সঙ্কের গোপগণে ।  
 যুবতী জাগাঞা ঘরে থাক সাবধানে ॥  
 কাননে কানাই ওই মুরুলি বাজায় ।  
 গোপ লোপ হৈল পুরী নারী বনে যায় ॥  
 বড়ুয়া বড়াই যত সভাকারে জানি ।  
 আপন কাতায় যেন না সামায় পানি ॥<sup>২</sup>  
 এত যুক্তি দিঞা আপে আরোপে ছুয়ার ।  
 হেনকালে বিশারদা কৈল অভিসার<sup>৩</sup> ॥  
 দ্বারের বাহির হৈতে পথ আগোলিল ।  
 তর্জন করিঞা কত কহিতে লাগিল ॥  
 এত রাত্রে কোথা জাসি কুলকলঙ্কিনী ।  
 ভজিবে নন্দর পোএ হেন অমুমানি ॥  
 প্রকটে নটের ছান্দ সে রাজা নয়ানে ।  
 পরাণ পড়্যাছে পারা চূড়ার ভাবনে ॥  
 গৃহপতি কুলধর্ম মনে নাহি ভায় ।  
 তে কারণে আর্য্যপথ ঠেল বাম পায় ॥  
 অগ্র হেন গোপ মোরে না ভাবিহ মনে ।  
 নিঃশঙ্ক আমার নাম কংসরাজা জানে ॥



শত শত গোপ যথা হয় কুটুস্থিতা ।  
 সেখানে সভাই মানে নিঃশব্দের কথা ॥  
 হেন আমি মোর ঘরে হেন চ্ছার কাজ ।  
 কামিনী কাননে যায় দেশ ভরি লাজ ॥  
 একে কুলবতী সতী নবীন যৌবন ।  
 নিশিযোগে কোন লাজে<sup>১</sup> জাত্যে চাসি বন ॥  
 বিশারদা বলে প্রভু দেখ বারি হঞা  
 যতেক গোকুলবাসী চলিল সাজিঞা ॥  
 শারদ নিশির শশী হালেহোলে যাব ।  
 থাকিব সতের সঙ্গে মুরুলি গুনিব ॥  
 যে পুন গায়ক সেহো নহে ভিন্নজন ।  
 গোকুলের প্রাণধন নন্দের নন্দন ॥  
 বিষম সঙ্কটে যার লইলে আশ্রয় ।  
 কুলিশ কঠোর সেহো তৃণতুল্য নয়<sup>২</sup> ॥  
 চক্রবাত বজ্রপাত বিষায়ু ভঙ্কণে ।  
 হিংসক দৈত্যের হাথে রক্ষা যার গুণে ॥  
 অঞ্জলি করিঞা যেবা পিয়ে দাবানল ।  
 তবে রক্ষা পায় গোপ গোধন সকল ॥

॥ তথা শ্রীগোপীগীতায়াম্ ॥

বিষজলাপ্যাদ্যালরাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাধিহ্যতানলাং  
 বৃষময়াঅজ্জদ্বিশতোভয়াদৃষভতে বয়ং রক্ষিতা মুহঃ ॥

জীবের জীবন সেই নন্দের কানাঞি ।  
 সভাকারে সমভাব ভিন্নবুদ্ধি নাঞি ॥  
 যতেক কুতর্ক মনে কর মহাশয় ।  
 মুকুন্দের মনে তাহা নাহি সমধয় ॥

বিশ্ব বিশ্বাপন সেই মুকুন্দের মুকুলি ।  
 শুনিতে চলিল সব রমণীমণ্ডলী ॥  
 যতেক আছেন গোপ গোকুলনগরে ।  
 কৃষ্ণদরশনে কেহো নিষেধ না করে ॥  
 নিঃশঙ্ক আভীর বলে তা সভারে হয়' ।  
 কামিনী কাননে যায় মোরে নাহি সয় ॥<sup>১</sup>  
 কিবা তোর জাতিকুল কিবা ঘর করা ।  
 যার নারী বনে যায় কুলটার পারা ॥  
 বিশারদা বলে তনু আছে বিতুমানে ।  
 শরীর ছাড়িঞা মোর আগে গেছে প্রাণে ॥  
 কুল শীল লাজ ভয় গেল তার সনে ।  
 ছুটিল গুণের শর নিষেধ না মানেন ॥  
 নিশ্চয় বলিল মোরে রাখিতে নারিবে ।  
 অনাআসে অবলা বধের ফল পাবে ॥

॥ যথা হরিভক্তিকল্পলতিকায়াম্ ॥

ধৈর্য্যং দূরিমবীক্ষিপণ কুলবধুবর্গোচিতাক্ষত্রপাং  
 তৎকালং গলহন্তয়ন্ গুরুজনাপেক্ষা সম্মূলয়ন্ ।  
 ত্যক্তং স্বামীসুতাди বান্ধবজনা স্নেহযত বিশ্বারয়ম্  
 মচ্ছিন্তং তরলীকরোতি মুকুলিনাদো মুকুন্দেহস্মিন্ ॥

শুনিঞা ছুটের ক্রোধ বাড়িল অন্তরে ।  
 ধরিঞা রাখিল নিজ<sup>২</sup> মন্দিরভিতরে ॥  
 কঠিন কুলুপ তার দিল দ্বারদেশে ।  
 কামিনী করুণা করে কাহুর আবেশে ॥  
 কৃষ্ণদরশনে যায় যতেক রমণী ।  
 ঘরে থাকি শুনে তার নুপুরকিঙ্কণী ॥

তপ্তভূমি পাণ্ডা মীন যেন নহে স্থির ।  
 পঞ্জরের পক্ষ যেন হইতে বাহির ॥  
 এইরূপে ফিরে ধনি মন্দির ভিতরে ।  
 পরশুরামের প্রাণ<sup>১</sup> যেমত সংসারে ॥

॥ তদযথা ॥

মুরুলিমধুরধ্যানমাকর্ণকুলপালিকা ।  
 পরিতপরিঘূর্ণাস্ত পঞ্জরে শুকশারিকা ॥

পাহাড়িয়া<sup>২</sup> রাগ

প্রাণের হরি হরি কিনা বিধি লিখিল কপালে ।  
 গোকুলে গোপিনী হঞা কৃষ্ণসুধাসিন্ধু পাণ্ডা  
 মো পুন পড়িলু<sup>৩</sup> হলাহলে ॥ ৫ ॥

হরি হরি কিবা করি                      ধূতর শরীর ধরি  
 মলয় শিখরে করি বাস ।  
 আর যত তরু ছিল                      সকলি<sup>৪</sup> চন্দন হৈল  
 সভে আমি হৈলাঙ নৈরাশ ॥  
 কৃষ্ণ কামকল্পতরু                      অশেষ রসের গুরু  
 যে রূপে যে জন ভঞ্জে<sup>৫</sup> তায় ।  
 যেন চিন্তামণি ধনে                      চিন্তবৃত্তি অনুসারে  
 বুঝিঞা বাঞ্ছিত ফল পায় ॥  
 করিল কতেক পাপ                      সাধুজনে দিল তাপ  
 গুরুপদে না কৈল ভকতি ।  
 মরমে রাখিল মায়া                      জীবৈ না করিল দয়া  
 তেঞি মোর এতেক দুর্গতি ॥



ঈষত ইক্ষণ ভঙ্গী                      অগণ্য অনঙ্গরঙ্গী  
 চপলা চমকে চান্দমালে ।  
 চুড়ার টালনি ভালে                      কনক চম্পক মালে  
 বেঢ়ল আকুল অলিজালে ॥  
 মোক্তিম মণির হার                      দামিনী তারক তার  
 নবনীল দরপণ হিয়া ।  
 কুঙ্কুম চন্দন মাখি                      তাহে আলিঙ্গন সখী  
 অর্চিব প্রসাদ গন্ধ দিঞা ॥  
 স্বাগত মধুর বোলে                      পাণ্ড দিব স্নেহজলে  
 প্রিয় অর্ঘ্য দিব আধা আধা ।  
 আসন পরিধ' বাসে                      মধুপর্ক মৃদু হাসে  
 আচমন অধরের সুধা ॥  
 গলার ফুলের দাম                      তা দিঞা অর্চিব শ্রাম  
 কান্নু তারে দিব আলিঙ্গন ।  
 কুচের চন্দন<sup>১</sup> তায়                      চিত্র হবে<sup>২</sup> শ্রাম গায়  
 লুপ্ত হবে<sup>৩</sup> শ্রীবৎসলাঞ্জন ॥  
 অনঙ্গ রসের খেলা                      তান মান নাট্যলীলা  
 সঞ্জে সেই বিদগধ রাজে ।  
 অশেষ রসের নিধি                      দেখিতে না দিল বিধি  
 প্রাণ মোর আছে কোন লাজে ॥  
 বিধাতা আমারে বাদী                      তথাপি তাহারে সাধি  
 প্রণিপাত জুড়ি ছুই কর ।  
 দৈবে নিজ নিজ লাভে                      শরীর পঞ্চত পাবে  
 আমি তাহে মাগি এক বর ॥  
 রাখার সহিত কান                      যে জলে করিব স্নান<sup>৪</sup>  
 আপ রহু সেই সরোবরে ।  
 হান্তরসে ছুই জনে                      মুখ দেখে যে দর্পণে  
 মোর জ্যোতি রহু সে মুকুরে ॥



কৃষ্ণবিমোহিনী বেশ সর্ব' উপামার শেষ  
 বিচিত্রভূষণ দিব্যবাস ।  
 পাইএগ কাহ্নুর সঙ্গ হান্সলাস্র লীলারঙ্গ  
 করে যত বৈদন্ধি প্রকাশ ॥  
 গুনহে রসিক ভাই আচার বিচার নাঞি  
 প্রেমচিস্তামণি বড় ধন ।  
 সুখদ স্রীবৃন্দাবনে গান্ধর্বা সখীর সনে  
 পাবে যদি নন্দের নন্দন ॥  
 কোন কার্যে মহাতপা লভিলে বৈষ্ণবকৃপা  
 উপাপোহ ভক্তবৃন্দ সনে ।  
 পরগুরামের খেদে জন্মাদি মনের সাথে  
 মোক্ষ হৈলে ভাল লক্ষণে ॥

॥ যথা কল্পলতিকায়াম্ ॥

স্মিদং পাণিতলেন পদয়োঃ সন্মার্জয়ঞ্চাপিতম্ ।  
 পাণ্ডং স্নেহজনেন চার্যামখিলং চেলাঞ্চলে বাসনম্ ॥  
 দত্তঞ্চাচমনীয় মে বনিয়তং স্বাস্থ্যধরস্থায়ুতৈঃ ।  
 প্রেমে প্রেমমহর্নিশং মধুরিপোর্গোপীভিরর্চা কৃত্য ॥

॥ যথা পদ্মাবল্যাম্ ॥

পঞ্চং তনু বেত্ত ভূত নিবহা স্বাংশে বিসর্গক্ষুটং  
 ধাতারং প্রণিপত্য হস্ত শিরসা যাচেহহমেকং বরম্ ।  
 তদবাপীষু পয়স্ত দীয় মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়জনঃ  
 ব্যোম্নি কোম তদীয় বস্ত্র নিধরাতত্তালবৃন্তেহনিলঃ ॥

## একাদশ অধ্যায়

### ভাটিয়ালি রাগ

হেদে হে কল্পতরু মোর উতাপিত জনে দেহ পদছায়া ।  
অসার সংসার ঘোরে পতিত হুর্গত মোরে  
কবলিত কৈল ভবমায়া ॥ ৫ ॥

ভক্তরাজ্য পরীক্ষিত এ কথা শুনিঞা ।  
ত্রাস পাঞা জিজ্ঞাসিল কৃতাঞ্জলি হঞা ॥  
যে कहিলে মহাশয় রসের কাহিনী ।  
এমন অপূর্ব কথা কভু নাহি শুনি ॥  
বন্ধুতার রসে কৃষ্ণ কাস্ত করি জানে ।  
এই প্রভু পরব্রহ্ম হেন নাহি মানে ॥  
গুণবুদ্ধি গোপিকার বিলাসের আশে ।  
প্রভু কেনে তারে গুণ প্রবাহ প্রকাশে ॥  
কাম ক্রোধ লোভ মোহ আগে সব যায় ।  
বাসনারহিত হঞা পরব্রহ্ম পায় ॥  
অনুরাগ হত তনু মদন মুগধি ।  
সে কেনে পাইল হেন কৃষ্ণ গুণনিধি ॥

॥ তথাহি শ্রীদশমে ॥

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কাস্তং ন তু ব্রহ্মতয়া-মুনোগুণ  
প্রবাহো পরমস্তাষা গুণধিয়া কথা ॥

শুকদেব বলে রাজ্য শুন সাবধানে ।  
সন্দেহ সমাধা আগে कहি সাধারণে ॥  
চৈতোর প্রসংগ পূর্ব कहিল তোমায় ।  
সিদ্ধের সদগতি পাইল সে রাজসভায় ॥



শিশুপাল কৃষ্ণে দ্বেষ করে জন্মাবধি ।  
তথাপি সদগতি তারে দিল গুণনিধি ॥  
প্রভুর করুণা হেন অচিন্ত্যচিন্তনে ।  
কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণ পায় সন্দেহ কর কেনে ॥

॥ তথাহি ॥

উক্তং পুরস্তাদেতস্তে বৈতসিদ্ধিং যথাগতাঃ ।  
দ্বৈতমপি হ্রবিকেশং কিমুতাত্মজপ্রিয়া ॥

সমাধা শুনিঞা রাজা কিছু না কহিল ।  
প্রবোধ অবোধ কিবা জানিতে নারিল ॥  
বুঝিঞা কহেন মুনি কর অবধান ।  
অন্ত অর্থে শুন রাজা সন্দেহ ব্যাখ্যান ॥  
সর্ব অবতার সার গোলোকের পতি ।  
নৃনাংনি শ্রেয় হেতু হয় নরাকৃতি ॥  
সে রূপে যাহার যেন অর্থ উপগত ।  
অবায় অপ্রেমে সে হয় তার মত ॥  
অগণ্য কৃষ্ণের নাট্য স্বতন্ত্র কারণে ।  
সগুণে নিগুণ হয় নিগুণ সগুণে ॥

॥ তথাহি ॥

নৃনাংনে শ্রেয় সার্থ্যায় ব্যক্তিং ভগবতো নৃপ ।  
অব্যয়স্তাপ্রেমেয়স্ত নিগুণস্ত গুণায়নঃ ॥

এহো সমাধানে রাজার নহিল ইঙ্গিত ।  
জানিল' শ্রোতার মন পুরাণ পণ্ডিত ॥  
শুকদেব বলে রাজা কহিএ তোমারে ।  
বহুবিধ গতি আছে ভজন প্রকারে ॥

কামক্রোধ স্নেহভয় সৌহার্দ্য ঐক্যতা ।  
 চিন্ত বুঝি প্রভু তারে দেই তন্ময়তা ॥  
 যার যেন চিন্তবিন্ত যার যেন ভাব ।  
 কামকল্লতরু করে তার তেন লাভ ॥  
 ইহাতে বিস্ময় রাজা কর কোন কাজে ।  
 কিসের অলভ্য তাকে ভক্তি হৈলে যজ্ঞে ॥  
 যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ দৃঢ়চিন্ত ধরে ।  
 সগুণ নিগুণ কিছু সন্দেহ না করে ॥

॥ তথাহি ॥

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদ্যং এব চ  
 নিত্যহরো বিদধাতা যাস্তি তন্ময়তাং হি তে ।  
 ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্ষ্যো ভবতা ভগবত্যজ্ঞে  
 যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥

এসব সিদ্ধান্ত করে' শুক মহাশয় ।  
 তথাপি রাজার চিন্ত প্রসন্ন না হয় ॥  
 শুকদেব বলে রাজা বুঝি এগাছ ভাল ।  
 এসব সিদ্ধান্তে তোমার সন্দেহ না গেল ॥  
 ভাগবত কল্লতরু অমূল্য শাস্ত্রলতা ।  
 নিতান্ত বুঝিলে হয় বাক্যের ঐক্যতা ॥  
 যারে পায় ভক্তবৃন্দ তারে পায় ঐরি ।  
 একথা বিসম যেন বিচার না করি ॥  
 যেই কৃষ্ণ সেই অজ্ঞ সেই যোগেশ্বর ।  
 পুনর্ব্বার বলে তারে সেই যোগেশ্বর ॥  
 যদি বল নাম সংজ্ঞা তবু অর্থ চাই ।  
 চারি পাঁচ বিশেষণ শুনিতে ডরাই ॥

বিশেষের বিশেষণে কোন প্রয়োজন ।  
 অতএব অর্থের মধ্যে আছেন' কারণ ॥  
 অনেক পুরাণ ব্যাস রচিয়া কোঁতুকে ।  
 মধ্যে মধ্যে ভার দিল বুদ্ধিমান লোকে ॥  
 ভাগবত অর্থবেত্তা স্বামী টীকাকার ।  
 তথাপি দিলেন তিহৌ ভক্তলোকে ভার ॥

॥ তথাহি ॥

ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহং ন চ টীকয়া ॥

যেই বুদ্ধি সেই ভক্তি নহে ছুই কথা ।  
 গ্রন্থকারে টীকাকারে অর্থের ঐক্যতা ॥  
 বুদ্ধি হঞা বুদ্ধি নহে বিষয়ানুরাগে ।  
 সে বুদ্ধি সার্থক যদি রমে ভক্তিযোগে ॥

॥ তথাহি ॥

তৎ কৰ্ম হরিতো সংযৎ সা বিদ্যা তন্মতিৰ্জয়া ॥

জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে দুই মত হয় ।  
 সম্বন্ধ বৃদ্ধিতে সেহো ভিন্ন বস্তু নয় ॥  
 যার যত অনুভব হয় জ্ঞানযোগে ।  
 পক্ষ উড়ে মেঘ যেন পৃষ্ঠে নাহি লাগে ॥  
 ভক্তিযোগে রত যত রসিক সুধীর ।  
 কৃষ্ণরূপ লীলা যেন সমুদ্র গভীর ॥  
 লাবণ্যতরঙ্গ সুখে ভাসে কোন জন ।  
 কেহো বা গান্ধীর্ঘ্য রসে মজাইল মন ॥  
 মুক্তি ছাড়ি শুক্তি লঞা কেহো হৈল ধনি ।  
 কেহো বা নির্বিঘ্ন পাঞা প্রেমচিন্তামণি ॥

কেহো বা সুছন্দ রূপে সদাচারে গায় ।  
 কৃষ্ণকৃপা হেন ধন তাহা নাহি চায় ॥  
 এইরূপে ভক্তগণ হন বহুবিধা ।  
 যার যেমন অভিনয় যেমন সম্প্রদা ॥  
 কামকল্পতরু কৃষ্ণ ভক্তচিত্ত পাঞা ।  
 সে সব পুষ্টিতা করে তার মত হঞা ॥  
 দাস্তুরসে অভিলাষে তার হএ প্রভু ।  
 বাৎসল্যের শিশু সেই সখে সাম্য কভু ॥  
 নিত্য কিশোর কৃষ্ণ নবঘন শ্যাম ।  
 বন্ধুতার রসে হয় অভিনব কাম ॥  
 কামে অপ্রাকৃত কামে যতেক অন্তর ।  
 যোগেশ্বর সেই যেন যোগেশ্বরের্বর ॥  
 নিভৃত করিঞা মন নয়ন পবন ।  
 দৃঢ় যোগে যজ্ঞে তারে মহামুনিগণ ॥  
 সিদ্ধ হঞা যোগেশ্বর পায় ব্রহ্মচারী ।  
 সেই গতি পায় যত কৃষ্ণহত অরি ॥

॥ তদ্যথা শ্রুত্যাধ্যায় ॥

নিভৃতমরুত্বানোক্ষ দৃঢ়যোগযুক্তো হৃদি যন্মুনয়  
 উপাসতে তদরয়োহপি যয়ুঃ স্মরণাৎ ।  
 স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদন্তবিষকুধিয়ৌ  
 বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোহজিষ্ণুসরোজসুধাঃ

॥ অথবা ব্রহ্মপুরাণে ॥

সিদ্ধ লোকস্তুতিমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি ।  
 সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতা ॥

শ্রীভক্তিরূপে যোগেশ্বরের্বর ।

অজিষ্ণু পদ্মসেবা লোভে হঞা অমুচর ॥

যোগেশ্বরেশ্বর প্রভু হয় লীলা বপু ।  
তার কান্তি যোগেশ্বর পায় সিদ্ধ রিপু ॥

॥ তথাহি ॥

রাগবন্ধেন কেনাপি তং ভজন্তো ব্রজন্ত্যমী ।  
অজিৎ পদ্মসুধাঃ প্রেমরূপাস্তস্য প্রিয়া জনাঃ ॥

দৃঢ়তর ভক্তি সঙ্গানন্দ<sup>১</sup> যার নাম ।  
সেই প্রেম কৃষ্ণ তাহে অপ্রাকৃত কাম ॥  
প্রেমপরায়ণ গোপী<sup>২</sup> কামমাত্র প্রথা ।  
যেই কাম সেই প্রেম জানিহ সর্বথা ॥  
নিজ সুখে সুখী হৈলে তারে বলি কাম ।  
সেই রসে কৃষ্ণসুখ প্রেম তার নাম ॥

॥ তথা উজ্জলনীলমনৌ ॥

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যাগমঃ প্রথাম ইতি ॥

নিজ অঙ্গ ভূষা করে কৃষ্ণসুখ লাগি ।  
প্রেমের সন্ত্রম করে সদা অনুরাগী ॥  
অনুরাগবলে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান করে ।  
রূপ নিরীক্ষণে আঁখি নিমিষ পাসরে ॥  
রসের বিলাস তার যত থাকে মনে ।  
পরশের কার্য্য হয় রূপ নিরীক্ষণে ॥  
যতেক বৈদক্ষী যার যত অভিনয় ।  
বাঞ্ছাকল্পতরু কৃষ্ণ তার মত হয় ॥  
লক্ষ সংখ্যা গোপী এক কৃষ্ণ উপপতি ।  
ভিন্নাভিন্ন অভিপ্রায় লভে গুপ্তরতি ॥  
প্রকট প্রকট হয় সে রাসমণ্ডলে ।  
অব্যয় অপ্রেমময় এই যুক্ত্যে বলে ॥

প্রকট অপ্রেমময় প্রকট অব্যয় ।  
 এই অর্থে ছই নাম উপযুক্ত হয় ॥  
 অপ্রকটে দৃষ্টিসুখে লাভ ইচ্ছারতি ।  
 প্রকটে ততেক কৃষ্ণ যতেক যুবতী ॥  
 অজ্ঞ নামে ছই তিন অর্থ উপগত ।  
 আপনে অনন্তসিদ্ধ এই এক মত ॥  
 অপর অর্থের শক্তি যাহা হৈতে ব্রহ্ম ।  
 সগুণ শরীর ধর্মী নিরাকার ধর্ম ॥  
 আর এক অর্থ হয় সমাসের বলে ।  
 যাহা হৈতে সৃষ্টি নাঞি গোপিকামণ্ডলে ॥  
 অচ্যুত অক্ষজ অজ্ঞা নাম সেইখানে ।  
 তে কারণে পূর্ণতম নিত্যবৃন্দাবনে ॥  
 প্রকৃতির পর যার বেদে গায় যশ ।  
 মাধুর্য্যাদি গুণে সেই প্রেয়সীর বশ ॥

॥ তথাহি ॥

বিদগ্ধো নবতারুণ্যপরিহাসবিশারদঃ ।  
 নিশ্চিন্তো ধীর ললিতঃ স্ম্যৎ প্রায়প্রেয়সীবশঃ

এমন প্রেয়সী গোপী নিত্যঅনুরাগী ।  
 যে সুখ বৈভব সুখে লক্ষ্মী নহে ভাগী ॥  
 নিজ প্রাণ কোটি সম কৃষ্ণের মমতা ।  
 হেন গোপী কৃষ্ণ পায় কোন অসাম্যতা ॥  
 যেন ভাব তেন লাভু আর মিছা মায়া ।  
 সর্বাত্মার সাক্ষী কৃষ্ণ বুঝি করে দয়া ॥  
 ছঃসহ-বিরহভার সহিতে নারিঞা ।  
 রাগ অগ্নি উদ্দীপনে শরীর সেধিঞা ॥  
 ভৌতিক শরীর ছাড়ি দিব্যরূপ ধরি ।  
 নহিলে কেমনে পায় নিকুঞ্জবিহারী ॥

কহিল তোমারে রাজা এই অনুমানে ।  
 পরম্পরা পূর্বমত যত সমাধানে ॥  
 যে কেহো প্রেমের পথে মজিল সাহসে ।  
 সে নাকি নির্বাণ মোক্ষ চরণ পরশে ॥  
 নিজ প্রাণ প্রাণ করি' না করিল' মনে ।  
 নিমিষে তেজিল প্রাণ সে রূপ ধ্যেয়ানে ॥  
 যে রূপ ধ্যেয় এ লোক তনুত্যাগ কালে ।  
 সে রূপ অলভ্য তার নহে কোন কালে ॥  
 কুমারিকা পোকা যেন অশ্রু জীব মারে ।  
 পুন সে জীবের তনু তার রূপ ধরে ॥  
 এসব সামান্য দৃষ্টি মন পাত্যাইতে ।  
 গোপির ভাবের কথা তুল্য নাহি দিতে ॥  
 গোপীকার ভাবে যেই হয় হরিদাস ।  
 নির্বাণের পথ সেহো না করে বিশ্বাস ॥  
 ভক্তি প্রায় হৈতে প্রায় কৰ্মকাণ্ড নাশে ।  
 মুক্তি প্রায় হৈতে কিন্তু মুমুকুরে হাসে ॥  
 পরম নিবৃত্তি প্রেম যার হৈল লাভ ।  
 যেই ইচ্ছা তাই করে কিসের অভাব ॥  
 পরশুরামের শূনি সন্দেহ ভাঙিল ।  
 কৃষ্ণ হেন গুণনিধি কেনে না ভজিল ॥

রাগ মায়ুর<sup>১</sup>

পতিতপাবন নাম শূনি ।  
 মহিমাময় গুণমণি ॥ ৫ ॥

শূনিঞা এ সব কথা পরীক্ষিত রায় ।  
 পরম সন্তোষ হৈলা বৈষ্ণব সভায় ॥

রাজা বলে কি কহিব নিজ ভাগ্যোদএ ।  
 কল্পতরু গুরু পাইল এমত সমএ ॥  
 যদি আমি বিষয়ী মদান্ধ তমোরাশি ।  
 তভু আপনার মনে মুক্তি প্রায় বাসি ॥  
 শুকদেব বলেন রাজা এহো যুক্তি বটে ।  
 যাবত থাকেন শিষ্য সদগুরু নিকটে ॥  
 বিষ্ণুময় হয় সেই গুরুভক্তজনা ।  
 সিদ্ধরস সঙ্গে যেন তাম্র হয় সোনা ॥

॥ যথা ভাবার্থদীপিকায়াম্ ॥

যথা সিদ্ধিরসৈঃ সার্কৃত্যং ভবতি কাঞ্চনম্ ।  
 সন্নিধানে গুরোরেরব শিষ্যো বিষ্ণুময়ং ভবেৎ ॥

সামান্য শিষ্যের এই কহিল বিচার ।  
 তোমা হতে হৈল কত জীবের উদ্ধার ॥  
 সুধারূপী কৃষ্ণকথা শ্রবণের গুণে ।  
 নূতন নূতন হঞা শ্রবে অনুক্ৰমে ॥<sup>১</sup>  
 মধুর মধুর গুণে শোভে শোকার্ণব ।  
 সন্দেহ সমাধা সেহো মহামহোৎসব ॥

॥ যথা শ্রীভাগবতে ॥

তদেব রম্যং মধুরং নবং নবং তদেব স্বমধুরং মহোৎসবঃ ।  
 তদেব শোকার্ণব শোসনং নৃপাংযদ্বত্তমল্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥

যেই জনা কৃষ্ণকথা জিজ্ঞাসিতে জানে ।  
 শ্রোতার সমৃদ্ধ মধ্যে সেই ভাল শুনে ॥  
 কহিএ তোমারে রাজা না করিহ ভয় ।  
 জিজ্ঞাসিবে সেই কথা সন্দেহ যাতে হয় ॥



রাজা বলে মহাশয় তুমি কল্পতরু ।  
 সুধারূপী কৃষ্ণকথা কথনের গুরু ॥  
 অজ্ঞান তিমির অন্ধ মন বনপশু ।  
 জ্ঞানাজ্ঞান দাতা তুমি ভাব্য বিভাবসু ॥  
 এ কথা সুখদ তরী তুমি কর্ণধার ।  
 শৌকার্ণব মৃত্যুভএ করাইলে পার ॥  
 আজ্ঞার আশ্বাসে মোর আনন্দ জন্মিল ।  
 অমুক্ত সিন্ধুর কথা জিজ্ঞাসিতে হৈল ॥  
 দিব্যতনু ধরি ধনি পাইল কৃষ্ণরতি ।  
 পরিত্যাগ শরীরের' হৈল কোন গতি ॥  
 মনের আনন্দ হয় যে কথা শুনিতে ।  
 দৈবেই তোমার যাত্রা পতিত তারিতে ॥  
 শুকদেব বলে রাজা কর অবধান ।  
 জিজ্ঞাসার অভিপ্রায় করি সমাধান ॥  
 যে ভাব জিজ্ঞাসা তুমি করিলে আমারে ।  
 ভাবের আপত্য যত ভাবে সিদ্ধ করে ॥  
 লালয় শব্দের শক্তি নাহি লেখাপড়া ।  
 গোকুল গ্রামের পথ ত্রিভুবন ছাড়া ॥  
 ভাব অনুভাব আর এক বিভাবনা ।  
 এ তিন প্রকারে ভজে সাধক যে জনা ॥  
 যে রূপ আশ্রয়<sup>১</sup> করে গুরু উপদেশে ।  
 সাধন সে রূপ দেখে ভাবের আবেশে ॥  
 ত্রিভঙ্গ সুন্দর কান্তি ফুল্ল ইন্দীবর ।  
 বংশীবনমালা লীলা ভূষণ সুন্দর ॥  
 সুখেন্দু চিকণ চূড়া শিখণ্ড শিখরে° ।  
 বংশপুচ্ছ অবতংসে আনন্দ সুন্দরে ॥  
 শ্রীবৎস কৌমুভ শোভা পীতাম্বরধারী ।  
 গো গোপ আবৃত বৃন্দা বিপিনবিহারী ॥

ধ্যান নিষ্ঠে ইষ্টরূপ যার হয় লাভ ।  
 সাধকের সাধ্য রাজা এই এক লাভ ॥  
 লক্ষ বিশ্বকর্মা যাহা নিৰ্ম্মাইতে নারে ।  
 ভাবনিষ্ঠ ইষ্ট সঙ্গ আলিঙ্গিতে পারে ॥  
 যে রূপে জন্মিল এত ভাবের আকর ।  
 সেইরূপে তনুভাব জন্মে তারপর ॥  
 মধুর মধুর রূপে মাধুর্য্য লভিঞা ।  
 বিতর্ক জন্মায় যত উপামা শুনিঞা ॥  
 অসীম লাবণ্য ধাম শ্রাম কলেবর ।  
 কি বুঝিঞা তুল্য দেই ফুল ইন্দীবর ॥  
 বিকচ কমল আর শারদ চন্দ্রমা ।  
 কত গুণে তুল্য কৃষ্ণ মুখের উপামা ॥  
 মধুর হাসি মধুর বাঁশী কোথা আছে চান্দে  
 কত কুলবতী হেন চন্দ্র হেরি কান্দে ॥  
 ইন্দ্রনীল বর কাস্তি ইন্দ্রনীলমণি ।  
 কোটিন্দু' ললিত ছাতি স্নিগ্ধ কাদম্বিনী ॥

॥ প্রেমামৃতস্তোত্রে ॥

ইন্দীবরসুখস্পর্শো নীরদস্নিগ্ধসুন্দরঃ ।  
 কোটিকন্দর্পলাবণ্যো কোটিন্দুললিতছাতিঃ ॥

লাবণ্য কন্দর্প কোটি অগোচর বিধি ।  
 মাধুর্য্যের সাম্য নহে কোটি সুধাসুধি ॥  
 প্রতিপন্ন শরৎ পূর্ণচন্দ্র যদি রয় ।  
 চরণের তুল্য তত্ পদ্মপুষ্প নয় ॥

॥ তথাহি ॥

পর্ব্ব পর্ব্ব শরৎপূর্ণচন্দ্রমা যদি তিষ্ঠতি ।  
 ততো যাতি মুকুন্দস্ত কমলং চরণোপমম্ ॥

যত রূপ তত গুণ বৈদক্ষী বৈভবে ।  
 ত্রিভুবনে অসমান করে অনুভাবে ॥  
 তারপর বিভাবনা বিশেষ করিঞা ।  
 উপামার সার রাখে সার স্মৃতি<sup>১</sup> লঞা ॥  
 সুগন্ধী মৃৎল নীল ফুল ইন্দীবরে ।  
 ইহা লাগি তুল্য দেই কৃষ্ণকলেবরে ॥  
 কমনীয় কাস্তি সুধা শ্রী<sup>২</sup> মুখচন্দ্রমা ।  
 তেঞি উপযুক্ত কৃষ্ণ মুখের উপামা ॥  
 কন্দর্প শব্দের শক্তি বিশ্ববিমোহন ।  
 লাবণ্য উপামা করে ইহার কারণ ॥  
 সমুদ্র গম্ভীর ধীর অগণ্য তরঙ্গ ।  
 ইহা বুঝি তুল্য করে রূপ গুণ সঙ্গ ॥  
 উপামা উৎকর্ষ গুণে করিঞা তুলনা ।  
 এইভাবে অনুভাব আর বিভাবনা ॥  
 অনুক্ত<sup>৩</sup> অদৃশ্যকথা এই অনুমানে ।  
 কৃষ্ণকথা উপাপোহ করে ভক্তগণে ॥  
 অষ্টাদশ মহাদোষে রহিত শ্রীহরি ।  
 প্রেমপরায়ণা গোপী তার তুল্য করি ॥  
 রাখিল কপাট দিঞা যেই ছুঁই জনে ।  
 ক্ষেণেক অন্তর তার শব্দ নাহি শুনে ॥  
 কুলুপ ঘুচাঞা গোপ প্রবেশিল ঘরে ।  
 দেখিল কামিনী প্রাণ ছাড়িল শরীরে ॥  
 হায় হায় করি গোপ করএ<sup>৪</sup> ক্রন্দন ।  
 শুনিয়া ধাইঞা আইল যত পুরজন ॥  
 ইতিহাস কথা গোপ সভাকারে কয় ।  
 শুনিঞা লোকের মনে চমৎকার হয় ॥  
 ভাবের ভাবিনী তাহে ছিল কোন জন ।  
 অনুমানে জানে কৃষ্ণবিরহবেদন ॥

নিকটে বসিঞা তার অঙ্গে হস্ত দিঞা ।  
 অমুরাগকথা কহে সভারে শুনাঞা ॥  
 কহিলে কখন নহে বিরহের ব্যথা ।  
 প্রাণহেন<sup>১</sup> ধনে<sup>২</sup> তার না রহে মমতা ॥  
 জাতিকুলশীল গুরু গৌরব গঞ্জনা ।  
 কি তার লোকের নিন্দা কি তার বন্দনা ॥  
 জীবন থাকিতে যেবা মরণ আচরে ।  
 অমুরোধ করি তারে কে রাখিতে পারে ॥  
 জানিবে<sup>৩</sup> যে জন হৈল কৃষ্ণঅমুরাগী ।  
 সে কভু না হয় ঘরে সুখদুঃখভাগী ॥  
 বিশেষে বংশীর কথা কথনের পার ।  
 শ্রবণের পথে চিস্তে প্রবেশিল যার ॥  
 মোহন বংশীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ।<sup>৪</sup>  
 সে নাকি রহিতে পারে ধৈর্য ধরিঞা ॥

॥ যথা কণীমূতে ॥

মীমাংসামুখপাংশুনা সম ভবদ্বৈশেষিকো  
 আয়া আয়হতাপ্যভূত্তিলজনেঃ পাতঞ্জলপ্যঞ্জলী ।  
 বেদান্তাপি নিতান্তশাস্তমগমং সাংখ্যাস্ত্রকাসংখ্যে  
 মচ্চিত্তং তরলীকরোতি মুকুলীনাদেষু বন্ধোষণ ॥

এতেক বলিঞা ধনি চাহি তার মুখ ।  
 আহা মরি বিরহে পাঞাছ কত দুঃখ ॥  
 ধন্য তার প্রেমদৃষ্টি ধন্য সে সোহাগ ।  
 ধন্য ধন্য কামিনী সে কাহ্নু অমুরাগ ॥  
 আত্মার অধিক প্রিয় নাহি ত্রিজগতে ।  
 ততোধিক দেখ এই কাহ্নুর পিরিতে ॥

১ -হীন    ২ ধড়ে    ৩ জানিহ    ৪ ধ-পুঁথিতে এই পঙ্ক্তিটি নেই ;  
 পরিবর্তে পরের পঙ্ক্তিটি ঐ স্থানে দিয়ে তলায় নূতন পঙ্ক্তি আছে : “কি করিবে  
 তারে দর্শন করিঞা” ॥

মরণ নিত্যতা তাহে মুখ্য গোণ বাছি ।  
 কৃষ্ণস্মৃতিমৃতি ইহা ভাগ্য করি ইছি ॥  
 প্রশংসা করিঞা তারে বলে সভাজনে ।  
 মৃত্যুপ্রায় নহে তনু দেখি অনুমানে ॥  
 সজ্জল নয়ান আছে প্রসন্ন বয়ান ।  
 স্বরূপ শরীর আছে সরে' নাহি প্রাণ ॥  
 নিজ করকিশলয় লৈঞা ছুদিদেশে ।  
 তনু তেয়াগিল ধনি কাহুর আবেশে ॥  
 যতেক যুবতী গেলা কৃষ্ণদরশনে ।  
 সংবন্ধে' সঁপিল প্রাণ তা সভার সনে ॥  
 পালঙ্ক উপরে তনু° রাখে যত্ন করি ।  
 তারা সব ঘরে আইলে জীবক সুন্দরী ॥  
 এই যুক্তি করি সভে গেলা ঘরে ঘরে ।  
 কৃষ্ণদরশনে কেহো নিষেধ না করে ॥  
 যে কেহো বাধিত ছিল গুরুজন° মাঝে ।  
 সেহো সব মুক্ত হৈল বিশারদার কাজে ॥  
 আপন ইচ্ছায় গোপী গেলা বৃন্দাবনে ।  
 দেখিল সে বিশারদা আছে কৃষ্ণসনে ॥  
 হান্তলাস্ত লীলারঙ্গ নয়ননাচনি° ।  
 পরিচয় লহে যেন পরম কামিনী ॥  
 দেখিঞা মোহিত হৈলা যুবতীসম্প্রদা ।  
 সভে বলে ধন্য ধন্য ধন্য বিশারদা ॥  
 দেখিঞা যুবতীবৃন্দ মুহুমন্দ হাসি ।  
 কৃষ্ণ ছাড়ি সখীগণে প্রবেশিলা আসি ॥  
 যে কৃষ্ণ লাগিঞা ধনি তনু তেয়াগিল ।  
 স্বজাতিয়া সয়ে সুখ তাহে পুষ্ট দিল ॥  
 শুনহ সঙ্কান কথা এই এক শেষ ।  
 যার চিন্তে আছে কৃষ্ণভাবের আবেশ ॥

সে কভু রহিতে নারে সৎসঙ্গ<sup>১</sup> ছাড়িঞা ।  
 বৈষ্ণবের সঙ্গ ইচ্ছে কৃষ্ণসঙ্গ পাঞা ॥  
 প্রসাদ উদ্ধব ধ্রুব আদি যত জন ।  
 সভার স্বভাব এই<sup>২</sup> অনন্ত কারণ ॥  
 পূর্ব্ব যে সকল কথা শুনিঞাছি ভালৈ ।  
 নারদের সঙ্গ মাগে নৃসিংহের কোলে ॥  
 অতএব রসের কথা বুঝিতে না পারি ।  
 যার আছে সেই জানে প্রেমের মাধুরী ॥  
 পরশুরামের মনে আন নাহি ভায় ।  
 জন্মে জন্মে ভজে যেন বৈষ্ণবের পায় ॥

শ্রীরাগেণ গীয়তে

সকল সুন্দরীগণে                      সুখদ শ্রীবৃন্দাবনে  
 দেখিল নাগর নন্দলালা ।  
 দাণ্ডাইলা সারি সারি                      বেড়ি যেন নীলগিরি  
 বিকচ কনক পদ্মমালা ॥  
 কারো দৃষ্টি পদতলে                      অমল কমল ফুলে  
 নয়নভ্রমর পিয়ে মধু ।  
 কেহো নখচন্দ্র পাঞা                      সূচক্ষু চকোর দিঞা  
 সুধাপান করে কোন বধু ॥  
 কারো দৃষ্টি কটিতটে                      পুরট পট্টিমা পটে  
 সুরসিঙ্হু তারণের তরী ।  
 নাভি হৃদ বর লঞা                      ত্রিবলীতরঙ্গ পাঞা  
 জুড়াইল' নয়নসফরী ॥  
 কারো বৈজয়ন্তীমালে                      মনমধুকর খেলে  
 রত্নমালে কারো দৃষ্টিভোর<sup>১</sup> ।  
 কেহো পরিসর উরে                      যৌবন চন্দন করে  
 মিশাঞা মানসে দেই কোর ॥  
 কারো সে বদনচান্দে                      ভুবনমোহন ফান্দে  
 বন্দী হৈল নয়নখঞ্জন ।  
 অতুল রাতুল আঁখি                      তা দেখিঞা কোন সখী  
 প্রাণ কৈল পরম অঞ্জন ॥  
 কারো দৃষ্টি চিল্লীমালে                      চন্দন চান্দের কোলে  
 আর তাহে অলকাদোলনী ।  
 জীবন যৌবন বনে                      অপাজইজিত বাণে  
 জরজর কুরঙ্গনয়নী ॥

মেঘের অঙ্কুর চূড়া মালতীর মাল বেড়া<sup>১</sup>  
 জলবিন্দু মুকুতার ঝারা ।  
 দেখিঞা জলদ ভাব নিভাল্য বিরহা দাব  
 চক্ষু হৈল চাতকের পারা ॥  
 নানা ফুলে অম্বুপাম রচিঞা বিচিত্র দাম  
 চন্দন চামর কারো হাথে ।  
 রূপ হেরি মোহ পাঞা নানা উপায়ন লৈঞা  
 পাসরিলে কাহ্নুরে অর্চিতে ॥  
 দেখিঞা নাগরী নারী কহিতে লাগিল হরি  
 রাধার গমন অম্বুকুলে ।  
 কাহার কেমন<sup>২</sup> ভাব অভিমত লাভালাভ  
 বুঝিতে কৈতব কথা ছলে ॥  
 আগে শ্লাঘ্য ভাগ করি আশ্র আশ্র বলে হরি  
 কি করিব প্রিয় প্রয়োজন ।  
 কি ছুই কংসের চোরে গোকুলে বিপত্তি করে  
 কহ শুনি গমন কারণ ॥  
 সহজে রজনী ঘোর গহন গোঙার চোর  
 প্রাস্তরে দূরন্ত পশু ভীত ।  
 স্নন্দরী গহন বনে যুবকজনের সনে  
 রহিবারে না হয় উচিত ॥  
 মাতা পিতা বন্ধু ভাই চাহিবেক ঠাঞি ঠাঞি  
 গৃহপতি মতি রতি রোষে ।  
 চল সভে ব্রজপুরী ঘরে না দেখিল নারী  
 সমএ সভার মন দোষে ॥  
 দেখিলে শ্রীবৃন্দাবন কুসুমিত সুশোভন  
 পূর্ণচন্দ্র কিরণে রঞ্জিত ।  
 যমুনা জলের গুণে<sup>৩</sup> স্নন্দর সমীর সনে<sup>৪</sup>  
 তরুলতা শাখা সুশোভিত ॥







এ অঙ্গ হেরিঞা তোর                      প্রতি অঙ্গ বুঝে মোর  
 প্রাণ কান্দে পরশ লাগিঞা ।  
 তম্বু করে টলবল                      জ্বলিছে মদনানল  
 নিভাহ অধরসুধা দিঞা ॥  
 রূপগুণহীন বলি                      যদি পাএ পেল ঠেলি  
 ঘৃণা করি না লইবে আমা ।  
 তোমার বিরহানলে                      শরীর জালিয়া হেলে  
 পরিণামে না ছাড়িব তোমা ॥  
 ইন্দ্রিরা নয়নলোভা                      ও পদ পরম শোভা  
 অকিঞ্চন জনপ্রিয় প্রাণ ।  
 তুলসী চরণতলে                      ভকতভ্রমর খেলে  
 দেখিঞা না লএ মনে আন ॥  
 অশেষ জঞ্জাল মাঝে                      আছিলাও গৃহকাজে  
 তার হস্তা খড়া তুয়া নাম ।  
 কাটিঞা সংশয়ফান্দ                      পাইল গোকুলচান্দ  
 পুরুষভূষণ ঘনশ্রাম ॥  
 অলকা আবৃত ভালে                      গণ্ডে কুণ্ডল দোলে  
 ত্রীমুখে মধুর মুহু হাসি ।  
 যত অদভুত ছায়া                      স্থির কর মন হিয়া  
 হেরিঞা হইলু<sup>১</sup> তুয়া দাসী ॥  
 ত্রৈলোক্য সৌভগরূপ                      মুকুলি মাধুরী কূপ  
 দেখিঞা শুনিঞা সভে মজে ।  
 মৃগী পাখী বুরি যায়                      পাষণ মিলায় তায়  
 অবলা লাগএ কোন কাজে ॥  
 তুমি সে করুণাসিদ্ধ                      অনাথজনের বন্ধু  
 মোরা সভে চরণকিঙ্করী ।  
 খণ্ডিঞা সকল মায়া                      মনোহরদাসে দয়া  
 কর কৃষ্ণ না কর চাতুরী ॥

অমুজ্জ কিশোর দাস      তার পুর অভিলাষ  
 কৃপা কর বৃন্দাবনদাসে ।  
 মাধবদাসের মনে      বিলসহ অমুক্কে  
 প্রিয়া যত পরিণত বেশে ॥

॥ তদ্যথা ॥

চিন্তাসুখে ভবতাপহৃতং গৃহেষু  
 যন্নির্বিশতু্যত করাবপি গৃহ্যঃ হৃত্যে ।  
 পাদৌ পদং ন চলতস্তবপাদমূলা-  
 দ্বামং কথং ব্রজমথো করবাম কিম্বা ॥  
 বীক্ষলিকা বৃত্তমুখং তব কুণ্ডল-  
 ত্রীগুস্ত্বলাধরসুধং হসিতাবলোকম্ ।  
 দত্তাভয়ঞ্চ ভূজদণ্ডযুগং বিলোক্য  
 বক্ষস্ত্রৈয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্ত্য ॥

কাফি ভাঠ্যারি রাগেণ

সখি গো কি আর বিচার মিছা  
 কাহুঁ অনুসারে চল যাইব' ।  
 জাতি কুলশীল ধরম করম  
 সে রাজ্য চরণে পাইব' ॥ ৫ ॥

কহিল স্বভাবকথা নিতম্বিনীগণে ।  
 শুনিঞা করুণা হৈল গোবিন্দের মনে ॥  
 হাসিঞা হাসিঞা বলে নাগর কানাঞি ।  
 তোমা সম প্রিয়া মোর আর কেহো নাঞি ॥  
 কোলিক কুলের পথ সকল ছাড়িঞা ।  
 প্রসন্ন হইলে মোরে কুলবধু হঞা ॥

যে জন আমায়' ভঞ্জে যেমন' স্বভাবে ।  
আমিহ তাহারে ভজি সেই অনুভাবে ॥

॥ যথা শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ ॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ॥

বিলাস বিলাসী অদ অঙ্গের বাসনা ।  
সে মোর পরম প্রিয় প্রেমপরায়ণা ॥  
অতএব তোমারে মোর পরম পিরিতি ।  
রসের নিদান রাখা সে যার সাক্ষাতি° ॥  
বিলাসের রসে মোর পরম" বাসনা ।  
অশেষ সাধন সিদ্ধি রাখাআরাধনা ॥  
রাধামুখ পদ্যমধু ভৃঙ্গ মোর আঁখি ।  
রাধা প্রতি তুল্য মোর রাধিকার সখী ॥  
যে জন রাখার দাসী সে মোর বান্ধব ।  
রাধাপদে জপতপ বেদবিধি সব ॥  
সকল সম্প্রদা লয় রাখার চরণ ।  
সে জন বিমূঢ় যেই তাহে অশরণ ॥

॥ তদ্যথা প্রকৃতিখণ্ডেন ॥

রাধাপদাসুজঙ্ঘমাদবঃ সর্বসংপ্রদাম্ ।  
সাধারণমতিলোকে না ধারয়তি চেতসি ॥

রাধিকার রূপগুণ লীলামৃত আগে ।  
জ্ঞানযোগ কর্মকাণ্ড তক্রতুল্য লাগে ॥

॥ তদ্যথা যেন ॥

লীলামৃতকথাগ্রে চ যন্ত জ্ঞানকথোদয়ঃ ।  
অভবক্তকৃতুল্যস্তায়াশ্চর নো বতু ॥

মহানন্দময়ী রাধাচরণ সেবায় ।

মহামুক্তি ত্যক্ত করে স্বর্গ নাহি ভায় ॥

॥ তদ্যথা যেন ॥

তিক্তকৃতি মহামুক্তি রক্তিমাংজি, যুগস্মৃতি ।

মহানন্দময়ী রাধা ভূয়ান্নদধি দেবতা ॥

রাধার লাগিঞা কাহু কুঞ্জবনবাসী<sup>১</sup> ।

দর্শন স্পর্শন মোর মনঅভিলাষী ॥

তোমরা সজ্জনী সঙ্গী প্রাণসখী হঞা ।

কেমনে আইলা কুঞ্জে রাধারে<sup>২</sup> ছাড়িয়া ॥

গোপীগণ বোলে মোরে পাঠাইলা আগে ।

পশ্চাত আইলা প্রায় নিত্যসখীভাগে ॥

পাইল পরম শ্রীত এ কথা শুনিঞা ।

রহিলা গোপিকাসঙ্গে পথপানে চাঞা ॥

হেনকালে চন্দ্রাবলী অভিসার রঙ্গে ।

সযত্নী বীণায়ত্নী সখীগণ সঙ্গে ॥

পদ্মাবতী শ্যামা আর ভদ্রা গোপালিকা ।

তারা চিত্রা পালিকাদি সুচন্দ্রশালিকা ॥

ইন্দ্রাবলী তরলাক্ষি বিলাসমঞ্জরী ।

চন্দ্রাবলী সঙ্গে একাদশ যুথেশ্বরী ॥

॥ তদ্যথা দীপিকায়াম্ ॥

পদ্মা চ শ্যামলা ভদ্রা বিলাসমঞ্জরী তথা ।

তারা গোপালিকা চিত্রাপালিকা চন্দ্রশালিকা ।

তরলাক্ষিসুতৈন্দ্রা চেত্যৈকৈকাদশ যুথপা ।

এতে সৌভাভয়াপাকৈর্গচ্ছন্তি বহবো বৃত্তা ॥

তা সভার সঙ্গে কত নবীন যৌবনী ।  
 সতে বৈদগধি নানা যন্ত্রের যন্ত্রিণী ॥  
 গৌরাজ্জ সকল যেন কনকপ্রতিমা ।  
 কুবলয় আঁখিবর শরদচন্দ্রমা ॥  
 নবীন যৌবন<sup>১</sup> যেন সপেশল শাটি ।  
 নানা আভরণে দেহ করে পরিপাটি ॥  
 কুন্দন কুসুমে কেহো কমলা কামিনী ।  
 ইন্দ্র গোপ নিলি তার অঙ্গের ওড়নি ॥  
 বিচিত্র বসন ভূষণ কারো চিত্রভঙ্গু ।  
 রতনমঞ্জীর পায় বাজে রুমু রুমু ॥  
 কটোরি পূর্ণিত করে কুঙ্কম চন্দনে ।  
 কারো করে পুষ্পমালা নানা উপায়নে ॥  
 উপজ্ঞ খঞ্জরী বীণা সুরমেলি করিঞা ।  
 - প্রবেশিলা বৃন্দাবনে জয় জয় দিঞা ॥  
 সহজে সৌভমা নাম আগে চন্দ্রাবলী ।  
 অঙ্গের কিরণে আলা করে কুঞ্জগলি ॥  
 দূরে হৈতে দেখি কৃষ্ণ গেলা সন্নিকটে ।  
 রাখার সংভ্রম কত বলে পাণিপুটে ॥  
 স্বাগত কৌশল ক্রিয়া প্রিয় সম্ভাবনা ।  
 সাধনে সুসিদ্ধ রাধা রটিছে রসনা ॥  
 রাধা বলি প্রীতবলে রঞ্জিণী সভায় ।  
 চন্দ্রাবলী শুনে যেন বিষ লাগে গায় ॥  
 রাখিল সকল সখী হাথ আড়া দিঞা ।  
 কান্থরে ভৎসনা করে সমুখে দাণ্ডাঞা ॥  
 মনে ছিল কান্থরে সুন্দর<sup>২</sup> শিরোমণি ।  
 যথার্থ গোপাল নাম ইহা নাহি জানি ॥  
 কদম্ববনের বাসী তঙ্করপ্রধান ।  
 না জানে অন্ধর কালো কিসে হৈব জ্ঞান ॥

কত রূপে চন্দ্রকাস্তি কত রূপে তারা ।  
 যৌবন দশাএ যেহো' ভেদ নাহি পারা ॥  
 আকাশে উদয় চন্দ্র<sup>২</sup> উদ্ধ<sup>৩</sup> এক ঠাঞি ।  
 বিদগ্ধ কাহুর মনে ভেদবুদ্ধি নাঞি ॥  
 যেমত সুগড় তুমি রসময় কাহু ।  
 ততোধিক হৈল আজি মোর অপমান ॥  
 সৌভমা আমার নাম খ্যাতি চন্দ্রাবলী ।  
 সুন্দরী সমাঝে<sup>৪</sup> স্তুতি কর রাধা বলি ॥  
 নন্দ্রের নাম রাধা নাহি শব্দবোধ ।  
 কথাএ কতেক দিব এ কথার শোধ ॥  
 জানিল তোমার আমি যত অভিনয় ।  
 হেন পরাভব মোর কভু নাহি হয় ॥

॥ যথা উজ্জলনীলমাণ্যাম্ ॥

কদম্ববন তস্করঃ ক্রমমপেহি কিঞ্চাতুভিজনে  
 ভবতি মদ্বিধিঃ পরিভাবান হীনাং পরঃ ।  
 ত্বয়া ব্রজ মুগীদৃশাং সদাষি হস্ত চন্দ্রাবলি  
 বরাপিষদ যোগ্যাস্মুট বিভূষিতারক্ষয়া ॥

বিমুখী হইলা ধনি কাহুরে গঞ্জিঞা ।  
 হেনকালে ভদ্রা বলে সখী সমাধিঞা ॥  
 কাননে আইলু' পুষ্পচয়নের সাধে ।  
 কি কাজে কাহুরে বল অল্প অপরাধে ॥  
 যে যারে না জানে রূপগুণের বিচার ।  
 সহজসঞ্জোগে হয় অপমান তার ॥  
 কিরাতকুমার যেন চটিঞা পর্বতে ।  
 সিংহহত গজমুক্তা পড়িঞাছে কতে ॥



শিলাকণা ভ্রমে তাহা স্পর্শ নাহি করে ।  
যত্ন করি গুঞ্জা পুষ্প লঞা যায়' ঘরে ॥

॥ যথা হান্তার্গবে চ ॥

যে যন্তু নে বেস্ত গুণপ্রকাশ তন্তু নিন্দাং সততং করোতি ।  
যথা কিরাতা করিকুন্তজাতা মুক্তাং পরিত্যজ্য বিভর্তি গুঞ্জাম্ ॥

না জানি না শুনে যেই তার নাহি দোষ ।  
পথিকের কথায় করিব কত রোষ ॥  
গোকুল<sup>১</sup> নগরে আমি চল্লিকা<sup>২</sup> সুন্দরী ।  
কাহ্নু যদি রাখা বলে কি করিতে<sup>৩</sup> পারি ॥  
শ্রামলা বলেন সখী কি কাজ কোন্দলে ।  
যার যত অনুভব তার মত বলে ॥  
পাবক যাবক রঙ্গ মহাকাল ফল ।  
তা দেখিঞা কেহো যদি নিন্দে নারিকল ॥  
কাঞ্চন গঞ্জন সোন পুষ্প অবিজ্ঞাতে<sup>৪</sup> ।  
তা দেখিঞা কেহো যদি নিন্দে পারিজ্ঞাতে<sup>৫</sup> ॥  
হরিताल হেরি নিন্দে ইন্দ্র নীলমণি ।  
বন্দ্য<sup>৬</sup> কভু নিন্দ্য নহে বিদগ্ধতা জানি ॥  
পালিকা বলেন সখী শুনহ উত্তর ।  
সেই দ্রব্য বহুমূল্য যাহাতে আদর ॥  
অনিচ্ছাতে মহাধন সেহো নিন্দ্য হয় ।  
চৌরযাত্রা কালে যেন চল্লের<sup>৭</sup> উদয় ॥  
সব্যা বলো ভব্যা সব যত কিছু বল ।  
বিচারের অভিপ্রায় নাহি শুনি ভাল ॥  
কহিলে না হয় যত দৈব নিয়োজিত ।  
পরম্পরা যার সনে যেমন পিরিত ॥

সংসারের বন্ধু ইন্দু শিবের সপক্ষ ।  
 সুধার শরীর কিন্তু পদ্মের বিপক্ষ ॥  
 যেই জলে স্থিতি তার শশধর সনে ।  
 দৈবের নিব্বন্ধ বন্ধু কুমুদের সনে ॥  
 ছোট বড় রূপ গুণে না করে বিচার ।  
 বিধাতার বিধি এই বন্ধু যার তার ॥  
 ভাদরে আদর' যেন কেতকীর ফুলে ।  
 গরিষ্ঠ গৌরব যায় যাচিঞা ভজিলে ॥  
 কাঞ্চন রঞ্জন<sup>২</sup> হয় কাঁচের গঠনে ।  
 সর্পিষ স্বাত্বতা যেন আমানির সনে ॥  
 একথা শুনিঞা সব সহচরী হাসে ।  
 চন্দ্রাবলী নিজমুখ আচ্ছাদিল বাসে ॥  
 চঞ্চল নয়ন ঘন অলিরে উড়ায় ।  
 কাহুরে শুনাঞা ধনি করে হায় হায় ॥  
 ঘটপদ শঠতা সখী কতেক কহিব ।  
 সখী সঙ্গে থাকি কত মুখ আচ্ছাদিব ॥  
 অধর রাতুল রাক্ষা কমল বলিঞা ।  
 মধুলোভে অলি ধায় পদ্মগন্ধ পাঞা ॥  
 তরলান্ধি বলে সখী ও বড় প্রমাদ ।  
 চক্ষু মেলি চাহিতে আমার হৈল সাধ ॥  
 নব কুবলয় বলি এ মোর<sup>৩</sup> নয়ানে ।  
 উড়িঞা বসিঞা বুলে লুন্ধ অলিগণে ॥  
 সখীর সমাঝে থাকি যার পানে চাই ।  
 সে বলে খসিল তারা শুনিতে ডরাই ॥  
 সুচন্দ্রশালিকা বলে অলি বরং ভাল ।  
 চকোরের উপদ্রবে মোর প্রাণ গেল ॥  
 জিনিঞা শারদ শশী এ মুখ উজোর ।  
 অমিঞার আশে আশ্রে লুবধ চকোর ॥

চিকণ বরণ যেন ইন্দ্রনীল ফুল ।  
 নবীন গুঞ্জার যেন নয়ান রাতুল ॥  
 অরুণ চরণ তার সুরঙ্গ অধর ।  
 তথাপি কালিয়ারূপ দেখি লাগে ডর ॥  
 আপনার প্রাণ যদি কৃষ্ণবর্ণ হয় ।  
 নিশ্চয় জানিহ সেহো সুখসেব্য নয় ॥  
 সুরঙ্গ কমলপুষ্প সকল সুগীন ।  
 শ্রাম যুগল তার সভার কঠিন ॥  
 সখীগণ যত বলে কৃষ্ণ নাহি শুনে ।  
 সিদ্ধযোগীজন যেন রাখা অমুমানে ॥  
 শুনিঞা না শুনে বাসে পরিহাসপারা ।  
 গোপীর ভৎসনা যেন অমৃতের ধারা ॥

॥ যথা গীতায়াম্ ॥

না তথা চ বেদা পুরাণশ্চথে তবে ।  
 যথা তাসান্ত গোপীনাং ভৎসনা গর্বিভা বচ ॥

পদ্মাবতী বিলাসমঞ্জরী ছইজনে ।  
 রাখার প্রণয়রূপ সবিশেষ জানে ॥  
 সঙ্গের সখীর এত শুনিঞা গারিমা ।  
 প্রকারে শুনায় রাখা কাহ্নুর মহিমা ॥  
 ব্যক্ত করি রূপগুণ কহিবারে নারে ।  
 প্রতিপক্ষ যুথেশ্বরী চন্দ্রাবলী ডরে ॥  
 পদ্মাবতী বলে সখী শুন মোর বোল ।  
 নিজ অহঙ্কারে কেনে কর গণ্ডগোল ॥  
 বাচনিক রূপগুণে ক্রিয়াসিদ্ধ' নয় ।  
 কামিক হইলে দৈবে সূৰ্ত্তকাস্ত হয় ॥

ঋগুরূপ গুণ যত বাদ্যার্থ কল্পিতে ।  
 পরের প্রতিষ্ঠা কভু না পারে সহিতে ॥  
 পূর্ণরূপ গুণে নারী হয় অসমান ।  
 দৈবেই না থাকে তার সপত্নীর জ্ঞান ॥  
 চকোর চঞ্চল জাতি ভোগ মাত্র লক্ষ ।  
 অঙ্গার অশন করে পাণ্ডা কৃষ্ণপক্ষ ॥  
 যেমত চন্দ্রের সুধা তেমত অঙ্গার ।  
 কোন গুণে বাখানিব বৈদক্ষী তাহার ॥  
 ষটপদ পতঙ্গ জাতি নানা স্থানে' বুলে ।  
 সরসীজ ছাড়ি বৈসে ধুতুরার ফুলে ॥  
 অলির উল্লাসে রূপ গুণে নাহি গণি ।  
 দৃঢ়তর সখ্য নিষ্ঠে চাতক বাখানি ॥  
 সমুদ্রনিকটে যদি পিপাসাতে মরে ।  
 বৃষ্টিবিন্দু বিনে জল পরশিতে নারে ॥  
 যে বহুবল্লভ হয় দক্ষিণ নায়ক ।  
 চাতকের হেন দৃঢ় ভাবের ভাবক ॥  
 সমতায় জানে যদি সকল যুবতী ।  
 তথাপি যাইতে হয় অল্পকূল রতি ॥

॥ যথা উজ্জলনীলমণ্যাম্ ॥

যো গৌরবং ভয়ং প্রেম দাক্ষিণ্যং পূর্ব যোযিতি ।  
 ন মুঞ্চত্যশ্রুচিন্তোহপি জ্ঞেয়োহসৌ খলু দাক্ষিণঃ ॥

॥ তদ্যথা এব ॥

তথ্যং চন্দ্রাবলী কথয়সি প্রেক্ষতে ন ব্যলীকম্ ।  
 স্বপ্নেহপ্যশ্রু স্বয়ি মধুভিদঃ প্রেমশুদ্ধাস্তরশ্চ ॥  
 ক্রদ্ধা জল্পং পিশুনমনসাং তদ্বিরুদ্ধসখীনাম্ ।  
 যুক্তং কর্তুং সখি সবিনয়েনাত্র বিশ্রান্তভঙ্গঃ ॥

এক পত্নী ভাব বলি অনুকূল নাম ।  
পূর্বের জায়াপতি যেন ছিল সীতারাম ॥  
একে পূর্ণ ব্রহ্মরাজ রাজেশ্বর হঞা ।  
না করিল অশ্রু নারী জানকী ছাড়িঞা ॥

॥ যথা উজ্জ্বলে ॥

অতিরিক্ততয়া নার্যাং ত্যক্তাশ্রমলনাম্পৃহঃ ।  
সীতায়াং রামবৎ সৌহৃদমনুকূলঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

অষ্ট নায়িকা যেন হয় অষ্ট রসে ।  
এক কৃষ্ণ হঞা অষ্ট প্রকার বিশেষে ॥  
অনুকূল দক্ষিণ শঠ ধৃষ্টি চতুষ্টয় ।  
ধীর হঞা পুন তাহে চতুর্বিধা হয় ॥  
ধীরোদাত্ত ধীর ললিত নায়ক ।  
ধীরোকৃত ধীর এই অষ্ট সমাপক ॥  
ঔপপত্য বিদগ্ধতা এই অষ্ট রসে ।  
বৈদগ্ধী নায়িকা তাহে সমান বিলসে ॥

॥ তদ্যথা এব ॥

শাঠ্যাধ্যাক্ষেপরং নাট্যে প্রোক্তে উপপতোরুভে ।  
কৃষ্ণে তু সর্বং নায়ুক্তং তন্তুস্তাবশ্য সম্ভবাৎ ॥

‘অষ্ট নায়িকা ভেদে নামমাত্র গায় ।  
একেই প্রযুক্ত এই অষ্ট অবস্থায় ॥  
অভিসার বাসকসজ্জা তথা উৎকণ্ঠিতা ।  
খণ্ডিতা আর বিপ্রলঙ্কা কলহাস্তুরিতা ॥  
প্রোষিতপ্রেয়সী আর স্বাধীনভর্তৃকা ।  
যে কেহো উপজে যার ঔপপত্য সখা ॥

॥ যথা ॥

তত্রাভিসারিকা বাসকসজ্জা চোৎকণ্ঠিতা তথা ।  
খণ্ডিতা বিপ্রলঙ্কা চ কলহাস্তুরিতাপি চ ॥

নায়ক নায়িকা এই ষোড়শ প্রকার ।  
নাগরেন্দ্র কৃষ্ণ সর্ব রসের আধার ॥  
শৃঙ্গার করুণা বীর হান্ত ভয়ানক ।  
অদ্ভুত আর রোদ্র আর অস্তে বীভৎসক ॥  
যতেক বিলাসবেশ এই অষ্ট রসে ।  
রসে রসে বৈরী মৈত্রী দুই মত ভাষে ॥  
শৃঙ্গার প্রধান রস হাশ্বে রস পক্ষ ।  
করুণা বীভৎস দুই দোহাকার সখ্য ॥  
বীর রসে রোদ্র রসে ঐক্যতায় লেখা ।  
অদ্ভুত রসের সঙ্গে ভয়ানক সখ্য ॥  
মোক্ষপক্ষ মৈত্রীভাব কহিল তোমারে ।  
গৌণরূপে কেহো পারে ভজে যারে তারে ॥  
শৃঙ্গার রসের সঙ্গে সভার প্রণয় ।  
বীভৎস রসের সঙ্গে নাহি সমন্বয় ॥

॥ যথা উজ্জলনীলমণৌ ॥

প্রোষিতপ্রেয়সী চৈব তথা স্বাধীনভর্তৃকা ।  
অথাবস্থাবকং সর্বং নায়িকং নিসৃত্যতে ॥

একেই উপজে মাত্র ভিন্ন ভিন্ন ভাব ।  
সমএ আচরে যার যেমত স্বভাব ॥  
যেখানে বন্ধুতা হয় শত্রু সেইখানে ।  
গরল পীযুষ যেন সমুদ্রে' মন্থনে ॥

হাস্তরসে ভয়ানকে শক্রভাব করি ।  
 শৃঙ্গার রসের সঙ্গে বীভৎসক ঐরী ॥  
 অদ্ভুত রসের সঙ্গে রৌজের বিপক্ষ ।  
 বীর রসে করুণাতে দৌহে প্রতিপক্ষ ॥  
 যতেক উন্নত যার সেই তাহা করে ।  
 সাম্য হেতু অষ্টজাতি প্রকৃতি সঞ্চারে ॥  
 শাস্তি পুষ্টি ধৃতি আর এক দয়াময়ী ।  
 ক্ষমা রতি তিতিক্ষাদি জাতি জন এই ॥  
 এই সত্তে গোণ হঞা মোক্ষ কৰ্ম্ম করে ।  
 মোক্ষ হঞা সখ্য আত্মা লজ্জিতে না পারে ॥  
 বীর রসে সাম্য হেতু শাস্তি তায় ভজে ।  
 বীভৎস রসের সখী তিতিক্ষা সহজে ॥  
 রৌজ রসে ধৃতি ভজে সাম্যের কারণে ।  
 হাস্ত ক্ষমা উপযুক্ত সম্বোধন গুণে ॥  
 ভয়ানক রসে জাতি হএ শ্রীতিময়ী ।  
 রাজধৰ্ম্ম কুলকৰ্ম্ম সেই জন এয়ি ॥  
 এই মুখ্য গোণ রসে বোড়শের লেখা ।  
 সকল সহিলে পাই কৃষ্ণ হেন সখা ॥  
 লাবণ্য কন্দৰ্প কোটি রূপ প্রতিবিম্ব ।  
 সমুদ্র গান্ধীৰ্য্য সৰ্ব্ব রসের কদম্ব ॥  
 রসের স্বরূপ কৃষ্ণ রসের নিদান ।  
 রসের বিলাসী নাম রসময় কান ॥  
 কভু কোন রসে কৃষ্ণ করে আলম্বন ।  
 তাহাতে যে করে রোষ সেই মূঢ়মন ॥  
 অকৈতবে কহি সখী শুনি যুক্তি সার ।  
 কৃষ্ণ ভজনের ঐরী নিজ অহঙ্কার ॥  
 পরিণাম কৃষ্ণপ্রীতি যদি মনে জান ।  
 তৃণ হৈতে লঘু করি আপনাকে মান ॥  
 সহমানে নিজতম্ব সাম্য কর ধরা ।  
 পর উপগারে হবে তরলের পারা ॥

অমানিনী হবে সখী সখ্যসুখ লঞা ।  
 মানদাতা হবে পুন কৃষ্ণ সজ্জাতিঞা ॥  
 এতেক সহিতে যদি করহ স্বীকার ।  
 তবে সে কৃষ্ণের প্রেমপাত্রে<sup>১</sup> অধিকার ॥

॥ তথাহি ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।  
 অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

সাতাশি<sup>২</sup> ভগিনী মধ্যে প্রধান অশ্বিনী ।  
 শাস্ত রসে<sup>৩</sup> কাস্ত বশ করিল রোহিণী ॥  
 মোক্তিক সৌখিল্যগুণে নানা অশ্রু গলে<sup>৪</sup> ।  
 মঞ্জীর মৌখিধ্যবাদে চরণের তলে ॥  
 জল যদি ব্রহ্মরূপ সংসারের প্রাণ ।  
 তথাপি তারল্যগুণে নিম্নস্থানে যান ॥  
 সহিষ্ণু জনার কভু না হয় অল্পতা ।  
 এই হেতু কাহ্নু [ ৫ ] অধিক ঐক্যতা ॥  
 অশ্রুধা রাধিকা বাঢ়া কত রূপ গুণে ।  
 কৃষ্ণের অধিক প্রিয়া সহিষ্ণু কারণে ॥  
 আপন<sup>৬</sup> অধিক বাসে সঙ্গের সখীরে ।  
 বন্দনা ছাড়িঞা কারো নিন্দা নাহি করে ॥  
 কৃষ্ণনাম শুনে ভুলে<sup>৭</sup> কৃষ্ণরূপে ধ্যান ।  
 অকৈতবে সঁপিয়াছে জাতিকুল<sup>৮</sup> প্রাণ ॥  
 প্রাণের দোসর সেই যে ভজে কানাঞি ।  
 সাপত্তী বলিঞা তার হিংসাবুদ্ধি নাঞি ॥  
 যেক্রূপে যে ভজে কৃষ্ণ যেমত সমাবে ।  
 কৃষ্ণকল্পতরু তাহে সেইরূপ ভজে ॥

১ -পাত্রে      ২ সাতাইস      ৩ গুণে      ৪ ক্রতিগুণে      ৫ মনে হয় দুই  
 পুঁথিতেই দু' অক্ষরের একটি শব্দ বাদ পড়েছে      ৬ আপনা      ৭ ভণে      ৮ -ধন



যেমত<sup>১</sup> অকুর মণি নির্মল অন্তরে ।  
 যেরূপে সংসর্গ হয় সেইরূপ ধরে ॥  
 অতএব আমার যুক্তি শুন সখীগণ ।  
 অভিমানে না ছাড়িহ কৃষ্ণহেন ধন ॥  
 রাধানাম শুনি যদি<sup>২</sup> অহঙ্কারে যাব ।  
 কৃষ্ণহেন গুণনিধি আর কোথা পাব ॥  
 পুষ্পের চয়ন করি গাঁথি চিত্রমালা ।  
 সময় বধিতে ভাল এই এক ছলা ॥  
 রাধিকা আইলা প্রায় বলে সর্বসখী ।  
 একত্র হইঞা আজি শ্রীতপস্যা দেখি ॥  
 এই যুক্তি রাখিঞা সকল সখীগণে ।  
 চন্দ্রাবলী প্রবেশিলা কুসুমের বনে ॥  
 গোপিকা সহিতে এথা নাগর গোবিন্দ ।  
 রাধাপথে নিয়োজিঞা নয়নারবিন্দ ॥  
 শ্রীগুরুদেবপদরজ কৃপা লেশে ।  
 রচিল পরশুরাম সঙ্গীত বিশেষে ॥

### ধানশী রাগেণ গীয়তে

রাধা রাধা বলি<sup>৩</sup> বাঁশী  
 ডাকে রে<sup>৪</sup> নাম লঞা ।  
 চল না কুঞ্জে যাব  
 সুবেশ করিঞা ॥ ৫ ॥

মন্দিরে বসিঞা রাধা সহচরীসনে ।  
 তান্ত্রিকী মাত্রিকী দুই সখীসন্নিধানে ॥  
 কৃষ্ণসঙ্গে গোপিকার যত কথা হয় ।  
 মন্ত্রবলে তান্ত্রিকী রাধার আগে কয় ॥

চন্দ্রাবলী আগে' যত বিসম্বাদ হৈল ।  
 রাধার সাক্ষাতে সখী সকল কহিল ॥  
 ভদ্রা আদি সখী যত কৈল অহংকার ।  
 পদ্মাবতী সম্বোধন কৈল পুনর্ব্বার ॥  
 কথা শুনি ললিতার মুখে মৃৎ হাসি ।  
 মুহুমূর্ছ ধম্ম ধম্ম বলে পৌর্ণমাসী ॥  
 শুনিঞা করুণায়ুত হইল রাধিকা ।  
 তান্ত্রিকী সময় বুঝি মেলিল পঞ্জিকা ॥  
 তুলাতে উদয় ইন্দু চতুর্থ তারক<sup>১</sup> ।  
 রাধা হঞা গুরু সখা পুশ্কার পোষক<sup>২</sup> ॥  
 শুভযোগসিদ্ধ আসি হৈল বিচ্যমান ।  
 বালবকরণ করে পরম কল্যাণ ॥  
 মীনাঙ্ক লগ্নের শোভা বিলোল সফরী ।  
 ঘটিকা করিল যত চন্দ্রে রশ্মি চুরি ॥  
 কুণ্ডের কোদণ্ডজিত এ মহীমণ্ডল<sup>৩</sup> ।  
 প্রহরে প্রহরে করে যত অমঙ্গল ॥  
 মুহূর্ত্তে সে মুহুমূর্ছ শুভাশিস করে ।  
 ক্ষণ দাক্ষিণ্যের শোভা কে বর্ণিতে পারে ॥  
 নিমিষে নিমিষছাড়া সঙ্গের অবলা ।  
 কাষ্ঠার পরকাষ্ঠা যুগলাষ্ট কলা ॥  
 ত্রিযামার এক যাম গেল এ করিতে ।  
 কহিল সকল আর কি আছে পৌঁছিতে ॥  
 যতদিন পড়ি শুনি যত যত লেখি ।  
 হেন স্মঙ্গল যাত্রা কভু নাহি দেখি ॥

॥ যথা উজ্জলনীলমণ্যাম্ ॥

তারাত্ত শুভ রোহিণী বৃষরাশিভাজঃ পরা-  
 মবেত্ত গণনাদহং স্মৃৎসমৃদ্ধিমাত্রা গত। ।

তদেহি মুদিরাহতে পরমচিত্রকো দণ্ডভাক্  
অখণ্ডবিধুমণ্ডলা ভবতি বিদ্যাহৃত্যোততাম্ ॥

শুনিঞা আনন্দ যত নিতম্বিনীগণে ।  
বড়াই বলেন আর গোণ কর কেনে ॥  
কাহ্নু তোমার প্রাণবন্ধু তুমি তাঁর প্রাণ ।  
পরম্পরা ভাবে ইহা বুঝিল নিদান ॥  
নবীন নাগর কৃষ্ণ নবীনার সনে ।  
তুয়া প্রতি আশ আছে নিকুঞ্জকাননে<sup>১</sup> ॥  
হেন অনুকূল প্রীতি ত্রিভুবনে নাঞি ।  
বুঝিল সর্বতোভাবে তোমার কানাঞি ॥

॥ তদ্যথা ॥

রাধায়ামেব কৃষ্ণশ্চ শূপ্রসিদ্ধানুকূলতা ।  
তদালোকে কদাপ্যশ্চ নব্যাসঙ্গস্মৃতিং ব্রজে ॥

যেমত তোমার কৃষ্ণ তেন সখীগণ ।  
সঙ্গে লঞা কৃষ্ণসঙ্গে করাহ মিলন ॥  
গোপকুমারিকা যত কাত্যায়নী ব্রতী ।  
তুয়া অনুকম্পা হৈলে লভে কৃষ্ণপতি ॥  
খণ্ডিঞা চণ্ডিকা পূজা তোমার শরণে ।  
তোমার চরণ বিনে অশ্রু নাহি জানে ॥  
প্রথম দশায় কত করিল উপায় ।  
তবে শুদ্ধসত্ত্ব<sup>২</sup> হৈল যুচিল কষায় ॥  
বসিঞা করেন যুক্তি সখীর সংহতি ।  
কিবা রমা কিবা উমা কিবা শচী রতি ॥  
অপর উপায় নাহি কৃষ্ণ ভজিবারে ।  
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা যদি কৃপা করে ॥

॥ তদ্যথা ॥

কমলা মমলাভায় ন ভূয়াদ্ভবনেশ্বরী ।  
কা চিন্তা যদি সুগ্রীতা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী ॥

তা সভারে কর রাধা সঙ্গের সঙ্গিনী ।  
নিজ সখী দিঞ ডাক গার্গীয় ব্রাহ্মণী ॥  
ললিতা বিশাখা যেন প্রিয়তমা সখী ।  
গার্গী ভার্গী ছই সখী তার তুল্যে লেখি ॥  
গর্গ ভর্গ ছই সখী ভবিষ্য জানিঞা ।  
রাসোৎসবের কথা কহে ভাবযুক্ত<sup>১</sup> হঞা  
শুনিঞা তাদের কথা তপোবনে বসি ।  
দর্শনের আশে দৌহে হৈলা ব্রজবাসী ॥  
ব্রজপুরে গোপীমধ্যে তুমি অধীশ্বরী ।  
জানিঞা সর্বতোভাবে তুয়া সহচরী ॥  
ব্রাহ্মণী হইঞা দৌহে<sup>২</sup> তোমার ভজনে ।  
রাধাকৃষ্ণ ছই দেহ এক করি জানে ॥  
আনন্দে আছেন গুরু গৌরব আদরে ।  
বিধিমাংগ অনুসারে দেবকার্য্য করে ॥  
তোমার অভীষ্ট পূর্তি সভাকার সাধ ।  
হেন সুখে প্রিয়জনে না করিহ বাদ ॥  
এ বড় বিষম কথা লইঞা বিজনে ।  
গুরুজনে ত্যক্ত মায়া লেখিল পুরাণে ॥  
রাধিকা বলেন শুন বেদনি বড়াই ।  
আপনার উপদেশ কহি তোমা ঠাঞি ॥  
মধুপুরীর দক্ষিণাংশে অবন্তী নগরী ।  
তাহাতে আছেন দেবী সর্বসিদ্ধেশ্বরী ॥  
শ্রীমতী ঈশ্বরী<sup>৩</sup> নাম ভক্তিমুক্তি<sup>৪</sup> বতী ।  
পতি সন্দীপনী মুনি কহা ইন্দুমতী ॥

সূর্য্য উপরাগ যোগে লইঞা সগণে ।  
 সেতুবন্ধ গিঞাছিল। সমুদ্রসিনানে ॥  
 অভিনব সৌম্যরূপ এক পুত্র ছিল ।  
 সমুদ্রতরঙ্গে রঞ্জে<sup>১</sup> জলেই মজিল ॥  
 এক পুত্র সেহো যদি হৈল পরলোক ।  
 সতী সাধবী ধৃতাত্মার কি করিব শোক ॥  
 সগনে সে তপোবনে আসি পুনর্ব্বার ।  
 অধ্যয়ন করে কত ব্রাহ্মণকুমার ॥  
 বিন্দুমতীর কুটুম্বিতা গাঙ্গী ভাঙ্গী সনে<sup>২</sup> ।  
 গভায়াত কথাবার্তা হয় তিনজন ॥  
 সহজে আমার সঙ্গে<sup>৩</sup> অধিক সখ্যতা ।  
 ভানুমতী প্রশ্নকারী কয় উপদেশ কথা ॥  
 যুক্তিদা মায়ের ঠাঞি অনুমতি পাঞা ।  
 শ্রীদাম গেলেন তথা চতুর্দোল লঞা ॥  
 নান্দীমুখী বিন্দুমতী শ্যামলা মঙ্গলা ।  
 আমার স্নহদ সভে তার সঙ্গে গেলা<sup>৪</sup> ॥  
 মণীন্দ্র সহিতে কথা করিঞা বিচার ।  
 বৃষভানু গৃহে ধনি<sup>৫</sup> কৈল অভিসার ॥  
 কন্যাকালে কৃপা কৈলে সদয় হইঞা ।  
 গাঙ্গী ভাঙ্গী দিল মোরে সতীর্থ করিঞা ॥  
 যজ্ঞের বিধান নাহি জানি সেই কালে ।  
 অর্চিতে করিলে আজ্ঞা মার্গ<sup>৬</sup> মণ্ডলে ॥  
 সেই হৈতে সূর্য্যপূজা বঞ্চনার প্রথা ।  
 কহিল তোমারে নিজ উপদেশ কথা ॥  
 পূর্ব্বে এই মন্ত্র গুরু দিল মোর কানে ।  
 সে আজি অক্ষর শুনি মুকুলীর গানে ॥  
 সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণে সম্মোহন তন্ত্র ।  
 জীবের জীবনরূপ সেই মহামন্ত্র ॥

॥ যথা দীপিকায়্যাং ॥

নান্দীমুখী বিন্দুমতীত্যাচ্ছা সিদ্ধিবিধায়িনী ।  
সুহৃৎ পঙ্কতয়া খ্যাতা শ্যামলা মঙ্গলাদয়ঃ ॥  
উপাশ্রো জগতাং চক্ষুর্ভগবান্ পদ্মবাক্কবঃ ।  
জপ্যস্বাভীষ্টসংসর্পি কৃষ্ণমন্ত্র মহামনুঃ ॥

পৌর্ণমাসী বলে আজি শুনি সবিশেষ ।  
নহিলে কেমনে হয় এমন আবেশ ॥  
যেই ক্ষণে<sup>১</sup> গুরুমুখে শুনে কৃষ্ণকথা ।  
অনুদিন হয় তার সঙ্গ বৈবৰ্ণতা ॥  
কহিতে ত্রীকৃষ্ণগুণ কনুকণ্ঠ দোলে ।  
নয়ান পূর্ণিত হয় আনন্দাশ্রুজলে ॥  
পুলক বেপথু হয় কৃষ্ণকথা শুনি ।  
সদগুরু কৃপাময় ইহাতেই জানি ॥  
রাধিকা বলেন এই অনুকম্প মূল ।  
সর্বসিদ্ধিবিধায়িনী তুমি অনুকূল ॥  
না জানি প্রীতের মৰ্ম্ম নাহি সুসাধনে ।  
ভরসা করিল মাত্র তোমার চরণে ॥  
অপার সুধার নিধি হৈল শ্যামনাম ।  
না জানি কিরূপ ফল ধরে পরিণাম ॥  
বড়াই বলেন চিন্তা না করিহ মনে ।  
যদি আমি অনুগত আছি তোমা সনে ॥  
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ দিব বশ করি ।  
বৃন্দাবনেশ্বর কৃষ্ণ রাধিকা ঈশ্বরী ॥

॥ যথা উজ্জ্বল নীলমণ্ডাং ॥

শরণেন বিধেহি পুত্রি চিন্তাং বসগন্তেভবিতা ব্রজেন্দ্রসুহুঃ ।  
যদহং চতুরাত্র সিদ্ধমন্ত্রাজরতি প্রব্রজিতা ভবাম্মি দূতী ॥

ঈষৎ হাসিঞা রাই কহিল ইঙ্গিত ।  
 গার্গী ভার্গী কুমারিকা আইলা আচম্বিত ॥  
 নবীন যৌবন সব যেন চন্দ্রকলা ।  
 মঞ্জুলা বিজুলা সাল্লা যুতুলাদি বালা ॥  
 কাস্তি কীর্ত্তি ক্ষেমা শ্যামা লীলা লীলা রুচি ।  
 আসন্ন বিজয়া শ্রুতি রতি পুণ্যা শচী ॥  
 কেলিকলা মৌলিমালা আদি কন্যাগণে ।  
 আদরে শ্রুতি কৈল রাখার' চরণে ॥  
 সভারে কহিল রাখা ঈষত হাসিঞা ।  
 এতরাত্রে কেনে আইলা যুথবদ্ধ হঞা ॥  
 নাশেবেশে পূর্ণতনু বিবাহ' শৃঙ্খলা ।  
 কুমারী কাননে কেনে এতেক চঞ্চলা ॥  
 বরের ঘরের লোক নিত্য আশ্রয়ে যায় ।  
 জামাতার অন্বেষণ করে বাপ মায় ॥  
 এমত সময়ে নাহি মনের আশঙ্ক ।  
 অনুতার কালে পাছে করাহ কলঙ্ক ॥

॥ তদ্ব্যথা ॥

বিশুদ্ধা সখী ধূলি কেলি সপুটা সম্বিত বক্ষস্থা  
 বালাসীতি ন বল্লভস্তব পিতা জামাতা ধন্দর্গগতি ॥

কন্যাগণ বলে তোর দিল লাজ কাজে ।  
 শরণ লইল তুয়া চরণসরোজে ॥  
 প্রথম হেমন্ত পূজা কৈল কাত্যায়নী ।  
 বাঞ্ছাসিদ্ধি বরদান দিলেন ভবানী ॥  
 লভিঞা দেবীর বর না হয় প্রতীত ।  
 কৃষ্ণ আসি বস্ত্রভূষা নিল আচম্বিত ॥  
 তটে বস্ত্রভূষা রাখি লান্ধিছিলাম° জলে ।  
 ° অলঙ্কিতে নিল হরি কদম্বের ডালে ॥

সম দম কহি কত বিনয় ব্যগ্রতা ।  
 কৃষ্ণ বলে বস্ত্র দিব রাখ মোর কথা ॥  
 যে কহিল কৃষ্ণ তাহা কৈল অঙ্গীকার ।  
 প্রত্যঙ্গ দেখিল আর লাজ আছে কার ॥  
 মা বাপের কোলে গুয়া' ছিলু' ঘরে ঘরে  
 সম্প্রতি স্বপ্নের কথা কহিএ তোমারে ॥  
 নবীন কিশোর এক ভুবনসুন্দর ।  
 ঢলঢল তনু যেন নবজলধর ॥  
 চিকন চিকুরে চূড়া টানিঞা° কপালে° ।  
 অলকা আবলি বেড়া মন্ত অলিজালে ॥  
 শিখরে শিখণ্ড তায় দোলে বিনি বায় ।  
 আপনে চঞ্চল পুন হৃদয় দোলায় ॥  
 নিছনি অনন্ত ইন্দু মুখশশধরে ।  
 বরিষে অমন্দ সুখা মুরুলি অধরে ॥  
 শ্রুতি পরশন যেন বন্ধিম নয়ান ।  
 অপাঙ্গইঙ্গিতে জিতে মদনের বাণ ॥  
 কলিত কন্দল হেন পহিরণ বাস ।  
 নবজলধর যেন বিজুরি প্রকাশ ॥  
 ইন্দ্রনীল দরপণ পরিসর উরে ।  
 ঝলমল করে কত মহামণিহারে ॥  
 মরকত মণি স্তম্ভারস্ত হুই ভুজে ।  
 আলিঙ্গন দিল আসি সখীর সমাঝে ॥  
 যুগতি যুবতী রতি নয়নরঞ্জন ।  
 স্বপনে পাইলা পতি তুলসীভূষণ ॥

॥ তদ্যথা পড়াবল্যাম্ ॥

বেণীমূলে বিরচিতঘনশ্যামপিঙ্গাবচূড়া-  
 বিদ্যাবল্লীবলয়িতঘনস্নিগ্ধঃ পীতাস্বরেণ ।



মামালিঙ্গনমরকতমণিস্তম্ভগম্ভীররাহে  
স্বপ্নে দৃষ্টস্তবনতুলসীভূষণনীলমেঘঃ ॥

মঞ্জুল মঞ্জরী রসে পুরল<sup>১</sup> নাসিকা ।  
স্বপ্নে আচ্ছা দিল তারে<sup>২</sup> ভজিতে রাধিকা ॥  
রাধাপাদপদ্ম সম্ম অটবী অঙ্কিত ।  
যে জনা জানএ তার আশ্রয় বিহিত ॥  
রাধার চরণ যুগ বিনা আরাধনে ।  
রাধাপ্রেম প্রীতপর্যা কথা নাহি শুনে ॥  
সে যদি নিতাস্তরূপে কৃষ্ণভক্ত হয় ।  
তত্ অমুরাগহীন প্রেমভক্তি নয় ॥  
অমুরাগযুতা প্রেম সভার অধিকা ।  
প্রেমার সমান মূল প্রকৃতি রাধিকা ॥

॥ তদ্যথা গোপীমাহাত্ম্যে ॥

অনারাধ্য রাধাপদানুজযুগ্মশ্রনাশ্রিত্য  
বৃন্দাটবিং তৎপদাঙ্কা ।  
সম্ভাষ্য তদ্ভাবগতিত চেতসা কথং শ্যাম  
সিক্কোরসম্ভাবগাহঃ ॥

এ সকল উপদেশ শুনিঞা স্বপনে ।  
পরস্পর সভাকারে কহিল সগনে ॥  
তুই চারিজনে যদি এক স্বপ্ন দেখি ।  
স্বপ্ন নহে সেই কথা সত্য করি লেখি ॥  
এই মনে করি সর্ব সখীগণ সনে ।  
প্রসন্ন হইলু আজি অভয় চরণে ॥  
আচার্য্য অধিক কৃপা করে গোষ্ঠেশ্বরী ।  
বাৎসল্য মমতা যেন ঝিয়ারি বহুরি\* ॥

তাহার অধিক এক ভাগ্য করি লেখি ।  
 প্রাণপ্রিয়া করে যত গুণনিকা সখী ॥  
 বৈকুণ্ঠবিজয়ী বৃন্দা অটবীমগুলী ।  
 যেখানে ভূষিত তুয়া চরণের ধূলি ॥  
 শিশিপুচ্ছ অবতংশ লভিবারে পতি ।  
 ভাবসিদ্ধ বলি বর দিল ভগবতী ॥  
 এসব সামগ্রী যদি আছে বিত্তমান ।  
 তথাপি না হয় বিধা তুয়া অবধান ॥

॥ উজ্জলনীলমণ্যাম্ ॥

আচার্য্যাদভি বংসলা ময়ি মুহূর্গোষ্ঠেশ্বরী  
 কিং তত প্রাণেভ্যঃ প্রণয়াম্পদ কিমেতেন মে ।  
 বৈকুণ্ঠাটবিমগুলী বিজয়ি তে বৃন্দাবনন্তেন কিং  
 দিব্যাত্যত্র ন চেদুমা ব্রতফলপিঞ্চাবতংসী পতিঃ

সখীসঙ্গে শিরোমণি একথা শুনিঞা ।  
 আশ্বাসিল প্রতি শিরে হস্তপদ্ম দিঞা ॥  
 সখীবৃন্দে পুনঃ পুনঃ করিল পিরিত ।  
 রচিল পরশুরাম মাধবসঙ্গীত ॥

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

### রাগ কামোদ

অবা রাই কি বুধি করিব ।

সুধই সুধার তনু কি দিঞা সাজিব ॥ ৫ ॥

হেমমণি আভরণ কুমুম চন্দন ।

প্রতি অঙ্গ পরশি তারা হয় সুশোভন ॥

পদনখ সম নহে হেম হীরামণি ।

কলিত কনয়া গায় কুন্দন নিছনি ॥

নয়ন তুলনা নহে ইন্দীবর ফুল ।

বাকুলি জিনিঞা তব অধর রাহুল ॥

চন্দনচর্চিত হেম দরপণ গায় ।

পরশুরামের মনে সেহো নাহি ভায় ॥

প্রশংস্য কৈবল্যমিদং পুরস্তু গন্ধানুলেপৌএ ন বোচ তেন  
নবীনজানুদদর্পণাস্তু জম্বাল্যাচার্চিক্যমিবামনাজ্জ ॥

কাননগমনে রাধাঅভিপ্রায় দেখি ।

চঞ্চল হইলা যত বেশকার সখী ॥

নন্দদা যোগান ধরে নবনীল শাড়ি ।

মাণিক্য আনিল মণিভূষণের পেড়ি ॥

সুগন্ধা নলিনী দৌহে গন্ধানুলেপনে ।

চিত্রিণী লেখনি লঞা চিত্রের কারণে ॥

প্রেমবতী রসবতী সুষমা পেশলা ।

যোগান ধরিঞা আছে নানা পুষ্পমালা ॥

কলকণ্ঠী পিককণ্ঠী সুকণ্ঠী কলাবতী ।  
 সাসোল্লাসা গুণতুঙ্গী রতি লীলাবতী ॥  
 সুধাময় মধুশ্রবা ভারতী রঙ্গদা ।  
 সুবেশ করিঞা আইলা গায়ন সম্প্রদা ॥  
 সৈরিক্রি চারিণী ছুই তদভুগা সখী ।  
 যাত্রাকালে চররূপে চরাচর দেখি ॥  
 রঙ্গশাড়ি পরাইতে সভাকারে ভায় ।  
 জলদবসন পরে আপন ইচ্ছায়<sup>১</sup> ॥  
 তা দেখিঞা অনুরাধা বলে ধীরেধীরে ।  
 অন্তরের অভিপ্রায় উদয় বাহিরে ॥  
 কুঙ্কুম চন্দন দেই সখী বেশকারী ।  
 রাধিকার ইচ্ছা<sup>২</sup> হয় লইতে কস্তুরী ॥  
 বিমল মুক্তার মালা দিল কেলিকলা ।  
 পুনরপি দিতে চায় হেমপদ্মমালা ॥  
 রাধারূপ নেহারিঞা হৃদয়ে না দিল ।  
 হস্ত হৈতে স্বর্ণমালা সম্পূটে<sup>৩</sup> রাখিল ॥  
 বিশাখা বলেন কেনে না দেহ গলায় ।  
 সখী বলে কোন কার্য্য সুবর্ণমালায় ॥  
 বিমল মৌক্তিকমালা দিলা রাই গলে ।  
 অঙ্গকাস্তি পাঞা সেই স্বর্ণমূর্ত্তি ধরে ॥

॥ তদ্যথা ॥

গৌরাজী কিং কনকদাম রচামি সা তে  
 বঙ্কোস্থলপরিস্ফুরণায় য রাধে ।  
 কাস্তিছটাস্তব পটাবরণং বিলজ্য  
 মুক্তাঘটাবিমলহাটকতাং তনোতি ।

চিত্রিণী লেখিতে চায় বিচিত্রলতিকা ।  
 প্রতি অঙ্গে কৃষ্ণনাম লেখিলা রাধিকা ॥

তিলক লইল নাম স্মরযজ্ঞ<sup>১</sup> তার ।  
 কৃষ্ণ মনোহারী কণ্ঠে হরিন্মগি হার ॥  
 প্রভাকরী নাম মুক্তা নাসিকাগ্রে সাজে ।  
 রোচন তাড়ক<sup>২</sup> শোভা করে ছই ভুজে ॥  
 মদনমোহন নাম হিয়ার পদকে ।  
 শঙ্খচূড় শিরোমণি শোভে<sup>৩</sup> স্তমস্তকে ॥  
 পুষ্পদন্ত গীনকাস্তি নাম ছই মণি ।  
 কটক চটক রাবে কটির কিঙ্কণী ॥  
 চিত্তচোর নাম তার কেয়ূর যুগল ।  
 বিপক্ষমর্দিনী নাম মুজিকা বিমল ॥  
 চিত্রাঙ্গী কনককাস্তি স্নশোভিত উরে ।  
 কৃষ্ণমনোহারী রত্ন নুপুর গোপুরে ॥  
 কুরুবিন্দ নামে বাস ইন্দ্রগোপ জিনি ।  
 মেঘাস্বর নাম তার উপরে ওড়নি<sup>৪</sup> ॥  
 সমুখে সখীর করে শ্যামলা দর্পণ ।  
 গোবিন্দবান্ধব নাম সুধাংশুকিরণ ॥  
 শলাকা নন্দদা নাম হৈমি চিত্রীবতী ।  
 কেশবেশকারী নাম স্বস্তিদা কঙ্কতি ॥  
 কন্দর্পকুহুরি নাম রত্নময় বাটি ।  
 বসিঞা হাসিঞা করে বেশ পরিপাটি ॥  
 ধানশী মল্লার রাগ গান করে সখী ।  
 নানা ছাদে বাজে রুদ্র বল্লভা বল্লকী ॥  
 বিশাখা পটেন যাত্রা মঙ্গল সুপাঠ ।  
 স্নন্দরী ময়ুরী<sup>৫</sup> পাশে করে চিত্রনাট ॥

॥ তদ্যথা ॥

আসিস্তথ্যা জয় জয় জয়েত্যাবিবাস্তে মুনীনঃ  
 দেবাজ্ঞীশ্চতিকলকলোমেছরপাছরস্তি হর্ষোদেবোষ

স্মৃতি পরিতো নাগরীণাং গরীয়ান্  
কো বা রঙ্গস্থলভুবিহরো ভেজিরে নানুরণম্ ॥

চকোরী চল্লিকা নাম চরণে লোটায় ।  
স্বপ্নধী সারিকা শুভা শ্যামনাম গায় ॥  
কুরঙ্গরঙ্গিণী নাম ধরিল যোগান ।  
মর্কটি কর্কটি বলে করিতে পয়ান ॥  
ললিতাদি সখী যত যুথ যুথ হঞা ।  
করিল কুঞ্জে যাত্রা জয় জয় দিয়া ॥  
হেনকালে কাত্যায়নী দাগাইলা আগে ।  
করজোড় করি বলে শুন সখীভাগে ॥  
সহজে তোমার তনু তড়িত সমান ।  
না জানি কি রসে তাহে করিল রসান ॥  
অবিকল শারদ শশীর পরকাশ ।  
অবিচারে পরিঞাছ জলধর বাস ॥  
বিশদ বসন যদি দেহ গোরা' গায় ।  
লিখিতে না পারে কেহো কিরণে মিশায়  
দূরে পরিহর রাই নুপুর কিঙ্কিণী ।  
রসনা ঘোষণা পাছে হয় জানাজানি ॥  
প্রতিকূল ঘরে ঘরে গোকুলের লোক ।  
পিপুন পাষণ্ড হৈলে পাবে বড় শোক ॥  
নগরভিতরে আগে সজোপনে যাই ।  
বিমল কুলের ভর কলঙ্কে ডরাই ॥  
মানসগঙ্গার পার বসিঞা বিজনে ।  
সাজিব সভার তনু যত থাকে মনে ॥  
সহজে পরশুরাম সহচরী ভাবে ।  
বসন ভূষণ লঞা সঙ্গেসঙ্গে যাবে ॥

রাগ জয়জয়ন্তী<sup>১</sup>

ও বোল না বল মোরে প্রাণ পরবশ ।  
ইছিঞা লঞাছি অঙ্গে কালা অপযশ ॥ ৫ ॥

কবরী উপরে নীল ইন্দীবর ফুল ।  
সেই ছলে ইছিঞা দিঞাছি জাতি কুল ॥  
কালিয়াবরণ বাস মনের<sup>২</sup> পিরিতে ।  
যে বলু সে বলু লোক নারিব ছাড়িতে ॥  
উভ করি কস্তুরী তিলক নিল ভালে ।  
জাতিকুলশীলে ডোর দিল সেই কালে ॥  
অঞ্জন<sup>৩</sup> রঞ্জনে কত রঞ্জএ নয়ান ।  
কালিয়াবরণে মোর ভেদিল পরাণ ॥  
পরিল কালিয়া কণ্ঠে<sup>৪</sup> কুলবধু হঞা ।  
সে শ্রাম কেমনে পাব লাজকে ডরাঞা ॥  
সাহস করিঞা যার নাম লেখি বৃকে ।  
কি আছে ভরম আর কি বলিব লোকে ॥  
মুখ দেখাইল শ্রামে ভাবের মুকুরে ।  
শরম ভরম সব পালাইল দূরে ॥  
বিলোল কিঙ্কিণী ঘন বলে কিনিকিনি ।  
বিকাইলু শ্রাম<sup>৫</sup> পায় হকু<sup>৬</sup> জানাজানি ॥  
মুখর মঞ্জীর পায় বাজুক বাজনা ।  
কালা কলঙ্কিনী রাধা গোকুলঘোষণা ॥  
পরশুরামের মনে আন নাহি ভায় ॥  
রাধা কাহ্ন বলি যদি লোকে গুণ গায় ॥

॥ যথা কল্পলতিকায়াম্ ॥

স্বামী মুঞ্চন্ত মুঞ্চতাং গুরুজন গঞ্জন্ত মুঞ্চত বা  
দুর্বাদং পরিঘোষন্তব পিঞ্জনা বংশে কলঙ্কে স্তবা ।

তাদৃক প্রেম নবানুরাগমধুনা মত্তায় মনিস্ত মে চিন্তাং  
নৈব নিবৃত্তি তেক্ষন মপি পানেশ পাদান্বজাং ॥

### রাগ ধানশী

এ সখী হাম কহিএ<sup>১</sup> তোহে ফেরি ।  
রাখবি মন মাহাঁ<sup>২</sup> মিলনক বেরি ॥ ধ্রু ॥

হেরব যব সুন্দর বর নাই ।  
ধৈরজ ধরবি যতনে মন মাহ ॥  
সহা না ছোড়বি সখীগণ সঙ্গ ।  
অলস বাধ জন্ম<sup>৩</sup> মোড়বি অঙ্গ ॥  
বামহি করে শির বসন সোঙারি ।  
ছলদ রসায়বি অঙ্গ উদ্বারি ॥  
তব যব<sup>৪</sup> নাই মিলব তুয়া পাশ ।  
না করবি বিরসনা দেয়বি আশ ॥  
অভিনব কাহু কি রব তুয়া ঠাম ।  
নিজ কোরে করবহি করবি পরগাম ॥  
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল হোই ।  
কাহু উপেখি রহবি সখী গোই ॥  
বিহসি বিলোল নয়ন পরকাশি ।  
সহচরীসাধনে নহি নহি ভাষি ॥  
সো বর জাগর ইঙ্গিত জানি ।  
পদ পরিজন্তু পসারিব পানি ॥  
করে করবারিতে পরশবি নাই ।  
পূরব ছুহু<sup>৫</sup> মন রস নিরবাহ ॥  
পরশুরাম কহে যুগতি না ভায় ।  
মদন কলাগুরু যো দরশায় ॥



গৌরীগান্ধার

ধনি ধনি রাথে আজুবনি<sup>১</sup> ।

লাখ লখিমি নবলীলা লোভন

ত্রজরমণীগণ মুকুটমণি ॥ ঞ্জ ॥

চিত্রিত চারু চরণে মণিমঞ্জীর

ঝুঝুঝুঝুঝু বাজে রসাল ।

প্রতিপদগতি রতিপতিমতি

মোহন নখমণি উদিত বিধুমাল ॥

পদতল অমল কমলদল

কোমল ফুয়ল থলজলজাবলি বলিঞা ।

ধরণীবিভূষণ আকুল চিহ্নগণ

অলিকুল বৈঠল ভুলিঞা ॥

সৌভগ মদমণি কিঙ্কণী ভামিনী

কিনিকিনি কামিনী কাহুসনে ।

পরশুরাম কহ ভুবন চতুর্দশ

পদনীরজরজ লেশ পনে ॥

চলল রমণীধনি নব অভিসার ।

গতি অতি মন্থর আরতি বিথার ॥

রসভরে চরণ চলিতে নাহি চলে ।

আলুঞা<sup>২</sup> পড়ে যৈছে<sup>৩</sup> যৌবনহিল্লোলে ॥

সজ্জিনী রজ্জিনী সব কাছেকাছে যায় ।

প্রতিপদে বিকশিত কুসুম বিছায় ॥

কুসুম কলিকা পেলৈ বাছিঞা বাছিঞা ।

পাছুকার প্রায় করে পদ আছাদিঞা ॥

কমল<sup>৪</sup> চরণ যেন ভূবি<sup>৫</sup> না পরশে ।

ধরণী কাতর পদপরশের আশে ॥

বিরহ বিয়োগ ক্ষিতি নারিল সহিতে ।  
 সখীর সাক্ষাতে দেবী আইলা আচম্বিতে ॥  
 প্রতি অঙ্গ সুশোভনা পুলক অঙ্কুরে ।  
 নাসিকাগ্রে ভূষা যেন নয়নাঙ্গ নীরে ॥  
 নবদুর্বাদল জিনি শরীর শ্যামল ।  
 বসনভূষণে তনু করে ঝলমল ॥  
 অস্ত্রোত্তো নিরীক্ষণ হৈল পরস্পরে ।  
 আসিঞা ধরিল দেবী ললিতার করে ॥  
 সুরুগে বলে শুন শ্রীমতী ললিতা ।  
 নিবেদন করি তোরে ইতিহাসকথা ॥  
 অমুর প্রবল হৈল কল্প বৈবস্বতে ।  
 অমর জিনিঞা রাজা হৈল ত্রিজগতে ॥  
 ভারাক্রান্ত হঞা তায় পশিলু<sup>১</sup> পাতালে ।  
 সমস্ত প্লাবিত<sup>২</sup> হৈল প্রলয়ের জলে ॥  
 লোকপাল গ্রহগণ যত সূর্য্যশশী ।  
 রাশিচক্র ব্যক্ত নহে নাহি দিবানিশি ॥  
 ভূগোল বিদিগ দ্বীপ লুপ্ত সর্ব্বদেশ ।  
 বটপুটশায়ী মহাবিশু একশেষ ॥  
 প্রলয়পয়োধি জলে ভাসে মিছামিছা ।  
 কথোকালে হৈল পুন সংসারের ইচ্ছা ॥  
 আত্মশক্তি মনোময়ী প্রভুর ইচ্ছাতে ।  
 বাঞ্ছা লিপ্সা সঙ্গে করি আশ্রয়<sup>৩</sup> মনোরথে ।  
 মনোরথে শক্তিসঙ্গে প্রভুর রমণ ।  
 তাহাতে হৈল আদি ব্রহ্মার জনম ॥  
 জন্মিঞা সে প্রজাপতি চাহে বাপ মায় ।  
 পিঠ পদ্ম বিনে কিছু দেখিতে না পায় ॥  
 কিবা জন্ম কিবা কৰ্ম্ম কিবা উপদেশ ।  
 বুঝিতে যুগলমূল করিল প্রবেশ ॥

আপনার মনে ছলে সহস্র বৎসর ।  
 তথাপি না পায় তার মূল আবাস্তর ॥  
 উঠিঞা বসিলা সেই জন্ম পদ্মাসনে ।  
 উপ বলি ছই বর্ণ সৃজিলা গগনে ॥  
 সহজ সাধনে নহে ব্রহ্মার প্রকাশ ।  
 ক্রিয়াসিদ্ধি না দেখিঞা ছাড়িল নিশ্বাস ॥  
 নিশ্বাসের সঙ্গে সেই নাসিকায় হৈতে ।  
 বরাহ শরীর বারি' হৈল আচম্বিতে ॥  
 প্রথমে আছিল বপু অদ্বুষ্ঠপ্রমাণ ।  
 দেখিতে দেখিতে হৈল পৰ্ব্বতপ্রমাণ ॥  
 ছই চক্ষু দেখি ছই সূর্য্যের আকার ।  
 দস্তের ছটায় দূরে গেল অন্ধকার ॥  
 মহাকায় ছই দম্ভ কাস্তি কত মণি ।  
 প্রলয় পয়োধি জলে নাহিলা তখনি<sup>১</sup> ॥  
 দেখিঞা সে পদ্মাসন কৃতাজ্জলি হঞা ।  
 করিল কারণস্তুতি প্রণাম করিঞা ॥  
 বিধাতারে আজ্ঞা দিল সৃষ্টি করিবারে ।  
 শুনিঞা কাতর ব্রহ্মা বলে ধীরে ধীরে ॥  
 পাতালে পশিলা পৃথ্বী সব জলাকার ।  
 জন্মিলে প্রজার তরে না দেখি আহার ॥  
 শুনিঞা বরাহ হরি পশিলা পাতালে ।  
 ছই হস্তে ধরি মোরে তুলিলেন কোলে ॥  
 কাতর হইঞা আমি কৈল নিবেদন ।  
 আমারে না লৈয় ভূমি<sup>২</sup> শুন নারায়ণ ॥  
 অশুরের পরাক্রম কতেক সহিব ।  
 মিথ্যাবাদীর পদভর সহিতে নারিব ॥  
 হিংসক হইব যত পৃথিবীর রাজা ।  
 অমাত্য সকল নিত্য দংশিবেক প্রজা ॥

পরদারে পরধনে লুপ্ত হবে লোক ।  
 সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়িয়া বাঢ়িব দুঃখ শোক ॥  
 ক্লিষ্ট হবে যত জীব' পাসরিবে ধর্ম্ম ।  
 অল্পদিন জন্মিবেক অল্পচিত্ত কর্ম্ম ॥  
 যপ যজ্ঞ দান ধ্যান না থাকিব মনে ।  
 ভক্তিহীন হবে লোক সদগুরু সেবনে ॥  
 যত দৈত্য হত্যা কৈলে যত অবতারে ।  
 কুপণ্ডিত হঞা তারা জন্মিবে সংসারে ॥  
 অগ্ন অর্থে বাখানিঞা শাস্ত্র স্মৃতি ঋতি ।  
 ভ্রান্ত চিন্তা করাবেক দিঞা অসম্মতি ॥  
 ভরা সম হবে মোরে দৈত্য সম ভর ।  
 ভবিষ্য ক্লেশের কথা কহিল ঈশ্বর ॥  
 সর্ব্বংসহা নাম মোর তভু সহা যায় ।  
 বৈষ্ণবের পদধূলি যদি লাগে গায় ॥  
 অপ্রকট হবে যত বিষ্ণুভক্তজন² ।  
 দিনে দিনে লুপ্ত হবে নাম সংকীৰ্ত্তন ॥  
 এতেক বিনয় যদি করিল ঈশ্বরে ।  
 গুনিঞা বরাহ হরি কহিল আমারে ॥  
 কহিল কথায় ধরা কাতর না হবে ।  
 সংপ্রতি পত্তনে তুমি বড় মুখ পাবে ॥  
 সারস্বতকল্প নাম হবেক সম্প্রতি ।  
 তাহে যত অবতার গুন বসুমতী ॥  
 যে প্রভু গোলোকধাম সভার আধার ।  
 কল্পনার কলা তার কার্য্য অবতার ॥  
 যুগে যুগে অবতার সেই তার অংশ ।  
 অভিন্ন ঈশ্বর প্রায় মহাবিষ্ণু বংশ ॥  
 যারে বলি মহাবিষ্ণু অপ্রমেয় সেহো ।  
 অচিন্ত্য অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ ॥

কার্যহেতু হয় সম্ব রজ তম কায়া ।  
সেই শক্তি হয় তার অনুরূপ মায়া ॥  
সেই মায়া যার বশ সেই সর্বেশ্বর ।  
মায়াবশ জীব সংজ্ঞা নহে শুভাস্তর ॥

॥ যথা বেদান্তসূত্রে ॥

স ঈশ যদ্বশে মায়া স ব জীববায়ন্ত্যর্জিতঃ ॥

গোলোক নায়ক এক স্বতন্তুর হঞা ।  
যুগধর্ম করে তেহৌ অংশকলা দিঞা ॥  
অবতরি সেই সব স্বতন্তুর হয় ।  
পরিণামে বিরাট বিগ্রহে হয়' লয় ॥  
শ্বেত রক্ত অরুণার সোন শ্রাম সনে ।  
পাণ্ডুর পিঙ্গল গৌর ব্রহ্মরক্তগুণে ॥  
কাল নীল এই ক্রমে দ্বাদশ মুর্তি ।  
এক হঞা একাদশে সেই অধিপতি ॥

॥ যথা শ্রীক্রমে ॥

শ্বেতচিত্রোহরুণঃ সো ন শ্রাম পাণ্ডুরপিঙ্গলো ।  
গৌর ব্রহ্মোস্তথারক্তঃ কালে নীলক্রমাদমী ॥

কপিলো মাধবোপেন্দ্র নৃসিংহাবতার ।  
শ্রীনন্দনন্দন এক সভার আধার ॥  
বল কুর্ম কঙ্কি আর রাঘব ভার্গব ।  
করী মীন আদি হন অবতার সব ॥

॥ তদ্ যথা ॥

কপিলো মাধবোপেন্দ্র নৃসিংহো নন্দনন্দনঃ ।  
বলকুর্মস্তথা কঙ্কি রাঘবো ভার্গব করি মীন ইত্যাদি ॥

এইরূপে ক্রমে ক্রমে দ্বাদশ দেবতা ।  
 'শুন বসুমতী তার ইতিহাস' কথা ॥  
 যুগাবতারের সাম্য কার্য অবতারে ।  
 ধর্মসংস্থাপনা আমি করি বারে বারে ॥

॥ যথা ॥

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

সর্ব বর্ণ সর্ব শক্তি সর্ব দেব লঞা ।  
 সেই সর্বেশ্বর সর্ব অবতার হঞা ॥  
 স্বেচ্ছায় করিব প্রভু লীলা অবতার ।  
 বিহরে বৈভব হবে ত্রিভুবনের সার ॥  
 কলিন্দনন্দিনীতটে নিকুঞ্জকাননে ।  
 অভিন্ন গোলোক ভূমি যান বৃন্দাবনে ॥  
 সাক্ষোপাঙ্গ সঙ্গস্থে বিহরিব প্রভু ।  
 সে সব সম্পদ তুমি নাহি দেখ কভু ॥  
 ঈশ্বরচরণস্পর্শ পাই বারে বারে ।  
 কিবা সে ভাগ্যের কথা শুন বসুমত্রে ॥  
 পরমাস্তরঙ্গ শক্তি সঙ্গে সখীগণ ।  
 নিতি নিতি কুঞ্জপথে করিব গমন ॥  
 যে পদপঙ্কজ অঙ্গ দেবের ছল্লভ ।  
 ভব আদি ভাবে যার প্রেমের বৈভব ॥  
 বৈষ্ণবের চিন্তামণি যে চরণরেণু ।  
 তাহে নিতি বিভূষিত হবে তুয়া তনু ॥  
 এমত সম্পত্য তুমি অনাআসে পাবে ।  
 ক্রেশ না ভাবিহ তুমি মর্ত্যপুরী যাবে ॥  
 এ সব আশ্বাস মোর করিঞা ঈশ্বর ।  
 বিশেষে কহিল মোরে সর্বপরাংপর ॥

রাধিকার প্রাণবদ্ধ যে নন্দনন্দন ।  
 কলিকালে সেই পুন পতিতপাবন ॥  
 গোকুলের ভাবে পুন নদীয়া নগরে ।  
 যমুনার অভিপ্রায় সুরধনী তীরে ॥  
 অভিন্ন যশোদা নাম শচী ঠাকুরাণী ।  
 তার গর্ভে ভগবান জন্মিবা আপুনি ॥  
 দৈন্ত্যভাব প্রকাশিঞা আপনে ঈশ্বরে<sup>১</sup> ।  
 নামচিস্তামগি দান দিব প্রতিঘরে<sup>২</sup> ॥  
 সাক্ষোপাঙ্গ ভক্তরূপে জন্মি নানা দেশে ।  
 প্রতিদেহে জন্মাইব ভাবের আবেশে ॥  
 রাধাপ্রেম শ্রীতিপর্যা করিব আচরণ ।  
 সঙ্কেতে সতত সে বিলাস বৃন্দাবন ॥  
 শ্রীমতী পরিচর্যা করি প্রতি পুরে ।  
 সে স্থখে বৈকুণ্ঠবাস তিরস্কার করে ॥

॥ যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতৈঃ<sup>৩</sup> ॥

রাধাপ্রেমসুধারসে নবসুধানিঃশেষমাপ্যায়িতো  
 শ্রীমূর্ত্তিন পরিচর্যা প্রতিপুরং বৈকুণ্ঠরূপী কৃতম্ ।  
 তত্তৎকীর্ত্তনাদিকুতু কৈব বৃন্দাবনং বিস্মৃতং তস্মাদেগৌর  
 মহাপ্রভো মহিমা সীমানমারোহিতঃ ॥

এসব আশ্বাস মোরে করি নারায়ণ ।  
 জলের উপরে লঞা করিল পশ্চন ॥  
 সেই হৈতে আছি আমি এই প্রতি আশে ।  
 সাধন সফল হবে এতেক দিবসে ॥  
 এতদিনে অনুকূল হৈল মোর বিধি ।  
 কি লাগি ভোমরা হও প্রতিকূল বাদী ॥

ভূবি না পরশে যদি রাধার চরণ ।  
 এতকাল ক্লেশ পাই কিসের কারণ ॥  
 ধরণী কহিল এত ললিতার আগে ।  
 চমৎকার প্রায় শুনে যত সখী ভাগে ॥  
 হাসিঞা বিশাখা তাহে<sup>১</sup> করিল<sup>২</sup> উত্তর ।  
 কোথা বা দেখিলে শক্তি কোথা বা ঈশ্বর ॥  
 কেমন গোকুলপুরী কেমন ধরণী ।  
 কেমন বরাহ হরি আমরা না জানি ॥  
 কেবা তার সাজোপাজ কেবা তার প্রভু ।  
 এমন বিচিত্র কথা শুনি নাহি কভু ॥  
 ত্রিভঙ্গ সুন্দর শ্যাম ভুবন সুন্দর ।  
 শ্রীনন্দনন্দন বন্ধু সেই প্রাণেশ্বর ॥  
 বৃষভানু মহারাজা কুলের নন্দিনী ।  
 মাধুর্য্যাদি গুণাঞ্জিয়া সখীশিরোমণি ॥  
 এই সখা এই সখী এই দেবী দেবা ।  
 এই ধন এই প্রাণ এই সেব্য সেবা ॥  
 যে কালে পাইবে<sup>৩</sup> তুমি ঈশ্বরী ঈশ্বর ।  
 তখনি পাইবে তুমি যত বরাহের বর ॥  
 এতেক বলিঞা তারে ইঙ্গিত করিঞা ।  
 নিকুঞ্জের পথে যায় হাসিঞা হাসিঞা ॥  
 কহিল কখন যদি গোপিকা না শুনে ।  
 দাগুইলা বসুমতী বিমরিষ মনে ॥  
 সজোপনে দৈববাণী কহিল তাঁহারে ।  
 তুমি কেনে ছুঃখ ভাব শুন বসুন্ধরে ॥  
 সৌভাগ্যসম্পদে গোপী না দেখে নয়ানে ।  
 সাম্পত্যের কালে কেবা কার কথা শুনে ॥  
 কেবা তুমি কেবা আমি কেবা রমা উমা ।  
 কেবা পরশিতে পায় গোপীর গরিমা ॥



স্বতন্ত্র ঈশ্বর যার বেদে গায় যশ ।  
 মাধুর্য্যাদি গুণে সেহো গোপিকার বশ ॥  
 শ্রীনন্দনন্দন প্রভু নিকুঞ্জকাননে ।  
 মহারস রাসোচ্ছব রাধিকার সনে ॥  
 রভসসম্পদে গোপী সব পাসরিবে ।  
 চরণচারণে চারু অঙ্গসঙ্গ পাবে ॥  
 এসব আশ্বাসকথা কহে দৈববাণী ।  
 হৃদএ ভরসা করি রহিলা ধরণী ॥  
 গুরুপদ সরসিঙ্গ শরণ বিহিত ।  
 রচিল পরশুরাম মাধব' সঙ্গীত ॥

## চতুর্দশ অধ্যায়

### রাগ ধানশ্রী গুজ্জরী'

বৃন্দাবিনিং<sup>১</sup> বিজয়তি রাধা ।

বিকশিত<sup>২</sup> মনোহর বিরহক<sup>৩</sup> বাধা ॥ ক্র ॥

লীলা ললিত বিলোলিত দেহা ।

পূরিত<sup>৪</sup> অন্তর শ্রামক নেহা ॥

সুন্দরীবৃন্দ শিরোমণি বামা ।

গোপরাজসুত সঙ্গতি কামা ॥

লোল দিগঞ্চল মনসিঙ্গ তন্দ্রা ।

মন্দ স্নিতামৃত আনন চন্দ্রা ॥

উন্মদ মদন মনোরমবেশা ।

কুন্দনকাস্তি কুঞ্চিত<sup>৫</sup> কেশা ॥

ভালতলে নব পঙ্কজ বন্ধু ।

কোরে উজ্জরল চন্দন ইন্দু ॥

বন্ধকাধর মৌক্তিক দশনা ।

অঞ্জনগঞ্জন রঞ্জন বসনা ॥

তনু অমুলেপন কস্তুরী পঙ্কে ।

মৃগলাঞ্জন হর পূর্ণশশাঙ্কে ॥

ললিতা বিশাখা সহচরী সেবি ।

পরশুরাম সুখদায়নী দেবী ॥

জয় জয় বিনোদিনী নব অভিসার ।

ভুবনমোহন চারু চরণসঞ্চার ॥

মধুর মধুর মৃৎ তাঁতিঞা চলনী ।

লাবণ্য হেরিঞা কান্দে কামের কামিনী

পহিরণ বসন সঘন ঘোর ঘটা ।  
 বরণকিরণ যেন দামিনীর ছটা ॥  
 অভিনব শ্রামশ্রেমে ডগমগি তনু ।  
 মণি আভরণে তাহে ঝলকএ ছনু ॥  
 সজ্জিনী রজ্জিগী সব বরজ কিশোরী ।  
 কেহো তদনুগা সখী কেহো যুথেশ্বরী ॥  
 বলয়া নুপুর মণি কঙ্কণকিঙ্কিনী ।  
 জিনিঞা স্মধার ধারা স্নললিত ধ্বনি ॥  
 অবিকল শারদ শশীর পরকাশে ।  
 ফুলল কুসুম সব বসন্ত বিশ্বাসে ॥  
 শ্রামল রাতুল পত্র পূর্ণ ফলে ফলে ।  
 বিকশিঞা পড়ে তারা' রাধাপদতলে ॥  
 রাধা অভিসারে হৃষ্ট হঞা বৃন্দাবন ।  
 সঙ্কেত সভারে পূজে রাধার চরণ ॥  
 বিলোলিত পত্রচয়ে সেবে মন্দ বায় ।  
 মকরন্দ বৃন্দ ছলে পাণ্ড দেই পায় ॥  
 গন্ধ অভাবে দেই কুসুমের রেণু ।  
 আপন ইচ্ছায় ভূমে পাতিঞাছে তনু ॥  
 সুপক মধুর ফলে নৈবেদ্য বেভার ।  
 পত্রচয়ে নম্র শাখা সেই নমস্কার ॥  
 সহজ স্বভাব মৌন সেই যেন ধ্যান ।  
 ভ্রমরগুঞ্জিত যত সেই গুণগান ॥  
 পরণে কাঁপএ পাতা যেন চিত্রনাট ।  
 বিহঙ্গের ধ্বনি শুনি মুনির স্তব পাঠ ॥  
 পূর্বের মহামহামুনি যোগসিদ্ধ হঞা ।  
 বিহরে ত্রীবৃন্দাবনে বিহঙ্গম হঞা ॥

॥ যথা ত্রীদশমঙ্করে ॥

প্রয়োবতাস্ব মুনয়ো বিহগা বনেহস্মিন  
কৃষ্ণেক্ষিতং তমুদিতং কলবেগুণীতম্ ।  
আরুদ্য যে ক্রমভুজাহুচিরপুরানান  
শৃংখলি মিলিত হসো বিগতান্ধবাচ ॥

যে তরু পল্লব রাধা পরশএ পায় ।  
তা দেখি অপর বৃক্ষ অবনী লোটায় ॥  
সফল জনম করি আপনার মনে<sup>১</sup> ।  
ধন্য ধন্য করি শুক সারিকা বাখানে ॥  
কপোত কোকিল কেয়া ডাকে কাছেকাছে  
ময়ূর ময়ূরী<sup>২</sup> সব সারি দিএগা নাচে ॥  
কস্তুরী চামরী হংসী করিণী হরিণী ।  
দেখিতে আইলা রাধা অভিসার শুনি ॥  
যার যত রূপগুণে আছে অহঙ্কার ।  
দেখিব রাধারে আর গুণের প্রচার ॥  
ত্রীঅঙ্গ সৌরভে লজ্জা পাইল কস্তুরী ।  
কেশবেশ দেখি পুন লুকায় চামরী ॥  
নীরব হইলা হংসী মঞ্জীরের নাদে ।  
করিণী গমনশিক্ষা করে প্রতিপদে ॥  
দৃষ্টি হেরি অধোমুখী হইলা হরিণী ।  
রঞ্জিণী রাধার রূপ ভুবনমোহিনী ॥  
সখী সঙ্গে রসবতী পথে যায় চলি ।  
পুষ্পের চয়ন তথা করে চন্দ্রাবলী ॥  
কুসুমের ধনু করে কুসুমের শর ।  
কুসুমের অলিচিত্র কলক সুন্দর ॥  
কুসুমবিমান তাহে কুসুমের ধ্বজে ।  
কুসুমসারথী সেহো সময়ের সাজে ॥

কুসুম ইন্সর মুখে কুসুমকলিকা ।  
 কেহো বলে আজি বনে জিনিব রাধিকা ॥  
 কেহো বলে সে খনি কতেক রূপ ধরে ।  
 কেহো বলে কাহুরে কিনিব আঁখি' ঠারে ॥  
 কেহো বলে সখী আমি হেন মনে করি ।  
 একত্র হইব আজি বরজ স্তন্দরী ॥  
 দৈবেই মধ্যস্থতায় নন্দের কুমার ।  
 রাধিকার সঙ্গে রূপগুণের বিচার ॥  
 কেহো বলে বিচারে লভিব কোন যশ ।  
 সর্বথা জানিহ কৃষ্ণ রাধিকার বশ ॥  
 নিজ নিজ অহঙ্কারে করে অহুমান ।  
 অশোণ্ডে করএ ফুলশরের সন্ধান ॥  
 হেনকালে রসবতী সখীবৃন্দ সনে ।  
 আসিঞা পশিল সেই কুসুমের বনে ॥  
 ডগমগি কিরণে কানন করে আলা ।  
 দেখিঞা ধাধসে যত বিপক্ষ অবলা ॥  
 যেবা যত অহঙ্কার কৈল কুঞ্জে বসি ।  
 আপনারে দেখে যেন রাধিকার দাসী ॥  
 নিজ অঙ্গ হেরি পুনঃ রাধামুখ চায় ।  
 রূপ সস্বরিতে চক্ষু স্থল নাহি পায় ॥  
 লাবণ্য নেহারি কারো মুখে পড়ে নাল ।  
 গুণে গানে দাসী ইচ্ছা করে কতকাল ॥  
 রূপ হেরি চন্দ্রাবলী সত্ত্বম° পাইঞা ।  
 রাধিকা নিকটে আইলা হাসিঞা হাসিঞা ॥  
 চন্দ্রাবলী বলে রাই তুয়া উপদেশে ।  
 কুলবতী হঞা কৈল কানন প্রবেশে ॥  
 সময় বঞ্চিল সন্তে কুসুম রচিঞা ।  
 যামিনী ছ্যাম গেল পথ পানে চাঞা ॥

ভাল হৈল একত্র হইল কুঞ্জপথে ।  
সকল সুন্দরীবৃন্দ যাবে একসাথে ॥

॥ যথা উজ্জলনীলমণ্যাম্ ॥

তাবস্ত্রাবতী ন চটুলং ফুল্লতা মোতিপালী  
শালীনদ্বং ত্যজতি বিমলা শ্যামলাহংকরোতি ।  
স্বৈর চন্দ্রাবলী বণিচলতুল্লম য্যোত্তমাজ  
যাবৎ কর্ণে ন হি নিবিশতে ইন্দ্ররাধেতি মন্ত্রঃ ॥

রাধিকা বলেন সখী আমি ইহা বলি ।  
নগরে গুনিল আগে গেলা চন্দ্রাবলী ॥  
নানা অস্ত্র কুসুমের দেখি আশেপাশে ।  
কেহো কিছু হাতে করি সখী সব হাসে ॥  
সমরের সজ্জা দেখি বলে বিনোদিনী ।  
কোন রাজা জিনি রাজ্যে হবে পাটরাণী ॥  
শ্যামলা বলেন কুঞ্জে গোড়ারের ভয় ।  
সাবধানে থাকি জানি কখন' কি হয় ॥  
বক অঘ বৎসক দেখুক বুঝকেনী ।  
কত দৈত্য মুক্ত হৈল কুঞ্চপাশে আসি ॥  
হেন ধনুর্ধর বন্ধু থাকিতে কাননে ।  
অভয়শরণ ছাড়ি ভয় কর কেনে ॥  
পদ্মাবতী বলে তাহে আছে বহু বাধা ।  
ললিতা বলেন সখী তার অস্ত্র রাধা ॥  
আশ্রয় করিলে রাধা চরণযুগলে ।  
বাধ্য হঞা সাধ্য হয় যত অমঙ্গলে ॥  
শরণ না লয় হেন চরণসরোজে ।  
কুঞ্চবন্ধু সুখসিদ্ধ চাহে কোন লাজে ॥

যথা রসসুধাকরে ॥

অনারাধ্য রাধাপদাসুজযুগ্মমনঃশ্রুত্যা  
বৃন্দাটবিং তৎপদাঙ্কাম্ ।  
আসম্ভাশ্চ তদ্ভাবগভীরচেতা কথং শ্রাম-  
সিন্ধো রসস্ভাবগাহঃ ॥

সৌভাগ্যমঙ্গল যত আছে ত্রিভুবনে ।  
প্রতিবিশ্ব দেখে এই রাধার চরণে ॥  
বলয়া আকার তায় কুসুমের লতা ।  
চন্দ্ররেখা লেখা তাহে শুন তার কথা ॥  
এ সকল শোভাবৃন্দ অটবী মণ্ডলে ।  
সে সব শোভার সাক্ষী রাধাপদতলে ॥  
বেষ্টিত বলয়াকার যমুনার চিহ্ন ।  
কুসুমের লতা বোটা নিকুঞ্জ অভিন্ন ॥  
তার মধ্যে চন্দ্ররেখা চিস্তামণিস্থল ।  
তমসাবর্জিত নিত্য সতত নিশ্চল ॥  
যবচক্রে উর্দ্ধরেখা পদ্মাসুশ ধ্বজে ।  
পতাকা সহিতে বাম চরণে' বিরাজে ॥  
যবে ভক্ত মহাযশা চক্রে অস্ত্রধারী ।  
স্বরণে বিধ্বজ্জ' যত ভক্তচিত্ত অরি ॥  
পদতলে উর্দ্ধরেখা মুক্তি করে ভ্রম ।  
সরসিজ চিহ্ন সর্ব সম্পত্য আশ্রম ॥  
সর্বোত্তমোত্তম ধ্বজ পতাকা সহিতে ।  
কামাদি বাসনা তারে নারে পরশিতে ॥  
সব্যাপাদ° সপ্ত চিহ্ন এই অর্থ করি ।  
অসোব্যয়ে° অষ্ট চিহ্ন শুন সহচরী ॥  
বিমানের তলে মীন বামাংশু কুণ্ডল ।  
তাহার উপরে শঙ্খ সতত নিশ্চল ॥

অগ্রভাগে শোভিত শ্যামল শৈলশিশু ।  
 পর্বতের পাশে বজ্র রসবের ইন্দু ॥  
 কনিষ্ঠার কোলে দেবী চতুরশ্ব শোভা ।  
 তার তলে দিব্যশক্তি পূর্ণচন্দ্র প্রভা ॥  
 পদতলে রথচিহ্ন এই অল্পভাবে ।  
 পূর্ণ মনোরথ যার যেই ভক্ত সেবে ॥  
 অথবা কামের কামকেলি চিত্ররথে ।  
 মীনকেতন মীনশরণ পশ্চাতে ॥  
 অগ্ন অঙ্গ শোভা করে কেয়ুর<sup>১</sup> কুণ্ডলে ।  
 সেহো শোভা সাম্য নহে চরণযুগলে ॥  
 ভূষণে ভূষিত নহে রাধিকার তনু ।  
 কুণ্ডলের চিহ্ন পদে এই হেতু দুই ॥  
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চিহ্ন দুই পায় ।  
 সর্ব ব্যবহারের সেব্য ইঙ্গিতে বুঝায় ॥  
 শৈলশিশু শোভা প্রায় সেই গোবর্দ্ধন ।  
 চতুরশ্ব বেদি<sup>২</sup> চিহ্ন সেই বৃন্দাবন ॥  
 পদতলে দিব্যশক্তি এমত বাখানি ।  
 ত্রীমতী রাধিকা সর্বশক্তি শিরোমণি ॥  
 এই ক্রমে দুই পদে চিহ্ন পঞ্চদশ ।  
 স্মৃতিস্মরণে লোক লভে দিব্য যশ ॥  
 কান্তি কীর্তি বুদ্ধি মেধা সম্পত্য সদনে ।  
 রাধাকৃষ্ণ প্রেমভক্তি বাড়ে দিনে দিনে ॥  
 চরণ চিহ্নের অর্থ করি অল্পভাবে ।  
 নিষ্কর্ষ করিতে নায়ে ব্যাস শুকদেবে ॥  
 কৃষ্ণ কামকল্পতরু রাধা স্বর্ণলতা ।  
 কহিল তোমার আগে সার সূচ্য কথা ॥



॥ যথা দুর্গসঙ্গমণিটীকায়াং চূর্ণকে ॥১

বলয়াকার কুসুমবল্লী চন্দ্ররেখা সহ' ,  
চিহ্নবিশেষ যব'চক্র° উর্দ্ধরেখা° পদ্মাক্ষ°  
ধ্বজ° পতাকা সহিত' এতানি সপ্ত চিহ্নানি  
বামচরণে ॥

অথ পার্শ্বের্ণা মংস্ত্র কুণ্ডলবয় তদুপরি শৈল  
কনিষ্ঠা তন্তলে বেদীত তুলে শক্তি পার্শ্বেষু  
সদা' সাজ শঙ্খ এতানি উভয়চরণে  
পঞ্চদশ'° চিহ্নানি ॥

অক্কোর্থ চিহ্নের কথা শুন সর্ব সখী ।  
গুণার্থ প্রত্যঙ্গ ভেদে বর্তমান দেখি ॥  
বিনি আভরণে অঙ্গ ষোড়শ শৃঙ্গার ।  
দীর্ঘ খর্ব্ব সূক্ষ্ম তুঙ্গ কৃশতা বিস্তার ॥

॥ যথা উজ্জলনীলমণ্যাম্ ॥২

স্বাতা' নখাগ্রস্থানি° রসিপটা° সূত্রিনীত ।  
বন্ বেগী° সোদঃসা° চর্চিতাঙ্গী°  
কুসুমিতচিকুরা' ত্রীণ্বিগী° পদ্মহস্তা°  
তাম্বুলাস্ত্রে'° রুবিন্দ্'° স্তবকিত চিবুকা'°  
কজ্জলাক্ষী'° সূচিত্রা'° রাধালক্তোজ্জলাঙ্গুী'  
ক্ষুরতি তিলকিনী'° ষোড়শ কল্পনীয়ম্ ॥

ধৈর্য্য গাঙ্গীর্য্য আদি যতেক মহিমা ।  
আমি কি বলিব বেদে দিতে নারে সীমা ॥  
এসব কথন যদি শুনি চন্দ্রাবলী ।  
সখীর সমাখে দেবী লাজে হৈল কালি ॥

পরশুরামের মন ধরনে না যায় ।  
লোটাঞা পড়িল যেন ললিতার পায় ।

## রাগ মালশী

জয় জয় ভানুতনি গৌরাঙ্গিনী  
জয় জয় বিনোদিনী ।

পদতল থল অমলকোমল  
শিরিষ কুসুম জিনি ॥ ঙ্র ॥

‘তপত কাঞ্চন গৌরব গঞ্জন  
ঢল ঢল ঝলকনি ।

তহু তুলনারে উ হয় দাসিনী  
লাজে লুকাইল জানি ॥

কটিতট পটে পুরট কটক  
চারু চটার ধুনি ।

ঝুঝু রুঝুঝু<sup>১</sup> ললিত শিঞ্জিনী<sup>৩</sup>  
মদন মুকুছে শুনি ॥

উজ্জর যুগল হার নিরমল  
তহুঝুহ কালফণি ।

সুমেধ শিখরে সুরত রঙ্গিনী  
কালো কালিন্দীর পানি ॥

কিএ কুসুমিত কুঞ্চিত কুম্ভল  
উরে বিলোলিত বেণী ।

নয়নশোভন<sup>৪</sup> নিরখি<sup>৫</sup> কাননে  
পালাঞা পশিল এনি ॥

মুখ সুখসিদ্ধ ইন্দু ঝলমল  
অমিত<sup>৬</sup> অমৃত<sup>৭</sup> বাণী ।

১ পরবর্তী হয় গুণ্ডিকি ক-পুঁথিতে নেই      ২ ঝুঝু ঝুঝু      ৩ শিঞ্জিনি  
৪ সোহন      ৫ নিরীক্ষি      ৬ অমৃত      ৭ প্রমৃত

আখরে আখরে                      সিঁচিঁত পরশু-  
রামের পহর প্রাণী ॥

শুনিঞা ললিতার এত বচনমাধুরী ।  
রাধা' বেড়ি দাণ্ডাইলা যত সহচরী ॥  
তা দেখিঞা রসবতী মরম জানিঞা ।  
সমভাবে বলে কিছু হাসিঞা হাসিঞা ॥  
যেই তুমি সেই আমি সেই যুথেশ্বরী ।  
সমান সমান যত বরজ কিশোরী ॥  
যার সঙ্গে যে জনা অধিক প্রীতি পায় ।  
এক প্রয়োজন মাত্র সঙ্গস্থে যায় ॥  
ইথে যার ছোট বড় ভেদবুদ্ধি হয়ে ।  
উপযুক্ত নহে এই স্বজাতিয়াশয়ে ॥  
সভার বাসনা সেই নন্দের নন্দনে ।  
এই হেতু কুলবতী কালিন্দীকাননে ॥  
কুসুমের অঞ্জ যত নেহ যত্ন করি ।  
একত্র হইঞা যত বরজ সুন্দরী ॥  
বামপাশে চন্দ্রাবলী শাখা উপশাখা ।  
দক্ষিণে স্বযুথ লঞা ললিতা বিশাখা ॥  
পথ হেরি যায় আগে চিত্রিণী চারিণী ।  
নিকুঞ্জকাননে যেন ভরল<sup>১</sup> দামিনী ॥  
মুখ নিরীক্ষণ যেন সুধাকর হাট ।  
গমন দেখিতে যেন অভিনব নাট ॥  
অধর দেখিতে যেন রাতা পদ্মবন ।  
নয়ন নিরখি যেন চঞ্চল খঞ্জন ॥  
বসনভূষণ যেন চিত্র মেঘমালা ।  
চরণে মঞ্জীরমণি যেন চন্দ্রকলা ॥  
ঘাঘর নুপুরমণি কঙ্কণ কিকিণী ।  
চলিতে চলিতে<sup>২</sup> পথে সুললিত ধ্বনি ॥

নড়ি ধরি পৌর্ণমাসী যায় আগে আগে ।  
 আশেপাশে চলি যায় যত সখীভাগে ॥  
 পথে যাতে কহে বুড়ি সে কানুর কথা ।  
 বুঝিঞা প্রসঙ্গ করে বিশাখা ললিতা ॥  
 যে সব কথনে মনে উপজে অনঙ্গ ।  
 রাধার সঞ্চার ঘন<sup>১</sup> প্রেমের তরঙ্গ ॥  
 হেনমতে সখী সঙ্গে যান হালেহোলে ।  
 আচম্বিতে উত্তরিলে সে রাসমণ্ডলে ॥  
 কোটি সূর্য্য চন্দ্র যেন করিল উদয় ।  
 প্রতি বৃক্ষমূল বান্ধা নানা রত্নচয় ॥  
 এক তরু নানা বন্ধে ধরে ফল ফুল ।  
 সহজেই সুশীতল কালিন্দীর কুল ॥  
 ছয় ঋতু মূর্ত্তিমান সতত সেখানে ।<sup>২</sup>  
 শৈত্য সৌগন্ধমাত্য সেবিত পবনে ॥  
 বোলহ ললিত সঙ্ক্যা সুরতরুলতা ।  
 বিশদ তরুর যত শ্রামবর্ণে<sup>৩</sup> পাতা ॥  
 শ্রামলবরণ বৃক্ষ পত্র শোভে<sup>৪</sup> লাল ।  
 অবদাত<sup>৫</sup> তরু যত যেন হরিতাল ॥  
 রাধাকুঞ্জ করি তার আগে হৈতে নাম ।  
 গৌরমূর্ত্তি হয় তথা যদি যায় শ্রাম ॥  
 শুকপক্ষ প্রায় তথা যত পিকগণ ।  
 কাননে কলাপী যত<sup>৬</sup> কাঞ্চন বরণ ॥  
 সুবর্ণের বর্ণ তরু সব ফল ফুলে ।  
 সুবর্ণের বর্ণ অলি মধু পিয়া বুলে ॥  
 শ্রাম নাম কুঞ্জ দেখি তাহার দক্ষিণে ।  
 কালিন্দীর কুলে কেলি কদম্ব কাননে ॥

কাননের প্রতিবিশ্ব কালিন্দীর জল<sup>১</sup> ।  
 সমান সমান শোভা দেখি জলস্থল<sup>২</sup> ॥  
 বিলোলিত তরুলতা সুধার সমীরে ।  
 কালিন্দীর জল যেন কাঁপে ধীরে ধীরে ॥  
 জাতি যুঁথি পুষ্পমল্লী হল্লীসক দোলে ।  
 কহলার কৈরব সাম্য শোভিত মৃণালে ॥  
 জলের অন্তরে ইন্দু প্রতিবিশ্ব দেখি ।  
 নিজ পুচ্ছ প্রসারিঞা কুঞ্জে নাচে শিখী ॥  
 কালকণ্ঠ কারণ্ডব ডাকে সরা বিনি ।  
 কপোত কোকিল কেকিকূলে কলংধ্বনি ॥  
 শ্যামল দর্পণ যেন যমুনার জল ।  
 মহা মরকতে সে রচিত রঙ্গস্থল ॥  
 পাণ্ডুর পিঙ্গল পীত চিত্র অরুণিমা ।  
 কৃষ্ণবর্ণ হয় সেই কৃষ্ণের মহিমা ॥  
 চম্পক কেশর নাগেশ্বর কেতকী ।  
 কদম্বকোরক কুন্দ জবা আমলকি ॥  
 সর্ব বর্ণ পুষ্প তাহে শ্যামবর্ণ ধরে ।  
 সারি সূয়া শিখি সিদ্ধ নহে বর্ণান্তরে ॥  
 বিচিত্রকানন কুন্দ তাহার পশ্চিমে ।  
 কর্তার কল্পিত সেই চন্দ্রাবলীর নামে ॥  
 চিত্রতরু চিত্রলতা চিত্র ফল ফুলে ।  
 চিত্রবর্ণে অলি তাহা মধুপিয়া বুলে ॥  
 প্রতি তরুললে বান্ধা হেম হীরামণি ।  
 উপরে পুষ্পের গুচ্ছ মুক্তার খেচনি ॥  
 ত্রিবিধ সমীর তাহে নিরন্তর সেবে ।  
 অনুক্ষণ ছয় ঋতু সেবে যথালোভে ॥  
 তার পূর্বে দেখি এক বন অনুপাম ।  
 কর্তার কল্পিত নাম নিকুঞ্জ আরাম ॥

কৈশোর সর্বতরু নম্র ফুল ফলে' ।  
 বাগুরা বেষ্টিত যেন ইন্দ্রীসক দোলে ॥  
 প্রতি তরুতলে বেদি তাহে কাচ ঢালা ।  
 নানা মণি কিরণে কানন করে আলা ॥  
 লবঙ্গলতার কুঞ্জ পুষ্প সারি সারি ।  
 পুষ্পগুচ্ছ দোলে কোলে ললিতমঞ্জরী ॥  
 এ কুঞ্জে আর কুঞ্জ না পাই দেখিতে ।  
 বিধাতা বিধান হেন না পারি চিনিতে ॥  
 মধ্যে পরিসর স্থান সে রাসমণ্ডলে ।  
 তার মধ্যে মণিশঙ্খ করে ঝলমলে ॥  
 মেঘবর্ণে সর্ব ভূমি হেমবর্ণে ধূলা ।  
 পরশে পেশল যেন সন্মিলিনী তুলা ॥  
 মণিশঙ্খ বেড়িঞাছে নানা সুরতরু ।  
 পুষ্প পারিজাত হরি চন্দন অগুরু ॥  
 পূর্ব অংশে কল্লতরু তার সন্নিহিতে ।  
 অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধি যার মূলে খাটে ॥  
 মূর্ত্তিমন্তু ছয় ঋতু সর্বকাল সেবে ।  
 ত্রিবিধ পবন বহে সহজ স্বভাবে ॥  
 হ্রী ত্রী কান্তি কীৰ্ত্তি শান্তি পুষ্টি 'দয়া' ।  
 গুচি রুচি ধৃতি একাদশ পদছায়া' ॥  
 সম দম চারি বেদ শুদ্ধসত্ত্ব ধর্ম ।  
 রূপ রস গন্ধ আদি গুণমুক্ত কর্ম ॥  
 শৃঙ্গারাদি অষ্ট রস গোণ মুখ্য সনে ।  
 সেই কল্লতরুমূলে সেবে রাত্রিদিনে ॥  
 সহজ বিশদ বর্ণ মূল মনোহর ।  
 অষ্ট দিগে অষ্ট ভূজ শ্রামল সূন্দর ॥  
 বেড়িঞা উঠিছে তাহে হেমবর্ণ লতা ।  
 শাখার উপরে শোভে বৈদূর্য্যের পাতা ॥

প্রসূন মুকুতা ফল ইন্দ্রনীলমণি ।  
ত্রৈলোক্যভূষণ শুনি জয় জয় ধ্বনি ॥

॥ যথা ভক্তিরসামৃতসিকৌ ॥

আশীস্তথ্যা জয় জয় জয়েত্যাবিরাস্তে মুনীনাং  
দেবশ্রেণীস্তুতিকলকলো মেহুরঃ প্রাচুরস্তি ।  
হর্ষাদঘোষঃ স্ফুরতি পরিতো নাগরীণাং গরীয়ান্  
কে বা রক্তস্থলভুবি হরৌ ভেজিরে নানুরাগম্ ?

॥ যথা স্মরণস্তবকে ॥

নৃত্যোন্নতকলাপিঠি কলরবৈ ভৃঙ্গাশ্রুপুষ্ঠাদিভিঃ  
সম্ফুল্লপ্রসবৈর্ন সৎকিশলয়ৈর্নানাক্রমে মর্তিতে ।  
তদ্বন্দাবনকাননে প্রবিশ সম্মুক্তপ্রসূনমহা-  
বৈদূর্য্যচ্ছদমনুসন্মানফলঃ কল্পক্রমং চিস্তয়েৎ ॥

কল্পতরুমূলে কুঞ্জকুটির সুন্দরে ।  
যে যে সিদ্ধি মুমুক্সাদি পুংস অগোচরে ॥  
ভ্রমর না যায় তথা ভ্রমরীর সনে ।  
অলিনীর অনুগান কোকিলী উত্তানে ॥  
চন্দ্র বিনে কুটিরের উপরে চল্লিকা ।  
শুকপক্ষ নাহি তক্ষ সুন্দরী শারিকা ॥  
চকোরী চাতকী চারু চঞ্চরিকী মেলা ।  
কলাঙ্গী বেটিঞা কুঞ্জে করে নাট্যকলা ॥  
মণিমাণিক্যের পত্রে কুটির রচনা ।  
পরিসর ভূবি যেন শত বান সোনা ॥  
শ্বেত রক্ত নীল পীত রত্নস্তুত শত ।  
প্রশংস প্রবালে চলে খাড়ি পাড়ি কত ॥  
দ্বারদেশ চিত্রবেশ মহামার কতে ।  
ব্রজের কবাট খাট তাহার পশ্চাতে ॥

খট্টার আকার সেই রত্নসিংহাসনে ।  
 শিরিষ কুমুমসম সুন্দর বিতানে ॥  
 দোহন ছন্ধের যেন সুপেশল ফেনা ।  
 সুষমাকুমুমে তায় শয্যার রচনা ॥  
 অষ্টদল পদ্মাকার কর্ণিকা সহিত ।  
 শিরস্থানে আশেপাশে বালিশবিহিত ॥  
 উপরে কনককুম্ভ নানা চিত্রলেখা ।  
 তাহাতে উড়িছে কত বিচিত্র পতাকা ॥  
 যতেক শোভার সীমা নিকুঞ্জকাননে ।  
 কহিলে<sup>১</sup> কহিতে<sup>২</sup> নারে সহস্রবদনে ॥  
 রাধা চন্দ্রাবলী আর যত প্রিয়সখী ।  
 চক্ষুস্বস্ত্যয়ন হৈল কুঞ্জশোভা দেখি ॥  
 পরশুরামের বাণী শুন বন্ধুগণে ।  
 এইরূপে দেখি নিত্য অন্তরনয়নে ॥

॥ তদ্ যথা ॥

তস্ত্রাধোধিল সাদ্ধতান নিকরে মাণিক্যকুডে  
 মহারত্নস্তু সতানিতেতি রচিবে চক্রে পতাকান্নিতে ।  
 সৌবর্ণে ভবনে মহীয়সি মহামাণিক্যসিংহাসনে  
 মধ্যেন সদষ্টপত্রমবলং পদ্মঞ্চ সঙ্কিতয়ে ॥

শ্রীরাগেণ

কিএ শুভ দরশন                      উলস লোচন  
 হেরি ছুছঁ ছুছঁ মুখ ছান্দে ।  
 ভূষিত চাতক নব                      জলধরে ভুলন  
 ভূখিল চকোর চান্দে ॥



বাঁধল নব অমুরাগে ।

কাঞ্চনপুষ্প কুঞ্জে জন্ম পাওল

বাঁকি আঁখি ভার জাগে ॥

আধ নয়ানকোণে রূপ নেহারণি

কতছ বৈদগধি ভাঁতি ।

রস ধাধসে ধনি চলই না পাবই

বিসম প্রেম সাজ্জ্বাতি ॥

বিসরল শ্রাম- ধাম সব চাতুরী

বিছুরল বাদন বংশী ।

পরশুরাম পছঁ করহি মনোরথ

করকিশলয়গণ দংশী ॥

কালিন্দীকাননে কাহ্নু কল্পতরুতলে ।

ত্রিভঙ্গ ললিত চিত্র বনমালা গলে ॥

চূড়ার টালনি ভালে<sup>১</sup> ময়ূর<sup>২</sup> চন্দ্রিকা ।

অধরে অর্পিত প্রিয় মোহন বংশীকা ॥

কনক বসন যেন ধির সৌদামিনী ।

দেখিতে চকিত যত বরজ রমণী ॥

দূরে হৈতে দেখি সন্তে হরল গেআন ।

কারো বা করুণাজলে ভরল নয়ান ॥

মদনআবেশে কারো নাহি চলে পা ।

প্রেমের সম্ভ্রম ভরে কাঁপে কারো গা ॥

চঞ্চল হইলা কেহো রূপের আবেশে ।

কেহো বা স্ফুটিত হৈল নীবিবদ্ধ খসে ॥

রূপ হেরি<sup>৩</sup> চন্দ্রাবলী সচকিত হঞা ।

আপন দশনে রহে অধর দংশিঞা ॥<sup>৪</sup>

উন্মত্ত মদন কিবা দমন করিতে ।

পূর্বের আবেশ কিবা নারে পাসরিতে ॥

অথবা বাঞ্ছিত কাম কামানের বাণ ।  
দশন দংশিঞা করে নঅান সঙ্কান ॥

॥ যথা ত্রীদশমে ॥

এক। অকুটিমারাধ্যক্ষ প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা ।  
অস্তি বৈষ্ণুত্ব কটাক্ষপৈর্নিকৃষ্টদশন শুদা ॥

কৃষ্ণরূপ দেখি রাধা চিত্ত সচঞ্চল ।  
নয়ানে উছলে প্রেমজোয়ারের জল ॥  
রসের আবেশে রাই অবশ শরীরে ।  
প্রতি অঙ্গ মুকুলিত পুলক অঙ্কুরে ॥  
সখীঅঙ্গে অবলম্বি নিজতনুলতা ।  
লাঞ্জে লুকাইতে চাহে কীর্তিদাহিতা ॥  
আরতিহিলোল মনে নারে সম্বরিতে ।  
রূপনিরীক্ষণ করে অপাঙ্গইঙ্গিতে ॥  
কে জানে কি জানি তার মরণের বোল ।  
নিসসি উসসি ধনি বেণী' করে কোল ॥  
রাধারূপ নিরখিতে রসময় কান ।  
জগ ভরি ভরল কুসুমশর বাণ ॥  
উছলিল অস্তুরে অপার রসনিধি ।  
পাসরিল সম্ভাষণ বিধি বা অবিধি ॥  
দরশনে নয়নে আরতি নাহি পুরে ।  
অতিরসে<sup>২</sup> সচকিত নিমিষ পাসরে ॥  
সম্বরিতে নারে রূপ এ ছুই নঅানে ।  
মনহারা হৈল রূপ যৌবনের বনে ॥  
চম্পকের মালে গলে করে আলিঙ্গন ।  
ললিত নলিনী ফুলে বিশদে চুম্বন ॥

নয়ন মুন্দএ কভু আহা মরৌ বলি ।  
 গড়িঞা পড়িঞা গেল মুখের মুকুলি ॥  
 দেখিঞা দৌহার প্রেম সভে সচকিত ।  
 বড়াই বলেন এই হৈল ভাল রীত ॥  
 পরোক্ষে দৌহার রূপ গুণ লাগি বুঝে ।  
 ছল্লভ দর্শনে দৌহে আপনা পাসরে ॥  
 আগুসরি গেলা দেবী নাগরের কাছে ।  
 বাম হস্ত দিঞা সেই কদম্বের গাছে ॥  
 দক্ষিণে লগুড় শিরে চিবুক রাখিঞা ।  
 সরস সম্ভাষা করে কৃষ্ণমুখ চাঞা ॥  
 হেদে হে রসিক রায় এই কোন রীত ।  
 বুঝিতে কে পারে তোমা দৌহাকার প্রীত ॥  
 পরোক্ষে পরাণপণ কৈল ছুই জনে ।  
 সে সকল পাসরিলে দৌহা দরশনে ॥  
 পুরুষকারণ তুমি তাহো আমি জানি ।  
 শক্তিশিরোমণি রাখা প্রেমচিন্তামণি ॥  
 অপ্রাকৃত কামকলা কারো বেড়' নয় ।  
 স্পর্শনের সুখ যত দর্শনেই হয় ॥  
 তথাপি রাধিকা নিত্যলীলা বিস্তারিতে ।  
 কোটিসংখ্য যুগিদৃশী স্বশক্তি কল্পিতে ॥  
 নাগরেন্দ্র তুমি তভু প্রেয়সীর বশ ।  
 প্রেমপরায়ণা গোপী প্রথা কামরস ॥

॥ যথা ॥

প্রেমৈব গোপরমাণাং কাম ইত্যাগমপ্রথা ॥

যে রসে রসিক তুমি তাদৃশী রাধিকা ।  
 সে রসে সন্তোষ নহে অপর গোপিকা ॥

রসের কারণ তুমি সর্বকলাগুরু ।  
 কামিনীর স্তম্ভকাস্ত কামকল্পতরু ॥  
 আর এক নিবেদন কর অবধান ।  
 যদি রাধাকৃষ্ণ দুই তনু এক প্রাণ ॥  
 তথাপি প্রসিদ্ধ এক প্রণয়মাধুরী ।  
 দূরে হৈতে আস্যে সেই কাস্ত কাছে নারী  
 সেই প্রাণপতি তাহে দেহ সমর্পিতে ।  
 অপেক্ষা করেন কাস্ত শয্যা আরোহিতে ॥  
 বিজনে কাস্তের কিন্তু অশ্রু সেবা করে ।  
 কর অবলম্ব বিনে আরোহিতে নারে ॥

॥ যথা ভক্তিরসার্ণবে ॥

কৃষ্ণপ্রণয়নৈপুণ্যং দূরাদাগত্য কামিনী ।  
 শয্যাধিরোহণঃ কাস্ত করালম্বমপেক্ষতে ॥

যে জন বৈদক্ষী নারী তার এই মর্ম্ম ।  
 তুমি সে রসিক গুরু বুঝি কর কর্ম্ম ॥  
 এত উপদেশ যদি দিল পৌর্ণমাসী ।  
 কৃষ্ণ তারে সম্ভাষিলা মৃদুমন্দ হাসি ॥  
 নিকুঞ্জদ্বারে তারে রাখি আর্থিঠারে ।  
 নিরীক্ষণ করে হরি নাগরীনিকরে ॥  
 মধুর মধুর মৃদু নয়াননাচনি ।  
 দেখিঞা মুগ্ধ ছা পায় গোপনিতস্থিনী ॥  
 সতে জানে নন্দমুত চাহে আমা পানে ।  
 সতে বলে মর্ম্মকথা কয় আমা সনে ॥  
 সতেই দেখএ' কৃষ্ণ আপনার কাছে ।  
 মনে অমুরাগ আর কেহ লয় পাছে ॥

কৃষ্ণপানে চাহি কেহো সখীরে লাজায় ।  
 অবনত লাজে মুখ তুলিঞা নাচায় ॥  
 অন্তোন্তে 'লুকাইতে সভার যতন ।  
 এইরূপে গোপীসঙ্গে প্রেমসম্ভাষণ ॥  
 নাগরী রাধিকা আর নাগর গোবিন্দ ।  
 পরস্পর আরোপিঞা নয়নারবিন্দ ॥  
 রসের ধাধসে পদে চলিতে না পারে<sup>১</sup> ।  
 আনন্দহিল্লোলে বাণী মুখে না নিঃস্বরে ॥<sup>৩</sup>  
 ললিতার অঙ্গে রাই শ্রীঅঙ্গ হেলাইঞা ।  
 বিশাখার করে করকিশলয় দিঞা ॥  
 বিচিত্রার হাথে পুষ্প পারিজাতমালা ॥  
 তুঙ্গদেবীর করে গন্ধচন্দনের ডালা ॥  
 সুদেবীর হাথে দিব্য চামর ধবল ।  
 চম্পকলতার করে ভূজারের জল ॥  
 সুলেখার হাথে পেটি শ্যামলা দর্পণ ।  
 তুঙ্গবিভা লঞা আছে নানা উপায়ন ॥  
 এই অষ্ট সখীসঙ্গে রাধিকা সুন্দরী ।  
 নেহারে শ্যামের রূপ সখী লক্ষ্য করি ॥  
 ধৈর্য্য ধরি কৃষ্ণ যদি কৈল আগমন ।  
 মুখে না নিঃস্বরে বাণী করিতে স্তবন ॥  
 রাধা কাহু হুই তম্বু হইল যোজনা ।  
 কৃষ্ণ উরে প্রতিবিশ্বে দেখিল আপনা ॥  
 ইন্দীবর দর মৃদু ইন্দ্রনীলমণি ।  
 চুয়াইঞা পড়ে যেন শ্যামরূপখানি ॥  
 ঢলঢল বিমল মুকুর বর উরে ।  
 নিজপ্রতিবিশ্ব রাধা দেখি যায় দূরে ॥  
 বিহসি বঙ্কিম দৃষ্টে চাহে ঘনে ঘন ।  
 মিশাঞা রয়্যাছে যেন দিঞা আলিঙ্গন ॥

তা দেখি বিমুখী রাধা শ্রামের সাক্ষাতে ।  
 স্মরিত অধর যেন সখীরে গঞ্জিতে ॥  
 মরম জানিঞা কাহু কহে অমু'রাধা ।  
 বিনি অপরাধে স্মৃথে না করিহ বাধা ॥  
 শুন সখী সঙ্গোপনে কহিএ তোমারে ।<sup>১</sup>  
 অবৈদগ্ধী কৃষ্ণ পাছে জানে সভাকারে ॥<sup>২</sup>  
 অমৃতের খালে ভুলে না মাখিহ নিম্ব ।  
 কৃষ্ণকোলে দেখ সখী তুয়া<sup>৩</sup> প্রতিবিশ্ব ॥  
 তুমি বল অশ্রু সখী সেহো কিছু নয় ।  
 অন্তরের অভিপ্রায় বাহিরে উদয় ॥  
 সর্বথা পশিলে তুমি শ্রামের অন্তরে ।  
 আপনারে আপনি দেখিলে কৃষ্ণউরে ॥  
 প্রতীত না কর যদি আমার বচনে ।  
 কৃষ্ণপ্রতিবিশ্ব দেখ আপনার সনে ॥

॥ যথা উজ্জলনীলমণ্যাম্ ॥

শৃণু সখী তব কর্ণে বর্ণেয়াম্যত্র নীটবিরচয়  
 মুখচন্দ্রমা বৃথাবাদ্বিবর্ণ ইয়মুরসি মুরারেজ্ঞীননছো  
 মৃগাক্ষি মরকতমুকুরা তে বিশ্বতাসিদ্ধমে চ ॥

শুনিঞা সখীর কথা হৈলা সাবধান ।  
 মৃহমন্দ হাসিহলে সঙ্কানে নয়ান<sup>৪</sup> ॥  
 চাতুরি করিঞা কৃষ্ণ রহিলা সেখানে ।  
 লোটাএ চুড়ার ছায়া রাধার চরণে ॥  
 চুড়ার শিখণ্ডি ছায়া চরণ উপরে ।  
 সৌভাগ্য সম্পত্য রাই সম্বরিতে নারে ॥

১ প্রতি      ২ শুন সখী তোমাকে কহিএ সঙ্গোপনে ॥  
 অবৈদগ্ধী কৃষ্ণ পাছে শুনে ।      ৪ নিজ      ৫ নয়ান সঙ্কান

৩ আপনার

তা দেখিঞা রসবতী অশ্রুস্থানে যায় ।  
 কান্থরে করিতে নতি সখীরে জানায় ॥  
 সাম্যের কারণে রাধা না করিল ছায়া ।  
 না করিলে মানহানি এহো আছে মায়া ॥  
 বৈদক্ষী বিধাত্রী রাধা রাজার নন্দিনী ।  
 আপন কণ্ঠের হার ছিঙিল আপনি ॥  
 ভূমিতে পড়িল সেই মুকুতার দাম ।  
 কুড়াবার ছলে করে কান্থরে প্রণাম ॥  
 তুলিঞা করের মালা ফেলে ভূমিতলে ।  
 পুন প্রণামিল রাই কৃষ্ণপদতলে ॥  
 দুই হস্তে রাখি সেই ছিন্নমুক্তাবলী ।  
 প্রকারে কান্থর আগে হৈলা কৃতাজলি ॥  
 নয়ানে আনন্দবিন্দু মুখে মুছ হাসে ।  
 অনঙ্গ উচ্ছব অঙ্গে পুলক প্রকাশে ॥  
 প্রণবের পূর্ণ দৃষ্টি নয়ানের কোণে ।  
 সখীর সমাঝে রাই চাহে কৃষ্ণপানে ॥

॥ যথা উজ্জলনীলমণ্যাম্ ॥

ছিন্নপ্রিয়া মণিসর সখী মৌক্তিকানি  
 বৃত্তান্তং বিচিন্ময়ামিতি কৈতবেন ।  
 মুগ্ধং বিবৃত্যময়েহস্তদৃগন্তভঙ্গি রাধা  
 গুরোরপি পুর প্রণতাক্রতামিত ॥

বিদগ্ধ নাগর এই চাতুরি দেখিঞা ।  
 ছলছল করে আঁখি গুণে মুগ্ধ হঞা ॥  
 কামের কোদণ্ড কুণ্ড বাহুলতার কোলে ।  
 বন্ধবিলোকিনী তায় দৃগঞ্চল দোলে ॥  
 বয়ানেতে শোভে কত চান্দের চন্দ্রিকা ।  
 মন্দহাসে ভাসে দম্ব কুন্দের কলিকা ॥

চঞ্চল কুণ্ডলে গণ্ড যুগল সুষম ।  
 শ্রীমুখের বাণী কামআরোহণ মন্ত্র ॥  
 নিত্য লেশবেশ আর বৈদক্ষী চাতুরী ।  
 হরিমনোহরা রাধা আনন্দলহরী ॥

॥ তথা তত্রৈব ॥

তির্য্যক্ ক্ষিপ্তচলদৃগঞ্চলকটালাসোল্লাসঃ কূলতা  
 কুন্দাভাস্মিতচন্দ্রিকোজ্জলমুখী গণ্ডোজ্জলকুস্তলা ।  
 কন্দর্পায়ম সিদ্ধিমন্ত্রকথনামর্কদৃহানাগিরং হরিণাত্ত  
 হরে জহার হৃদয়ং রাধা বিলাসোর্ম্মিতিঃ ॥

দেখিঞা সজের সখী করে ঠারাঠারি ।  
 ললিতা রাধার কাছে কহে ধীরি ধীরি ॥  
 না জানি আলস নিদ্রা না জানিল মায়া ।  
 তোমা সঙ্গে থাকি যেন শরীরের ছায়া ॥  
 তথাপি তোমার রীত নারিল বুঝিতে ।  
 কান্নুরে কিনিলে তুমি অপাজ্জইজিতে ॥  
 রাধিকা বলেন তুমি প্রাণের দোসরী ।  
 স্বভাবে করায় কত কে জানে চাতুরী ॥  
 ব্রজেন্দ্রনন্দন রূপ ছল্লভদর্শন ।  
 নিরীক্ষণে লুকুচিস্ত হয় অলুকণ ॥  
 পরম আদরে লাজ কাজ যায় দূরে ।  
 আনন্দআবেশে আঁখি নিমিষ পাসরে ॥  
 তথাপি সখীর সঙ্গে শঙ্কা রার্থো মনে ।  
 অসীম লাবণ্য সখী দেখি আঁখিকোণে ॥  
 কবে শুভদিন মোর হইব উদয় ।  
 কৃষ্ণদরশনে মোর না থাকিব ভয় ॥  
 যে রূপ লখিল নহে সহস্র নয়নে ।  
 সে সুখে বঞ্চিত মিছা লাজের কারণে ॥



শুনিঞা রাধার কথা দেবী পৌর্ণমাসী ।  
 সুন্দরী সমাখে আইলা মৃদুমন্দ হাসি ॥  
 করে ধরি কাহুরে করিয়া পিছ ভিতে ।  
 ক্রোধ করি প্রিয় কহে রাধার সাক্ষাতে ॥  
 বড়াই বুলে কিবা রাধা কিবা চন্দ্রাবলী ।  
 কিবা অশ্রু যুথেশ্বরী অপর' গোয়ালী ॥  
 সভে বৈদগধি সভে জ্ঞান নানা ছলা ।  
 তুষিত চাতক সে নাগর নন্দবালা ॥  
 লাজ কাজ গতিক্রিয়া ছিল আড়ে ওড়ে ।  
 আসিঞা ঠেকিল সভে নাগরের বেঢ়ে ॥  
 ভুবনে ছল্লভ শ্যাম সুনাগর রাজ ।  
 ক্রীড়ার কারণে কেনে মিছা কর লাজ ॥  
 নানা উপায়ন লঞা আইলা ঘরে হৈতে ।  
 চন্দন চামর মালা কাহুরে অর্চিতে ॥  
 মনের মানস পূর্ণ করাইল বিধি ।  
 ঘরে বসি সাধিলে গোবিন্দ হেন নিধি ॥  
 হেন ভাগ্যবতী নাঞি শুনি ত্রিভুবনে ।  
 চুড়ার শিখণ্ড কত চরণচুসনে ॥  
 যে দেখিল রাধাকৃষ্ণ সম্ভাবার চিহ্ন ।  
 যুগে যুগে এক তনু কিছু নহে ভিন্ন ॥  
 হুই মনে এক মন মিছা প্রতারণা ।  
 কে আছে বিপক্ষ তাহে করিছ বঞ্চনা ॥  
 বুঝিল সভার আমি চিন্তাভিত্তিপ্রায় ।  
 সম্মত হইঞা কর আমার বিদায় ॥  
 শুন রাধা চন্দ্রাবলী শুন হে কানাক্ষি ।  
 এখানে আমার আর অধিকার নাঞি ॥  
 যত দেখ লাজ কাজ সব আমা লাগি ।  
 দৈবেই এসব সঙ্গে আমি নহি ভাগী ॥

যৌবনের গন্ধ নাঞি যাই গুড়িগুড়ি ।  
 পৌর্ণমাসী নাম গেল লোকে বলে বুড়ি ॥  
 কপালে ত্রিবলীমাল পাণ্ডু হৈল কেশ ।  
 দশনবিহীন মুখ কি করিব বেশ ॥  
 সময়ে সকল হয় ছুঃখ নাহি তায় ।  
 যুবতীজন্য কথ্য সহনে না যায় ॥  
 পথে যাতে দেখা হয় যুবতীর সনে ।  
 বুড়ি বলি সম্ভাষিঞা বিধে কুস্তবাণে ॥  
 দেখিঞা শুনিঞা মোর হেন লয় মন ।  
 ফিরাইঞা দিতে পারি নহলি যৌবন ॥  
 তবে কি কানাঞি আর চাহে কারো ভিতে ।  
 তাহে তো সভার ছুঃখ নারিব দেখিতে ॥  
 ভাল হৈল দুই জনে হৈল ইষ্ট লাভ ।  
 নিতিনিতি বৃদ্ধি হকু' প্রাণবন্ধু ভাব ॥  
 কিশোরী হইঞা সভে রসে পরিণত ।  
 রসিক নাগরী সভে শিখাইব কত ॥  
 যবে অবশিষ্ট যত গোপকুমারিকা ।  
 কৃষ্ণপতিহেতু কত অর্চিল চণ্ডিকা ॥  
 ভাবসিদ্ধ বলি তারে দেবী দিল বর ।  
 এই কার্য্য সিদ্ধ হৈলে আমি যাই ঘর ॥  
 হইঞা বান্ধববৃন্দ যুবতী মণ্ডলে ।  
 বিশদ কদম্বছায়া মণ্ডপের তলে ॥  
 কুকুম চন্দনে তাহে দেই আলিপনা ।  
 যজ্ঞিণী মিলিঞা সভে করুন বাজনা ॥  
 ভৃঙ্গারের ঝারি ভরি তাহে কর ঘট ।  
 অঙ্গের গুটনি দিঞা কর অন্তঃপট ॥  
 মুকুট করহ<sup>১</sup> চিত্র বৈজয়ন্তী ফুলে ।  
 জল সাঞা আন প্রিয় কালিন্দীর কূলে ॥

কথাবার্তার কাজে পাছে আছেন পৌর্ণমাসী ।  
 বিধিবাক্য বলাবেন গার্গী ভার্গী আসি ॥  
 গার্গীরা কন্তার কর্তা ভার্গী পুরোহিত ।  
 এইরূপে কর নীজ<sup>১</sup> বিবাহ বিধিত ॥  
 এই কার্য্য সমাধিঞা কহি সভাকারে ।  
 একেক সুন্দরী যাহ একেক কুটিরে ॥  
 দৈবেই অসীম কুঞ্জ অসীম রূপসী ।  
 কৃষ্ণসঙ্গে রজ পাবে প্রতিকুঞ্জে বসি ॥  
 বিশদ কদম্বতরু মনোজ্ঞ সুন্দর ।  
 তার তলে হাসিঞা বসিলা কৃষ্ণ বর ॥  
 পরশুরামের বাণী শুন<sup>২</sup> ইতিহাস ।  
 রঞ্জিণী সকল করে গন্ধঅধিবাস ॥

রাগ মঙ্গলগুজ্জরী

যমুনার জলতট                      নিকট নিপট  
 পুরটময় নটশালা ।  
 চৌদিগে সারি সারি                      বরজ নাগরী  
 বর<sup>৩</sup> নাগর<sup>৪</sup> নন্দবালা ॥  
 সুবীণা সপ্তস্বর                      মুরুজ মন্দিরা  
 খঞ্জরি করিলা সাধনা ।  
 ডিঙিমি ঝাঝরি                      মুরুলি মোছরি  
 বাজায়ে<sup>৫</sup> বিবিধ বাজনা ॥  
 কুমারীগণ সঙ্গে                      মদন মন সঙ্গে  
 কেহো বা কৃষ্ণ হেরি হাসে ।  
 যুবতী যত ধন্য                      পরশি বর কন্যা  
 ব্রাহ্মণী বেদবিধি ভাষে ॥  
 মহীগন্ধশীল                      ধান্ন দূর্বাদল  
 কুসুম মালা পুগফলে ।

লইঞা দধি সর                      সর্পিস সিন্দূর  
 পরশে কাহ্নু পদতলে ॥  
 শঙ্খ কঙ্কল                      পরশি ভালতল  
 দলিততর গোরোচনা ।  
 শ্বেত সর্বপ                      হরিজ্ঞা আদি উগ  
 গঠন' মণি রূপা সোনা ॥  
 স্বস্তিক দর্পণ                      চামর চন্দন  
 পরশি সুখময় ভালে ।  
 হরিত নাগবল্লী                      রতন দীপপল্লী  
 করিঞা পরিসর থালে ॥  
 রূপ ঝলমল                      শ্রীমুখমণ্ডল  
 নিরখি আরতি অপার ।  
 বেদবিধিমত                      আরতি করত<sup>২</sup>  
 সভেই শত শত বার ॥  
 কুসুম দধি মধু                      লইঞা ব্রজবধু  
 অর্চিঞা কাহ্নুর চরণে ।  
 আনন্দে হুলুথুলি                      মঙ্গল হলাহলি  
 কোতুক কুসুমকাননে ॥  
 কঙ্কায়ে হেমঘট                      উপরে চিত্রপট  
 জলেরে যায়ে<sup>৩</sup> দ্বিজরাণী ।  
 সুন্দরী সব পাশে                      আনন্দআবেশে  
 সোহাগে লোটাঞা ধরণী ॥  
 রাধিকা কৃষ্ণগুণ                      গাইছে গোপীগণ  
 বাজিছে বিবিধ বাজনা ।  
 ললিত অভিনব                      গুণ মান যে সব  
 তান লএ<sup>৪</sup> মুরুছনা ॥  
 মিলিঞা সব সই                      যমুনা জল সাই  
 আইলা বরের নিকটে ।

লইঞা কন্তাগণ করিল প্রদক্ষিণ  
 সমুখে ধরি অন্তঃপটে ॥  
 যবে সে ছিলা দূরে ছুঁ সে ছুঁ করে  
 সঘনে আইস আস্ত বলি ।  
 নিকট দরশনে দহন নিবারণে  
 কুসুম করে পেলাপেলি ॥  
 ক্রীঅঙ্গে পুষ্পমালা অর্চিঞা ব্রজবালা  
 কাহুরে কর পরণাম ।  
 নাগর বর হরি স্বীকার কৈল নারী  
 দিলেন নিজ পুষ্পদাম ॥  
 মধুর নবশাখা কর্পূর যব মাখা  
 বেড়িঞা ললিত নলিনী ।  
 নাগর বর হাথে কুমারীগণ সাথে  
 করিল কুসুম ছামনি ॥  
 লইঞা কন্তাগণে রাখিল কুঞ্জবনে  
 ললিত লতিকার ঘরে ।  
 বিবিধ বাস দিঞা রাখিলে শুয়াইঞা  
 বিচিত্র করি পদশিরে ॥  
 চলহ বর হরি খুজিঞা<sup>১</sup> আন নারী  
 ধরিঞা তোল তার হাথে ।  
 চলিতে শ্যামরায় নৃপূর বাজে পায়  
 যুবতীগণ চলু সাথে ॥  
 গোবিন্দআগমন জানিঞা কন্তাগণ  
 অন্তরে উপজল ভয় ।  
 চাতুরী করি তায় পরশে জানি পায়  
 নৃপূরে করে পরিচয় ॥  
 রসিক বর হরি কামিনী কর ধরি  
 আইলা নীপভরুতলে ।

বেড়িয়া গোপীগণে রতনসিংহাসনে  
বসিলা কিশলয়দলে ॥

উপরে ঘটদল বরের করতল  
সমুখে বসাইএণ বাল্য ।

কুমারীগণ লঞা কাহুর বৃকে দিএণ  
বাঙ্কিল বকুলের মালা ॥

আভির প্রকরণে শ্রীনন্দনন্দনে  
সঙ্কল্প করিএণ রচনা ।

সদত ফুলজলে দিলেন করতলে  
পুরল কামিনীকামনা ॥

মনের কোতুকে দিলেন যৌতুকে  
বলয়া মণিময় হার ।

অভয়া ফলজল দিলেন দুর্বাদল  
করিএণ বহু পরিহার ॥

গোত্রগতি আদি গমন সপ্তপদী  
উপল পরশিল পায় ।

বসন সিন্দূর আপনি দিল বর  
গোপিনী মঙ্গল গায় ॥

সিদ্ধ সুর নর চারণ কিয়র  
সঘন শোভন আকাশে ।

বাজাএ দৃমি দৃমি ছন্দুভি ডিগুমি  
কৌতুকে কুসুম বরিষে ॥

শ্রীরূপ সনাতন পরম কারণ  
অনেক পুরাণের ভাষা ।

সে সব উক্তি শুনি মঙ্গল অনুমানি  
মাধবসঙ্গীত আশা ॥

নাগরবর শ্রাম প্রসঙ্গ অনুপাম  
বিবাহবিধি বৃন্দাবনে ।

অশেষ পাপ হরে যাতনা যায় দূরে  
প্রদ্বায়ে যেই জন শুনে ॥

‘সংসারে ধনি ধনি ক্ষেত্রিয় শিরোমণি  
শিখরশ্রাম অধিপতি ।

নৃপতি আশ্রমে দ্বাদশকণ্ঠ<sup>১</sup> গ্রামে  
রচিত সজ্জীত পুঁথি ॥

ধন্য সে ঠাকুরাল বাড়ুক<sup>২</sup> বছকাল  
ধনি সে পাত্র পরিধান ।

ধন্য সে সব প্রজা বৈষ্ণব পদপূজা  
করেন হরিগুণগান ॥

পরশুরাম দীন সাধন সঙ্গহীন  
ব্রাহ্মণ কুলশীল পাণ্ডা ।

দিবস দুই চারি প্রকারে বিহরি  
রাধাকৃষ্ণ গুণ গাঞা ॥

॥ তথাহি ॥

কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগী নরীশ্বরী ।  
নন্দগোপসুতং দেহি পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥

রাগ মুলতান

কুঞ্জে লো আজু মদন তরঙ্গ ।  
রসবতী নায়রি শ্রামক সঙ্গ ॥ ৫ ॥

এতেক কৌতুক করি যত সখীগণে ।  
যুখে যুখে দাণ্ডাইলা কৃষ্ণবিদ্যমানে ॥  
কেহো বলে কণ্ঠাগণ যাহ বাস ঘরে ।  
একত্রে শয়ন শয্যা বিধি কণ্ঠা বরে ॥  
কেহো বলে কর নারীর কেশ সংমার্জন<sup>৩</sup> ।  
একত্রে বসিঞা কুঞ্জে করহ ভোজন ॥

১ পরবর্তী চার পঙ্ক্তি ক-পুঁথিতে নেই ।

২ দ্বাদশ কণ্ঠা ?

৩ রহক

কেহো বলে কন্তাপৃষ্ঠে সিন্দূর মণ্ডলী' ।  
 আপনে লেখন বর বিধিবাক্যাবলী ॥  
 আপনে লেখিঞা আপে মুছিবে কানাক্ষি ।  
 কহিঞা সমুখ ছাড়ি পৃষ্ঠ দিব নাঞি ॥  
 করে ধরি বাসঘরে করুন পয়ান ।  
 বিবাহের পারস্পর্য্যা এসব বিধান ॥  
 কেহো বলে সখী তুমি কেনে কুঞ্জবনে ।  
 কাহু সঙ্গে কুলবতী কেমন বিধানে ॥  
 কেহো বলে সুখময় সুন্দর কানাক্ষি ।  
 স্বেচ্ছাএ যে করে তাহে যুক্তি বিধি নাঞি ॥  
 নবীন নাগরী সব নব অমুরাগে ।  
 রূপগুণ পরিচয় করে কৃষ্ণ আগে ॥  
 গোপালী ধনিষ্ঠা কৃষ্ণ খঞ্জনাঙ্কি নীলা ।  
 বিশারদা তারাবলী শঙ্করী বিমলা ॥  
 চকোরান্ধি কুঙ্কুমাঙ্গি মেলি নবরঞ্জে ।  
 পরিহাস প্রীতকথা কহে কৃষ্ণসঙ্গে ॥  
 কেহো বলে প্রাণবন্ধু নিবেদন করি ।  
 কুলটা করিলা তুমি গোকুলের নারী ॥  
 এরূপ রসের কুপ নয়ানহিলোলে ।  
 চাহিতে চমকে প্রাণ হিয়া ধরা দোলে ॥  
 কেহো বলে ত্রিভঙ্গ ললিত নটছান্দে ।  
 দেখিলে আকুল প্রাণ না দেখিলে কান্দে ॥  
 কেহো বলে কেমনে সে বিদগধ বিধি ।  
 শ্রামরূপে ঢালিঞা দিয়াছে কত নিধি ॥  
 আর তাঁহে ভাঁতিয়া চলন ধীরে ধীরে ।  
 ডুবিল যুবতীজাতি রসের পাথারে ॥  
 ভুবন ভুলিল শ্রামরূপের বাতাসে ।  
 কেহো বলে মুরুলি আছিল কোন দেশে ॥



স্তনিঞা বংশীর ধ্বনি কে রহিব ঘরে ।  
 প্রতি ফুঁকে বুকে বিক্ষে সন্ধানিঞা শরে ॥  
 এই মত লীলা' করে গোপীগণ লঞা ।  
 ব্রহ্মরাত্রি গোড়াইলা আনন্দ করিঞা ॥  
 পরশুরামের রহু গুরুপদে আশা ।  
 এহোকালে পরকালে বৈষ্ণব ভরসা ॥<sup>২</sup>

১ বিলাস    ২ ক-পুঁথিতে তৎপর লেখা আছে “ইতি । শকাব্দা ১৬৮১ সাল  
 সন ১১৬৬ সাল” । এবং খ-পুঁথিতে লেখা আছে “ইতি শ্রীমাধবসঙ্কীত গ্রন্থ সংপূর্ণ ।  
 লিখিতঃ শ্রীরাধারমণ ঘোষ তথা শ্রীরাধাকৃষ্ণ সিংহ শাকিম বাতিকার ॥ সন ১১৯৩  
 সাল তারিখ ১৬ ভাদ্র মঙ্গলবার শুক্লা বষ্টী । শকাব্দা ১৭০৮।৪।১৫।৮ সমাপ্ত...গ্রন্থ...  
 আদর্শ শ্রীমৎ গোপীচরণ দাস বৈরাগীঠাকুর মোকাম ৬পাএরের আখড়া । লিখিতঃ  
 বহুবল্লভ বশেচরয়তি পুস্তক । শুকরী তনু মাতা পিতা চ ভব গর্ভভ ॥ শ্রীশ্রী ॥  
 শ্রীশ্রী ॥ একশত সপ্তত্রিংশৎ পত্রৈঃ মাধবসঙ্কীত গ্রন্থ সমাপ্ত ॥”







